দর্শন ও শিক্ষা

ড. শরিফা খাতুন

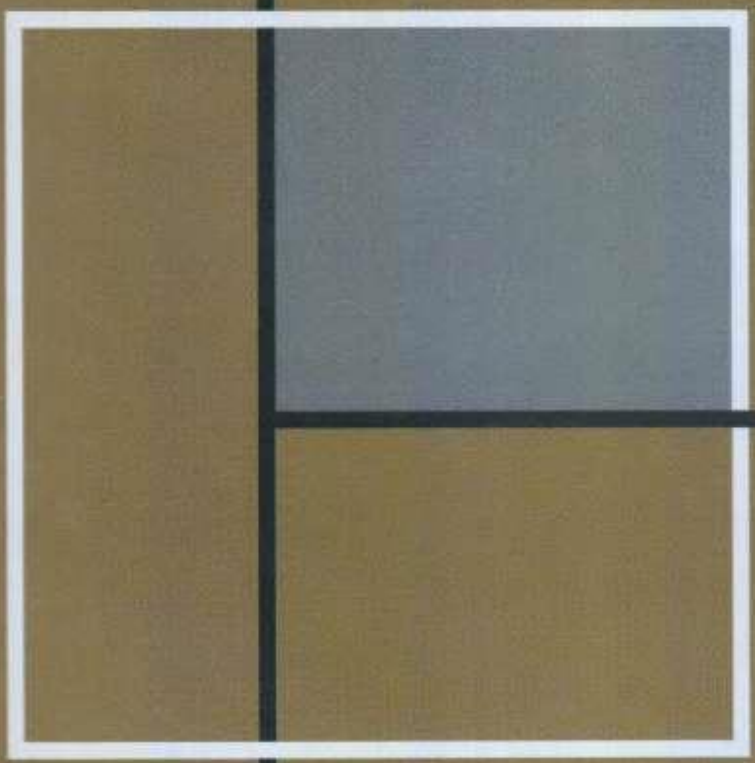

দর্শন ও শিক্ষা

www.nagorikpathagar.com

দর্শন ও শিক্ষা

ড. শরিফা খাতুন

মাওলা ব্রাদার্স

www.nagorikpathagar.com

প্রকাশনার সাত দশকে
মাওলা ব্রাদার্স

© লেখক
মাওলা ব্রাদার্স প্রথম প্রকাশ
এপ্রিল ২০১৪
প্রথম প্রকাশ
অক্টোবর ১৯৯৯

প্রকাশক
আহমেদ মাহমুদুল হক
মাওলা ব্রাদার্স
৩৯/১ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
ফোন : ৯৫৮০৭৭১ ৯৫৬৮৭৭৩
ই-মেইল : mowlabrothers@gmail.com

প্রচ্ছদ
ধ্রুব এষ

কম্পোজ
বাংলাবাজার কম্পিউটার
৩৪ নর্থব্রুক হল রোড ৩য় তলা
ঢাকা ১১০০

মুদ্রণ
একুশে প্রিন্টার্স
১৮/২৩ গোপাল সাহা লেন ঢাকা ১১০০

দাম
দুইশত পঞ্চাশ টাকা মাত্র

ISBN 978 984 90705 1 1

DARSHAN O SHIKSHA (Philosophy & Education) by Dr. Sharifa Khatun. Published by Ahmed Mahmudul Haque of Mowla Brothers. 39/1 Banglabazar, Dhaka 1100. Cover Designed by Dhrubo Esh. Price. Taka Two Hundred and Fifty only.

www.nagorikpathagar.com

উৎসর্গ

শামীম মহীবুল
সাবেরা জোসেফ
ইফ্‌ফাত মুনীর
জিনাত তুহীন

www.nagorikpathagar.com

www.nagorikpathagar.com

মাওলা ব্রাদার্স সংস্করণের ভূমিকা

দর্শন ও শিক্ষা বইটি বাংলা একাডেমী কর্তৃক প্রথম প্রকাশের পর কিছুকালের মধ্যে নিঃশেষ হয়ে যায়। ফলে এই বইয়ের চাহিদা মেটাবার জন্য অনেকেই আমাকে অনুরোধ করেন। ট্রেনিং কলেজ, শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট ও উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এই বইয়ের চাহিদা রয়েছে। বইটি দুষ্প্রাপ্য হওয়ার জন্য বিভিন্ন সময়ে এসব প্রতিষ্ঠান থেকেও পুনঃপ্রকাশের জন্য অনুরোধ আসে। এই পরিস্থিতিতে বইটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের জন্য উদ্যোগ নিয়েছি। বইটির কাঠামো, বিন্যাস ও বিষয়বস্তু অপরিবর্তিত রেখে প্রয়োজনীয় পরিমার্জন ও সংশোধন করা হয়েছে। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করছি যে, এই বইয়ের পুনঃপ্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছি আমার স্নেহভাজন প্রাক্তন ছাত্র বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকাশনা সংস্থার উপ-পরিচালক শ্রী শংকর ভট্টাচার্যের অনুপ্রেরণা ও ঐকান্তিক আগ্রহে। তাঁর এই অনুপ্রেরণা ও সহযোগিতা আমি গভীরভাবে স্মরণ করছি।

পরিশেষে বইটি প্রকাশের জন্য মাওলা ব্রাদার্স প্রকাশনা সংস্থার কর্মকর্তাদের অশেষ ধন্যবাদ জানাই।

ঢাকা
নভেম্বর ২০১৩

ড. শরিফা খাতুন
অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক
শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

www.nagorikpathagar.com

www.nagorikpathagar.com

গ্রন্থকারের নিবেদন

শিক্ষার সাথে দর্শনের অন্তর্নিহিত সম্পর্ক রয়েছে। দর্শনের ভিত্তি না থাকলে শিক্ষার কাজ বিজ্ঞানসম্মত ও ফলপ্রসূ হয় না। আবার মানব জীবনকে সুন্দর করে পরিচালনা ও আদর্শ মানব সমাজ গঠনের জন্য দার্শনিকগণ যে তত্ত্ব দিয়েছেন তা কার্যকর করার প্রধান ক্ষেত্র হলো শিক্ষা। দর্শনের তত্ত্ব জটিল বিমূর্ত যা সাধারণ মানুষ সহজে অনুধাবন করতে পারে না। অর্থাৎ দর্শন তাদের কাছে দুর্বোধ্য। তবে এটা স্বীকৃত যে শিক্ষার অনেক প্রসঙ্গে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সূত্র দর্শনের বিমূর্ত ও জটিল তত্ত্বের গভীরে নিহিত এবং শিক্ষার এসব প্রসঙ্গ ও সমস্যা দার্শনিক উপায়ে সমাধান করাই বাঞ্ছনীয়। কাজেই শিক্ষা বিজ্ঞানী, বিশেষজ্ঞ, শিক্ষাবিদ, শিক্ষার কাজে সিদ্ধান্ত গ্রহণে যে সকল বিশেষজ্ঞ পেশাজীবী শ্রেণী জড়িত তাদের দর্শনের সাথে পরিচয় থাকা দরকার। অবশ্য এঁদের জন্য দর্শনের অনুধ্যানমূলক চর্চার চেয়ে মূর্তভাবে বিন্যস্তরূপ যাকে আমরা সাধারণভাবে শিক্ষা তত্ত্ব, দর্শনের শিক্ষামূলক তাৎপর্য বা শিক্ষা দর্শন বলি তাই উপযোগী। এতে তাদের পেশাগত কার্য সম্পাদন সহজ হয়।

দর্শন চর্চার জগতে বেশ কয়েকটি সুসংবদ্ধ সাধারণ দর্শন মতবাদ রয়েছে। এসব দর্শনের বিকাশ কাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত নানা দার্শনিকের অনুশীলনের ফলে দর্শন মতবাদগুলো সমৃদ্ধ হয়ে নতুনভাবে বিন্যস্ত হয়েছে। তবে দার্শনিকদের কেউ কেউ দর্শনের তত্ত্ব চিন্তার সাথে সাথে শিক্ষার তত্ত্বের ওপর মৌলিক কাজ করেছেন। অনেক দার্শনিকই তাদের শিক্ষা তত্ত্বকে শিক্ষার কাজে প্রয়োগ করেছেন। আবার কারো কারো শিক্ষা তত্ত্ব পরবর্তীকালে শিক্ষা দার্শনিক, শিক্ষা বিজ্ঞানিগণ শিক্ষার কার্যে ব্যবহার করেছেন। সাধারণ দর্শনের শিক্ষার তত্ত্ব বা শিক্ষার জন্য বিশেষভাবে বিন্যস্ত শিক্ষা দর্শন এখনো পৃথিবীর অনেক দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রয়োগ করা হচ্ছে। এই গ্রন্থে পাঁচটি সাধারণ দর্শন : স্বভাববাদ, ভাববাদ, বাস্তববাদ, প্রয়োগবাদ ও অস্তিত্ববাদ এবং এসব দর্শনের শিক্ষার তত্ত্ব ও নিহিতার্থ আলোচনার জন্য নির্বাচন করা হয়েছে। শিক্ষা তত্ত্বের পটভূমি অনুধাবনের জন্য দর্শনের প্রধান তিনটি ক্ষেত্র মূল্যবিদ্যা, জ্ঞানবিদ্যা অধিবিদ্যা বিষয়ক সংশ্লিষ্ট মৌলিক বক্তব্যগুলো প্রাসঙ্গিকভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

www.nagorikpathagar.com

এখানে উল্লেখ্য যে, অস্তিত্ববাদ ছাড়া অপরাপর দর্শনগুলোর প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা তত্ত্ব ও শিক্ষা দর্শন রয়েছে। আবার এসব দর্শনের উপাদান নিয়ে নতুন ধরনের শিক্ষা দর্শন গঠিত হয়েছে। অস্তিত্ববাদ অপেক্ষাকৃত নবীন দর্শন। এই দর্শনের প্রবক্তাগণ শিক্ষার তত্ত্ব নিয়ে বিশেষ চিন্তা-ভাবনা করেন নি। অবশ্য সমকালীন আমেরিকা ও ইংল্যান্ডের দার্শনিক ও শিক্ষা দার্শনিকগণ অস্তিত্ববাদের শিক্ষা দর্শন সম্পর্কে আলোচনা করেছেন এবং অস্তিত্ববাদী শিক্ষা দর্শনের রূপদান করেছেন। অস্তিত্ববাদ একটি রেডিকেল দর্শন। ব্যক্তির অস্তিত্বের প্রাধান্য, ব্যক্তির স্বাধীনতার প্রতি অপরিসীম আস্থা, ব্যক্তির স্বাধীন নির্বাচন ও তার দায়-দায়িত্ব নেয়া- অস্তিত্ববাদের এই মৌলিক বিশ্বাসগুলো যদি মানুষ গ্রহণ করতে চায় তাহলে শিক্ষায় এই দর্শনের কথা বিবেচনা করতে হবে। এই যুক্তিতে এই গ্রন্থে অস্তিত্ববাদ দর্শন অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। দ্বিতীয় থেকে ষষ্ঠ অধ্যায়ে নির্বাচিত পাঁচটি সাধারণ দর্শন ও তাদের শিক্ষা তত্ত্ব ও শিক্ষা দর্শন উপস্থাপনা করা হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে দর্শন ও শিক্ষায় প্রাসঙ্গিক বিষয়সমূহ আলোচনা করা হয়েছে। সপ্তম অধ্যায়ে শিক্ষা দর্শন গঠন প্রসঙ্গে শিক্ষা দর্শনের অর্থ, কার্য, বিষয়বস্তু, বিভিন্ন প্রকারের শিক্ষা দর্শনের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য এবং বাংলাদেশের শিক্ষা দর্শন গঠনের বিবেচ্য বিষয়; এসব তথ্য উপস্থাপনা করা হয়েছে।

শিক্ষার কার্যে জড়িত পাঠকদের উদ্দেশ্যে এই গ্রন্থখানি রচনা করা হয়েছে। তাদের কাছে গ্রন্থটি সমাদৃত হলে আমার শ্রম সার্থক হবে।

দীর্ঘদিনের শিক্ষকতা কালে অসংখ্যা ছাত্র ছাত্রীর সাথে বিভিন্ন সময় শ্রেণীকক্ষে, শ্রেণীকক্ষের বাইরে যে উদ্দীপনাময় ও প্রাণবন্ত আলোচনা হয়েছে তাই প্রকৃতপক্ষে আমার এই গ্রন্থ রচনার উৎস। এই গ্রন্থ লেখার দুঃসাহসিক কাজে হাত দেওয়ার অনুপ্রেরণা পেয়েছি আমার এসব শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে। তাই প্রথমেই আমি তাদের কথা স্মরণ করছি। আমি আরো গভীরভাবে স্মরণ করছি আমার পরিবারের প্রিয়জনদের যারা আমার পারিবারিক দায় দায়িত্বভার গ্রহণ করে আমার লেখার কাজের সুযোগ করে দিয়েছেন এবং নিরন্তর উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন।

এই বইটির তথ্যসূত্র দেশ বিদেশের গ্রন্থকারক ও গ্রন্থাগার থেকে সংগ্রহ করেছি। এই সব গ্রন্থকারক ও গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষের কাছে আমি অসীম ঋণী। অবশ্য এই গ্রন্থে যা কিছু অসম্পূর্ণতা ও ভুল ত্রুটি-এর দায় দায়িত্ব আমারই।

গ্রন্থের পাণ্ডুলিপিটি মুদ্রণ কাজে আই. ই. আর-এর স্নেহপ্রতিম মোঃ আব্দুল হাকিম ও মোঃ আব্দুদ দাইয়ান অনেক শ্রম ও সময় দিয়েছেন এবং তাদের জন্যই এই গ্রন্থটির রচনার কাজ যথাসময়ে সমাপ্ত করা সম্ভব হয়েছে। তাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

পরিশেষে এই গ্রন্থটি প্রকাশনার জন্য বাংলা একাডেমী কর্তৃপক্ষের নিকট অশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

ঢাকা
জানুয়ারি, ১৯৯৮

ড. শরিফা খাতুন

www.nagorikpathagar.com

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায় : দর্শন ও শিক্ষা ১৩–৩৫

১.১ সূচনা ১৩
১.২ দর্শনের স্বরূপ ১৩
১.৩ দর্শন, জগৎ ও জীবন ১৮
১.৪ শিক্ষার অর্থ ও সংজ্ঞা ২১
১.৫ সমাজ, শিক্ষা ও দর্শন ২৪
১.৬ দর্শন ও শিক্ষার সম্পর্ক ২৭

দ্বিতীয় অধ্যায় : স্বভাববাদ ৩৬–৬৩

২.১ পটভূমি ও বিকাশ ৩৬
২.২ অধিবিদ্যা ৩৯
২.৩ জ্ঞানবিদ্যা ৪১
২.৪ মূল্যবিদ্যা ৪২
২.৫ শিক্ষায় স্বভাববাদ ৪৫
২.৬ মূল্যায়ন ৫৭

তৃতীয় অধ্যায় : ভাববাদ ৬৪–৯৭

৩.১ ভূমিকা ৬৪
৩.২ ভাববাদের রূপ ৬৫
৩.৩ বিভিন্ন প্রকারের ভাববাদের সংক্ষিপ্ত আলোচনা ৬৬
৩.৪ অধিবিদ্যা ৬৯
৩.৫ জ্ঞানবিদ্যা ৭৩
৩.৬ মূল্যবিদ্যা ৭৫
৩.৭ শিক্ষায় ভাববাদ ৭৭
৩.৮ মূল্যায়ন ৯২

চতুর্থ অধ্যায় : বাস্তববাদ ৯৮–১২১

৪.১ ভূমিকা ৯৮
৪.২ বাস্তববাদের বিকাশ ১০১

www.nagorikpathagar.com

৪.৩ জ্ঞানবিদ্যা ১০২
৪.৪ অধিবিদ্যা ১০৫
৪.৫ মূল্যবিদ্যা ১০৮
৪.৬ শিক্ষায় বাস্তববাদ ১১০
৪.৭ মূল্যায়ন ১১৭

পঞ্চম অধ্যায় : প্রয়োগবাদ ১২২–১৫৬

৫.১ সূচনা ১২২
৫.২ উৎস ও বিকাশ ১২৪
৫.৩ প্রয়োগবাদের মূল কথা ১৩২
৫.৪ শিক্ষায় প্রয়োগবাদ ১৪১
৫.৫ মূল্যায়ন ১৪৯

ষষ্ঠ অধ্যায় : অস্তিত্ববাদ ১৫৭–১৮০

৬.১ ভূমিকা ১৫৭
৬.২ উৎস ১৫৮
৬.৩ কতিপয় অস্তিত্ববাদী দার্শনিকের দর্শন চিন্তা ১৬০
৬.৪ অস্তিত্ববাদ ও অধিবিদ্যা ১৬৫
৬.৫ অস্তিত্ব ও সত্তা ১৬৬
৬.৬ জ্ঞানের ভিত্তিরূপে আত্মিকতা ১৬৭
৬.৭ স্বাধীনতা ১৬৮
৬.৮ শিক্ষায় অস্তিত্ববাদ ১৬৯
৬.৯ মূল্যায়ন ১৭৫

সপ্তম অধ্যায় : শিক্ষা দর্শন গঠন প্রসঙ্গে ১৮১–২১৫

৭.১ ভূমিকা ১৮১
৭.২ দর্শন ও শিক্ষা দর্শনের সম্পর্ক ১৮২
৭.৩ শিক্ষা দর্শনের কাজ ১৮৪
৭.৪ শিক্ষা দর্শনের বিষয়বস্তু ১৮৫
৭.৫ কতিপয় শিক্ষা দর্শনের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য ১৮৮
৭.৬ বাংলাদেশের শিক্ষা দর্শন প্রণয়নে বিবেচ্য বিষয় ২০৮

চার্ট ও চিত্র

চার্ট : ১ শিক্ষা দর্শনের অনুসন্ধানের বিষয় ১৮৬
চার্ট : ২ পাশ্চাত্যের শিক্ষা দর্শনের বৈশিষ্ট্য ও মূল বক্তব্য ১৮৮
চার্ট : ৩ উপমহাদেশের শিক্ষা দর্শন, বৈশিষ্ট্য ও মূল বক্তব্য ১৯৫
চার্ট : ৪ ইউটোপিয়া শিক্ষা দর্শনের মূল বক্তব্য ২০০
চিত্র : ১ চিন্তা রেখায় দর্শন মতবাদের অবস্থান ২১১
চিত্র : ২ চিন্তা রেখায় শিক্ষা দর্শনের অবস্থান ২১২

www.nagorikpathagar.com

প্রথম অধ্যায়

দর্শন ও শিক্ষা

১.১ সূচনা

দর্শন ও শিক্ষা একে অপরের সাথে আন্তর সম্পর্কে আবদ্ধ। দর্শন ছাড়া শিক্ষা যেমন নিরর্থক তেমন শিক্ষা ব্যতিরেকে দর্শনকে মানব জীবনে কাজে লাগানো যায় না। মানব জাতি উন্নতর ও সুসম্পন্ন জীবনযাপনের জন্য আদিকাল থেকেই শিক্ষাকে উপায় হিসেবে ব্যবহার করে আসছে। শিক্ষার লক্ষ্য নির্ধারণের পূর্বশর্ত হলো জীবনের আদর্শ ও লক্ষ্য স্থির করা। জীবনের আদর্শ ও লক্ষ্য স্থির না হলে শিক্ষার লক্ষ্য নির্ধারণ করা যায় না। আমাদের জীবনের লক্ষ্য কে নির্ধারণ করবে? এ কাজ দর্শনের। দর্শন মানব জীবনের উদ্দেশ্য নির্ণয় করতে সাহায্য করে। আবার জীবনের উদ্দেশ্য ঠিক থাকলেও সুনির্দিষ্ট শিক্ষা না থাকলে জীবনের উদ্দেশ্য অর্জন সম্ভব নয়। তাই জীবনের নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানোর উপায় হলো শিক্ষা। সুতরাং দর্শনের তত্ত্ব যদি জীবনের উদ্দেশ্য সন্ধান করে শিক্ষা তা বাস্তবে ফলপ্রসূ করে। তাই দর্শন আর শিক্ষা একে অন্যের পরিপূরক। উভয়ের লক্ষ্য সুসম্পন্ন সুষ্ঠু জীবনযাপনে মানুষকে সহায়তা করা।

১.২ দর্শনের স্বরূপ

দর্শন মানে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষণ নয়। এর অর্থ জগৎ ও জীবের স্বরূপ উপলব্ধি। এই পৃথিবী মানুষের বাসভূমি। সেই আদিম যুগ থেকে মানুষ এই পৃথিবীর প্রতিকূল পরিবেশে বসবাসের সাথে সাথে বিশ্বের স্বরূপ, এ বিশ্বে তার স্থান সম্পর্কে চিন্তা করে আসছে। মানুষের জীবন ও বিশ্ব সম্পর্কে তাদের চিন্তার ফসলই দর্শন।[১]

www.nagorikpathagar.com

তবে মানুষ জীবন ও বিশ্ব সম্পর্কে নানাভাবে চিন্তা করেছে। সাধারণ মানুষও চিন্তা করেছে এবং মহান ব্যক্তিরাও আরো গভীরভাবে দর্শন সম্পর্কে চিন্তা করেছেন। এসব মনীষীদের চিন্তা ধারায় বৈচিত্র্য ও ভিন্নতা দেখা যায়। জ্ঞান, জগৎ ও জীবন সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন ধারণার জন্যই দার্শনিকদের মধ্যে দর্শনের স্বরূপ সম্পর্কে বৈচিত্র্যতা দেখা যায়। দর্শনের স্বরূপ সম্পর্কে কতিপয় দার্শনিকের বক্তব্য থেকে তা উপলব্ধি করা যায়।

বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম মানবতাবাদী জ্ঞানগুরু সক্রেটিস দর্শনকে জ্ঞান পিপাসা বলে আখ্যা দিয়েছেন এবং নিজের জীবনের বিনিময়ে প্রমাণ করেছেন যে তিনি জ্ঞান অনুরাগী, জ্ঞানী নন। তাঁকে অনুসরণ করে প্লেটো বলেছেন, যিনি জগতের সমস্ত প্রকার জ্ঞান আহরণে আগ্রহী, যাঁর জ্ঞান জিজ্ঞাসা অনির্বাণ, তিনিই প্রকৃত দার্শনিক হওয়ার যোগ্য।[২] জ্ঞান পিপাসা নিবারণের জন্য তিনি বিভিন্ন ক্ষেত্র হতে তথ্য ও তত্ত্ব সংগ্রহ করেন, সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে জ্ঞান আহরণ ও বিন্যাস করেন। একজন স্থপতিবিদ যখন একটি ইমারত গড়ে তোলার পরিকল্পনা করেন তেমনি দার্শনিকও বিভিন্ন জ্ঞান বিষয়ের তত্ত্ব ও তথ্য দিয়ে একটি সঙ্গত যুক্তিনিষ্ঠ সামগ্রিক ধারণা গড়ে তোলার চেষ্টা করেন। খণ্ড খণ্ড জ্ঞান নয়, সম্পূর্ণ অখণ্ড জ্ঞানের সাধক তিনি। তিনি জ্ঞান অন্বেষার কোনো সীমারেখা মানেন না। তিনি সমস্ত বিষয়ের জ্ঞান লাভের জন্য সমান উৎসাহী। তাঁর একটি মাত্র আকাঙ্খা জীবনকে স্থির হয়ে সম্পূর্ণভাবে দেখা। সত্যিকার দার্শনিক কে? গ্লোকোনের এই প্রশ্নে সক্রেটিস যথার্থই উত্তর দিয়েছিলেন, "যারা সত্য দর্শনে আগ্রহী তারা দার্শনিক।" এইরূপ দার্শনিকগণ সম্পূর্ণ ও শাশ্বত জ্ঞানের সন্ধানী। জ্ঞান পিপাসা মিটানোর জন্যই তাঁরা জ্ঞানের চর্চা করে থাকেন। আধুনিক কালের ইউরোপে দর্শনকে জ্ঞান পিপাসা বলে বর্ণনা করা হয়। তার মূলে সক্রেটিস ও প্লেটোর প্রভাব অপরিসীম।[৩]

উনিশ শতকে দার্শনিক হার্বার্ট স্পেনসার অপর একটি দৃষ্টিকোণ থেকে দর্শনকে দেখেছেন। তিনি বলেছেন সহজ বুদ্ধি দ্বারা আমরা জগতকে যেভাবে জানি, তা বিশ্বের যাবতীয় বস্তুর মধ্যে পার্থক্য জ্ঞানই আমাদের মনে জাগিয়ে তোলে। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা নিরীক্ষা দ্বারা বিজ্ঞান আমাদের দেখিয়েছে যে প্রকৃতির অসংখ্য অগণিত বৈচিত্র্যের পিছনে কতকগুলি ঐক্যসূত্র রয়েছে। তাই বিজ্ঞান সহজ বুদ্ধির ভিন্নতা বোধের জ্ঞান থেকে সরিয়ে বিশ্বের আংশিক ঐক্যবোধের ধারণা আমাদের দেয়। সহজ বুদ্ধির অসংখ্য বস্তুর পেছনে বিজ্ঞান আবিষ্কার করে এক নিয়মের রাজত্ব। স্পেনসার মনে করেন বিজ্ঞানের আংশিক একত্বকে দর্শন আরেক ধাপ এগিয়ে দেয় এবং বিশ্বের পূর্ণ ঐক্যের ধারণা আমাদের মাঝে জাগিয়ে তোলে।[৪]

আবার স্পীনোজাও বলেছেন এই বিশ্বজগৎ বৈচিত্র্যপূর্ণ। এর একদিকে আছে বস্তুর প্রবাহ, অন্যদিকে ভাব প্রবাহ। এই দুই ধারার মূল উৎস এক পরম ঐক্য। দর্শনের কাজ হলো এই পরম ঐক্যের অনুসন্ধান করা। এই কথার সুর উপনিষদেও

www.nagorikpathagar.com

পাওয়া যায়। আরুনি তাঁর পুত্র শ্বেতকেতুকে তত্ত্বজ্ঞান বুঝাবার ছলে বলেছিলেন যে, এক মৃত্তিকা খণ্ডের বিশ্লেষণ দ্বারা জগতের সমস্ত মৃন্ময় জানা যায় তেমনি তত্ত্বকে জানলে দুনিয়ার অগণিত অসংখ্য বস্তুর সাধারণ স্বভাব জানা যায়। এরই নাম দর্শন। এরই আরেক নাম সর্ববিজ্ঞান। এই জ্ঞান একের মাধ্যমে জগতের সব বস্তুর একটা সাধারণ জ্ঞান জানিয়ে দেয়। স্পেনসার ও স্পীনোজার মতে সহজ বুদ্ধির দেওয়া অগণিত বৈচিত্র্যবোধ জ্ঞানের আদি পর্ব। এই অগণিত বৈচিত্র্যের পিছনে যে একটি নিয়মের রাজত্ব চলছে তাদের ঐক্যসূত্র আবিষ্কারই জ্ঞানের দ্বিতীয় পর্ব। এর নাম বিজ্ঞান। আর এই খণ্ড খণ্ড ঐক্যসূত্রের পিছনে একটি সামগ্রিক সর্বব্যাপী ঐক্যসূত্র আবিষ্কারই জ্ঞানের ধর্ম। এর নাম দর্শন।[৫]

সি. ডি. ব্রড বলেছেন দর্শনের কাজ হচ্ছে বিভিন্ন বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তগুলোকে গ্রহণ করে মানুষের ধর্মীয় ও নৈতিক অভিজ্ঞতার সিদ্ধান্তগুলোর সাথে সেগুলো যোগ করে সমগ্র বিষয়ের ওপর বিচার বিশ্লেষণের দৃষ্টিভঙ্গি আরোপ করা। আর এর ফলেই আমরা জগতের স্বরূপ, জগতে আমাদের স্থান ও মানুষের অগ্রগতি সম্পর্কে কতকগুলো সার্বিক ধারণায় পৌঁছাতে পারি।[৬] এরিস্টটল, একুইনাস, হেগেল, বার্গসন ও হোয়াইটহেড প্রমুখ দর্শনের এই সামগ্রিকতার প্রতি জোর দিয়েছেন।[৭] এই মতবাদকে আর একটু সম্প্রসারিত করে বলা যায় জগৎ ও জীবনের সার্বিক আলোচনার ক্ষেত্রে বিপদ ও ঝুঁকি রয়েছে। তার থেকে অধিকতর ঝুঁকি রয়েছে মানব সভ্যতার খণ্ড খণ্ড দৃষ্টিভঙ্গির কারণে। আর এই দিক থেকে বিচার বিবেচনা, বিশ্লেষণ, সংশ্লেষণ ও অনুসন্ধানের মাধ্যমে সত্তা, জগৎ ও জীবনের সাথে জড়িত বিষয়গুলোর খণ্ড খণ্ড রূপ আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে একটি অখণ্ড রূপের আলোচনাই দর্শন।

মানুষের স্বরূপ, সত্তার স্বরূপ ও তার উৎপত্তি, ভবিষ্যৎ আশা আকাঙ্ক্ষা, অন্তিম লক্ষ্য, জীবনের প্রকৃত রূপ জানার আগ্রহ মানুষের চিরন্তন। তাছাড়া মানুষ যে এ জগতে বসবাস করে তার সাথে জড়িত কতকগুলো চিরন্তন সমস্যা রয়েছে। সেগুলোর সদুত্তর পাওয়ার জন্য দার্শনিকগণ চেষ্টা করেন। মানুষ জগৎ ও জীবনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কতকগুলো চিরন্তন সমস্যার সম্মুখীন হয়। যেমন, বিশ্বজগৎ কি? তার আদি সত্তা কে? তার উৎপত্তি কিভাবে হয়েছে? আত্মা কি? মানুষের ইচ্ছার স্বাধীনতা আছে কি? মানুষ কিভাবে জ্ঞান আহরণ করে? মূল্য বা আদর্শ কি? এই প্রকারের প্রশ্ন মানুষের মনে নাড়া দেয়। এসব প্রশ্নের সমাধানের জন্য দার্শনিকগণ যুগ যুগ ধরে চেষ্টা করে আসছেন।[৮] তাঁদের এই অনুসন্ধানের ফলেই বিভিন্ন দর্শন মতবাদ যেমন জড়বাদ, ভাববাদ, বাস্তববাদ, প্রয়োগবাদ, যৌক্তিক দৃষ্টবাদ প্রভৃতি সৃষ্টি হয়েছে। এসব দর্শনের প্রবক্তাগণ প্রত্যেকেই নিজস্ব দৃষ্টিকোণে মানুষের চিরন্তন সমস্যাগুলোর সদুত্তর পাওয়ার চেষ্টা করে আসছেন।[৯]

বার্ট্রান্ড রাসেল দর্শনের স্বরূপ নির্ণয় করতে গিয়ে বলেছেন যে সভ্য ও শিক্ষিত মানুষের মনে জগৎ ও জীবন সম্পর্কে কতকগুলো প্রশ্ন জাগে। যেমন; আমাদের কি

www.nagorikpathagar.com

ভাগ্য আছে? ভাগ্য কি নির্ধারিত? আমাদের ইচ্ছার স্বাধীনতা আছে কি? অচেতন দেহের সাথে চেতন মনের সম্পর্ক কি? মৃত্যুর পর কোনো চেতন সত্তা থাকে কি? জগতের অসংখ্য বৈচিত্রের পিছনে কোনো অজ্ঞাত শক্তি কাজ করছে কি? জগৎ কি যান্ত্রিক পদ্ধতিতে নিরুদ্দেশ যাত্রা করতে ধাবমান? কি ধরনের জীবনযাত্রাকে পাশবিক বা দেবসুলভ বলা চলে? জীবনের সনাতন, শাশ্বত ও নিরপেক্ষ মান আছে কি? যদিও এসব প্রশ্নের সহজ উত্তর ধর্ম থেকে পাওয়া যায় কিন্তু বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তিসম্পন্ন ব্যক্তিরা বিনা বিচারে এসব ধর্মীয় উত্তর মানতে রাজি নন। অপরদিকে বিজ্ঞানও এসব প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে না। রাসেলের মতে এ ধরনের প্রশ্ন ধর্ম ও বিজ্ঞানের আওতার বাইরে। ধর্ম ও বিজ্ঞানের জগতের মাঝখানে যে সংকীর্ণ সীমারেখা সেই দ্যোতকের মধ্যেই এসব প্রশ্নের উত্তর নিহিত। এই সীমারেখার স্বরূপ আবিষ্কারই দর্শনের প্রধান কাজ। ধর্ম ও বিজ্ঞানের মধ্যবর্তী এই অনধিকৃত প্রদেশে দর্শনের গতিবিধি।[১০]

আর. জে. হার্স্ট দর্শন সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন মানুষের স্বরূপ এবং মানুষ যে জগতে বাস করে তার সাথে জড়িত কতিপয় মৌলিক সমস্যার যৌক্তিক অনুসন্ধানই দর্শন। তাঁর মতে দার্শনিক সমস্যাগুলোর বিশেষ কতকগুলো বৈশিষ্ট্য রয়েছে; যেমন-(১) দর্শনের বিষয়ের আলোচনার পরিধি ব্যাপক। (২) দর্শনের দৃষ্টিভঙ্গি সার্বিক। (৩) দর্শনের সমস্যগুলো মৌলিক ধরনের এবং দর্শন মানুষ, জগৎ, মূল্য, কার্যকারণ ও সত্তা সম্বন্ধে আলোচনা করে। (৪) দার্শনিক সমস্যাগুলো যৌক্তিক এবং বিশ্লেষণধর্মী। সুতরাং দর্শন হচ্ছে মানুষ, জগৎ ও জগতের সঙ্গে সম্পর্কিত আচরণ বিষয়ক মৌলিক সমস্যাবলির সার্বিকভাবে যৌক্তিক অনুসন্ধান।[১১]

হোয়াইটহেড বলেছেন দর্শনের কাজ হলো দৃশ্যমান জগতের বিষয়সমূহকে সঙ্গতিপূর্ণভাবে অনুধাবনের প্রচেষ্টা বিশেষ। দুইভাবে এই প্রচেষ্টা পরিচালিত হয়। এক, সুসঙ্গত সামঞ্জস্য বিধানের প্রয়োজনে। দুই, দৃশ্যমান বিষয়সমূহকে সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করার কাজে অনেক দার্শনিক সমন্বয়ের প্রক্রিয়ায় নিরত থাকেন। আবার অনেকে শুধু ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করার কাজে নিবদ্ধ থাকেন।[১২]

অপর দিকে বোসাংকে দর্শনকে সামগ্রিকভাবে দেখেছেন। তাঁর মতে দর্শনের সারকথা হলো জগতের বিষয়সমূহের সম্পর্কযুক্ত একটি সামগ্রিক পরিকল্পনা তৈরি করা। এই পরিকল্পনায় প্রতিটি মৌল উপাদান এই দর্শনের সামগ্রিকতায় অন্তর্ভুক্ত থাকবে এবং সামগ্রিক ধারণায় নিয়ন্ত্রিত হবে। অধিকন্তু মানব জীবনের ঘটনাবলির সামঞ্জস্যপূর্ণ সামগ্রিক স্বরূপ উদ্‌ঘাটন ও মূল্য নির্ধারণ করবে।[১৩]

প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ভারতীয় দর্শন মূলত ধর্ম প্রভাবিত। সেকালে বিজ্ঞানের চর্চা করা হলেও দর্শনের সঙ্গে বিজ্ঞানের সম্পর্ক গভীর ও নিবিড় ছিল না। যুগের পরিবেশে দর্শনের সঙ্গে বিজ্ঞানের যোগ করে দর্শন চর্চা করা সম্ভবও ছিল না। তবে প্রাচীন অনেক ভারতীয় দার্শনিকের মতে দর্শন একাত্ম বিজ্ঞান। তাঁরা মনে করেন

www.nagorikpathagar.com

আমরা যে চঞ্চলবহুল জগতে বাস করছি, তার পেছনে যে অদৃশ্য, অচল, সর্বব্যাপী সত্তা রয়েছে তার স্বরূপ নির্ণয় এবং তার সঙ্গে মানুষের সহজ অনুভূতির জগৎ ও মানুষের নিজের সম্বন্ধ আবিষ্কার করাই দর্শনের কাজ। এই একাত্মবোধের মূলে ছিল মুখ্যত ধর্মীয় প্রেরণা।[১৪] সে যুগের ভারতীয় দার্শনিকগণ দর্শনকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে জানার চেষ্টা করার প্রয়োজন অনুভব করেন নি বরং এঁরা ধর্মীয় দৃষ্টিকোণে দর্শনের চর্চা করেছেন। প্রাচীন ভারতবর্ষে তাই ইউরোপের ন্যায় ধর্ম ও দর্শনকে আলাদা করে দেখা সম্ভব হয় নি। বরং প্রাচীন গ্রিসের ন্যায় দর্শন শিক্ষায়তনে আবদ্ধ না থেকে লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবনে ধর্মে রূপান্তরিত হয়েছে। অবশ্য বেদ ও উপনিষদের বাইরে তিনটি বিদ্রোহী দর্শন মতবাদ রয়েছে। এসব মতবাদের প্রবক্তাগণ ধর্মনিরপেক্ষভাবে দর্শনের চর্চা করেছেন। এদের মধ্যে বৌদ্ধ, জৈন ও চার্বাক মতবাদ প্রধান।[১৫]

দর্শনকে ধর্মের অনুসারী করার চেষ্টা মুসলমান দার্শনিকদের মাঝেও দেখা যায়।[১৬] আল কিন্দের সময় থেকে শুরু করে ইবনে রুশদ পর্যন্ত দার্শনিকদের মধ্যে কেউ কেউ দর্শন ও বিজ্ঞানের যোগসূত্র আবিষ্কারের চেষ্টা করেন। প্রথমটিতে ধর্মীয় প্রভাবের ফলে এবং দ্বিতীয়টি গ্রিক দর্শনের প্রভাবে সম্ভব হয়েছে। তবে উভয় গোষ্ঠীর দার্শনিকদের দর্শন চর্চার চরম লক্ষ্য হলো অধ্যাত্ম জ্ঞান লাভ।

দর্শনের সঙ্গে সাধারণ পরিচয়ের প্রচেষ্টা থেকে উপলব্ধি করা যায় মানব জীবনের কতিপয় মৌলিক প্রশ্নের উত্তরের জন্য মানুষ তত্ত্ব চিন্তা করেছে। এ বিশ্বে বসবাস করার জন্য তার পরিবেশকে জানা—এই অনুসন্ধিৎসা থেকে মানুষের দর্শন চর্চা শুরু হয়। এই বিশ্বে মানুষের আবির্ভাবের সাথে সাথে তার চিন্তার শুরু হয়। মানুষ তার নিত্য প্রয়োজন মেটানোর জন্য প্রথমে ভাবতে শুরু করে। কিন্তু ক্রমে ক্রমে ভাবনা আরো প্রসারিত হয়ে পড়ে। দৈনন্দিন প্রয়োজন মিটাবার সঙ্গে সঙ্গে তার মনে নিজের জন্ম, মৃত্যু, অদৃষ্ট, বিশ্বের উৎপত্তি, সত্তা, ইত্যাদি মৌলিক বিষয় নিয়ে প্রশ্ন জেগেছে। এসব প্রশ্ন অনুসন্ধানের সাথে সাথে মানুষের দর্শন চর্চার মানসিকতা গড়ে ওঠে। আর এ সমস্ত চিন্তাধারাকে সুসংবদ্ধ করতে মানুষের হাজার হাজার বছর লেগেছিল। কাজেই বলা যায় মানুষের অভিজ্ঞতার কেন্দ্র স্থলে দর্শনের অভিব্যক্তি।[১৭]

সাধারণ দৃষ্টিতে জেনে হোক বা না জেনে হোক মানুষ মাত্রেই দার্শনিক। কেন জন্ম হলো, জীবনের উদ্দেশ্য কি? এই বিশ্বজগতের ঘটনা প্রবাহের তাৎপর্য কি? এ সমস্ত প্রশ্ন মানুষ কোনোদিনই এড়াতে পারে নি। এছাড়া এ দৃশ্যমান জগতের যে বিচিত্র প্রকাশ তাও মানুষের দৃষ্টি এড়ায় নি। মানুষের বোধোদয়ের দিন থেকেই এসব বিষয় তারা চিন্তা করে আসছে। তাদের এই চিন্তার ধারা এখনো অব্যাহত। অবশ্য যুগ পরিবর্তনের সাথে সাথে এই প্রশ্নগুলোর উত্তর পাওয়া প্রচেষ্টায়ও ভিন্নতা দেখা দিয়েছে। তাই বিভিন্ন দেশ ও যুগের দর্শন চিন্তায় বৈচিত্র্য দেখা যায় এবং এই বৈচিত্র্যতা এখনো দর্শন চর্চায় অব্যাহত রয়েছে।[১৮] কারণ মানুষ এখনো তার

www.nagorikpathagar.com

অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছে নি। একথাই উপমহাদেশের প্রখ্যাত চিন্তাবিদ আবুল কালাম আজাদ সুন্দর করে বর্ণনা করেছেন, ইরান দেশের কোনো এক নাম না জানা কবির বক্তব্য উল্লেখ করে। কবি বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডকে একটি পুরোনো পুঁথির পাণ্ডুলিপির সঙ্গে তুলনা করেছেন। এই আদি গ্রন্থের প্রথম ও শেষ পাতা খোয়া গেছে। কাজেই কিভাবে তার আরম্ভ এবং কোথায় তার শেষ তা কেউ জানে না। মানুষের আত্মা-চেতনার শুরু থেকেই সে এই হারানো পাতা খুঁজে ফিরছে। মানবাত্মার সে অভিসার ও তার ফলে সে যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে তাই দর্শন।[১৯]

সুতরাং বলা যায় দর্শন শুধু বিমূর্ত ধারণা নয়। দর্শন মানব জীবনের বিকাশ বিবর্তন ও সুন্দর করার পথে সাহায্য করবে এ বিশ্বাস থেকেই মানুষ দর্শন আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছে। এ কথাই ডিউঈ সুন্দর করে বলেছেন, "যখনই দর্শনকে গুরুত্ব দেওয়া হয় তখনই ধরে নেওয়া হয় যে দর্শনের অর্থ এমন কিছু জ্ঞান অর্জন করা যার প্রভাব জীবনযাত্রায় ওপর পড়বে।"[২০]

সংক্ষেপে বলা যায় জগৎ ও জীবন সম্পর্কে মানুষের মনে যে সব মৌলিক ও চিরন্তন প্রশ্ন জাগে সেগুলোর যুক্তিসঙ্গত উত্তর অনুসন্ধান করার প্রচেষ্টাই দর্শন। দর্শন যেমন বিশ্বদৃষ্টি তেমনি জীবনদৃষ্টিও। জগৎ ও জীবন সম্পর্কে দর্শন মতবাদগুলোতে সামগ্রিক সঙ্গতিপূর্ণ অভিমত দেখা যায়, যার মাঝে বিশ্বদৃষ্টি প্রতিভাত হয়েছে।

১.৩ দর্শন, জগৎ ও জীবন

সৃষ্টির প্রথম থেকেই মানুষ এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকার জন্য চিন্তা করে আসছে। মানুষের জীবন এবং বিশ্ব সম্পর্কে হাজার হাজার বছর ধরে মানব সমাজের চিন্তার ফসলই হলো দর্শন। সেই সুপ্রাচীন কাল থেকেই দর্শন চর্চার মাঝে মানুষ জ্ঞানার্জন, সত্য অনুসন্ধানের মহান ব্রতে নিয়োজিত রয়েছে। দর্শনের যাত্রাপথে মানুষ নতুন ঐশ্বর্য করায়ত্ব করেছে। শুধু জ্ঞানের জন্যই জ্ঞান চর্চা বা সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য সত্য অনুসন্ধান নয় বরং মানব জাতি কিভাবে তাদের জীবনকে সর্বতোভাবে সার্থক ও সফল করবে তারই লক্ষ্যে দার্শনিকগণ জ্ঞান ও সত্যের সন্ধান করেন। এদিক থেকে দর্শনের অর্থ জীবন দর্শন।

স্থপতি যেমন ইটের পর ইট সাজিয়ে সৌধের ভিত্তি গড়ে তোলেন তেমনি দার্শনিক বিভিন্ন জ্ঞান ও বিজ্ঞান বিষয়ের আহরিত জ্ঞানের উপকরণ দিয়ে এক যুক্তিনিষ্ঠ সামগ্রিক ধারণা গড়ে তোলার চেষ্টা করেন। তিনি খণ্ড জ্ঞানের নয়, অখণ্ড সামগ্রিক জ্ঞানের সাধক। তিনি জ্ঞানের চর্চার কোনো সীমারেখা মানেন না। তাঁর জীবনের একতম ইচ্ছা স্থির হয়ে সম্পূর্ণরূপে দেখা। অতএব সমগ্র বিশ্বসত্তা, জগৎ ও জীবন সম্পর্কে সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে দর্শন। দার্শনিক জগতকে জানতে চান। তার সাথে আরো কতকগুলো মৌল প্রশ্ন জানতে চান। মানুষের সত্তা কি? জীবনের প্রকৃত রূপ কি? এসব বিষয় জানার আগ্রহ মানুষের চিরদিনই প্রবল। দার্শনিকগণ

www.nagorikpathagar.com

মানব জীবনের এসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পাওয়ার জন্য জ্ঞান অনুসন্ধান করেন। এ তত্ত্ব জিজ্ঞাসার নানা রকম উত্তর হতে বিভিন্ন দর্শনের জন্ম হয়েছে। এসব দর্শনের কাজ হলো মানুষের জীবন এবং মানুষ যে বিশ্বজগতে বাস করে সে সব ধারণাগুলোকে বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমে পরীক্ষা করে জগৎ ও জীবন সম্পর্কে আমাদের সুসংবদ্ধ জ্ঞান দান করা।

অপর দিকে জগৎ ও জীবন সম্পর্কেও মানুষের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে এবং তার নির্দিষ্ট জীবন আদর্শ অনুযায়ী সে জীবনযাপন করে। হাক্সলী বলেছেন একদিকে দর্শন মতবাদ মানুষের জীবনযাত্রাকে বিশেষ রূপ দেয় তেমনি ব্যক্তির জীবনযাত্রার ধরনের সাথে তার দর্শনের যোগসূত্র রয়েছে। অর্থাৎ মানুষের পার্থিব জীবনের সাথে যে দর্শনের সম্পর্ক নেই সে দর্শনকে প্রকৃত দর্শন বলা যায় না। তত্ত্ব বিশ্লেষণ দর্শনের একমাত্র কাম্য নয়।[২১]বরং তত্ত্ব বা জ্ঞানের মূলমন্ত্র ব্যক্তি ও মানব গোষ্ঠীর জীবনে প্রয়োগই দর্শনের লক্ষ্য বস্তু। দার্শনিক রাধাকৃষ্ণন বলেছেন মানব জীবনের অতি প্রয়োজনীয় সহায় হলো দর্শন।[২২] সেজন্য একালের দার্শনিকগণ জীবনকে জগতের কেন্দ্রবিন্দু ধরে মানুষকে একটি সার্বিক ও সুষ্ঠু ধারণা দিতে চান; যাতে ব্যবহারিক জীবনে মানুষ দর্শনের এই ধারণাকে প্রয়োগ করতে পারে।

দার্শনিক পেরিও দর্শনের ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তার কথা স্বীকার করেছেন। দর্শনের চর্চা আকাশকুসুম স্বপ্ন থেকে হয় নি; মানব জীবন ও তার প্রয়োজন থেকে হয়েছে। মানুষ বুদ্ধিমান প্রাণী। পৃথিবীর বৈরী পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেয়ার ইচ্ছায় তাকে তত্ত্ব কথা চিন্তা করতে হয়েছে। সে তত্ত্বকে নিজের জীবনে কাজে লাগাবার চেষ্টা করেছে। কাজেই মানব জীবনের সঙ্গে দর্শনের যোগাযোগ অনিবার্য ও স্বাভাবিক; আকস্মিক বা অলৌকিক নয়।[২৩]

তবে দর্শনের উপযোগিতা সম্পর্কে অনেকের মনে সংশয় আছে। বিজ্ঞানের মাধ্যমে মানুষ দর্শনের অনেক মৌলিক সমস্যার উত্তর খুঁজে পেয়েছে। বিজ্ঞান যেভাবে এগিয়ে চলছে এবং যেভাবে মানব জীবন নিয়ন্ত্রণ করছে তাতে মানুষের জীবনে দর্শনের প্রয়োজন ফুরিয়ে গিয়েছে বলে অনেকে মনে করেন। কিন্তু বিজ্ঞানের জয়যাত্রা কালেও দর্শন মানব জীবনে কি ভূমিকা পালন করে তা সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করেছেন রাসেল। ভবিষ্যতে মানুষের কাছে বিপদ উপস্থিত হবে তা প্রকৃতির কাছ থেকে নয় বরং মানুষের নিজের কাছ থেকে। সে কি তার নিজের শক্তিকে প্রজ্ঞার সাথে ব্যবহার করবে? অথবা প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রামের ফলে যে শক্তি উৎসারিত হয়েছে, সে কি সেই শক্তিকে তার স্বজাতীয়দের সঙ্গে সংগ্রামে রূপান্তরিত করবে? ইতিহাস, বিজ্ঞান ও দর্শন সব কিছুই মানব জাতির মহৎ সমষ্টিগত কীর্তিরাজি সম্পর্কে আমাদেরকে সচেতন করে।[২৪] রাসেল আরো বলেছেন দর্শন যদি আমাদেরকে এ জিনিসগুলোর মূল্যানুভবে সাহায্য করতে পারে তাহলে অন্ধকার জগতে আলোক সঞ্চারের লক্ষ্যে মানুষের সম্মিলিত কর্মপ্রচেষ্টার মধ্যে সে তার ভূমিকা পালন করছে বলা যাবে।[২৫]

www.nagorikpathagar.com

মানুষ সুদীর্ঘকাল ধরে দর্শনের চর্চা করে আসছে। এ থেকে সহজে বুঝা যায় জীবনে দর্শনের উপযোগিতা না থাকলে জ্ঞানসাধকগণ নিরবিচ্ছিন্নভাবে এর চর্চা করতেন না। দর্শনের ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায় পিথাগোরীয়ান ও স্টোইক দার্শনিক গোষ্ঠী, প্লেটো, এরিস্টটল, মিল, রাসেল প্রমুখ তাত্ত্বিক দর্শনের সাথে জীবন দর্শনের বিষয় আলোচনা করেছেন। এই সমস্যাপীড়িত ও অশান্ত পৃথিবীতে মানুষের জন্য সুষ্ঠু ও স্বাভাবিক জীবনযাপনের পথ উন্মুক্ত করে মানব কল্যাণের জন্য শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে দর্শন চর্চার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। তাই দার্শনিকগণ শুধু জ্ঞানের খাতিরে দর্শন চর্চা করছেন না। মানব জীবনের কল্যাণের জন্য কি উপায়ে দর্শনের প্রয়োগ করা যায় সেদিকে তাঁরা মনোনিবেশ করেছেন। এ থেকে বলা যায় জীবনের সাথে সম্পর্কহীন দর্শন যে শুধু তার আকর্ষণীয়তা হারায় তা নয় বরং সে দর্শন পঙ্গু হয়ে পড়ে। যে দর্শন মানবজাতির কোনো কাজে আসে না, সে দর্শন জীবনের বাস্তব সমস্যা থেকে বিযুক্ত হয়ে পড়ে। প্রাচীনকালে মানব জীবনের সমস্যা উদ্‌ঘাটনের প্রচেষ্টায় দর্শনের বিকাশ হয়েছিল। বর্তমানেও দর্শন সেরূপ ভূমিকা পালন করছে। কার্ল মার্কস ও ফ্রেডারিক এঙ্গেলস প্রমুখ দার্শনিকগণ দর্শনকে জীবনের সাথে সংযুক্ত করে বলেন দর্শন হবে জীবন ও জগতকে বৈজ্ঞানিকের সামগ্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা। দর্শন হবে মানুষের বৃহত্তর স্বার্থে জগৎ ও সমাজকে পরিবর্তন করার ভাবগত উপাদান। দর্শনের ব্যাখ্যা কল্পনাপ্রসূত নয়। দর্শন জগৎ ও জীবনের মৌলিক বিধানের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা মাত্র।[২৬]

হেগেলও বলেছেন যে, আমাদের সভ্যতার ভিত্তি হলো দর্শন। দর্শন ছাড়া সভ্যতার সুঠাম সুন্দর কাঠামো তৈরি করা যায় না। দর্শন বিহীন সভ্যতা প্রার্থনা মন্দির বিহীন পূজা মণ্ডপের ন্যায়। মানব সভ্যতা বিকাশে দর্শনের ভূমিকা সম্পর্কে এর চেয়ে আর বড় কথা কিছুই হতে পারে না।[২৭]

রাধাকৃষ্ণন আরো সহজ করে বলেছেন দর্শন আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের প্রয়োজনের একটি উপাদান। এই পৃথিবীতে আমরা বাস করি। তাই তার প্রকৃতিকে জানতে হলে আমাদের চিন্তা করতে হয়; ভালোমন্দের পার্থক্য জানতে হয়। মানুষের ব্যষ্টি ও সমষ্টিগত জীবনের ভাগ্য জানতে হয়। শুধু তাই নয় আমাদের অতীতের ভুলত্রুটি, দুর্বলতা তুলে ধরে দর্শন ভবিষ্যতের দিক নির্দেশ করে। আমাদের জীবনের লক্ষ্য, শিক্ষার উদ্দেশ্য, মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠায় বিভিন্নমুখী পথ থেকে কোনটি নির্ধারণ করবো দর্শন থেকে তার সংকেত পাওয়া যায়।[২৮]

এই বিশ্বের মানুষ বর্তমানকালে নানা অনিশ্চয়তায় ভুগছে। বিজ্ঞান যেভাবে এগিয়ে চলছে এবং মানব জীবনকে যেভাবে নিয়ন্ত্রণ করছে তাতে অনেকে মনে করেন মানুষের জীবনে দর্শনের প্রয়োজন নেই। বিজ্ঞানপ্রীতি জড়বাদী মনোবৃত্তির সাথে দার্শনিক চিন্তাধারার এই সংঘাতের ফলে দর্শনের প্রতি এ অবজ্ঞার ভাব মানুষের মনে দেখা দিয়েছে। কিন্তু মানব জাতিকে স্মরণ রাখতে হবে এ বৈজ্ঞানিক যুগে বিজ্ঞানের অচিন্তনীয় অগ্রগতি সত্ত্বেও মানুষ এক বিরাট ব্যাপক ধ্বংসের

www.nagorikpathagar.com

সম্ভাবনার সম্মুখীন। গোবিন্দচন্দ্র দেব এই ভয়ঙ্কর পরিণতি থেকে রক্ষার উপায় হিসেবে দর্শনের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করে বলেন, "দর্শনের নিরপেক্ষ, উদার, সর্বজনীন, সার্বভৌম দৃষ্টি-সংকীর্ণতা, কুসংস্কার ও অন্ধ বিশ্বাস থেকে মুক্ত করে আমাদের সেই উদার মানবতাবোধের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাব, এই আশা করা যুক্তিসঙ্গত ও সমীচীন বলেই মনে করি। মানুষের অনাগত দিনের ইতিহাসে এটাই হবে দর্শনের বড় দান, বড় সার্থকতা। তাই সুষ্ঠু জীবন দর্শনের প্রতি বিতৃষ্ণা ও বিরাগ মানবতার বিরুদ্ধে গুরুতর অমার্জনীয় অপরাধ।"[২৯]

মানব সভ্যতার বর্তমান ক্রান্তিকালে দর্শন যে মানুষের কত বড় সহায় হতে পারে তা দেব আরো বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন ব্যক্তি জীবনের ক্ষুদ্র পরিধি থেকে সরিয়ে এনে বর্হিপরিবেশের সঙ্গে যোগ করে দেখতে শিখানোই দর্শনের আসল কাজ। আবার মানব জাতির দুর্যোগেও দর্শন বড় আশ্রয়স্থল। মানব সমাজের ঐতিহ্য যখন নড়বড়ে অবস্থায় পৌঁছে, সন্দেহ ও গোঁড়ামি যখন প্রবল হয়ে উঠে, জাতিগতভাবে মানুষ যখন সংকট ও লক্ষ্যহীনতায় পতিত হয় তখনই দর্শন সক্রিয় ও গতিশীল শক্তি হিসেবে মানুষের পাশে এগিয়ে এসেছে। মানব সভ্যতার অতীত ইতিহাস থেকে এর বহু প্রমাণ পাওয়া যায়। আজকের যুগে বিশ্বের মহাসংকটেও এ কথাটি গভীরভাবে প্রযোজ্য। সারা বিশ্ব বর্তমানে এক মহাদুর্যোগে পতিত হয়েছে। তবে সবচেয়ে বড় সংকট হলো আদর্শ ও মূল্যবোধের অবক্ষয়। আদর্শ ও মূল্যবোধ জাতির মেরুদণ্ডকে সমুন্নত রাখে। বিশ্বের দরবারে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে হলে যেকোনো শক্তিকে অবশ্যই মানবীয় লক্ষ্য ও আদর্শ সম্পর্কে সচেতন হতে হবে। এই চেতনা সৃষ্টিতে দর্শন অতীতের ন্যায় একালেও অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে। শুধু অতীত বা বর্তমান নয় মানব জাতির ভবিষ্যতের পথ নির্দেশক হিসেবে দর্শনের সুদূরপ্রসারী ভূমিকা রয়েছে। কোনো জাতির আদর্শ ও মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠায় দর্শনের অনুপ্রেরণা তাত্ত্বিক ভিত্তি হিসেবে কাজ করে। তবে এগুলোকে সমাজের সদস্যদের মধ্যে সম্প্রসারিত করার জন্য শিক্ষা ব্যবস্থা গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যমে হিসেবে ভূমিকা পালন করে আসছে।[৩০]

১.৪ শিক্ষার অর্থ ও সংজ্ঞা

শিক্ষা শব্দটি বহুল প্রচলিত এবং নানাভাবে আমরা এর অর্থ করে থাকি। সাদামাটা অর্থে শিক্ষা হলো বস্তু পরিচয়, বিদ্যা অর্জন, কতকগুলো বিষয় বা শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ। তবে প্রকৃত শিক্ষা বলতে আরো গভীরে যেতে হয়। এই প্রসঙ্গে নলিনীকান্তের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। "জীবনের ব্যাপারের সহিত মিলিয়া মিশিয়া জিনিসকে হাতে করিয়া নাড়িয়া ছানিয়া চলিতে চলিতে মনে যে সব সমস্যা, যেসব সমাধান হতে থাকে, মনে যেসব ভাব, যেসব চিন্তার সৃষ্টি হতে থাকে তাহাই শিক্ষা। প্রকৃত শিক্ষার অন্য রূপ হয় না।[৩১]

www.nagorikpathagar.com

দার্শনিকগণও তাঁদের নিজস্ব দৃষ্টিকোণ থেকে শিক্ষার সংজ্ঞা দিয়েছেন ও অর্থ করেছেন। প্লেটো বলেছেন শিক্ষা বলতে শিশুর নিজস্ব ক্ষমতানুযায়ী দেহ ও মনের সার্বিক বিকাশ সাধন করা বুঝায়।[৩২] এরিস্টটল বলেছেন দেহ ও মনের সুষম বিকাশই শিক্ষার লক্ষ্য। তাঁর মতে শিক্ষা দেহ ও মনের সুষম পরিপূর্ণ বিকাশের মাধ্যমে ব্যক্তিকে জীবনের প্রকৃত মাধুর্য ও চরম সত্যে উপনীত হতে সাহায্য করে।[৩৩] অনুরূপভাবে লকও বলেছেন এই জগতের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় বিষয় হলো সুস্থ দেহে সুস্থ মনের বিকাশ।[৩৪] আধুনিককালের শিক্ষা বিজ্ঞানের যুগান্তকারী মতবাদের স্রষ্টা রুশো শিক্ষার একটি অভিনব অর্থ করেছেন। তাঁর মতে জন্ম গ্রহণের সময় মানব শিশু যে জিনিসের অভাব বোধ করে এবং পরিপূর্ণ মানুষ পর্যায়ে পৌঁছাতে আমাদের যা দরকার তাই শিক্ষার অবদান। এই শিক্ষা আমরা প্রকৃতি, মানুষ বা বস্তু জগত থেকে পাই। স্বাভাবিক পরিবেশে শিশুর অন্তর্নিহিত গুণাবলি ও সম্ভাবনার বিকাশই প্রকৃতির শিক্ষা।[৩৫] এই গুণ ও সম্ভাবনাগুলো ব্যবহারের দক্ষতা অর্জনই মানুষের শিক্ষা। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও রুশোর ন্যায় বলেছেন শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীণ বিকাশ অর্থাৎ মস্তিষ্ক, হৃদয় ও কর্মদক্ষতার বিকাশ সাধনই শিক্ষা।[৩৬] অনুরূপভাবে নান বলেছেন শিক্ষা বলতে ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশকে বুঝায়। এই বিকাশের মাধ্যমে মানুষ নিজের ক্ষমতানুযায়ী কল্যাণের পথে নিজেকে নিয়োজিত করে।[৩৭] রাসেল বলেন আদর্শ চরিত্র বিকাশই শিক্ষার লক্ষ্য এবং এই আদর্শ চরিত্র বিকাশের জন্য তিনি কতিপয় সর্বজনীন গুণ মানুষের মধ্যে বিকশিত হওয়া বাঞ্ছনীয় বলেছেন। এই গুণগুলো হলো : প্রাণশক্তি, সাহস, শৌর্য, সংবেদনশীলতা ও বুদ্ধিজ্ঞান।[৩৮]

ব্যক্তিকে গড়ে তোলার অর্থেও শিক্ষাকে বুঝায়। শিক্ষাবিদ এডামস বলেছেন শিক্ষা হলো সচেতন ও ঐচ্ছিক প্রক্রিয়া যার দ্বারা এক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির ওপর প্রভাব বিস্তার করে এবং তার আচরণ কিছু পরিবর্তন করতে সক্ষম হয়।[৩৯] শিক্ষা কিভাবে মানুষের পরিবর্তন করে সে সম্পর্কে মিলও সুস্পষ্ট বক্তব্য রেখেছেন। তিনি বলেছেন : আমাদের সহজাত স্বভাবের পূর্ণ বিকাশের জন্য আমাদের নিজেদের প্রয়াস ও বহিঃপ্রভাব এগুলো তো শিক্ষাই বটে, শিক্ষার আওতায় আরো কতকগুলো জিনিস পড়ে। দেশের আইন, শাসন ব্যবস্থা, বাণিজ্য সংস্থা, সামাজিক জীবনের নানা বিভঙ্গ এমনকি মনুষ্য ইচ্ছার ওপর অনির্ভরশীল প্রাকৃতিক ঘটনা : যথা পরিবেশ, আবহাওয়া, মাটি ও ভৌগোলিক অবস্থান পর্যন্ত মানুষের চরিত্র ও গুণাবলির ওপর পরোক্ষ প্রভাব বিস্তার করে। সুতরাং যে সমস্ত প্রভাব মানুষকে সে যা সেরূপ ব্যক্তি হয়ে উঠতে সাহায্য করে অথবা সে যা নয় তা না হবার মূলে কাজ করে সেগুলোও তার শিক্ষার অংশ বিশেষ। এখানে শিক্ষাকে মিল ব্যাপক অর্থে ধরেছেন।[৪০]

ডিউঈ শিক্ষাকে পূর্ণ জীবনের বিকাশের অর্থে ধরেছেন। তাঁর মতে পূর্ণ বিকাশ বলতে বুঝায় যার প্রভাব দ্বারা ব্যক্তি তার পরিবেশকে সুশৃঙ্খলিত করে

www.nagorikpathagar.com

নিজের সমস্ত সম্ভাবনার বিকাশ সাধন করতে পারে। এই বিকাশ বাইরে থেকে চাপিয়ে দেওয়া প্রশিক্ষণ দ্বারা সম্ভব নয়। অভিজ্ঞতার পুনর্গঠনের মাধ্যমে তা সম্ভব। ব্যক্তি জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাকে যুক্তি ও বিচার শক্তি দ্বারা যাচাই করে যা গ্রহণ করে তা হলো শিক্ষা। শিক্ষার প্রকৃত স্বরূপ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তিনি আরো বলেছেন শিক্ষা হলো অভিজ্ঞতার পুনর্গঠনের মাধ্যম এবং এটি একটি অবিরাম গতিশীল প্রক্রিয়া। শিশু কিশোর তরুন সর্ব অবস্থায় অভিজ্ঞতার পুনর্গঠন করে জীবনকে সমৃদ্ধ ও অর্থপূর্ণ করে তোলে। তাই ডিউঈ এর মতে শিক্ষা জীবন ও অভিজ্ঞতার পুনর্গঠন প্রক্রিয়ার সমতুল্য।[৪১]

ব্যবহারিক দৃষ্টিতেও শিক্ষার অর্থ করা যায়। হোয়াইটহেড বলেছেন বিদ্যালয়ের শ্রেণীকক্ষে যে সব কার্য সম্পাদিত হয় যেমন, শিক্ষাক্রম, শিক্ষার্থীর অভিজ্ঞতা, শিক্ষাদান প্রক্রিয়া ইত্যাদি দ্বারা জ্ঞানের প্রয়োগ দক্ষতার কৌশল অর্জন করাই শিক্ষা।[৪২]

তাত্ত্বিক অর্থে শিক্ষা বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ের ওপর বিশ্লেষণ করে নীতি ও তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করাই শিক্ষা। এই নীতি ও তত্ত্ব প্রতিষ্ঠার কাজে শিক্ষা বিজ্ঞানিগণ দর্শনের সহায়তা গ্রহণ করেন।[৪৩]

ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে শিক্ষার অর্থ করা হয়। এই অর্থে শিক্ষা এমন একটি প্রক্রিয়া যা দ্বারা ব্যক্তি ও সমাজ বর্তমান ও অতীতের মানব গোষ্ঠীর অভিজ্ঞতার আলোকে নিজেকে সম্পদশালী করে তোলে। নিজের অভিজ্ঞতাকে প্রসারিত করার স্বাভাবিক ক্ষমতা মানুষের রয়েছে। এই ক্ষমতা দ্বারাই মানুষ পরিবেশের শৃঙ্খল থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারে। অতীতের আলোকে বর্তমানকে দেখতে পায় এবং বর্তমান অভিজ্ঞতায় ভবিষ্যতের পরিকল্পনা করতে পারে। এই পুনর্গঠনের কাজ মানুষ ভালোভাবে করতে পারে যদি অতীতের অভিজ্ঞতার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে, বর্তমান ও অতীতের অভিজ্ঞতার মাঝে ঐক্য প্রতিষ্ঠায় এবং ভবিষ্যতের বিন্যাসের দিকদর্শন রূপে তার কোনো নির্ধারিত নীতি বা লক্ষ্য থাকে। শিক্ষা দর্শন তাকে এই নীতি বা লক্ষ্য সন্ধানে সহায়তা করে।[৪৪]

কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য অর্জনের জন্য সুপরিকল্পিত প্রচেষ্টাকেও শিক্ষার কাজ বলা হয়। এই প্রক্রিয়ায় শিক্ষকও থাকেন শিক্ষার্থীও থাকে। শিক্ষক সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুসারে শিক্ষার্থীর বিকাশ সাধনে সহায়তা করেন। প্রসঙ্গত এখানে কিছু প্রশ্ন দেখা দেয়। যেমন, কোন বিশেষ লক্ষ্য অনুযায়ী শিক্ষার্থীর বিকাশ সাধন করতে হবে বা তার ক্ষমতার রূপান্তর করা হবে? শিক্ষার্থীর প্রকৃতি কি? শিক্ষার্থীর মনের সাথে বর্হিপ্রকৃতির সম্পর্ক কি? কোন আদর্শে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের অনুপ্রাণিত করবেন? কোন শিক্ষা সবচেয়ে সার্থক শিক্ষা? কোন পদ্ধতিতে শিক্ষাদান কার্য ফলপ্রসূ হবে? অবশ্য এসব প্রশ্নের সর্বজনসম্মত অভ্রান্ত উত্তর পাওয়া যায় না। শিক্ষার মাধ্যমে বোধির চর্চা না চরিত্র গঠন কোনটিকে প্রাধান্য দেওয়া হবে সে বিষয়েও সবাই একমত নন। আবার প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে শিক্ষার লক্ষ্য

www.nagorikpathagar.com

সম্পর্কে আমরা যদি বুঝতে চেষ্টা করি তাহলেও বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়। কেউ নিশ্চিতভাবে জানে না শিক্ষার উদ্দেশ্য কি জীবিকা উপার্জনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবহারিক শিক্ষাদান অথবা শিক্ষার লক্ষ্য মানব চরিত্রের সদগুণাবলির বিকাশ অথবা কোনো গূঢ় জ্ঞানের সাধনা করা। এই প্রতিটি মতের পক্ষেই যুক্তি আছে। শিক্ষার বিষয়ে যে প্রশ্নই উত্থাপিত হোক না কেন তাতে মতভেদ থাকবে। এর কারণও রয়েছে। শিক্ষার উদ্দেশ্য ও জীবনের উদ্দেশ্য পরস্পরের সঙ্গে সম্পৃক্ত। সুতরাং যতদিন বিভিন্ন সমাজের মানুষের জীবনাদর্শে পার্থক্য থাকবে ততদিন শিক্ষার অর্থ, সংজ্ঞা, উদ্দেশ্যের মধ্যে বিভিন্নতা থাকা স্বাভাবিক।

১.৫ সমাজ, শিক্ষা ও দর্শন

মানব সভ্যতার বিকাশ, উন্নতি ও সমৃদ্ধির সাথে শিক্ষায় দর্শন মতবাদের প্রভাব দেখা যায়। ইতিহাসে দেখা যায় যে সমাজ যে আদর্শে বা দর্শনের ওপর প্রতিষ্ঠিত তারই প্রকাশ ঘটেছে সে সমাজের শিক্ষা ব্যবস্থায়। সময়ের পরিবর্তনে সমাজ ব্যবস্থার বিবর্তন হয়েছে এবং সাথে সাথে শিক্ষারও রূপান্তর ঘটেছে।

শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য ব্যক্তিকে তার নিজ সম্পর্কে, প্রতিবেশী সম্পর্কে এবং পরিবেশ সম্পর্কে জানতে সাহায্য করা। ব্যক্তি সমাজের সদস্য। সমাজের ভালো সদস্য হিসেবে তৈরি হওয়ার জন্য তার শিক্ষা দরকার। তাই যেকোনো দেশের জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থায় সেই দেশের সমাজের আদর্শ ও লক্ষ্য প্রতিফলিত হবে।

কোনো জাতির শিক্ষার দর্শন জানতে হলে সে জাতির জীবনের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য জানা দরকার। সে সমাজের মানুষ সম্পর্কে ধারণা, মানুষের জীবনের লক্ষ্য, মানুষের অনুশীলনীর জন্য গ্রহণযোগ্য ও বাঞ্ছিত মূল্যবোধের ধারণা এসব বিষয়গুলো কেন্দ্র করে তাদের জীবন দর্শন বা শিক্ষা দর্শন গড়ে উঠেছে। যেমন— প্রাচীন ভারতে মানব জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ছিল এই জড় জগৎ থেকে মুক্তি পাওয়া। বাইরের জগৎ থেকে নিজেকে অবলুপ্ত করে ব্যক্তি যখন নিজেকে আত্মকেন্দ্রিক করে তুলতে পারে তখনই সে নিজের মধ্যে তার প্রকৃত সত্তাকে খুঁজে পায়। এই সত্তার সন্ধান পেলে তার মধ্যে আসে পরম শান্তি, অনন্ত সুখ ও শাশ্বত জ্ঞান। একেই ভারতীয় দর্শনে মুক্তি বা মোক্ষ নাম দেওয়া হয়েছে। শিক্ষাই ব্যক্তিকে সেই লক্ষ্যে পৌঁছাতে সাহায্য করে। এই অভিনব তত্ত্বের ওপরই প্রাচীন ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল।[৪৪] অপরদিকে চীনের মহাজ্ঞানী কনফুসিয়াস বলেছিলেন শিক্ষা নানা গুণে গুণান্বিত উন্নত চরিত্রের ভদ্রলোক তৈরি করবে যে ভদ্রলোক হীনতা জয় করে সত্য অনুসন্ধানে নিয়োজিত থাকবে। অবশ্য সমাজের সংহতি রক্ষার জন্য শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথাও তিনি বলেছিলেন। মোটকথা ভালো মানুষ ও ভালো নাগরিক সৃষ্টি এবং সমাজের ভিত্তি সুদৃঢ় করাই প্রাচীন চীনের শিক্ষার আদর্শ ছিল। কনফুসিয়াসের সমসমায়িক লাওসে পার্থিব জগতের প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিক শিক্ষার চেয়ে প্রকৃতির উদার পরিবেশে আত্মিক উন্নতি

www.nagorikpathagar.com

বিধানের কথা বলেছেন। এই দুই মনীষীর চিন্তাধারায় বৈপরীত্য থাকলেও প্রাচীন চীনের শিক্ষায় কনফুসিয়াসের মানবতাবাদী দর্শনের সঙ্গে লাওসের প্রকৃতিবাদী ও আধ্যাত্মিকতার সমন্বয় হয়েছিল। এই দুই চিন্তাধারা প্রাচীন চীনের শিক্ষায় গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল।[৪৫]

প্রাচীন গ্রিসে জীবন ও শিক্ষার তিনটি প্রধান মতবাদ দেখা যায়। সফিস্ট মতবাদ ছিল ব্যক্তি স্বাধীনতার উগ্র সমর্থক। তাদের মতে মানুষই সৃষ্টির সেরা জীব এবং মানুষই সবকিছুর পরিমাপের কর্তা। এথেন্সের সক্রেটিস ও প্লেটো অবাধ ব্যক্তি স্বাধীনতার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। প্লেটো চেয়েছিলেন শিক্ষা রাষ্ট্রের স্বার্থে ব্যক্তিকে প্রস্তুত করবে এবং তার সুসমন্বিত ব্যক্তিত্বের বিকাশ সাধন করবে। এর চরম পরিণতি ঘটবে দার্শনিক রাজা সৃষ্টিতে, যে রাজা রাষ্ট্র ও নাগরিকের কল্যাণ ও ন্যায়বিচার বিধানে ব্রতী হবেন।[৪৬] এরিস্টটল বলেছেন শিক্ষা নাগরিককে তার প্রজ্ঞা ও মেধা অনুশীলনের সাহায্যে বিবেক ও বিচার-বুদ্ধিসম্পন্ন করে তুলবে যার জীবন হবে একান্ত চিন্তা নির্ভর।[৪৭] প্লেটো ও এরিস্টটল দুই ভিন্নমুখী দর্শনের প্রবক্তা হলেও উভয়ই ব্যক্তি সত্তার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। তবে স্পার্টার রাষ্ট্রতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ব্যক্তির স্বতন্ত্র সত্তার স্বীকৃতি ছিল না। রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য পরিপূরণের জন্য তারা একটি শক্তিশালী শিক্ষা ব্যবস্থাকে স্পার্টার শক্তির অঙ্গীভূত মনে করত এবং এই লক্ষ্যে প্রতিটি শিশুর শিক্ষার দায়িত্ব রাষ্ট্র নিজের হাতে গ্রহণ করেছিল।[৪৮] আরেক দিকে রোমানগণ বাস্তববাদী ছিল এবং তাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় এর প্রতিফলন দেখা যায়। এরা যুদ্ধপ্রিয়, কর্ম নিপুণ, উচ্চাভিলাষী ও বলিষ্ঠ জাতি হিসেবে ভবিষ্যৎ অপেক্ষা বর্তমানকে প্রাধান্য দিত। ফলে ফলিতবিজ্ঞান, কারিগরী শিল্পের চর্চা এবং বাস্তব প্রয়োজনের জন্য রাষ্ট্রের প্রতি অনুগত ও নৈতিক গুণসম্পন্ন নাগরিক সৃষ্টি করা ছিল রোমানদের শিক্ষার মূল লক্ষ্য।[৪৯]

গ্রিক ও রোমান সভ্যতার বিলুপ্তির পরে মধ্যযুগের ইউরোপের শিক্ষা ব্যবস্থায় খ্রিস্ট ধর্মের প্রভাব দেখা যায়। এই ধর্ম প্রচার করে যে প্রভুর চোখে সব মানুষ সমান। তাই দাস ও নিপীড়িত শ্রেণীর দর্শন হলো এই ধর্ম। মধ্যযুগে ইসলাম সাম্যবাদী সমাজের ভাবধারা প্রচার করে এবং শিক্ষাকে সকল মুসলমানের জন্য অবশ্য কর্তব্য বলে ঘোষণা করে। উভয় ধর্মের আবেদন গণতান্ত্রিক মনোভাবাপন্ন ও সর্বজনীন। কিন্তু পরবর্তী সময়ে উভয় ধর্ম এমন কঠোর আবরণ সৃষ্টি করে যার ফলে সাধারণ মানুষের শিক্ষা বাস্তব জীবন থেকে দূরে সরে যায়। এর ফলে দেখা যায় মধ্যযুগে এশিয়া ও ইউরোপের ধর্মীয় দর্শনই প্রধানত মানুষের সমগ্র জীবন ব্যবস্থা তথা শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করতো। এর পর ইউরোপে রেনেসাঁস ও রিফরমেশন আন্দোলনের প্রভাবে ধর্মীয় দর্শন উদার ও কিছুটা মানবতাবাদী হয়। ক্রমে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও কারিগরী কৌশল বিকাশের সাথে সামন্তবাদী সমাজের উত্তরণ ঘটে পুঁজিবাদী সমাজে। এই পরিবর্তনের সাথে শিক্ষা ব্যবস্থায় ধর্মের স্থলে মানবিক ও বিজ্ঞান বিষয়সমূহ প্রাধান্য পেতে শুরু করে।[৫০]

www.nagorikpathagar.com

পরবর্তী সময়ে ইংল্যান্ড ও ক্রমে ইউরোপের অন্যান্য দেশসমূহে শিল্প বিপ্লবের চরম পরিণতি হিসেবে সাম্রাজ্যবাদের সূচনা হয়। শিল্পোন্নত দেশসমূহ তাদের কলকারখানায় শিল্পদ্রব্য উৎপাদন ও সরবরাহ এবং শিল্পের জন্য কাঁচামাল সংগ্রহের উদ্দেশ্য বিভিন্ন দেশে উপনিবেশ স্থাপন করে শোষণের পথে প্রশস্ত করে নেয়। শোষণের কাজকে পাকা পোক্ত করার জন্য তারা উপনিবেশ দেশসমূহে এক প্রকার কৃত্রিম শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করে। ভারতবর্ষের ব্রিটিশ শিক্ষা ব্যবস্থাও এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

অপরদিকে উনিশ শতকের কার্ল মার্কস তাঁর সমাজতান্ত্রিক দর্শনে যে শিক্ষার রূপরেখা প্রণয়ন করেন তা পুরোপুরি তাঁর কল্পিত সমাজ দর্শন ও সমাজ ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ছিল। তিনি নতুন কমিউনিস্ট সমাজের জন্য বাস্তব ও প্রয়োগমুখী শিক্ষার রূপরেখা প্রণয়ন করেন। রাশিয়ার বিপ্লবের পর মার্কসের আদর্শ অনুসারে সমষ্টিগত জীবনের কল্যাণার্থে প্রকৃত কমিউনিস্ট তৈরির জন্য শিক্ষাকে নতুনভাবে বিন্যস্ত করা হয়।[৫১]

আমেরিকা প্রথম যুগে ব্রিটেনের উপনিবেশ ছিল। ইউরোপের বিভিন্ন দেশ থেকে এই নতুন ভূখণ্ডে যারা গিয়ে বসবাস শুরু করে তারা অজানা অপরিচিত ভয়ঙ্কর প্রাকৃতিক পরিবেশে শুধু নিজের শক্তি, বুদ্ধি ও আত্মবিশ্বাসের বলে বসতি স্থাপন করে যে নতুন সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করে তা পুরোপুরি ব্যক্তিকেন্দ্রিক ছিল। অবশ্য নতুন দেশের অধিবাসীরা সেখানে মানুষের মর্যাদা, শ্রমের প্রতি শ্রদ্ধা, ব্যক্তি স্বাধীনতা, গণতান্ত্রিক চেতনা ও মূল্যবোধ দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা করার সুযোগ পায়। তাই প্রয়োগবাদ দর্শন সম্ভবত অনুকূল পরিবেশের কারণে আমেরিকায় বিকাশ ও পরিণতি লাভ করে। এই দর্শন আমেরিকাবাসীদের জীবন দর্শনের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ছিল। কাজেই তাদের শিক্ষায় এই দর্শনের কথা, জগৎ সৃষ্টি ও জগতের পরিবর্তনে ব্যক্তির ক্ষমতা, বৈজ্ঞানিক উপায় সত্য আবিষ্কার এবং সত্য ও জ্ঞানের আপেক্ষিকতা—এসব মৌল বিষয়গুলো স্থায়ী আসন লাভ করে।[৫২]

আবার রাষ্ট্রের লক্ষ্যে কোনো পরিবর্তন হলে তা শিক্ষার লক্ষ্যেও প্রতিফলিত হয়। যেমন স্বাধীনতা উত্তরকালে যুক্তরাষ্ট্রের শিক্ষার লক্ষ্য ছিল নানা গোষ্ঠী, নানা সম্প্রদায় ও ভাষাভাষী লোকের মনে আমেরিকান জাতি সৃষ্টির অনুপ্রেরণা সঞ্চার করা। পরবর্তীকালে সে দেশের শিক্ষার উদ্দেশ্য হয়েছে আমেরিকান গণতন্ত্র সংরক্ষণ ও তার উন্নতি বিধান করা। ডিউঈ-এর প্রয়োগবাদ দর্শন আমেরিকার জনগণকে এই নতুন সমাজ দর্শন ও শিক্ষার লক্ষ্য গড়ে তুলতে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে।

এই প্রসঙ্গে আধুনিক ভারতের শিক্ষার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের নায়কগণ ও জাতীয় নেতৃবৃন্দ বিশ্বাস করতেন যে সুস্থ ও শিক্ষিত সমাজ তৈরি করতে হলে শিক্ষার সঙ্গে কর্ম, শ্রম ও বাস্তব জীবনের সংযোগ দরকার। প্রাচীন ভারতে গুরুগৃহে কায়িক শ্রমের সঙ্গে বিদ্যা চর্চার রীতি

www.nagorikpathagar.com

ছিল। এই ঐতিহ্য অনুসরণ করে ব্রিটিশ ভারতে বুনিয়াদী শিক্ষা প্রবর্তনের চেষ্টা শুরু হয়। আধুনিক ভারতের শিক্ষা সমস্যা সমাধানে এই শিক্ষাকে উপযোগী মনে করা হয়। এরই ফলশ্রুতিতে ১৯৬৬ সালের ভারতীয় শিক্ষা কমিশন জাতীয় শিক্ষার সাথে বুনিয়াদি শিক্ষার সমন্বয় সাধন করে। এই কমিশন জাতীয় শিক্ষার যে লক্ষ্য নির্ধারণ করে তা হলো শিক্ষা এমন তরুণ সম্প্রদায় সৃষ্টি করবে যারা উন্নত চরিত্রের অধিকারী হবে এবং কর্ম দ্বারা জাতির কল্যাণ সাধন করে বিশ্বের প্রগতিশীল সমাজে ভারতের মর্যাদাপূর্ণ আসন প্রতিষ্ঠা করবে। ফলে ভারতের এই নতুন শিক্ষায় আত্মিক ও নৈতিক শিক্ষার সঙ্গে বাস্তব কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষার মিশ্রণ হয়েছে। গণতন্ত্রের সঙ্গে সমাজতন্ত্রের এবং মানবিক শিক্ষার সঙ্গে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির সমন্বয় হয়েছে। মোটকথা নতুন ভারতে শিক্ষা দর্শনে তার অতীত চিন্তার ঐতিহ্য, সমকালীন দার্শনিক, মহাপুরুষ ও জাতীয় নেতাদের চিন্তার সঙ্গে আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদী দর্শনের সমন্বয় করা হয়েছে।[৫৩]

১.৬ দর্শন ও শিক্ষার সম্পর্ক

মানব সমাজের উৎপত্তি থেকে বিভিন্ন যুগে সামাজিক বিবর্তন ঘটেছে। এর সাথে শিক্ষারও পরিবর্তন ঘটেছে। শিক্ষার এই পরিবর্তন বা রূপান্তর থেকে শিক্ষা তত্ত্ব চর্চার অনুপ্রেরণা এসেছে। আদিম সমাজের সহজ সরল জীবন কালক্রমে জটিল হতে থাকে। যে শিক্ষা পূর্বে প্রত্যক্ষ, সহজ ও মূর্ত ছিল তা পরোক্ষ, কঠিন ও বিমূর্ত হতে থাকে। পূর্বে যেখানে গৃহে, সামাজিক পরিবেশে বয়স্ক ব্যক্তিরা শিশু কিশোরদের শিক্ষা দিতেন সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তনের সাথে সাথে সেই অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করে। শিক্ষার কেন্দ্র হিসেবে বিদ্যালয় গড়ে ওঠে। বিশেষজ্ঞ হিসেবে শিক্ষক শ্রেণীর উদ্ভব হয়। ফলে শিক্ষা অভিজ্ঞতা ও কার্যাবলীর সঙ্গে শিক্ষার্থীদের সম্পর্কের দূরত্ব ক্রমেই বৃদ্ধি পেতে থাকে। শিক্ষার উদ্দেশ্য ও বিষয়বস্তু নির্ণয়, শিক্ষা অভিজ্ঞতা ও তার বিন্যাস এবং শিক্ষাদান কৌশল প্রণয়নের প্রতি সমাজ সচেতন হতে থাকে। তাদের মনে প্রশ্ন জাগে কি উদ্দেশ্যে এবং কি উপায়ে শিশুদের লালন-পালন করা বাঞ্ছনীয়? শিশুদের শিক্ষাদান ব্যবস্থা কিরূপ হবে? সমাজের ক্রমবর্ধমান জটিলতার ফলে শিশুদের লালন-পালন ও শিক্ষাদানের জন্য কি উপায় অবলম্বন করলে সমাজ উপকৃত হবে? এসব গুরুতর বিষয়ে চর্চার ফলে বহু কথা ও নীতি লিখিত আকারে রূপ নেয় এবং এই চর্চা থেকেই আধুনিক কালের শিক্ষা দর্শনের উদ্ভব হয়।[৫৪]

অতীতে বিভিন্ন সমাজের শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা থেকে দেখা যায় মানুষের জীবন দর্শনের সাথে শিক্ষার গভীর সম্পর্ক ছিল। তবে বর্তমানকালের দর্শনের তত্ত্বের অনুশীলনী করে সুনির্দিষ্ট আদর্শের ভিত্তিতে অনেক রাষ্ট্র জাতীয় শিক্ষার রূপদান করেছে। সাম্প্রতিককালে একাডেমিক ও পেশাগত প্রয়োজনে শিক্ষায় দর্শন মতবাদের প্রয়োগের প্রচেষ্টা থেকে শিক্ষা দর্শন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়রূপে স্বীকৃতি পেয়েছে।

www.nagorikpathagar.com

আমাদের অতীত ইতিহাসের প্রেক্ষাপট থেকে বলতে পারি সুদীর্ঘকাল ধরে মানব জাতি শিক্ষার উৎসরূপে দার্শনিকদের বিমূর্ত চিন্তা প্রয়োগের যে চেষ্টা চালিয়েছিল আধুনিককালে সেই অনুশীলনীর ফল হলো শিক্ষা দর্শন। সেদিক থেকে বলা যায় শিক্ষায় দর্শন মতবাদের প্রয়োগের প্রচেষ্টাই সাধারণভাবে শিক্ষা দর্শন।[৫৫] এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দর্শনের অধিবিদ্যা, জ্ঞানবিদ্যা ও নীতি বিষয়ক ধারণার সঙ্গে শিক্ষার সম্পর্ক প্রদর্শনের চেষ্টা করা হয়। এই অর্থে শিক্ষা দর্শনের কতিপয় কার্য হলো : (১) শিক্ষার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত বিষয়ের বিমূর্ত ধারণা পরিষ্কার ও সুস্পষ্ট করে তোলা; (২) শিক্ষা বিষয়ের প্রয়োজনীয় তথ্যসমূহের তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা করে প্রয়োগের জন্য রূপান্তর করা; (৩) শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে কি প্রকারের কার্য সম্পাদন করা হবে এবং কি উপায়ে তা করতে হবে এই প্রকারের নীতি সম্পর্কিত কার্যের যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যা করে; এবং (৪) জ্ঞানবিদ্যা থেকে শিখন-শিক্ষণ মতবাদ প্রতিষ্ঠা করা।

ডিউঈ এর মতে শিক্ষা বিজ্ঞানের সূত্র হলো শিক্ষা দর্শন। দর্শনের ধারণা বিমূর্ত। ডিউঈ বলেছেন শিক্ষার কার্য পরিচালনার জন্য এই সকল বিমূর্ত ধারণার বাস্তবভিত্তিক রূপদানের পরিকল্পনাকে শিক্ষা দর্শন বলা যায়।[৫৬]

আবার শিক্ষার নীতি ও উদ্দেশ্য অনুসন্ধানের প্রক্রিয়াকে শিক্ষা দর্শন বলা হয়। যেমন শিক্ষা ব্যবস্থার রূপরেখা প্রণয়নে মানুষ অতীতের ঐতিহ্য থেকে বর্তমানের অভিজ্ঞতাকে অর্থপূর্ণ ও সমৃদ্ধশালী করে এবং বর্তমান অভিজ্ঞতা থেকে ভবিষ্যৎ শিক্ষার পরিকল্পনা করে। বিভিন্ন যুগের শিক্ষা অভিজ্ঞতার মাঝে যোগসূত্র স্থাপন ও সমন্বয় সাধন কোনো নীতি বা আদর্শের ওপর ভিত্তি করে করতে হয়; আর এসব নীতি বা আদর্শের সন্ধান পাওয়া যায় শিক্ষা দর্শন থেকে।[৫৭]

শিক্ষা দর্শনের অর্থ ও সংজ্ঞা থেকে এই বিষয়ের উপযোগিতা ও গুরুত্ব সহজেই অনুধাবন করা যায়। শিক্ষার কাজে জড়িত অনেক জটিল ও দুরূহ বিষয়ে চিন্তা করতে হয়; সিদ্ধান্ত নিতে হয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে একাধিক উপায় বা পন্থার মধ্য হতে একটি মাত্র পথ বেছে নিতে হয়। এই প্রকারের সিদ্ধান্ত গ্রহণের মূলে যে নীতি বা আদর্শ রয়েছে তা পরীক্ষা নিরীক্ষা করে তার প্রকৃতি আবিষ্কার করা এবং পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণ করে তার যুক্তিযুক্ততা নির্ণয় বা উপযোগিতা বিচার করার কাজে শিক্ষা দর্শনের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এক কথায় শিক্ষা সম্পর্কিত যেকোনো সিদ্ধান্তের মূলে কোনো না কোনো উদ্দেশ্য কাজ করে। যেমন ধরা যাক শিক্ষা কতকগুলো নৈতিক গুণ শিক্ষার্থীদের মাঝে বিকাশ করবে, শিক্ষা জাতির অর্থনৈতিক রূপান্তরে সহায়তা করবে-এই প্রসঙ্গগুলোর মূল উৎস সন্ধান করলে আমাদের গোড়ার কথায় অর্থাৎ শিক্ষার উদ্দেশ্য কি তাতে ফিরে যেতে হয়। তখনই শিক্ষা বিজ্ঞানীদের মনে প্রশ্ন জাগে ভালো জীবন কি? ভালো জীবনযাপনের জন্য ব্যক্তিকে কি গুণ বা দক্ষতা অর্জন করতে হয়? মানুষ ও তার সমাজের প্রকৃতি কি? কিরূপ শিক্ষা অভিজ্ঞতা শিক্ষার্থীদের জন্য অপরিহার্য এবং তা কি উপায়ে

www.nagorikpathagar.com

শিক্ষা দেয়া হবে? এই প্রশ্নগুলোর উত্তর যেমন শিক্ষার কথা তেমন দর্শনেরও মৌলিক কথা। এই প্রকারের তাত্ত্বিক প্রশ্নের অনুশীলন করা হয় শিক্ষা দর্শনে।

সাধারণত দর্শনের সঙ্গে শিক্ষা দর্শনের সম্পর্ক দুভাবে হয়। একটি হলো শিক্ষার উদ্দেশ্যের দিক দিয়ে, অপরটি হলো শিক্ষার কার্যাবলির পদ্ধতির দিক দিয়ে। অতীতে দর্শনের কাজ ছিল সত্তার প্রকৃতি, বিশ্ব পরিবেশে মানুষের স্থান, ঈশ্বরের অস্তিত্ব, বিশ্বজগতের উদ্দেশ্য এসব বিষয় সম্পর্কে একটি যৌক্তিক ও সামগ্রিক ধারণা দেয়া। এইভাবে দীর্ঘকাল ধরে দর্শন চর্চা চলে আসছে। প্লেটোর সময় থেকে শুরু করে বর্তমান সময় পর্যন্ত প্রচলিত সাধারণ দর্শনগুলো এসব তত্ত্ব অনুসন্ধান করে আসছে। তবে এর প্রধান সমস্যা হলো প্রত্যেক দার্শনিক এ জাতীয় তাত্ত্বিক প্রশ্নগুলো নিজস্ব মতে ব্যাখ্যা করেছেন। সে কারণে কোনো একটি ব্যাখ্যাকে সন্তোষজনকভাবে গ্রহণ করা যায় না। অবশ্য শিক্ষা দার্শনিকগণ অধিবিদ্যা ও তাত্ত্বিক প্রশ্ন নিয়ে বিশেষ চিন্তিত নন যদিও এঁরা উচ্চ পর্যায়ের কাজে নিয়োজিত রয়েছেন। শিক্ষার তত্ত্ব, মতবাদ ও কার্যগুলোর যৌক্তিকতা অনুধাবনের জন্য তাঁদের ধারণাগত সুস্পষ্টতা (conceptual clearity) প্রয়োজন। এই সুস্পষ্টতাকরণ কাজে শিক্ষা দার্শনিকেরা দার্শনিকদের অধিবিদ্যার বিশ্লেষণ ও ধারণাগত বিশ্লেষণে জড়িয়ে পড়েন; শিক্ষার ক্ষেত্রে এসব তত্ত্ব ও ধারণা পরীক্ষা নিরীক্ষা করে বাস্তবে প্রয়োগ করে থাকেন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে দর্শনের পদ্ধতিগত দিকের সাথে শিক্ষা দর্শনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে।[৫৮]

দর্শনের অপর প্রধান কাজ হলো জীবন কিসে মূল্যবান হয় তা স্থির করা। এক্ষেত্রে শিক্ষার কাজ হলো জীবনকে অর্থবহ করে তোলা। ভালো জীবনের লক্ষ্য ও তার আবশ্যিক উপাদান সম্পর্কে দর্শন আমাদের ধারণা দেয়। শিক্ষা নির্ধারণ করে দেয় ভালো জীবনের লক্ষ্য ও উপাদানগুলো কিভাবে শিক্ষার্থীরা অর্জন করবে। মানুষের কি করণীয় দর্শন তা বলে দেয়। শিক্ষা তা কার্যে পর্যবসিত করে। দর্শন বিমূর্ত বিষয় নিয়ে চিন্তা করে। শিক্ষা তাকে মূর্ত করে। আমরা ইতিহাস থেকে দেখি দর্শন ও শিক্ষার যাত্রা প্রায় এক সাথে হয়েছে। মহান দার্শনিকগণ নিজেরাই শিক্ষা দার্শনিক ছিলেন, শিক্ষাবিদ ছিলেন। গ্রিসের প্লেটো ও এরিস্টটল, চীনের কনফুসিয়াস, আমেরিকার ডিউঈ, ভারতের রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধী প্রমুখ তাঁদের দর্শন মতবাদকে শিক্ষার কাজে নিজেরাই প্রয়োগ করেছেন। পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছেন।

দর্শন মানুষকে অনেক সত্যের কথা বলেছে, অনেক প্রজ্ঞার ধারণা দিয়েছে। এসব সত্য ও প্রজ্ঞার কথা শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মধ্যে সঞ্চারিত করা হয়। ফিকটে তাই বলেছেন দর্শনের মধ্য দিয়ে শিক্ষার কলা পূর্ণতা লাভ করে। জেমস রয় বলেছেন শিক্ষা দর্শনের গতিশীল দিক। জেন্টাইলের মতে দর্শন ব্যতিরেকে শিক্ষার অর্থ ও প্রকৃতি ব্যর্থ হয়ে যায়। কাজেই আমরা বলতে পারি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ যে ভাবেই হোক দর্শন শিক্ষার বাস্তব রূপ দেয়। শিক্ষার ব্যাপক জগতে

www.nagorikpathagar.com

অসংখ্য প্রশ্ন দেখা যায়। সেগুলোর উত্তর পাওয়ার জন্য দর্শনের সহায়তা প্রয়োজন। শিশুকে শিক্ষা দিতে হলে স্বাভাবিকভাবে কতকগুলো প্রশ্ন আসে। যেমন, তার কি শিক্ষার প্রয়োজন আছে? কি জন্য তাকে শিক্ষা দিতে হবে? কে তার শিক্ষা দেবে? তার শিক্ষাক্রম কিরূপ হবে? তার শিক্ষার প্রক্রিয়া কিরূপ হবে? মানুষের পূর্ণ জীবন কিরূপ? তা কিভাবে গঠিত হয়? শিক্ষার্থীর স্বাধীনতা ও নিয়ন্ত্রণ কিরূপ হবে? তার শিক্ষাদান পদ্ধতি ও কৌশল কি হবে? শিক্ষাক্রমে কোন বিষয় অন্তর্ভুক্ত হবে? কোন বিষয় বাদ দেয়া হবে? এই প্রকারের প্রশ্নের উত্তর দর্শন থেকে পাওয়া যায়। এই জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন সম্পর্কে ধারণা সুস্পষ্ট না থাকলে শিক্ষার বাঞ্ছিত ফল লাভ করা যায় না। এসব প্রশ্নের দিকনির্দেশনা আসে দর্শন থেকে এবং দর্শনের ওপর ভিত্তি হলেই শিক্ষার বিষয়ের সিদ্ধান্ত সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। দর্শন বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে ঐক্য স্থাপন করে শিক্ষাবিদদের কার্যাবলি ও অভিজ্ঞতাকে অর্থপূর্ণ ও সমৃদ্ধ করে। বিশেষভাবে সমকালীন সমাজের জটিল ও বৈচিত্র্যপূর্ণ প্রয়োজন মিটানোর জন্য শিক্ষার পুনর্গঠন ও সামঞ্জস্য বিধান কাজে দর্শনের প্রয়োজনীয়তা খুবই জরুরি। অর্থাৎ আমাদের এ কালের এমন কোনো দিক নেই যা দর্শন দ্বারা প্রভাবিত নয়।[৫৯] দর্শন কতকগুলো পরম ধারণা আমাদের স্থির করে দেয়। সেগুলো শিক্ষা ও শিক্ষা দর্শনের ভিত্তিরূপে কাজ করে।

আধুনিক কালের মানুষ গণতন্ত্রে বিশ্বাসী। শিক্ষা তার গণতান্ত্রিক অধিকার। কাজেই আধুনিককালে শিক্ষার দ্বার সকল মানুষের জন্য উন্মুক্ত। তাই একালের সকল রাষ্ট্রের সর্ব সাধারণের শিক্ষার দায়িত্ব জাতীয় সরকারের। জাতীয় সরকার শিক্ষার যে পরিকল্পনা প্রণয়ন করে তা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু শিক্ষার ন্যায় সূক্ষ্ম ও জটিল বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হলে অনেক বিষয়ে শিক্ষা বিজ্ঞানীর ন্যায় পেশাজীবীদের ভূমিকা অপরিহার্য। অপর দিকে যেকোনো জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার কার্যক্রমের সুদূরপ্রসারী তৎপর্য রয়েছে। সে সব ক্ষেত্রে মননশীল ব্যক্তির চিন্তা ও ধ্যান-ধারণা একান্ত দরকার। উভয় কারণে আধুনিককালের শিক্ষা ব্যবস্থার বিজ্ঞানসম্মত ভিত্তি প্রণয়নের জন্য চিন্তাবিদ, দার্শনিক ও শিক্ষা বিজ্ঞানীদের সম্মিলিত চিন্তাধারায় শিক্ষা দর্শনের রূপ দেওয়া আবশ্যক।

তথ্যপঞ্জি

১. দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, দর্শনের নানা প্রসঙ্গ, ঢাকা, মুক্তধারা, ১৯৭৭, পৃ. ১৬৪
২. Plato, Republic V. পৃ. ৪৭৫
দার্শনিকের পরিচয় সম্পর্কে প্লেটো বলেছেন, "He who has a taste for every sort of knowledge and is curious to learn and is never satisfied may be justly termed as philosopher."
৩. ড. গোবিন্দচন্দ্র দেব, তত্ত্ববিদ্যা-সার, ঢাকা, কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড, ১৯৬৬, পৃ. ৭

www.nagorikpathagar.com

৪. George Thomas White Patrick, Introduction to Philosophy, Boston, Houghton Mifflin Company, 1935, pp. 10, 12
৫. গোবিন্দচন্দ্র দেব, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭-৮
৬. C. D. Broad, Scientific Thought, New York, Harcourt, Brace and Company, 1923, p. 20
৭. প্যাট্রিক, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০
৮. সুনন্দা ঘোষ, শিক্ষাতত্ত্বের ভূমিকা, মাদ্রাজ, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পর্ষদ, ১৯৮০, পৃ. ২
৯. Harold H. Titas, Living Issues in Philosophy (Third Edition), New York, American Book Company, 1959, pp. 5-10
১০. Bertrand Russell, History of Western Philosophy, New York, Simon and Schuster, 1945, pp. XIII-XIV
দর্শনের স্বরূপ সম্পর্কে রাসেলের বক্তব্য এখানে উল্লেখ্য করা যেতে পারে : Philosophy, as I shall understand the word, is something intermediate between theology and science. Like theology, it consists of speculations on materials as to which definite knowledge has so far, been unascertainable, but like sciences it appeals to human reason rather that to authority whether that of tradition or that of revelation. All definite knowledge so I should contend belongs to science; all dogmas to what surpasses definite knowledge belongs to theology. But between theology and science there is a No Man's Land, exposed to attack from both sides. This No Man's Land is Philosophy.
১১. R. J. Hirst (Ed.), Philosophy, London, Routledge and Kegan Paul, 1968, pp. 5-12
১২. A. N. Whitehead, Science and Philosopphy, New York, The Macmillan Company, 1938, p. 208
১৩. Bernard Bosanquet, Modes of Thought, New York, The Macmillan Company, 1927, pp. 25-29
১৪. গোবিন্দচন্দ্র দেব, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫
১৫. সর্বেপল্লী রাধাকৃষ্ণন (সম্পাদিত), প্রাচ্য পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস (প্রথম খণ্ড), কলিকাতা, এম সি সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৬৮, পৃ. ৬
১৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ড
১৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ঠ
১৮. প্রাগুক্ত, পৃ. অ
১৯. প্রাগুক্ত, পৃ. অ
২০. John Dewey, Democracy and Education, New York, The Macmillan Company, 1916, p. 378

www.nagorikpathagar.com

মানব জীবনে দর্শনের গুরুত্ব সম্পর্কে ডিউঈ বলেছেন, "Whenever philosophy has been taken seriously, it has always been assumed that it signified achieving a wisdom that would influence the conduct of life."

২১. Aldous Huxley, Ends and Means : An Enquity into the Nature of Ideals and the Methods Employed for Their Relationship, London, Chatto and Windus, 1946

মানব জীবনে দর্শনের তত্ত্বের ভূমিকা প্রসঙ্গে হাক্সলির বক্তব্য এখানে প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন : 'Men live in accordance with their philosophy of life, their conception of the world. This is true even of the most thoughtless. It is impossible to live without a metaphysic. The choice that is given as is not between a good metaphysic and a bad metaphysic, a metaphysic that corresponds reasonably closely with observed reality and one that does not."

২২. Sarvepalli Radhakrishnon, History of Philosophy Eastern and Western, Vol. II (Third Impression), London, George Allen and Unwin Ltd, 1967, p. 439

মানব জীবনে দর্শনের উপযোগিতা সম্পর্কে রাধাকৃষ্ণন বলেছেন : Philosophy in an essential aid to life. We are planted in a world where we are required to think and reflect on the nature of cosmos, the meaning of right and wrong, the destiny of human individual. It is a law of men's intellectual consciousness to search for the truth of things and strive to live in the spirit of truth."

২৩. Ralp Barton Perry, The Approach to Philosophy, New York, Charles Scribner's Sons, 1905, chapters I and II

২৪. বার্ট্রান্ড রাসেল, দর্শনের রূপরেখা (অনূদিত), ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৮১, পৃ. ৩৮৯

২৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯০

২৬. কার্ল মার্কস, ফ্রেডারিক এঙ্গেলস, রচনা সংকলন, (প্রথম খণ্ড), মস্কো, প্রগতি প্রকাশনী, ১৯৮২, পৃ. ৭-১০

জগৎ ও জীবনে দর্শনের ভূমিকা সম্পর্কে মার্কস ও এঙ্গেলস-এর বক্তব্য নিপীড়িত মানুষের মনে আশার সঞ্চার করেছে। এ নতুন দর্শন অনুসারে জগৎ চলমান ও পরিবর্তনশীল। সে কারণে ইতিহাস ও মানুষের চিন্তাধারা যুগে যুগে পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হচ্ছে। দ্বান্দ্বিক জড়বাদ অনুসারে জড় ও গতি হলো মৌলিক সত্তা এবং দ্বান্দ্বিক গতি হলো জাগতিক পরিবর্তন অথবা ক্রমোন্নতির একমাত্র কারণ। জগতের সবকিছু দ্বান্দ্বিক গতিতে এগিয়ে চলছে। মানুষের মন যখন একবার জগৎ সৃষ্টি করে তখন তা প্রকৃতির একটি সক্রিয় বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। এ কারণে প্রকৃতির অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে জড়িত হয়ে মানুষ ইতিহাস পাল্টাতে পারে।

www.nagorikpathagar.com

২৭. নগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, হেগেলের দার্শনিক মতবাদ ও মার্কসীয় দর্শন, ঢাকা, প্রকাশ ভবন, ১৯৭৪, পৃ. ৭৩
২৮. রাধাকৃষ্ণন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩৯
২৯. গোবিন্দচন্দ্র দেব, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯
৩০. হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পাদক), গোবিন্দচন্দ্র দেবের রচনাবলি (তৃতীয় খণ্ড), ঢাকা, বাংলা একাডেমি, ১৯৭১, পৃ. ৮৭০
৩১. নালিনীকান্ত গুপ্ত, শিক্ষা ও দীক্ষা, কলিকাতা, ক্যালকাটা পাবলিকেশন, ১৩০৩ বাং, পৃ. ২
৩২. Plato, The Laws (Trans. R. G. Bury), Book I, Vol. New York, G. P. Putnam's Sons, 1926, p. 65
৩৩. Aristotle, The Politics of Aristotle (Trans. Ernest Barker), Oxford, Clarendon Press, 1946, Book VII, pp. 321-322
৩৪. F. W. Garforth (Editor), Locke's Thoughts Concering Education, London, Heinemann, 1946, p. 25
৩৫. Jean Jacques Rousseau, Emile (Trans, Barbara Foxley), London, J. M. Dent and Sons Ltd., (Last Reprint 1966), p. 6
শিক্ষার অর্থ ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে রুশো বলেছেন : We are born weak, we need strength; helpless, we need aid; foolish, we need reason. All that we lack at birth, all that we need when we come to man's estate is the gift of education. This education comes to us from nature, from men, or from things. The inner growth of our organs and faculties is the education of nature, the use we learn to make of the growth is the education of men, what we gain by our experience of our surroundings is the education of things."
৩৬. 'ধর্ম' রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গদ্য গ্রন্থাবলির ষোড়শ ভাগরূপে ১৩১৫ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধগুলোর অধিকাংশই শান্তিনিকেতনে বর্ষ শেষে, নববর্ষে, বা পৌষ উৎসবে বা/এবং আদি ব্রাহ্ম সমাজ কর্তৃক অনুষ্ঠিত মাঘ উৎসবে কথিত/পঠিত।
৩৭. Sir Percy Nunn, Education—Its Data and First Principles (Third Edition), London, Edward Arnold Publishers Ltd., 1960, Chapter I, pp. 7-17
৩৮. Bertrand Russell, On Education, London, Unwin Paperbacks, 1985, pp. 40-41
৩৯. Sir John Adams, Educational Theories : Evolution of Educational Theory (Second Edition), London, University of London Press, 1944, Chapter I, p. 31
৪০. John Stuart Mill, On Education, New York, The Macmillan Company, 1931, pp. 132-133
৪১. ডিউঈ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৯

www.nagorikpathagar.com

তিনি শিক্ষায় অভিজ্ঞতার পুনর্গঠনের গুরুত্ব সম্পর্কে বলেছেন : Education is a constant reorganizing or reconstructiong of experience. It has all the time an immediate end, and so far as activity is ecucative, it reaches that end—the direct transformation of the quality of experience. Infancy, youth, adult life all stand on the same educative level in the sense that what is really learned at any and every stage of experience constitutes the value of that experience, and in the sense that is the chief business of life at every point to make living thus contribute to an enrichment of its own perceptible meanings."

৪২. A. N. Whitehead, Aims of Education and Other Essays, London, Ernest Benn Ltd., 1950, p. 6

৪৩. W. K. Frenkena, Philosophy of Education, New York, The Macmillan Co., 1965, p. 2

৪৪. Humayun Kabir, Indian Philosophy of Education, Bombay, Asia Publishing House, 1979, p. 168

শিক্ষা প্রক্রিয়ার স্বরূপ সম্পর্কে হুমায়ুন কবির বলেছেন : It is the process by which individuals and communities enrich their own experience by drawing upon the experiences of others in present and past generation. The capacity to broaden experience consciously is perhaps the most distinctive character of man. It liberates him from the bondage of the environment without destroying his connections with it. It enables him to view the present in the light of the past and plan the future in the light of the present. He can however do so only if he has some principles to explain and unify the past and organize future experience. A philosophy of education is the search for this purpose."

৪৫. Robert Ulich, Three Thousand Years of Educational Wisdom, Cambridge, Harvard University Press, 1947, p. 14

৪৬. Plato, Republic of Plato (Trans. B. Jowett.), Third Edition Revised and Corrected, Oxford, Clarendon Press, 1935, pp. 170-171

৪৭. The Politics of Aristotle, p. 321

৪৮. Frederick Ebby and Charles Flinn Arrowood, The History and Philosophy of Education—Ancient and Medieval (11th Edition), Englewood Cliff, Prentice Hall INC., 1960, pp. 207-208

৪৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১৭-৫১৯

৫০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৩৭-৯৭৯

৫১. Karl Marx and Frederich Engels, Selected Works (Two Volumes), Moscow, Foregin Language Publishing House, 1950, Menifesto of the Communist Party, pp. 48-51

www.nagorikpathagar.com

৫২. I. L. Kandel, Comparative Education, Boston, Houghton Mifflin Compay, 1933, p. 42
৫৩. Education and National Development—Report of the Education Commission 1964-66, New Delhi, NCERT, Ministry of Education, Government of India, 1966, p. XV
৫৪. Encyclopedia Britannica, Chicago, 15th edition, 1950, p. 316
৫৫. Kingsley Price, Education, Philosophical Thought, Boston, Allyn and Bacon INC., 2nd Edition, 1963, p. 9
৫৬. John Dewey, The Sources of Science of Education, Horace Liveright and Company, 1929, pp. 51-53
৫৭. হুমায়ুন কবির, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৮
৫৮. T. W. Moore, Philosophy of Education : An Introduction, London, Routledge and Kegan Paul, 1986, pp. 2-6
৫৯. V. R. Taneja, Educational Thought and Practice, New Delhi, Sterling Publishers Private Limited, 1990, pp. 48-50

www.nagorikpathagar.com

দ্বিতীয় অধ্যায়

স্বভাববাদ

২.১ পটভূমি ও বিকাশ

দর্শনের সমস্যা প্রধানত দুটি। এক, বিশ্বজগতের স্বরূপ কি তা নিয়ে আলোচনা। দুই, মানুষের স্বরূপ কি তা নিয়ে বিচার। এই সমস্যাদ্বয়ের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে দুটি অভিমত মৌলিক ও প্রধান। এদের একটি হলো বস্তুবাদ অপরটি ভাববাদ। মানুষের চেতনা বিকাশের আদিকাল থেকে দর্শনের মৌলিক সমস্যাগুলো সম্পর্কে দুই মতবাদের দ্বন্দ্ব চলে আসছে।[১] দার্শনিকগণ সাধারণভাবে বিশ্বসত্তাকে এক ও অখণ্ডরূপে গ্রহণ করেন নি। তাই দ্বৈত ও বহুতত্ত্বের দৃষ্টিতে অনেক দার্শনিক বিশ্বের স্বরূপ ব্যাখ্যা করেছেন।

আমাদের চারপাশের জগৎ সত্য না মিথ্যা, মায়া না যথার্থ এ সম্পর্কে মানুষের মনে আদিকাল থেকেই প্রশ্ন জেগেছে। সাধারণ মানুষ গভীর যুক্তি তর্কে প্রবেশ না করে জীবনযাপনের বাস্তব প্রয়োজনে জগতকে সত্য বলে গ্রহণ করেছে। এই হলো সাধারণ বস্তুবাদের ধারণা। কিন্তু জগতের বৈচিত্র্য প্রতি মুহূর্তে পরিবর্তন হচ্ছে। তার ব্যাখ্যার জন্য সাধারণ বস্তুবাদ যথেষ্ট নয়। এর বৈজ্ঞানিক ও পূর্ণতর বিশ্লেষণ ঘটেছে দার্শনিক বস্তুবাদে। জগৎ সম্পর্কে বস্তুবাদের কথা হচ্ছে বস্তু ও মন বা ভাবের মধ্যে বস্তু হচ্ছে প্রধান। মন, চেতনা এবং ভাব অপ্রধান। এরই অনুসিদ্ধান্ত হচ্ছে বিশ্বজগৎ অবিনশ্বর এবং শাশ্বত। ঈশ্বর বা অপর কোনো বহিঃশক্তি বিশ্বস্রষ্টা নয়। স্থান ও কাল উভয়ভাবে বিশ্ব অসীম। কোনো বিশেষ সময় বা কালে বিশ্বকে অপর কেউ সৃষ্টি করে নি। তেমনি স্থানিক সীমাবর্তনও বিশ্বের কোনো সীমা নয়। বিশ্ব হচ্ছে বস্তু। চেতনা বিশ্বের বিবর্তনে সৃষ্টি। চেতনা বিশ্বের প্রতিচ্ছায়া। চেতনা যখন বিশ্ব সৃষ্টি তখন বিশ্ব চেতনার অজ্ঞেয় নয়। দর্শনের ইতিহাসে দেখা যায় বস্তুবাদ প্রত্যেক যুগের প্রগতিশীল ব্যক্তি এবং শ্রেণী দর্শন হিসেবে গৃহীত হয়েছে।

www.nagorikpathagar.com

যে ব্যক্তি বা শ্রেণী জগতকে সঠিকভাবে জানতে চেয়েছে এবং সেই জ্ঞানের সাহায্যে প্রকৃতির ওপর মানুষের শক্তিকে বৃদ্ধি করার চেষ্টা করেছে তারাই বস্তুবাদকে তাদের দর্শন হিসেবে গ্রহণ করেছে।[২]

বস্তুবাদের জন্ম ও বিকাশ কোনো বিশেষ দেশে সীমাবদ্ধ থাকে নি। প্রাচীন ভারত, চীন এবং গ্রিসের দর্শনভিত্তিক সমাজে জ্যোতিবিদ্যা, গণিত এবং মানুষের অভিজ্ঞতা ভিত্তিক অন্যান্য জ্ঞানসূত্র বিকাশের ফলে বস্তুবাদের জন্ম হয়। প্রাচীন কালের এই বস্তুবাদ জগৎ সংসারের সমস্যাদি ব্যাখ্যায় স্বাভাবিকভাবেই অতি সহজ ও প্রাথমিক চরিত্রের ছিল। বস্তু জগৎ মন নিরপেক্ষভাবেই অস্তিত্বশীল। এ ছিল প্রাচীন বস্তুবাদের ধারণা। জগতের বৈচিত্র্যের মূলে কোনো একক নিশ্চয়ই আছে যে একক অবশ্যই বস্তু। সেকালের বস্তুবাদের একটি দুর্বলতা ছিল যে এর পক্ষে বস্তু বা মনের পার্থক্য বা সম্পর্কের বিষয়টি সুনির্দিষ্ট করা সম্ভব হয় নি। মন বা চেতনার সকল বৈশিষ্ট্যকে প্রাচীন বস্তুবাদ বস্তুর প্রকারভেদ বলে ব্যাখ্যা করত। কিন্তু মন ও চেতনা একটি জটিল সত্তা। তাকে বস্তুর প্রকারভেদ বললে তার সম্যক জ্ঞান লাভ মানুষের পক্ষে সম্ভব নয় এবং মনসহ সবকিছু বস্তু-কেবল এই তত্ত্ব দ্বারা জগতের জটিল বিকাশ ব্যাখ্যা করা এবং মানুষের অগ্রগতির উপায় হিসেবে জ্ঞানকে ব্যবহার করাও সম্ভব নয়।[৩]

ইউরোপের মধ্যযুগে বস্তুবাদ ধর্মীয় প্রকৃতিবাদের রূপ গ্রহণ করে। সব বস্তুতে ঈশ্বর প্রকাশিত এবং প্রকৃতি ও ঈশ্বর নিত্য সত্য। এই অভিমতের মাধ্যমে বস্তুবাদ ঐ যুগে আত্মপ্রকাশ করার চেষ্টা করেছে।[৪]

আধুনিক যুগের সূচনায় বস্তুবাদের পরবর্তী পর্যায়ের বিকাশ ঘটে। অর্থনৈতিক উৎপাদন, বিজ্ঞান ও কারিগরি কৌশলের উন্নততর অগ্রগতির পরিবেশে সতেরো ও আঠারো শতকে বস্তুবাদ মধ্যযুগের চেয়ে অধিকতর সুস্পষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করে। এ পর্যায়ে দার্শনিকদের মধ্যে বেকন, গেলিলিও, হব্‌স, গাসেন্দী, স্পীনোজা এবং লকের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই সময়ের বস্তুবাদী দার্শনিকগণ প্রকৃতিকে মূলসত্তা ধরে মধ্যযুগীয় ধর্মান্ধতা ও যাজক সম্প্রদায়ের প্রাধান্যের বিরুদ্ধে সংগ্রামী ভূমিকা পালন করেন।[৫]

এই সময়ে বিজ্ঞানের প্রধান বিকাশ ঘটে গণিত ও বলবিদ্যায়। বিজ্ঞানের এই দুই শাখার ওপর নির্ভর করাতে সতেরো ও আঠারো শতকের বস্তুবাদী দর্শনের প্রধান বৈশিষ্ট্য হিসেবে দেখা দেয় যান্ত্রিকতা।[৬] চেতনাসহ বস্তুর বিভিন্ন প্রকাশের মধ্যকার অন্তর্নিহিত সংযোগ সূত্র ব্যাখ্যায় এই বস্তুবাদ ব্যর্থ হয়।[৭] কিন্তু আঠারো শতকের ফরাসি বস্তুবাদী দার্শনিক ডিডেরট, হেলভিটিয়াস, হলবাক প্রমুখ এই সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করার প্রয়াস পান। পরবর্তী পর্যায়ে জার্মান দার্শনিক ফয়েরবাকের মধ্যে নৃতাত্ত্বিক বস্তুবাদের বিকাশ দেখা যায়। অবশ্য বস্তুবাদের অপর একটি বৈজ্ঞানিক বিকাশ ঘটেছে উনিশ শতকের মার্কস, এঙ্গেলস এবং লেনিনের দার্শনিক চিন্তাধারায়।[৮] প্রাচীন বস্তুবাদের প্রকৃতিগত স্বাভাবিকতা হেগেলের দ্বন্দ্বের

www.nagorikpathagar.com

তত্ত্ব এবং মানব সমাজের ঐতিহাসিক বিকাশের বাস্তব বিশ্লেষণের ভিত্তিতে মার্কস ও এঙ্গেলস দ্বন্দ্বমূলক ঐতিহাসিক বস্তুবাদের প্রতিষ্ঠা করেন।[৯]

এই সময়েই পদার্থ বিজ্ঞানের চর্চা ও সাফল্যের ফলে যান্ত্রিক বস্তুবাদী দর্শন নতুনরূপ গ্রহণ করে। ফলে অবিভাজ্য পরমাণুর ধারণা উনিশ শতকে পরিত্যক্ত হয়েছিল। যেমন লর্ড ক্যালভিন বস্তুকে কঠিন পরমাণুর তৈরি না বলে এক কাল্পনিক বায়বীয় ইথারে আবর্তমান বৃত্তের দ্বারা বস্তুর গঠন ও গুণাবলি ব্যাখ্যার চেষ্টা করেছেন। এরপর আবিষ্কার হয় তেজস্ক্রিয়তা ও অণুর বিশ্লেষণ, বিদ্যুতের ধনাত্মক ও ঋণাত্মক গুণের কথা। বিদ্যুৎ হয়ে দাঁড়াল সভ্যতার একটি প্রয়োজনীয় উপাদান। এর ফলে বস্তুবাদ তার পুরাতন সংজ্ঞা হারিয়ে শক্তি, বৈদ্যুতিক শক্তি ইত্যাদি কতকগুলো জটিল ধারণায় রূপান্তরিত হয়। অতএব বস্তুর কঠিন রূপ আর সর্বজনগ্রাহ্য রইল না। তাই সাম্প্রতিক কালের বৈজ্ঞানিকগণ বস্তুকে শক্তিতে রূপান্তরের কথা উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেন। ফলে গতানুগতিক বস্তুবাদের সমর্থক কমে আসে। বিজ্ঞানীদের হাতে পড়ে বস্তুবাদ এক নতুন রূপ ধারণ করে। স্বভাববাদ বা নিসর্গবাদের উৎপত্তি হয়।[১০]

সাম্প্রতিককালে বিভিন্ন জীববিজ্ঞানী ও মনোবিজ্ঞানীসহ যে সব চিন্তাবিদ নিসর্গবাদী দৃষ্টিতে জড়বাদ দর্শনের তত্ত্ব আলোচনা করেন তাঁদের মধ্যে হাক্সলি, লোয়েব, মর্গান, ওয়াটসন প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। আবার শিল্প বিপ্লবের পরে তীব্র সমাজ সংগ্রাম থেকে উদ্ভূত দ্বান্দ্বিক জড়বাদ যা মার্কস ও এঙ্গেলস বিকশিত করেছিলেন তাও বস্তুবাদের একটি আধুনিক রূপ।[১১]

উনিশ শতকে জড়বাদ বিজ্ঞানীদের হাতে পড়ে এক নতুন রূপ ধারণ করেছে। এর ফলেই দর্শনের ইতিহাসে স্বভাববাদ বা নিসর্গবাদের উৎপত্তি হয়। জড়বাদী তত্ত্বে জড় প্রাণ ও মনের কোনো মৌলিক পার্থক্য নেই। কারণ এদের মতে প্রাণ জড়েরই একটি জটিল রূপ মাত্র। স্বভাববাদীরা জড়বাদীদের এইসব মতবাদ খণ্ডন করে বলেন যে প্রাণ জড় হতে সৃষ্টি হতে পারে কিন্তু জড় ও প্রাণ এক নয়। স্বভাববাদীদের মতে প্রাণ একটি উন্মেষিত গুণ। একটি মৌলিক ধরনের পদার্থ। আবার মন প্রাণ থেকে উদ্ভূত হতে পারে। কিন্তু মনও একটি উন্মেষিত গুণ।[১২] স্বভাববাদী দার্শনিকেরা যেমন মর্গান[১৩], আলেকজাণ্ডার[১৪], লুই[১৫] প্রমুখ সমকালীন বিজ্ঞানীদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে এক নতুন ও উদার মনোভাবের পরিচয় দিয়ে জাগতিক বস্তুকে জড়ের নাগপাশ থেকে মুক্ত করার প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। এদিক দিয়ে স্বভাববাদ ভাববাদের দিকে এক বলিষ্ঠ পদক্ষেপ হিসেবে মোড় নিয়েছে। এই মতবাদে গ্রিক দার্শনিক লিউসিপ্পাস ও ডেমোক্রিটাস, রোমান কবি দার্শনিক লুক্রেশিয়াস বা ভারতীয় চার্বাক দার্শনিক গোষ্ঠীরা জড়বাদের যে প্রকারের রূপ দিয়েছিলেন তার কিছু পরিবর্তন হয়। আধুনিক নিসর্গবাদ স্থূল জড় কণিকার সংঘাতের ওপর গুরুত্ব না দিয়ে জড় শক্তি, গতি ও প্রাকৃতিক নিয়ম শৃঙ্খলার প্রাধান্য দিয়ে থাকে। নিসর্গবাদীরা জড়কে শক্তিরূপে ব্যাখ্যা করতে চাইলেও

www.nagorikpathagar.com

প্রাকৃতিক নিয়মাবলিকে কিন্তু যান্ত্রিক বলেই ভাবেন তাই নিসর্গবাদের সাথে জড়বাদের বিশেষ কোনো পার্থক্য নেই।[১৬]

পরবর্তী পর্যায়ে প্রিংগল, প্যাটিসন প্রমুখ দার্শনিকগণ নিম্নতর ও উচ্চতর নিসর্গবাদের মধ্যে পার্থক্য করেছেন। জড়বাদের আধুনিকরূপ হিসেবে নিম্নতর নিসর্গবাদকে ধরা যায়। প্রাণ ও মনকে এই মতবাদে যান্ত্রিক প্রাকৃত নিয়মের প্রভাবে জড়শক্তির রূপান্তররূপে ধরা হয়। উচ্চতর নিসর্গবাদে অবশ্য জড়, প্রাণ ও মনের মধ্যে গুণগত পার্থক্য স্বীকার করেও প্রকৃতির ক্রমবিকাশে কোনো বিরাম নেই মনে করে এবং প্রাথমিক জড় বস্তু থেকেই সব কিছু এক নিরবচ্ছিন্ন ধারায় উদ্ভূত বলে ব্যাখ্যা করতে চায়। এইদিক দিয়ে উচ্চতর নিসর্গবাদ জড়বাদের মূল বক্তব্যের বিরোধী হয়ে পড়ে। তাই দেখা যায় মানব জীবনে প্রয়োগের ক্ষেত্রে অপরিশীলিত স্থূল বস্তুবাদ অনেকে বর্জন করে উচ্চতর নিসর্গবাদের দিকে ঝুঁকে পড়েছে।[১৭]

উচ্চতর নিসর্গবাদ শিক্ষায় স্বভাববাদ দর্শনরূপে গ্রহণ করা হয়েছে। শিক্ষাক্ষেত্রে জড়বাদ তথা স্বভাববাদের তাৎপর্য ও প্রভাব অন্যান্য মৌলিক দর্শনের চেয়ে কোনো অংশে কম নয়। শিক্ষাক্ষেত্রে এই দর্শন মতবাদের প্রয়োগ প্রকৃতিবাদী শিক্ষা দর্শন নামে পরিচিত।

২.২ অধিবিদ্যা

স্বভাববাদী দার্শনিকগণ বিভিন্ন দৃষ্টিকোণে অধিবিদ্যার আলোচনা করেছেন। এই দর্শনের শ্রেণীভাগ হিসেবে সংক্ষিপ্তভাবে এদের অধিবিদ্যা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।[১৮]

২.২.১ সহজ স্বভাববাদ

সহজ স্বভাববাদীরা জড়কেই বিশ্বজগতের আদিবস্তু বা সত্তা বলে দাবি করেন এবং জড়বাদী দৃষ্টিতে প্রাণ ও মনের ব্যাখ্যা করেন। এরা সকল বস্তুর মূলে এক বস্তুর অস্তিত্ব আছে বলে কল্পনা করেছেন। প্রাচীন কালের গ্রিস ও ভারতীয় জড়বাদীগণ এক মহাবস্তুর অন্বেষণে দর্শন চর্চা করেছেন।[১৯] প্রাচীন ভারতীয় চার্বাকপন্থীগণ জড় বস্তুর মূল উপাদান এক হতে বাধ্য তা ব্যাখ্যা করেছেন।[২০] যদিও সাধারণ জড় পদার্থের আকার পরিবর্তিত হয়, তবুও ঐ মূল উপাদানের পরিবর্তন হয় না। সহজ স্বভাববাদকে জড়বাদ ও শক্তিবাদ এই দু ধারায় বিভক্ত করা যায়।

ক. জড়বাদ

জড়বাদী দার্শনিকগণ বস্তুর জড় প্রকৃতির ওপর প্রাধান্য দিয়ে থাকেন। এদের মতে মানুষের প্রকৃতি জড় প্রকৃতির নিয়মেই পরিচালিত হয়। প্রাচীন গ্রিক জড়বাদীদের

www.nagorikpathagar.com

মতবাদে বস্তুর অণুতত্ত্বের ধারণা পাওয়া যায়। ডেমোক্রিটাসের মতে জগৎ অতি সূক্ষ্ম অণুপুঞ্জ দ্বারা গঠিত এবং এদের কার্যকারণ সুশৃঙ্খল। বিশ্বজগৎ সম্পর্কে তাঁর ব্যাখ্যা হলো সৃষ্টির মূল সূত্র হচ্ছে অণু ও মহাশূন্যতা। তাঁর অনুসরণে এপিকিউরাস বলেন বস্তুর মূলে আছে অচিন্তনীয়রূপে সূক্ষ্মাকারে অবিভাজ্য সংখ্যাহীন রূপ যা পরিবর্তনীয় ও দুর্ভেদ্য। দার্শনিক কবি লুক্রেশিয়াস পুরোপুরি বস্তুবাদী ধারণায় জগতকে ব্যাখ্যা করেন। তিনি মনে করেন দেহের ন্যায় আত্মা অণুপুঞ্জ দ্বারা গঠিত। দেহের মৃত্যুর পর আত্মার অণুগুলো বিচ্ছিন্ন হয়ে আত্মায় মৃত্যু ঘটায়।[২১]

চার্বাক দর্শনে বস্তুকে মূল সত্তা হিসেবে ধরা হয়। এই মতবাদ অনুসারে চেতনাই জড়ের সৃষ্টি; জগৎ একান্ত আপতিক; এর ঈশ্বর নেই; জগৎ জীবন সৃষ্টি ও পরিচালনার জন্য ঈশ্বরের কোনো প্রয়োজন নেই। সৃষ্টির পরিবর্তন ও বিবর্তনের মূলে কোনো অতীন্দ্রিয় সত্তার কর্তৃত্ব বা উদ্দেশ্য নেই।[২২] সমস্ত ঘটনা ও তার কার্যকলাপ একান্তই যুগপৎ আকস্মিক। অভিজ্ঞতাবাদী ব্রিটিশ দার্শনিক হিউমের মতের সাথে চার্বাক মতবাদের সাদৃশ্য দেখা যায়।[২৩] মাটি, পানি, আগুন ও বায়ু এই চারটি মৌলিক পদার্থের সংমিশ্রণে যাবতীয় বস্তুর সৃষ্টি হয়। সৃষ্ট বস্তু জীর্ণ হলে আবার এই চারটি নিত্য বস্তুতে ফিরে যায়।

খ. শক্তিবাদ

সাম্প্রতিককালে বৈজ্ঞানিক গবেষণায় জড়কে শক্তিতে রূপান্তর করা হয়েছে। স্পেনসার এই মতবাদের সমর্থন করেন। তাঁর মতে শক্তি একটি মূল উপাদান এবং তার থেকেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হয়েছে। এই বিশেষ শক্তিই বিশ্বজগতের সব বস্তুকে, প্রাণিজগতকে নিম্ন ও সহজ উচ্চ পর্যায়ের জটিলতর সৃষ্টি বা বিবর্তনের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। তাঁর মতে এই প্রক্রিয়া শুধু জীবজগতে সীমাবদ্ধ নয়, সমাজ গঠনেও কার্যকরী।[২৪]

২.২.২ সবিচার স্বভাববাদ

সবিচার স্বভাববাদের কয়েকটি শাখা রয়েছে। মূল কথায় মিল থাকলেও তত্ত্ব সম্বন্ধে এদের মতের কিছুটা ভিন্নতা দেখা যায়। দৃষ্টবাদ দর্শনের প্রবক্তা কোঁতের মতে প্রকৃতিই হচ্ছে চরম সত্তা। এই প্রকৃতির চরম ও বৈরী পরিবেশে সত্তা নিহিত। এর বাইরে ঈশ্বর বা চরম সত্যের অনুসন্ধান এবং এই দুষ্ট প্রকৃতিকে অতিক্রম করার ক্ষমতাও মানুষের নেই। এই প্রকৃতিকে বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা প্রশাখায় অনুসন্ধানের মাধ্যমে জানা সম্ভব। জ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে এই দর্শন সম্পূর্ণভাবে বিজ্ঞানের ওপর নির্ভরশীল। ধর্ম, আইন, সমাজ ব্যবস্থা, মানুষের জীবনের ঘটনাবলি ব্যাখ্যায়ও দৃষ্টবাদে প্রকৃতির প্রাধান্য দেখা যায়। মানুষের জীবনে অদৃষ্ট বলে কিছুই নেই, সবই দৃষ্ট। এই দিক দিয়ে এটি একটি চরম মতবাদ।[২৫]

www.nagorikpathagar.com

সবিচার স্বভাববাদের অপর শাখায় প্রকৃতিকে প্রক্রিয়ারূপে ধরা হয়েছে। এই মতবাদের সমর্থকগণ বিশ্বাস করেন বস্তুর পরিবর্তন হচ্ছে সেই সঙ্গে বস্তুজগৎ যে নিয়মে বা রীতিতে পরিচালিত হয় তারো পরিবর্তন হচ্ছে। তবে প্রকৃতিতে ঐক্য আছে এবং সে ঐক্য যান্ত্রিক নয় এবং এতে নিরবচ্ছিন্ন ধারাবাহিকতা রয়েছে।

সবিচার স্বভাববাদের আধুনিক ব্যাখ্যা হার্বার্ট ডবলিও স্নেইডারের মতবাদে পাওয়া যায়। তিনি প্রকৃতিকে বিশ্বমাতারূপে বর্ণনা করেছেন। সব স্বাভাবিক বস্তুই বিশ্বমাতার জ্ঞানগোচরে থাকে। অপ্রত্যাশিত আপতন ঘটনাগুলো প্রকৃতির অস্বাভাবিক কাজের ফল বা দৃষ্টান্ত। তারা প্রকৃতির মূল উপাদান বা সত্তার অন্তর্ভুক্ত নয়। বিশ্বপ্রকৃতিতে সব বস্তুই ক্রম অগ্রগমনের পথে আছে এবং এখানেই সব বস্তুর উদ্ভব ও পরিসমাপ্তি ঘটে।[২৬]

সবিচারমূলক স্বভাববাদের অধিবিদ্যার সাথে প্রয়োগবাদের সাদৃশ্য দেখা যায়। বিশ্বপ্রকৃতি এক ধারাবাহিক গতিশীল পরিবর্তনশীল অস্তিত্ব। ডিউঈ এর এই মতবাদের সঙ্গে সবিচার স্বভাববাদের প্রকৃতিকে প্রক্রিয়া হিসেবে ব্যাখ্যার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। আবার মূল সত্তা এক সুসংবদ্ধ বিধান ও নিয়ম অনুসারে চলে- দৃষ্টবাদী স্বভাববাদের এই ধারণার সাথে বাস্তববাদ দর্শনের সত্তার বর্ণনার সাদৃশ্য রয়েছে।

২.৩ জ্ঞানবিদ্যা

সহজ স্বভাববাদীরা সরলভাবে বস্তুর বস্তুগত অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন। এঁদের মতে প্রত্যক্ষণের মাধ্যমেই একমাত্র জ্ঞান লাভ করা যায়। কেবল জড়কেই প্রত্যক্ষণ করা যায়। সুতরাং জড়ই একমাত্র অস্তিত্ব। কোনো বাহ্য বস্তু মানুষের সামনে উপস্থিত হলে মানব দেহের অভ্যন্তরীণ স্নায়ুক্রিয়ার সাহায্যে মানব মনে তার প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় এবং মানুষ বস্তুকে প্রত্যক্ষণ করে। সহজ স্বভাববাদ মতে মানুষ এইভাবে বস্তুজগতের জ্ঞান লাভ করে।[২৭]

অপরদিকে সবিচার স্বভাববাদীরা বলেন বিজ্ঞানের পদ্ধতি দ্বারাই একমাত্র নির্ভরযোগ্য জ্ঞান পাওয়া যায়। ফ্রান্সিস বেকন আরোহ পদ্ধতির মাধ্যমে জ্ঞান আবিষ্কারের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি বলেন প্রকৃতিকে জানার জন্য এবং তাকে বশে আনার জন্য মানুষের জ্ঞান অর্জন করা দরকার। এরূপ জ্ঞান লাভের একমাত্র উপায় হচ্ছে পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা দ্বারা নিয়ত পরিবর্তনশীল বিশ্বপ্রকৃতির পরিবর্তনের আসল কারণ জানা।[২৮]

কোঁতেও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সাহায্যে প্রকৃতির বৈরী সত্তাকে অনুসন্ধানের কথা বলেছেন। জাগতিক পরিবেশে প্রকৃতির মাঝে মানুষকে থাকতে হয়। তাই বৈজ্ঞানিক উপায়ে জ্ঞান আহরণ করে বৈরী প্রকৃতিকে মানুষের প্রয়োজনে কাজে লাগাতে হবে।[২৯]

www.nagorikpathagar.com

স্পেনসার জ্ঞানের প্রশ্নে অজ্ঞেয়বাদী ছিলেন এবং তাঁর সমন্বিত দর্শনে বিজ্ঞানের পদ্ধতি ব্যবহারের কথা বলেছেন। তবে তিনি বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তের সীমাবদ্ধতার কথাও উল্লেখ করেন। তিনি বলেন বৈজ্ঞানিক সত্যের ভিত্তি হচ্ছে ব্যক্তির সীমাবদ্ধ অভিজ্ঞতা। কাজেই বৈজ্ঞানিক সূত্রে প্রাপ্ত কোনো জ্ঞানের চরম নিশ্চয়তা নেই।[৩০]

বেকন, কোঁতে ও স্পেনসারের জ্ঞানতত্ত্বে আধুনিক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি দেখা যায়। এঁদের মতে বিজ্ঞানের জ্ঞান নির্ভরযোগ্য। অবশ্য কোঁতে আরো সরলভাবে বলেছেন ধর্মীয় ও তত্ত্বীয় জ্ঞান অপেক্ষা বিজ্ঞানলব্ধ জ্ঞান আমাদের সকল কর্মের পথ প্রদর্শক। বিজ্ঞান সমস্যা সমাধানের পথ নির্দেশ করে পরিবেশকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা দিয়েছে এবং আহরিত জ্ঞানকে সুষ্ঠুভাবে কাজে লাগাবার দিক নির্দেশ করে মানব জাতির মহা উপকার সাধন করছে। বস্তুত তাঁদের মতে বিজ্ঞান মানুষের অস্তিত্বের বড় হাতিয়ার।

২.৪ মূল্যবিদ্যা

বাটলার স্বভাববাদ দর্শনের মূল্যতত্ত্বের দুটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেছেন।[৩১] এক, প্রকৃতিতে স্বাভাবিক ও সুশৃঙ্খল নিয়ম নীতি আছে। যে নীতিগুলো সাধারণ মানুষের কাজে লাগবে সে সবগুলোই প্রকৃতিতে নিহিত। এই নীতিগুলো প্রকৃতির ঊর্ধ্বে নয় বা প্রকৃতির চেয়ে ভিন্ন নয়। দুই, প্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করে জীবনযাপন করলে মানুষ বাঞ্ছিত মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করতে পারে। প্রাচীন গ্রিসের জড়বাদী দার্শনিকদের চিন্তায় এই তত্ত্বের অভিব্যক্তি দেখা যায়। এই বৈশিষ্ট্যগুলোর আলোকে স্বভাববাদের মূল্যবিদ্যার বিভিন্ন দিক এই অনুচ্ছেদে আলোচনা করা হয়েছে।

২.৪.১ নৈতিক মূল্য

প্রকৃতিবাদীগণ মানুষের জীবনে সুখকে সর্বোচ্চ মূল্য দিয়েছেন। অবশ্য অনেক প্রকৃতিবাদী দার্শনিক সুখকে পরিমার্জিত ও সূক্ষ্মভাবে ব্যাখ্যা করেছেন।[৩২]

স্বভাববাদের নীতিতত্ত্ব যদি সুখবাদ হয় তাহলে আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে মন্দ কাজ ঘটছে কেন? মন্দ বা অশুভ প্রকৃতির অংশ। এই পরিমণ্ডলে যেমন শুভ আছে তেমনি অশুভও আছে। আকস্মিকভাবে যে সকল প্রাকৃতিক দুর্ঘটনা ঘটে সেগুলো প্রকৃতির অশুভ ও অমঙ্গল। যেমন ভূমিকম্প, দুর্ভিক্ষ, ঝড়-তুফান, রোগ ইত্যাদি। মানুষ নিজের অনিচ্ছায় এসব অমঙ্গলের শিকার হয়। আবার মানুষও অনেক অমঙ্গল সৃষ্টি করে। যেমন যুদ্ধ অসংখ্য মানুষের মৃত্যু ও ভয়াবহ ধ্বংসলীলা ঘটায়। সাধারণ মানুষ এসব বিপদের সৃষ্টিকর্তা নয়। তথাপি এগুলোর মন্দ ফল নিরীহ ব্যক্তি ও মানব সমাজ ভোগ করে। তাই ব্যক্তি মানুষের পক্ষে সুখের অনুসন্ধান

www.nagorikpathagar.com

করা কঠিন কাজ। কারণ প্রকৃতির আপতন ঘটনা ও মানুষের সৃষ্ট দুর্ঘটনা থেকে সহজে মুক্তি পাওয়া সম্ভব নয়।[৩৩]

এককথায় বলা যায় যে স্বভাববাদে সুখই সর্বোচ্চ মূল্য। সুখই নৈতিক বিচারের ভিত্তি। মানুষ তার নৈতিক নির্বাচন এমনভাবে করবে যাতে সে আনন্দ পায়। অপরদিকে প্রকৃতির রাজ্যের অশুভ ও অমঙ্গলকে তার কর্মকাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত বলে তাকে মনে করতে হবে এবং প্রকৃতির মন্দ পরিহার করার জন্য তাকে সচেষ্ট থাকতে হবে। এই মতবাদের নীতিতত্ত্বে আরো বলা হয় মানুষ সমষ্টিগতভাবে একে অন্যের ওপর সামাজিক অমঙ্গল সৃষ্টি করে কিন্তু ব্যক্তি মানুষ তার নিজের ওপর বা প্রতিবেশীর ওপর সৃষ্ট এই মন্দের জন্য দায়ী নয়।[৩৪]

২.৪.২ নান্দনিক মূল্য

স্বভাববাদী দার্শনিকগণ নন্দনতত্ত্ব বা সৌন্দর্যতত্ত্বকে প্রকৃতির স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্যরূপে দেখেছেন। ইলিসিও বিভাস বলেছেন বিবর্তন প্রক্রিয়ার বিকাশের মাঝে মানুষ নৈসর্গিক সৌন্দর্য উপলব্ধি করে। সৃষ্টি জগতে বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে মানুষ সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। তার স্নায়ুতন্ত্র এমনভাবে গঠিত হয়েছে যে সে তার বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে সৌন্দর্য উপলব্ধি করতে পারে। সুতরাং মানুষের সুন্দরের ধারণা জাগতিক, অতি জাগতিক নয়। এই মতবাদে সৌন্দর্যের ধারণা দুভাবে দেখা যায়। এক, কোনো শাশ্বত সত্য বা নীতি থেকে সৌন্দর্য তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। এর অর্থ হলো মানুষ তার জীবনের বিশেষ সময় যা প্রত্যক্ষণ করেছে এবং যে অভিজ্ঞতার বিশেষ অর্থ আরোপ করেছে তাই তার কাছে সুন্দর ও গ্রহণযোগ্য হয়েছে। দুই, সৌন্দর্যবোধ কোনো সত্যের অভিজ্ঞতা নয়, আত্মিক বা আধ্যাত্মিক সত্য থেকে প্রসূত নয়। বিভাসের মতে সৌন্দর্য তত্ত্ব পরীক্ষিত সত্য এবং একমাত্র সত্য।[৩৫]

২.৪.৩ ধর্মীয় মূল্য

যেসব মূল্যবোধ মানুষ প্রকৃতির অংশ হিসেবে অর্জন করে এবং যেগুলো লালন করা যুক্তিযুক্ত সেগুলোই স্বভাববাদ মতে ধর্মীয় মূল্যবোধ। প্রকৃতি থেকে সব নীতি ও মূল্যবোধের ধারণার উৎপত্তি। তবে এদের মধ্যে যেগুলো উপযোগী সেগুলোই মহৎ মূল্যবোধ। এসব মূল্যবোধ মেনে চললে মানুষের জীবনে এই বিশ্ব মঙ্গলময় হয়ে উঠবে। স্বভাববাদীরা আরো মনে করেন প্রকৃতি থেকে মানুষ মূল্যের ধারণা অর্জন করে এবং যেগুলো উপযোগী বা কাজে লাগে সেগুলোই টিকে থাকে।[৩৬]

২.৪.৪ সামাজিক মূল্য

মানুষ প্রকৃতির সন্তান। সমাজে বসবাস করলেও সমাজে অবস্থানের দিক দিয়ে সে স্বাধীন। প্রাকৃতিক পরিবেশে থেকেও মানুষ কিভাবে সমাজের সংঘবদ্ধ জীবনে

www.nagorikpathagar.com

মানিয়ে চলে হব্‌স, লক ও রুশোর চিন্তাধারায় তা দেখা যায়। হব্‌স বলেন ব্যক্তি মানুষ অবিরতই তার নিজের সঙ্গে সংগ্রামে রত। সে সম্মান ও মর্যাদা চায়, ক্ষমতার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। যথেচ্ছাচার জীবনযাপনের সুযোগ পেলে মানুষ আত্মঘাতী সংগ্রামে নৈরাজ্যবাদী ও অরাজকতাপূর্ণ পরিবেশে নিজেদের ধ্বংস করে ফেলতে পারে। হব্‌সের মতে কোনো উচ্চতর সামাজিক সংগঠনের নিকট আনুগত্য প্রদর্শন করেই মানুষ সমাজে টিকে থাকতে পারে।[৩৭]

রুশোও তাঁর স্বভাববাদ তত্ত্বে প্রকৃতিতে মানুষের অবস্থান কল্পনা করেছেন এবং মানুষকে প্রকৃতির সন্তানরূপে দেখেছেন। 'এমিল' গ্রন্থে কলুষিত সমাজ থেকে সরিয়ে প্রকৃতির নৈসর্গিক পরিবেশে এমিলের শিক্ষার কথা বলেছেন। রুশো বলেন সভ্যতা বিকাশের পূর্বে মানুষ সাধারণ ও স্বাভাবিক জীবনযাপন করতো। কিন্তু এক পর্যায়ে সে বুঝল ব্যক্তির একার পক্ষে অপরের সঙ্গে সম্মিলিত না হয়ে প্রতিকূল শক্তির বিরুদ্ধে নিরাপদ জীবনযাপন করা, অধিকারসমূহ ভোগ ও প্রয়োগ করা সম্ভব নয়। এই বোধ থেকেই মানুষ চুক্তি করে রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রীয় নিয়মকানুন ও বিধি নিষেধ সৃষ্টি করেছিল। তবে ব্যক্তি কোনো একচ্ছত্র অধিনায়কের সঙ্গে চুক্তি করে নি। সে চুক্তি করেছিল ব্যক্তির সঙ্গে, একে অপরের সঙ্গে। এই চুক্তির মূল কথা হলো কেউ অন্যের অধিকারে হস্তক্ষেপ করবে না। এমনকি প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকের চুক্তিতে সৃষ্টি হয়েছে এক সাধারণ ইচ্ছা বা সাধারণ শক্তি। এই সাধারণ ইচ্ছাই রাষ্ট্রীয় জীবনে মানুষের নিয়ামক, ব্যক্তি স্বার্থের পরিপন্থী নয়। রুশোর মতে সামাজিক চুক্তি ব্যক্তির অধিকার বিনষ্টের জন্য নয়; তা রক্ষার জন্য। এই চুক্তির মাধ্যমে ব্যক্তি তার স্বাধীনতা রক্ষা করতে পারে। যদিও ব্যক্তি সাধারণ ইচ্ছাকে মান্য করার জন্য তার ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ত্যাগ করে তথাপি সাধারণ চুক্তি সম্পাদন কালে আলোচনায় অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে ব্যক্তি তার স্বাধীনতা সংরক্ষণ করে।[৩৮] এভাবে ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির চুক্তির ফলে বা সমাজে বসবাসের ফলে মানুষের মধ্যে সামাজিক মূল্যবোধের সৃষ্টি হয়েছে। এগুলো পরোক্ষ মূল্যবোধ। সামাজিক বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা এড়ানোর জন্যই মানুষ চুক্তিবদ্ধ হয়ে সামাজিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করেছে।

সামাজিক মূল্যবোধের অপর এক ধারণা পাওয়া যায় মানবতাবাদী প্রকৃতিবাদীদের দর্শন চিন্তায়। এঁরা মানব জাতির জন্য এক সামাজিক ও অর্থনৈতিক সাম্যবাদীতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে চান। তাঁদের উদ্দেশ্য এমন একটি মুক্ত ও সার্বজনীন সমাজ প্রতিষ্ঠিত হবে যেখানে সব মানুষ স্বইচ্ছায় বুদ্ধিমত্তার সাথে সর্বসাধারণের মঙ্গলের জন্য সহযোগী হয়ে কাজ করবে। কারণ বিশ্বজগতে সব কিছুতে সব মানুষের অধিকার আছে। তাই নতুন মানবিক সমাজ গঠনে সব মানুষই অংশগ্রহণ করবে।[৩৯]

www.nagorikpathagar.com

২.৫ শিক্ষায় স্বভাববাদ

শিক্ষাক্ষেত্রে স্বভাববাদ দর্শন প্রকৃতিবাদী শিক্ষা দর্শন নামে পরিচিত। স্পেনসারই মূলত স্বভাববাদী শিক্ষা দর্শন মতবাদ সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। অবশ্য আরো অনেক দার্শনিকের শিক্ষা চিন্তা ও কর্ম স্বভাববাদ দর্শন দ্বারা প্রভাবিত। এঁদের মধ্যে এরিস্টটল, কোঁতে, বেকন, হব্‌স, লেমার্ক, রুশো, পেস্তালৎসী, হাকস্‌লী, বার্ণাড শ, ম্যাগডুগাল, ফ্রয়েবেল, নীল ও রবীন্দ্রনাথের নাম করা যেতে পারে।

২.৫.১ শিক্ষা সম্পর্কে ধারণা

স্বভাববাদী দার্শনিকদের মধ্যে শিক্ষার ধারণা সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। বিশুদ্ধ স্বভাববাদীগণ কোনো বিশেষ মনস্তত্ত্ব অনুযায়ী শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার পক্ষপাতী নন। তাঁদের মূল উদ্দেশ্য শিশুর প্রকৃতিকে বিনা বাধায় পূর্ণ পরিস্ফুটিত হতে দেওয়া। শিক্ষার অর্থ শিশুর স্বাভাবিক বিকাশে সাহায্য করা। যখনই শিশুর মন, শক্তি, আবেগ, ইচ্ছা কারো নির্দেশ ছাড়া বিকশিত হতে পারে তখনই শিক্ষা লাভ হয়েছে বলে ধরা যাবে।[৪০] আবার অনেক স্বভাববাদী দার্শনিক আনুষ্ঠানিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেছেন। স্পেনসারের 'এডুকেশন ইনটেলেকচুয়েল, মরাল এ্যান্ড ফিজিক্যাল' নামক গ্রন্থটি স্বভাববাদ শিক্ষা দর্শন সম্পর্কিত একটি মৌলিক কাজ। শিক্ষার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে এই গ্রন্থে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে।[৪১] স্বভাববাদী দার্শনিকদের মধ্যে রুশোর মতবাদ চরমপন্থী। পরবর্তীকালে অনেক দার্শনিক ও শিক্ষাবিদ রুশোর তাত্ত্বিক মতবাদ বাস্তবে প্রয়োগ করেছেন।

২.৫.২ শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা

স্বভাববাদী দার্শনিকগণ প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেছেন। তাঁরা মনে করেন মানব শিশুর জৈবিক বিকাশ সময় সাপেক্ষ। শারীরিক বর্ধন ও মানসিক পরিপক্বতার জন্য মানব শিশুর দীর্ঘ দুই দশক কাল সময়ের প্রয়োজন। এই সময়ে তারা বয়স্কদের তত্ত্বাবধানে থাকে। তাদের বিকাশ ও বর্ধনের জন্যে শুধু তত্ত্বাবধান পর্যপ্ত নয়। বিদ্যালয়ের শিক্ষারও প্রয়োজন রয়েছে।

এই যুক্তি আরো বিস্তৃত করে স্বভাববাদীগণ বলেন : অন্যান্য প্রাণীর তুলনায় মানব শিশু দুর্বল। তার শারীরিক বর্ধন ও মানসিক পরিপক্বতা ধীরে ধীরে হয়। প্রাণীর সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়েই হাঁটতে পারে, খেতে পারে ও নিজের নিরাপত্তা বিধান করতে পারে। কিন্তু মানব শিশু শৈশব অবস্থায় বড়-ই অসহায়। হাত-পা নাড়া, চোখের দৃষ্টি সমন্বয় করা, হামাগুড়ি দেয়া, হাঁটতে শিখা ও কথা বলা এসব দক্ষতা সে ধীরে ধীরে অর্জন করে। কৈশোরকাল উত্তীর্ণ হলেও সে স্বনির্ভর হতে পারে না। তার পরনির্ভরশীলতার স্তর কাটাতে হলে তাকে অনেক বাধা প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করতে হয়। এই বাধা প্রতিবন্ধকতা অতিক্রমে সহায়তার জন্য মানব

www.nagorikpathagar.com

শিশুর শিক্ষা অপরিহার্য। বস্তুত মানুষের জন্মগত ও স্বভাবগত বৈশিষ্ট্যের জন্য তার শিক্ষা অপরিহার্য। কাজেই মানুষের প্রয়োজনেই শিক্ষা ব্যবস্থা স্বাভাবিকভাবে গড়ে উঠেছে।[৪২]

অপরদিকে এডাম্‌স প্রমুখ স্বভাববাদীগণ শিশুর জন্য ধরাবাঁধা নিয়মে বিদ্যালয় কেন্দ্রিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা নাই মনে করেন। বিদ্যালয়, শিক্ষাক্রম, বই-পুস্তক এসবের কোনো দরকার নেই। বরং শিক্ষার্থীর জন্য এমন এক পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে যেখানে তার স্বাভাবিক বিকাশ নিশ্চিতভাবে সম্ভব হবে।[৪৩] এক বিশেষ পটভূমিতে এই মতবাদের বিকাশ হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষে ইউরোপে প্রাচীনপন্থী শিক্ষা ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন শুরু হয়। স্বভাববাদ দর্শন এই শিক্ষা সংস্কার আন্দোলনে বিদ্রোহীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। ধরাবাঁধা নিয়মে কঠোর কৃত্রিম পরিবেশে শিক্ষার পরিবর্তে এরা সহজ সরল পরিবেশে প্রকৃতির কোলে শিক্ষার সপক্ষে দৃপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেন। তবে এই শিক্ষা আন্দোলন পরবর্তী সময়ে রোমান্টিকতায় পর্যবসিত হয়।

২.৫.৩ শিক্ষার্থীর বৈশিষ্ট্য

সব দর্শনের ন্যায় স্বভাববাদ দর্শনের শিক্ষা পরিকল্পনার কেন্দ্রমূলে শিক্ষার্থীর অবস্থান। স্পেনসার শিক্ষার্থীর জৈবিক সত্তাকে সর্বাগ্রে স্থান দিয়েছেন। মানব শিশু একটি ক্ষুদ্র প্রাণী। তার জড় দেহ আছে। তার এই দেহকে সুস্থ রাখতে হবে যাতে সে জীবনের ঝুঁকি গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হতে পারে।

মানব শিশুর শৈশব কালের বৈশিষ্ট্য অন্যান্য প্রাণীদের চেয়ে ভিন্ন। তার বৈশিষ্ট্যগুলো শিক্ষা পরিকল্পনার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। শিশু তার লালন পালন, শারীরিক মানসিক বর্ধনের জন্য বড়দের ওপর নির্ভরশীল। একথাও সত্য শিশু তার ক্রিয়াকর্মের মাধ্যমে নিজেকে বিকশিত করে থাকে। আমাদের কাছে মনে হয় শিশু উদ্দেশ্যহীনভাবে তার পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের ব্যবহার করছে। বস্তুত সে সাথে সাথে প্রত্যক্ষণ করে এবং একটির সাথে অপরটির সম্পর্ক খোঁজার চেষ্টা করে। বাবা-মা বা বড়রা প্রয়োজনীয় দ্রব্য সরবরাহ করলেও সে নিজেই চিন্তন প্রক্রিয়া স্বাভাবিকভাবে পরিচালনা করে এগুলো বুঝতে চায়। এভাবে তার শিক্ষা গ্রহণ কাজ হয়ে থাকে। শিশু স্বতঃস্ফূর্ত কাজের মাঝে স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় জ্ঞান আহরণ করে। স্পেনসার তাই বলেছেন শিশু তার বিকাশের স্তরে যে কার্য সম্পাদন করে বা যা করতে পছন্দ করে তাই শিক্ষামূলক।[৪৪] এভাবে মানব শিশু তার দীর্ঘ শৈশবকাল ধরে স্বাভাবিক নিয়ম অনুসারে বিকশিত হয়। তাই শিক্ষাবিদদের কর্তব্য হবে এই নিয়ম অনুসরণ করে শিশুর শিক্ষার ব্যবস্থা করা। সমুদ্রের জোয়ার-ভাটার যেমন নিজস্ব গতি ও ছন্দ আছে তেমনি শিশুর বর্ধন ও বিকাশের গতি আছে। কাজেই স্বভাববাদের বক্তব্য হলো, বাবা-মা, শিক্ষক শিশুর স্বাভাবিক বিকাশের গতি ও রীতি অনুযায়ী তার শিক্ষা কার্যের পরিকল্পনা করবেন।

www.nagorikpathagar.com

এখন প্রশ্ন হলো শিশুর স্বাভাবিক বিকাশের সাথে নৈতিক মূল্যের সম্পর্ক কি? শিশু কি স্বভাবতই ভালো? তার স্বাভাবিক শিক্ষা প্রক্রিয়ায় আমরা কি আস্থা রাখতে পারি? স্পেনসার বলেছেন, তা সম্ভব নয়। শিশু ভালোও নয়, মন্দও নয়। ভালো-মন্দ এই দুই সত্তাই তার রয়েছে। সে ভালো হয়ে জন্ম গ্রহণ করে নি, আবার সে যে মন্দ কাজগুলো করে সেগুলো জেনে শুনে বা বুঝে করে না। স্বভাববাদীরা আরো বলেন শিক্ষা দ্বারা শিশুকে ভালো করা যাবে না। কারণ যে বয়স্ক ব্যক্তিরা তাকে শিক্ষা দেবে তাদেরও স্বাভাবিক দুর্বলতা রয়েছে। কাজেই তাদের শিক্ষার ফলে শিশু ভালো হবে-এই নিশ্চয়তা কেউ দিতে পারে না।[৪৫]

আবার কিছু কিছু স্বভাববাদী দার্শনিক শিশুকে পবিত্র মনে করেন এবং শিক্ষার কাজ হচ্ছে এই পবিত্রতাকে রক্ষা করা। ওয়ার্ডসওয়ার্থ শিশুকে স্বর্গ হতে জ্যোতির্ময়রূপে এই ধরায় নেমে এসেছে বলে কল্পনা করেছেন। অপরদিকে খ্রিষ্ট ধর্ম শিশুর মনকে কুটিলতায় ভরা ও মন্দ বলে অভিহিত করেছে।[৪৬] তবে যেসব স্বভাববাদী দার্শনিক ও শিক্ষাবিদ শিশুকে পবিত্র মনে করেন তাঁরা বলেন শিক্ষা গ্রহণের পূর্বে শিশু যেমন নিষ্কুলষ পবিত্র ছিল শিক্ষার পরও তার এই বৈশিষ্ট্য রক্ষা করা দরকার। এঁরা শৈশবকালের বিশেষ মূল্য দিয়ে থাকেন এবং শিশুকে শিশুর মতো দেখতে চান। প্রকৃতিবাদী রুশো বলেছেন, প্রকৃতি নির্ধারণ করে দিয়েছে যে বয়স্ক হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত শিশু শিশুই থাকবে। যে নিষ্ঠুর শিক্ষা ব্যবস্থা ভবিষ্যতের যুপকাষ্ঠে শিশুকে বলী দেওয়ার জন্য তৈরি করে সে শিক্ষা একান্তভাবে নিন্দনীয়। রুশো আরো বলেন অনিশ্চিত ভবিষ্যতের সুখের আশায় শৈশবে তাকে নানা বিধি-নিষেধের নিগড়ে বেঁধে অসুখী করে লাভ কি? তাই রুশো বলেছেন শিক্ষার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, পদ্ধতি শিশুর জীবন ও অভিজ্ঞাতার মধ্যে সম্পূর্ণ সীমিত থাকবে।[৪৭] রুশোর শিক্ষার ধারণা হচ্ছে শিশুর আন্তর বৈশিষ্ট্যগুলো সুসমন্বিত, যুক্তিযুক্ত, আনন্দকর ও সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে বেড়ে উঠবে। কেননা শিশুর প্রকৃতি বিকাশমান, নিশ্চল স্থবির নয়; অতএব শিশুর প্রকৃতির স্বাভাবিক বৃদ্ধি হচ্ছে শিক্ষার উদ্দেশ্য।

২.৫.৪ শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

স্বভাববাদ দর্শন বিবর্তনবাদী ধারণার ওপর প্রতিষ্ঠিত। এই মতবাদের ভিন্ন ভিন্ন ধারণা আছে। তাই ধারণার পার্থক্য অনুসারে শিক্ষার লক্ষ্যে ও উদ্দেশ্যে মতভেদ দেখা যায়। যদি নব্য ডারউইন মতবাদকে সত্য ধরা হয় তাহলে শিক্ষার আদর্শ হবে ব্যক্তিকে বা জাতিকে সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত করা যাতে সে নিশ্চিতভাবে বেঁচে থাকতে পারে। অন্য পক্ষে যদি নব্য লেমার্কপন্থীদের মত সঠিক হয় তাহলে শিক্ষার লক্ষ্য ভিন্নরূপ হবে। এঁদের মতে শিক্ষা হবে পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার প্রক্রিয়া। অর্থাৎ শিক্ষার লক্ষ্য হবে ব্যক্তিকে তার পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করতে শেখানো। মন ও দেহের স্বাস্থ্য হবে সুসামঞ্জস্যপূর্ণ। পরিবেশের সাথে সম্পর্ক হবে হার্দ্য।[৪৮]

www.nagorikpathagar.com

বার্নার্ড শ ও আরো কয়েকজন কয়েকজন স্বভাববাদী শিক্ষার লক্ষ্যকে আরো প্রসারিত করেন। তাঁদের মতে মানুষ সচেষ্ট হয়ে যা করে তাই শিক্ষা। শিক্ষা দ্বারাই মানব জাতির উন্নতি হয়। বিবর্তনের ধারায় মানুষের এই ক্রমোন্নতিই শিক্ষার লক্ষ্য। এই মতবাদ গ্রহণ করার অসুবিধা এই যে মানুষের অর্জিত বৈশিষ্ট্যগুলো বংশ পরম্পরায় সঞ্চারিত হয় না। তবে এঁরা বলেন দৈহিকভাবে অর্জিত গুণের সঞ্চারণ সম্ভব না হলেও সামাজিক গুণগুলো এক প্রজন্ম হতে পরবর্তী প্রজন্মে অনুকরণের মাধ্যমে সঞ্চারিত হওয়া সম্ভব। কাজেই শিক্ষার লক্ষ্য হলো প্রত্যেক প্রজন্মের ভালো ভালো সামাজিক গুণগুলো রক্ষা করা ও পরিবর্ধিত আকারে ভবিষ্যৎ বংশধরদের নিকট পৌঁছে দেওয়া। বংশ পরম্পরায় এভাবে মানুষ ভালো থেকে আরো ভালো হয়ে বিবর্তিত হবে।[৪৯]

আবার যান্ত্রিক স্বভাববাদের দৃষ্টিতে মানুষ যন্ত্রবৎ। এই যন্ত্রটিকে ভালোভাবে দেখা শোনা করে এর দ্বারা ক্রমেই জটিল হতে জটিলতর কাজ আদায় করার চেষ্টাই শিক্ষার উদ্দেশ্য। এঁদের অনেকেই সুখকে জীবনের উদ্দেশ্যরূপে দেখেছেন। তাঁরা আরো বলেন এ সুখ যেন বর্তমানের না হয়ে দূর ভবিষ্যতের ও দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে-সেদিকে লক্ষ রেখে শিক্ষার উদ্দেশ্য নির্ণয় করা দরকার। অপরদিকে অনেক স্বভাববাদী দার্শনিক জীবনের উদ্দেশ্যে সুখের সন্ধান—এই মতে বিশ্বাসী নন। এঁদের মধ্যে ম্যাগডুগাল বলেন, আমাদের সমস্ত কাজ সুখ লাভ বা দুঃখ এড়ানোর জন্য নয়। কতকগুলো স্বাভাবিক লক্ষ্যে সার্থকভাবে পৌঁছাতে পারা বা না পারার অকিঞ্চিতকর অনুষঙ্গ মাত্র। এই দৃষ্টিভঙ্গিতে আমাদের প্রকৃতির উদ্যমকে উর্ধ্বমুখী, সুসংহত ও সুসংবদ্ধ করে ভিন্ন পথে পরিচালনা করাই হলো শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য। শিক্ষার উদ্দেশ্য এমন হবে যাতে শিক্ষার্থীর সহজাত প্রবৃত্তিগুলো পরস্পর বিরুদ্ধ না হয়ে সহযোগিভাবে কাজ করে তাকে পূর্ণশক্তির অধিকারী করে তুলবে।[৫০]

ক. স্পেনসারের মতে শিক্ষার উদ্দেশ্য

স্পেনসার তাঁর শিক্ষা বিষয়ক কতিপয় প্রবন্ধে প্রশ্ন করেছেন কোন জ্ঞান সবচেয়ে উপযোগী? শিক্ষার মাধ্যমে কোন উদ্দেশ্য সাধিত হয়? এসব প্রশ্ন আলোচনা করে তিনি দেখিয়েছেন বিজ্ঞানই একমাত্র এসব বিষয়ে সুনির্দিষ্ট বক্তব্য রাখতে পারে। তাঁর শিক্ষা চিন্তায় বিজ্ঞানের প্রাধান্য বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

তিনি আরো বলেছেন পরিপূর্ণ জীবনযাপনে সহায়তা করাই শিক্ষার সাধারণ উদ্দেশ্য। শিক্ষা ব্যক্তিকে সুনাগরিক করে গড়ে তুলবে এবং তাকে এমনভাবে সুনিয়ন্ত্রিত করবে যাতে সে পৃথিবীতে নিজের জায়গা করে নিতে পারে। পরিপূর্ণ জীবনযাপনের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ পাঁচটি দিকের কথা বিশেষভাবে বিবেচনা করে তিনি শিক্ষার পাঁচটি উদ্দেশ্য স্থির করেছেন।[৫১]

www.nagorikpathagar.com

১. আত্মরক্ষা : পরিপূর্ণ জীবনযাপন করতে হলে মানুষকে বাঁচতে হবে এবং তার অস্তিত্বকে অক্ষুণ্ন রাখতে হবে। মানুষ সহজাত প্রবৃত্তি দ্বারা আত্মরক্ষা করতে পারে কিন্তু শিক্ষা তাকে স্বাস্থ্যবিধির সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়ে এবং জীবন ধারণের জন্য প্রস্তুত করে তাকে আত্মরক্ষার কাজে সাহায্য করে।

২. জীবিকা উপার্জনে সক্ষম : কর্মদক্ষতার সাহায্যে কাজ করে মানুষ উপার্জন করে ও জীবন রক্ষা করে। অর্থনৈতিক কর্মের জন্য দক্ষতা ও যোগ্যতা অর্জনে শিক্ষা মানুষের সহায়ক। মানুষ যেন অর্থনৈতিক যোগ্যতা ও কর্মদক্ষতা অর্জনে সফল হতে পারে সেজন্য শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে তাকে যথোপযুক্ত প্রশিক্ষণ দিতে হবে।

৩. সন্তান পালন : স্পেনসার বলেছেন সন্তান লালন-পালন বাবা-মায়ের গুরুত্বপূর্ণ কাজ। তাই শিশু পালন নীতি, ছেলেমেয়েদের তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ এসব বিষয়ে বিদ্যালয়ে শিক্ষা দানের ব্যবস্থা থাকা দরকার।

৪. সামাজিক ও রাজনৈতিক দক্ষতা : গৃহের ক্ষুদ্র গণ্ডীর বাইরে বিরাট জগৎ। সম্পূর্ণ জীবনযাপন করতে হলে মানুষকে এই বৃহৎ পরিবেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রক্রিয়া অনুধাবন করতে হবে। এসব কার্য সম্পাদনের মাধ্যমে সে একজন সচেতন ও বিজ্ঞ নাগরিক হতে পারবে।

৫. অবসর বিনোদন : সর্বশেষ উদ্দেশ্য হিসেবে স্পেনসার বলেছেন জীবন শুধু বাঁচার জন্য সংগ্রাম নয়; শারীরিক যোগ্যতা অর্জন নয়; উপার্জনক্ষম হওয়া নয়; দায়িত্বশীল বাবা-মা হওয়া বা সুনাগরিক হওয়াও নয়। জীবনে অনেক আনন্দ আছে, অনুভূতি আছে, তৃপ্তি আছে। শিক্ষা এই বোধগুলো শিশুর মনে জাগরূক করবে।

স্পেনসারের শিক্ষার উদ্দেশ্য আলোচনা থেকে দেখা যায় যে, পরিপূর্ণ জীবন-যাপনের প্রস্তুতি হিসেবে শিক্ষার উদ্দেশ্য বহুমুখী ও বাস্তবসম্মত।

খ. রুশোর মতে শিক্ষার উদ্দেশ্য

রুশোর প্রকৃতিবাদী শিক্ষা দর্শন মূলত স্বভাববাদ দর্শনের অভিব্যক্তি। তাঁর মতে শিক্ষার উদ্দেশ্য হলো ব্যক্তির পরিপূর্ণ স্বাভাবিক বিকাশ, যে বিকাশের মাধ্যমে সে সুসামঞ্জস্য ও স্বাভাবিক জীবনযাপনের অধিকারী হবে। রুশোর 'এমিল' গ্রন্থে তাঁর শিক্ষা চিন্তার বিস্তৃত ও পরিপূর্ণ বর্ণনা পাওয়া যায়। এই গ্রন্থ থেকে শিক্ষার কতিপয় উদ্দেশ্য জানা যায়। এক, শিশুকে সক্রিয় করে তোলা; দুই, শিশুর কর্ম ইন্দ্রিয়গুলো পরিচালনার ক্ষমতা অর্জনে সহায়তা করা; তিন, শিশুর জ্ঞান ইন্দ্রিয়গুলো কার্যকরী করতে সাহায্য করা; চার, শিশুর মানসিক ক্ষমতাগুলো যথোপযুক্তভাবে ব্যবহার করতে সাহায্য করা।[৫২]

www.nagorikpathagar.com

রুশোর চিন্তাধারা অনুসারে যে ব্যক্তি তার দৈহিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও মানসিক ক্ষমতা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করে নিজের অস্তিত্ব সম্পর্কে সচেতন থাকতে পারে সেই পরিপূর্ণ জীবনযাপনের অধিকারী। রুশোর শিক্ষার সাধারণ লক্ষ্য এমনই জীবনযাপনের উপযোগী করে ব্যক্তিকে গড়ে তোলা।

গ. পেস্তালৎসীর মতে শিক্ষার উদ্দেশ্য

রুশোর প্রকৃতিবাদী চিন্তাধারায় প্রভাবিত হয়ে পেস্তালৎসী শিক্ষাকে শিশুর স্বাভাবিক বিকাশের অর্থে দেখেছেন। তাঁর মতে শিক্ষার লক্ষ্য হলো শিশুর অন্তর্নিহিত সম্ভাবনার স্বাভাবিক ও সর্বাঙ্গীণ বিকাশ সাধন করা। 'সন্ন্যাসীর জীবনের শেষবেলা' এই আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থে তাঁর এই শিক্ষা মতবাদ প্রথম প্রকাশ পায়।[৫৩] এরপর 'লিওনার্ড ও গার্ট্রুড' শিক্ষা উপন্যাস[৫৪] এবং 'গার্ট্রুড কিভাবে তাঁর সন্তানদের শিক্ষা দেন'[৫৫] এইসব গ্রন্থে তাঁর শিক্ষা ভাবধারা পরিপূর্ণ বিকাশ দেখা যায়। প্রথম গ্রন্থটিতে তিনি দেখিয়েছেন যে, প্রকৃতির রাজ্যে যা কিছু স্বাভাবিক ও ভালো তা পাওয়ার অধিকার সকলের আছে। তাই শিক্ষার লক্ষ্য হবে প্রত্যেক মানুষ তার স্বাভাবিক অধিকার বলে যা প্রাপ্য, জগতে যা কিছু ভালো তা যাতে অর্জন করতে পারে সে বিষয়ে সহায়তা করা। দ্বিতীয় গ্রন্থে তিনি মানুষের স্বাভাবিক বিকাশের জন্য জড় প্রকৃতির সুশৃঙ্খল নিয়মরাজি কিভাবে সফলতার সাথে প্রয়োগ করা যায় তা বিশ্লেষণ করেছেন।

ঘ. রবীন্দ্রনাথের মতে শিক্ষার উদ্দেশ্য

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা দর্শন একদিকে যেমন ভাববাদী চিন্তাধারায় প্রভাবিত অন্যদিকে প্রয়োগের ক্ষেত্রে তিনি স্বভাববাদী দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছেন। তাঁর ধারণা—সৃষ্টির মূলে এক সর্বব্যাপী আধ্যাত্মিক শক্তি রয়েছে। এই শক্তি সৃষ্টি জগতের মধ্যে সতত প্রকাশমান। প্রকৃতি জগতে, মানব সমাজে এবং অন্তর আত্মায় সর্বত্রই এই শক্তির প্রকাশ দেখা যায়। তিনি একে বিশ্ব চেতনা বলেছেন। তিনি আরো বলেন মানুষ এই বিশ্ব চেতনাকে জানার জন্য অবিরত চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এই বিশ্ব চেতনাকে লাভ করা যায় পরিপূর্ণ আত্মবিকাশের মধ্য দিয়ে। মানুষ বিশ্বপ্রকৃতির নিয়ম জেনে তা নিজের জীবনে কাজে লাগিয়ে বিকাশ লাভ করে। বিশ্বপ্রকৃতির বহু বৈচিত্রের মাঝে যে ঐক্যের নিয়ম আছে তা জেনে পরমানন্দ লাভ করাই হলো মানুষের জীবনের লক্ষ্য ও সাধনা। রবীন্দ্রনাথের মতে প্রাচীন ভারতের দর্শনের মূল তত্ত্ব অনুসরণ করে মানুষ এই সাধনা করতে পারে।[৫৬]

প্রাচীন ভারতবর্ষের সভ্যতার মূল প্রস্রবণ ছিল প্রকৃতি। প্রকৃতি ও অরণ্যের নির্জনতা মানুষকে এমন এক শক্তি দিয়েছিল যার প্রবাহ আজ পর্যন্ত চলমান। প্রাচীন ভারতের ভাব সম্পদের অবদান সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেন, যে আরণ্যকদের সাধনা থেকে ভারতীয় সভ্যতা যে প্রৈতি লাভ করেছিল সেটা বাইরের প্রভাব বা

www.nagorikpathagar.com

সংঘাত থেকে নয়। বাইরের প্রয়োজন বা প্রতিযোগিতা থেকে জাগে নি। এইজন্যে এই শক্তিটি প্রধানত অন্তরমুখী। সাধকগণ ধ্যানের দ্বারা বিশ্বের আত্মিক গভীরতার মধ্যে প্রবেশ করেছেন। নিখিলের সাথে আত্মায় যোগ স্থাপন করেছেন। এই নির্জনবাসী তপস্বীগণ প্রকৃতির কোলে সাধনা করে বিশ্বব্যাপী জীবন আত্মার সাথে তাদের জীবনের সংযোগ সাধনের চেষ্টা করেছেন। এই বিশ্বপ্রকৃতির ভিতর দিয়ে তাঁরা অনুধাবন করতে পেরেছিলেন যে প্রকৃতির সব দানের মূলে রয়েছে একটি চেতনাময় অনন্ত আনন্দসত্তা। সেইজন্য তাঁরা প্রকৃতির সব কিছুকে শ্রদ্ধার সঙ্গে, ভক্তির সঙ্গে গ্রহণ করেছিলেন। এই আনন্দসত্তাকে বুঝতে হলে শিক্ষার লক্ষ্য কেবল ইন্দ্রিয়ের শিক্ষা নয়; কেবল জ্ঞানের শিক্ষা নয়; বোধের শিক্ষাকেও বিদ্যালয়ে স্থান দিতে হবে। প্রকৃতির সাথে মিলিত হয়ে পবিত্র হয়ে এই শিক্ষা লাভ করতে হবে। প্রকৃতিবাদী নিসর্গবাদী জীবনতত্ত্বের সাথে ভাববাদী আদর্শ সমন্বিত হয়ে রবীন্দ্র শিক্ষা দর্শন এক বৈচিত্র্যরূপ গ্রহণ করেছে।[৫৭]

শিক্ষার লক্ষ্য সম্পর্কে বিবর্তনবাদ দর্শনের বিভিন্ন গোষ্ঠী, বিভিন্ন স্বভাববাদ দর্শনের প্রবক্তা ও সমর্থকগণ এবং এই মতবাদকে যাঁরা শিক্ষায় প্রয়োগ করেছেন তাঁদের চিন্তা চেতনা থেকে একটি সাধারণ ধারণা করা যায় যে, শিক্ষা শিশুর স্বভাবের ওপর প্রতিষ্ঠিত হবে এবং শিক্ষার বিন্যাসও তার স্বভাব অনুযায়ী হবে। ভবিষ্যতে শিশু কি হবে তা নয়, বর্তমানে সে কিরূপ তাই শিক্ষা পরিকল্পনায় গুরুত্ব দিতে হবে। প্রয়োগবাদ দর্শনের সঙ্গে মিলিয়ে এঁরা বলেছেন, শিক্ষার লক্ষ্য জীবনের জন্য প্রস্তুত নয়, স্বয়ং জীবনই। জীবন এখানে বিশ্ব পরিবেশ ও বিশ্ব চেতনার সঙ্গে অভিন্ন। যান্ত্রিক স্বভাববাদী ও বিবর্তনবাদী দার্শনিকগণ শিক্ষার উদ্দেশ্য নির্ণয়ে আপাত প্রয়োজনের কথা বিবেচনা করেছেন। কিন্তু প্রকৃতিবাদী দার্শনিক ও শিক্ষাবিদ যাঁরা জড়বাদের স্তর অতিক্রম করে নিসর্গবাদের দিকে ঝুঁকেছেন তাঁরা শিক্ষার উদ্দেশ্যকে অধ্যাত্মবাদের দিকে টেনে নিয়েছেন।

২.৫.৫ শিক্ষাক্রম

স্বভাববাদীগণ মানবিক বিষয়ের চেয়ে প্রকৃতির সাথে যে সব বিষয় সামঞ্জস্যপূর্ণ সে সব বিষয় যেমন পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়ন, উদ্ভিদ বিজ্ঞান ও প্রাণিবিদ্যা বিদ্যালয়ের শিক্ষাক্রমে অন্তর্ভুক্ত করার পক্ষপাতী এবং এসব বিষয়গুলো বুঝার জন্য ভাষা ও ও গণিত বিষয়ের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেছেন। তাঁরা আরো বলেন শিক্ষাক্রমে কবিতা, সাহিত্য, সংগীত, শিল্পকলা ইত্যাদি মানবিক বিষয়ের প্রাধান্য না দিয়ে শিক্ষাকে বিজ্ঞানমুখী করতে হবে।

স্বভাববাদী শিক্ষাবিদগণ মানব জীবনে বর্তমান অভিজ্ঞতাকে প্রাধান্য দিয়ে থাকেন। কিন্তু এঁরা মনে করেন বর্তমানকে বুঝতে হলে মানব জাতির অতীত ইতিহাস জানা প্রয়োজন। তাঁদের মতে অতীত ইতিহাসের অভিজ্ঞতা ও শিক্ষা বর্তমানকে ব্যাখ্যা করতে সহায়তা করে এবং মানুষের মনে ভবিষ্যৎ কাজের

www.nagorikpathagar.com

অন্তর্দৃষ্টি সৃষ্টি করে। সুতরাং ইতিহাস শিক্ষাক্রমে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। মানুষের আধ্যাত্মিক বা আত্মিক প্রকৃতিকে স্বভাববাদ বিশেষ গুরুত্ব দেয় না। সেজন্য এঁদের শিক্ষাক্রমে ধর্ম শিক্ষার স্থান নেই। তাঁদের মতে শিশু মুক্ত। তাকে প্রকৃতভাবে মুক্ত ও স্বাধীন হতে হলে তার যুক্তিবৃত্তির বিকাশ করতে হবে। কাজেই শিক্ষার বিষয়বস্তু ও শিক্ষণ প্রক্রিয়া শিশুর যৌক্তিক ক্ষমতা বিকাশে সহায়ক হবে।

কমেনিয়াসের মতে সকল শিক্ষার্থীকে সকল ধরনের শিক্ষা দিতে হবে। কিন্তু লক বলেছেন শিক্ষার্থীর জীবন পরিবেশের অপরিহার্য বিষয়গুলো শিক্ষাক্রমের অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত। অপরদিকে স্পেনসার বলেছেন মানুষের আত্মরক্ষার জন্য যে বিষয়গুলো প্রয়োজন সেগুলো তার শিক্ষার বিষয় হবে। তবে শিক্ষাক্রম বিজ্ঞানকে কেন্দ্র করে বিন্যাস করতে হবে। এরূপ শিক্ষাক্রমে মানবিক বিষয়ের উদার শিক্ষার উপাদান থাকবে; সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার অভিজ্ঞতাও সন্নিবেশিত হবে। স্পেনসারের বিজ্ঞান বিষয় শিক্ষাদানের সমালোচনা করে হাক্সলি বলেন মানুষের সুকুমার বৃত্তি ও নান্দনিক দৃষ্টিভঙ্গি বিকাশের জন্য ছেলেমেয়েদের শিক্ষায় সাহিত্য, শিল্পকলা ও সংস্কৃতির বিষয়গুলো শিক্ষাক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা বাঞ্ছনীয়।[৫৮]

২.৫.৬ শিক্ষা প্রক্রিয়া

স্বভাববাদী প্রকৃতিবাদী দার্শনিক ও এই মতবাদের অনুসারী শিক্ষাবিদদের অনেকে শিক্ষার রীতি, পদ্ধতি, নিয়ম-শৃঙ্খলা সম্পর্কে মতবাদ ব্যক্ত করেছেন। এঁদের অনেকের তত্ত্ব আধুনিক কালের বিভিন্ন দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় গভীর প্রভাব বিস্তার করেছে। কমেনিয়াস, রুশো, স্পেনসার প্রমুখের শিক্ষা প্রক্রিয়ার ধারণা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ক. কমেনিয়াসের মতবাদ

আধুনিক শিক্ষা বিজ্ঞানের জনক জন এমোস কমোনিয়াস তাঁর সুবিখ্যাত ' গ্রেট ডাইডাকটিক' গ্রন্থে শিক্ষাদানের নীতি ও পদ্ধতি কিরূপ হওয়া উচিত তা বিশ্লেষণ করেছেন। শিক্ষা প্রক্রিয়া নির্ধারণে তিনি প্রকৃতির নিয়ম অনুসরণ করেছেন। তিনি বলেন প্রকৃতির নিয়ম বিজ্ঞানসম্মত এবং এই নিয়ম অনুসরণ করেই শিশুর শিক্ষাদান কাজে সফল হওয়া যাবে। এই গ্রন্থের দ্বিতীয় অংশে শিক্ষা প্রক্রিয়ার নীতিগুলো বর্ণনা করা হয়েছে।[৫৯] এই নীতিগুলো হলো নিম্নরূপ :

১. মন কলুষিত হওয়ার পূর্বে শিশুর শিক্ষা শুরু হবে।
২. শিক্ষা গ্রহণের জন্য শিশুর মন যখন প্রস্তুত হবে তখনই শিক্ষাদান কাজ আরম্ভ করা উচিত।
৩. শিশুর শিক্ষাদান রীতি সাধারণ থেকে বিশেষে উপনীত হবে।

www.nagorikpathagar.com

৪. শিক্ষা অভিজ্ঞতা সহজ থেকে জটিল হবে।
৫. অধিক সংখ্যক বিষয়ে শিক্ষাদানের চাপ থেকে শিশুকে মুক্ত রাখতে হবে।
৬. শিক্ষাদান কার্যের গতি ধীরে ধীরে অগ্রসর হবে।
৭. শিশুর স্বাভাবিক বিকাশের ধারার বিপরীত শিক্ষাদান ক্ষতিকারক।
৮. ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শিশুর শিক্ষাদান কার্য পরিচালিত হবে।
৯. শিক্ষাক্রমের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে হবে।

কমেনিয়াস মনে করেন এসব স্বাভাবিক রীতি অনুসরণ করে শিক্ষাদান করলে শিশুর নিকট শিখন কাজ সহজ ও আনন্দদায়ক হবে।

স্বভাববাদী অনেক দার্শনিক কমেনিয়াসের এই শিক্ষণ প্রক্রিয়া তত্ত্বে বিশ্বাসী। তবে এই প্রক্রিয়ায় শিক্ষাদানে শিক্ষকের ভূমিকা ও দায়িত্ব গতানুগতিক শ্রেণীকক্ষের শিক্ষকের চেয়ে ভিন্নরূপ হবে। তিনি শিশুর ওপর নিজের জ্ঞান, নীতি ও আদর্শ চাপিয়ে দেবেন না। শিশুর শিক্ষা নিয়ন্ত্রিত হবে তার স্বাধীন ইচ্ছা ও আবেগের দ্বারা; নিজের উৎসাহ ও আগ্রহ দ্বারা; বাইরে থেকে জোর করে কৃত্রিম প্রচেষ্টায় নয়। স্বভাববাদী মতবাদে শিক্ষকের ভূমিকা হবে শিশুর বিকাশের জন্য পরিবেশ সৃষ্টি করা। তিনি এমন পরিবেশ তৈরি করবেন যাতে বিকাশ স্বাভাবিকভাবে ঘটে।

খ. স্পেনসারের মতবাদ

শিক্ষা প্রক্রিয়ার নীতি ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে স্পেনসারের মতবাদ সংক্ষেপে নিচে আলোচনা করা হলো :[৬০]

১. শিক্ষার্থীর স্বাভাবিক বর্ধন ও মানসিক বিকাশের সাথে শিক্ষার সামঞ্জস্য থাকবে। কোনো বাধা বা চাপ আরোপ না করে শিক্ষার্থীর প্রকৃতিকে পূর্ণভাবে বিকাশ হওয়ার সুযোগ দিতে হবে। স্পেনসারের মতে শিক্ষার কাজ হলো শিশুর স্বাভাবিক বিকাশে সহায়তা করা। যখনই শিশুর মন, শক্তি, ইচ্ছা, আবেগ স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিকশিত হবে তখনই ধরে নিতে হবে যে তার সঠিক শিক্ষা লাভ হয়েছে।
২. শিক্ষা শিশুর নিকট আনন্দদায়ক হবে। শিশুর শারীরিক বর্ধন ও মানসিক বিকাশ অনুসারে যে কাজ করে বা যে শিক্ষা লাভ করে তাতেই সে আনন্দ পায়। তাই বাবা-মা ও শিক্ষক শিশুর বিকাশের বিভিন্ন স্তরের বৈশিষ্ট্য বিবেচনা করে শিক্ষাদানের পদ্ধতি নির্ধারণ করবেন।
৩. শিশুর স্বতঃস্ফূর্ত কাজের সঙ্গে শিক্ষা সঙ্গতিপূর্ণ হবে। শিশু নিজে নিজেই অনেক কিছু শেখে। সে পরিবেশ, প্রকৃতি ও মানুষের সাথে মিশে অনেক কিছু আবিষ্কার করে। তার প্রত্যক্ষণও সে নিজে তৈরি করে। তাই

www.nagorikpathagar.com

স্পেনসার বলেছেন শিশুর সহজাত শিক্ষা গ্রহণ প্রক্রিয়াকে কাজে লাগাতে হবে। শিশু যেন নিজেকে আবিষ্কার করতে পারে, বাইরের জীবনকে নিজেই জানতে পারে তার জন্য অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। সে সুযোগ শিক্ষক তাকে দেবেন।

৪. জ্ঞান আহরণ শিক্ষার অপরিহার্য অংশ। জীবন রক্ষা ও জীবিকা অর্জনের জন্য মানুষকে অনেক কিছু জানতে হয়। জীবন সংরক্ষণের জন্য অঙ্ক, বিজ্ঞান, ব্যবহারিক কাজ, যন্ত্রপাতির জ্ঞান থাকাও আবশ্যক। কোনো ব্যক্তিকে ভালো বাবা-মা হতে হলে তার শারীরতত্ত্ব ও মনস্তত্ত্বের জ্ঞান থাকতে হবে। সুনাগরিক হতে হলে সমাজবিজ্ঞানের জ্ঞান থাকা আবশ্যক। আবার আনন্দ উপভোগ করতে হলে অঙ্কন, সংগীত, ভাস্কর্য, কবিতা, নাটক বুঝতে হবে। তাই এসব বিষয়ও শিশুর শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত হওয়া আবশ্যক।

৫. দেহ ও মন নিয়ে মানুষের সত্তা তৈরি। এই দুই এর সামঞ্জস্যপূর্ণ বিকাশের প্রতি লক্ষ রাখতে হবে। বিদ্যালয়ে শারীরিক বিকাশের প্রতি লক্ষ না রেখে পুস্তক কেন্দ্রিক শিক্ষার ওপর প্রাধান্য দিয়ে শিক্ষার্থীর ওপর মানসিক নির্যাতন করা হয়। এরূপ শিক্ষা তার শক্তির অপচয় করে। আগ্রহকে দুর্বল করে দেয়। কৃত্রিম ও যান্ত্রিক শিক্ষা তার বুদ্ধিমত্তা বিকাশে বাধা সৃষ্টি করে।

৬. শিক্ষা গ্রহণ কাজে শিক্ষার্থীর শারীরিক ও মানসিক কার্যাবলির সমন্বয় সাধন করা দরকার। এই সমন্বয়ের মাধ্যমে শিক্ষার্থী পরিপক্বতা অর্জন করে এবং এই পরিপক্বতা বিচার করে শিক্ষার্থীর শিক্ষাদান কাজ নির্ধারণ করতে হবে। অপরিণত অবস্থায় কঠিন ও জটিল বিষয় শিক্ষা দেওয়া শিক্ষার্থীর জন্য ক্ষতিকারক।

৭. শিশুর শিক্ষা প্রক্রিয়া আরোহণমূলক হবে। সে যেন স্বতঃস্ফূর্তভাবে কিছু আবিষ্কার করতে পারে তাকে সে সুযোগ দিতে হবে। সে দেখে শুনে পর্যবেক্ষণ করে যেন স্বাধীনভাবে ও প্রত্যক্ষ উপায়ে জ্ঞান আহরণ করতে পারে সেরূপ শিক্ষা পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে।

৮. শিশুর শাস্তির ব্যবস্থাকে তার মন্দ কাজের স্বাভাবিক পরিণতিরূপে দেখতে হবে। প্রকৃতির মতো যদি তার বিকাশ হয় প্রকৃতির মতো তার শাস্তির বিধান হবে। এটাই তার স্বাভাবিক শাস্তি। তখন সে নিজেই আগুনে পোড়ার বিপদ বুঝতে পারবে এবং ভবিষ্যতে সাবধান হবে। সেজন্য তাকে বকাঝকা বা শাস্তিদানের দরকার নেই।

কোনো শিশু যদি বেড়াতে যাওয়ার জন্য পোষাক পরতে দেরি করে এবং এর জন্য পরিবারের সদস্যদের সাথে বেড়াতে যেতে না পারে তবে এই না যাওয়াটাই তার শাস্তি। এরূপ স্বাভাবিক শাস্তি তার জন্য উপযোগী।

www.nagorikpathagar.com

কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে শাস্তি ভয়ঙ্কর। যেমন যানবাহনপূর্ণ রাস্তার মাঝ দিয়ে দৌড়ে যাওয়া শিশুর জন্য ভয়াবহ বিপদ হতে পারে। সেজন্য তাকে পরোক্ষভাবে ট্রাফিক আইন বোঝাতে হবে। অর্থাৎ ঝুঁকিপূর্ণ পরিস্থিতি পরিহার করার জন্য সে যেন সতর্ক হতে পারে সেজন্য অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে।

২.৫.৭ শিক্ষক

স্বভাববাদ শিক্ষা দর্শনে শিক্ষকের দায়িত্ব কি? এর উত্তরে সহজভাবে বলা যায় স্বভাববাদীরা চান না শিশুর ওপর শিক্ষক নিজের জ্ঞান, বিদ্যা, আদর্শের বোঝা চাপিয়ে দেন। শিক্ষক শিক্ষার্থীকে জোর জবরদস্তি করে শিক্ষাদান করবেন না। কোনো প্রকারে তাকে প্রভাবিত করবেন না। তিনি শিক্ষার্থীকে পরোক্ষভাবে সহায়তা করবেন। তিনি পিছন থেকে তার বিকাশ লক্ষ করবেন। শিক্ষার্থীর চরিত্র গঠনেও তিনি প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত নন। শিশুর বিকাশে শিক্ষকের ভূমিকা গৌণ হলেও স্বভাববাদীরা তাঁকে শিক্ষার অপরিহার্য অঙ্গ বলে মনে করেন। তিনি শিশুর বিকাশের জন্য পরিবেশ তৈরি করবেন; প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সরবরাহ করবেন এবং তার বর্ধনের সুযোগ সৃষ্টি করবেন। তিনি এক আদর্শ পরিবেশ সৃষ্টি করবেন যাতে শিশুর স্বাভাবিক বিকাশ হতে পারে। মন্টেসরিও অনুরূপ ধারণা পোষণ করেন।[৬১] একই ধারা অনুসরণ করে নরম্যান ম্যাকমান বলেন শিক্ষকের দায়িত্ব হবে শিক্ষার্থীর স্বাভাবিক আগ্রহকে কাজে লাগাবার জন্য উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করা।

শিক্ষায় স্বভাববাদী আন্দোলনের মূল প্রধানত রুশোর 'এমিলি' গ্রন্থে নিহিত। রুশো বিশ্বাস করেন জন্ম হতে বারো বছর বয়স পর্যন্ত মানুষের জীবনের সবচেয়ে সংকটপূর্ণ কাল। এই সময়কার শিক্ষা প্রধানত হবে নেতিবাচক। এই পর্যায়ে শিক্ষকের দায়িত্ব হলো তিনি শিক্ষাদান থেকে বিরত থাকবেন এবং শিশুকে সম্পূর্ণ তার নিজের দায়িত্বে ছেড়ে দেবেন এবং যখন শিশু তৈরি হবে তখনই তাকে ইতিবাচক শিক্ষা দেবেন। অপরিণত বয়সে ইতিবাচক শিক্ষা মনকে অকালে পাকিয়ে দেয় এবং এর দ্বারা শিশুকে বয়স্কদের কাজ শেখানো হয়। রুশোর নেতিবাচক শিক্ষা পক্ষান্তরে শিশুর ইন্দ্রিয়গুলোর পূর্ণাঙ্গ বিকাশে সাহায্য করবে। যেহেতু ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে সমস্ত জ্ঞান লাভ হয় তাই প্রথমে শিশুকে সরাসরি জ্ঞানদান না করে ইন্দ্রিয়গুলোকে সজাগ করে তুলতে হবে। যদি খাঁটি জ্ঞানের চর্চা এসময়ে নাও হয় অন্তত শিশু এমনভাবে প্রস্তুত হবে যেন উপযুক্ত বয়সকালে সে জ্ঞানের বিষয়সমূহ বুঝতে পারে এবং শুভ ও মঙ্গলকে আগ্রহের সঙ্গে চিনে বের করতে পারে।[৬২]

তাই শিশুকে এমন কিছু করা উচিত নয় যাতে তার মন চিরদিনের জন্য ছাঁচে ঢালাই হয়ে যায়। এজন্য তাকে পড়তে শেখানো দরকার নেই। বয়স ও পরিপক্বতা এলে সে নিজেই পড়ার কৌশল আয়ত্ব করে নেবে। কোনো নৈতিক

www.nagorikpathagar.com

শিক্ষাও তার দরকার নেই। তবে প্রকৃতিকে লঙ্ঘন করার ফল যে অমোঘ এটা তাকে শেখাতে হবে।

স্বভাববাদের মূল কথাটি এভাবে বলা যায় যে, এই মতবাদে শিক্ষা, পুঁথিপুস্তক জ্ঞান ভাণ্ডার সবকিছু ছাপিয়ে শিশুর অবস্থান শিক্ষা পরিকল্পনার কেন্দ্রে। স্ট্যানলী হল ও এডাম্‌স-এর মতে শিশুর শিক্ষা হবে শিশু কেন্দ্রিক। শিশু হবে মুখ্য এবং শিক্ষকের ভূমিকা হবে গৌণ। তবুও স্বভাববাদ শিক্ষা পরিকল্পনায় শিক্ষককে বাদ দেওয়া যায় না। প্রকৃতপক্ষে তিনিই শিশুর শিক্ষা পরিবেশের নিয়ন্ত্রণ কর্তা।

২.৫.৮ শিক্ষা পদ্ধতি

শিক্ষার পদ্ধতি সম্বন্ধে স্বভাববাদীরা বলেন যে, সমস্ত শিক্ষা বাস্তব অভিজ্ঞতার সাহায্যে দিতে হবে।[৬৩] এদের মূল কথা হলো "তোমরা শিক্ষার্থীকে কোনো রকম পুঁথিগত পাঠ দিবে না। অভিজ্ঞতা হতেই সে শিক্ষা লাভ করবে।" জড়বাদীরাও স্বভাববাদ দর্শনের এই বৈশিষ্ট্যটি সমর্থন করেন যে প্রকৃত বস্তুর সাহায্যে শিক্ষা দিতে হবে। পুঁথিগত বিদ্যা নিতান্ত নিরর্থক। এই মতবাদ থেকে শিক্ষকগণ ভাবতে শুরু করেন যে শিক্ষার্থীদের নির্বস্তুক জ্ঞানের পিছনে একটি বাস্তব অভিজ্ঞতার বুনিয়াদ থাকা দরকার। বিজ্ঞান শুধু কথা বা বোর্ডে লিখে পড়ানো চলবে না। ছাত্রদের গবেষণাগারে হাতে-কলমে কাজ করতে দিতে হবে। অথবা যেখানে সম্ভব বইরের প্রকৃতির মধ্যে গিয়ে বিজ্ঞানের তত্ত্ব শেখানোর চেষ্টা করতে হবে। অনুরূপভাবে জ্যামিতি শিক্ষাও শ্রেণীকক্ষে বক্তৃতা বা পাঠ্যপুস্তকের চেয়ে বাস্তব পরিবেশের সাহায্যে যেমন খেলার মাঠের দৈর্ঘ্য, প্রস্থ অথবা স্কুল ঘর কতটুকু উঁচু তা মাপতে শিখালে শিক্ষা বাস্তব হয়ে ওঠে। এইভাবে জ্যামিতির নানা সমস্যা বাস্তব অভিজ্ঞতায় অনেককে শেখানো যেতে পারে। তাছাড়া শিক্ষা ভ্রমণের সাহায্যে ভূগোল শেখানো যায়। স্বভাববাদী শিক্ষক নিজের ব্যাখ্যার চেয়ে ছাত্রদের স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে শেখার ওপর অনেক বেশি গুরুত্ব দেন।

স্বভাববাদীরা নৈতিক শিক্ষা, নাগরিক দায়িত্ব ও কর্তব্য এসব বিষয় বক্তৃতা না দিয়ে বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষাদানের পক্ষপাতী। বিদ্যালয়ের বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশে নৈতিকতা ও সামাজিক জ্ঞান শিক্ষাদানের কথাও তাঁরা বলেছেন।

স্বভাববাদ শিক্ষা পদ্ধতিতে ক্রীড়াভিত্তিক শিক্ষার বিশেষ স্থান আছে। স্বভাববাদীদের বিশ্বাস হলো সমস্ত শিক্ষা খেলার মনোভাব ও পদ্ধতিতে দেয়া দরকার। মনস্তাত্ত্বিক গবেষণায় দেখা যায় শিশু সহজ খেলার মধ্য দিয়েই নিজের প্রকৃতিকে প্রকাশ করে এবং কোন ধারায় সে বিকশিত হবে তারও ইঙ্গিত তার খেলা থেকেই পাওয়া যায়। শুধু শৈশবকাল নয় এর পরেও খেলার গুরুত্ব আছে। খেলার ছলে মানুষ নানা প্রকার সৃজনী কাজে রত হয়। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষায় প্রধানত ক্রীড়াভিত্তিক পদ্ধতি প্রচলিত। তাছাড়া বয় স্কাউট, শিক্ষামূলক ভ্রমণ,

www.nagorikpathagar.com

বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের স্বায়ত্বশাসন এসব কাজে ক্রীড়াভিত্তিক শিক্ষা নীতির প্রকাশ দেখা যায়।[৬৪]

এ. এস. নীলের শিক্ষাতত্ত্বে ও বিদ্যালয় পরিচালনায় স্বভাববাদ দর্শনের প্রভাব দেখা যায়। তাঁর মতে জীবনের উদ্দেশ্য সুখ লাভ করা। এই বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে তিনি তাঁর সামারহিল স্কুলকে শিশুদের আনন্দ নিকেতন করে গড়ে তোলেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল শিশুদের বিদ্যালয়ে খাপ খাইয়ে না নিয়ে, বিদ্যালয় ও তার কার্যাবলিকে শিশুদের সঙ্গে খাপ খাওয়ানো। তিনি রুশোর মতো বিশ্বাস করেন যে শিশুরা স্বভাবতই সৎ, গঠনমূলক কাজে আগ্রহী ও পরিশ্রমে ইচ্ছুক। তাদের এই স্বভাব অনুসারে তিনি বিদ্যালয়ে ছেলেমেয়েদের নিজেদের আগ্রহ অনুসারে শিক্ষা, খেলা ও গঠনাত্মক কাজের সুযোগ করে দেন। ফলে বিদ্যালয়ের মুক্ত পরিবেশে স্বাধীনভাবে শিক্ষার্থীরা স্বাভাবিক বিকাশের সুযোগ পায়।[৬৫]

এরূপ শিক্ষা ব্যবস্থায় পরিবেশ সৃষ্টির দায়িত্ব শিক্ষকের। তিনি শিশুকে বুঝবেন। তিনি যা করা ঠিক নয় সেটা সম্বন্ধে নেতিবাচক হবেন; আবার ভালোবাসা আর সমর্থনে সোচ্চার হবেন। তবেই তিনি তাদের কাছ থেকে আন্তরিকতা পাবেন। মোটকথা শিক্ষককেও শিশুর মতো হতে হবে। তাঁর শিশুসুলভ কৌতুকবোধ থাকা দরকার যাতে শিশুদের মজায় তিনি যোগ দিতে পারেন। নিজেকে দূরে সরিয়ে না রেখে এবং শ্রদ্ধা প্রত্যাশা না করে শিক্ষক শিশুদের দলে তাদের একজন হয়ে মিশবেন। নীলের স্বভাববাদী দৃষ্টিতে শিক্ষকের জীবন হবে এক নিরবচ্ছিন্ন দেবার পালা।[৬৬]

২.৬ মূল্যায়ন

এই অধ্যায়ের আলোচনা থেকে বলা যায় যে, শিক্ষায় স্বভাববাদের অবদান অপরিসীম। আধুনিক বিশ্বে শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষা স্বভাববাদের মূল ধারণা দ্বারা প্রভাবিত। শিক্ষার্থীদের শাসন শৃঙ্খলাতে মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রবর্তন হয়েছে স্বভাববাদ থেকে। শিক্ষার ক্ষেত্রে শিশুর স্বভাবের ওপর অত্যাধিক গুরুত্ব দেয়া উচিত-এই দৃষ্টিভঙ্গি অত্যন্ত মূল্যবান। কিন্তু স্বভাববাদের বিবর্তন ধারণা ও তত্ত্ব অনুসরণ করে এই মতবাদ থেকে জীবন বা শিক্ষার কোনো উচ্চতর উদ্দেশ্য খুঁজে পাওয়া যায় না। চরম স্বভাববাদে শিক্ষার্থীর বিকাশকে এত গুরুত্ব দেয়া হয়েছে যেকোনো প্রকার বাধা বা হস্তক্ষেপ সেখানে চলবে না। সুতরাং এক্ষেত্রে বিদ্যালয় বা শিক্ষকের প্রয়োজন নেই বললেই চলে।[৬৭]

স্বভাববাদ দর্শনের অপর বৈশিষ্ট্য হলো বর্তমান ও অতি নিকট ভবিষ্যতের ওপর প্রাধান্য দেয়া; সুদূরপ্রসারী লক্ষ্যকে সম্পূর্ণভাবে অপ্রত্যক্ষ করে দেখা। স্বভাববাদীরা পরিবেশের সাথে সামঞ্জস্য বিধান মতবাদকে আদিম মানুষের জীবনের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ মনে করেন। ফলে এই মতবাদের অনুসারে মানুষের বৌদ্ধিক, শৈল্পিক ও নৈতিক বিকাশ অপূর্ণ থেকে যায়।[৬৮]

www.nagorikpathagar.com

স্বভাববাদ দর্শন মানুষের প্রকৃতিকে জৈবিক হিসেবে দেখে। জীব হিসাবে মানুষ কিছুটা জান্তব, তার ক্ষুধা, সহজাত প্রবৃত্তি ও প্রাথমিক আবেগ রয়েছে। এই মতবাদে মানুষের উর্দ্ধতন আত্মিক প্রকৃতিকে অনেকটা উপেক্ষা করা হয়েছে।

স্বভাববাদ দর্শন সম্পর্কে আর একটি সমালোচনা হলো যে, এই দর্শনে প্রকৃতির পবিত্রতার ওপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। সমালোচকদের মতে প্রকৃতির রাজ্যে সব সময় ঐক্য ও মিল দেখা যায় না। প্রকৃতি যেমন মানুষের উপকার করে তেমনি অমঙ্গলও করে। তাই প্রকৃতির কাছে সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হওয়া মঙ্গলজনক নয়। মানুষের প্রয়োজনে প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করা দরকার। স্বভাববাদীদের দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষার্থীরা শিক্ষা গ্রহণ করে উপকৃত হয় বটে কিন্তু সকল প্রকারের শিক্ষায় প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার প্রয়োজন নেই। বিচার বিবেচনা ও অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যেও শিক্ষার্থীরা শিক্ষা লাভ করে। আবার স্বভাববাদ দর্শনের অবাধ স্বাধীনতাও ব্যক্তির বিকাশের পরিপন্থী। এসব সমালোচনা সত্ত্বেও শিশুকে মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা ও লালনপালন করার ক্ষেত্রে এই দর্শনের মতবাদের অবদানকে অস্বীকার করা যায় না।[৬৯]

স্বভাববাদ দর্শনের একটি বড় বৈশিষ্ট্য হলো প্রকৃতিকে সহজ সরলভাবে দেখা। মানুষের জীবনে অনেক জটিলতা রয়েছে। তার পারিপার্শ্বিক জগতে নানা সংশয় ও অনিশ্চয়তা দেখা যায়। এই পরিবেশে প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়ম শৃঙ্খলা থেকে শিক্ষার্থীরা জটিল ও সংশয়পূর্ণ বিষয়কে সহজ ও সরলভাবে উপলব্ধি করতে পারে।

শিক্ষার বিভিন্ন প্রকার কার্যে স্বভাববাদের অবদান কম নয়। শিশুর প্রকৃতির ওপর ভিত্তি করে শিক্ষার পদ্ধতি ও শিক্ষণ প্রক্রিয়ায় যে অগ্রগতি সাধিত হয়েছে তার উৎস বস্তুত স্বভাববাদী মতবাদ থেকে। স্বভাববাদী শিক্ষাদান পদ্ধতি শিশুর বর্ধন, বিকাশ, আগ্রহ, চাহিদা, প্রবণতা ও সহজাত কার্যের ওপর ভিত্তি করে প্রণীত হয়েছে। এই জন্যই স্বভাববাদ দর্শনের শিক্ষাদান পদ্ধতি মনোবিজ্ঞানের তত্ত্ব ও নীতির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ।

তথ্যপঞ্জি

১. সরদার ফজলুল করিম, দর্শন-কোষ, ঢাকা, বাংলা একাডেমি, ১৯৭৩, পৃ. ৩৮৮-৩৮৯
২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮৯
৩. প্রাগুক্ত
৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯০
৫. প্রাগুক্ত
৬. Harold H. Titus, Living Issues in Philosophy (Third Edition), New York, American Book Company, 1959, p. 210

www.nagorikpathagar.com

৭. Hugh Elliot, Modern Science and Materialism, New York, Longmans, Green and Co., INC., 1919, p. 149

৮. Joseph Wood Krutch, The Modern Temper, New York, Harcourt, Brace and Co., 1929, p. 239

৯. প্রাকৃতিক জগৎ ও সমাজ সম্পর্কে মার্কসের দর্শনে দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি ও বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গির সমন্বয় পরিলক্ষিত হয় বলে মার্কসের দর্শনকে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ বলে। তিনি এঙ্গেল্‌সের সহায়তায় এ মতবাদ প্রতিষ্ঠা করেন। দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ বস্তুর ক্রিয়াশীলতা ও জ্ঞানের ক্রিয়াশীলতাকে একই সূত্রে আবদ্ধ করেছে। এ তত্ত্বে বস্তুর মধ্যে দ্বন্দ্ব সঞ্চার হয়। দ্বন্দ্বহীন ও গতিহীন কোনো সত্তার অস্তিত্ব নেই। গতি জড়ের স্বাভাবিক ধর্ম। জড়ের দ্বান্দ্বিক গতির ফলেই জাগতিক বস্তুর পরিবর্তন বা রূপান্তর হয়। জড়, বস্তু, প্রাণ, মন ইত্যাদি জড়ের গতি থেকে উদ্ভূত হয়। জড়ের দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিতে একটি জড়কে 'থিসিস' ধরে নিলে বিপরীতটিতে 'এন্টিথিসিস' পাওয়া যায়। এ থিসিস ও এন্টিথিসিসের সমন্বয়ে 'সিনথিসিস' বা নতুন জড়বস্তুর ধারণা পাওয়া যায়। মার্কস ও এঙ্গেল্‌স বস্তুর ক্ষেত্রে এ দ্বান্দ্বিকতার নীতি প্রয়োগ করে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ এবং সমাজ ও ইতিহাসের ক্ষেত্রে এর প্রয়োগ করে ঐতিহাসিক বস্তুবাদ দর্শন প্রতিষ্ঠা করেছেন। আদি সাম্যবাদী সমাজ থেকে দাস সমাজ, দাস সমাজ থেকে সামন্ততান্ত্রিক সমাজ এবং সামন্ততান্ত্রিক সমাজ থেকে পুঁজিবাদী সমাজের উত্তরণকে মার্কসবাদীগণ ইতিহাসের ক্ষেত্রে দ্বান্দ্বিকতার দৃষ্টান্ত বলে মনে করেন। কালক্রমে পুঁজিবাদী সমাজ নতুনতর সমাজতান্ত্রিক সমাজে রূপান্তরিত হবে বলে মার্কস ও এঙ্গেল্‌স ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। মার্কসের ঐতিহাসিক বস্তুবাদের ধারণা তাঁর সকল চিন্তার উৎস। তাঁর সব বইতে এ দর্শন তত্ত্বের প্রভাব দেখা যায়। তবে Critique of Political Economy গ্রন্থের সূচনা ও ভূমিকায় (Preface, Introduction) ঐতিহাসিক বস্তুবাদের বর্ণনা পাওয়া যায়। এর উপর ভিত্তি করে Das Capital লেখা হয়েছে। The Communist Menifesto-তে এ মতবাদের প্রয়োগ দেখা যায়। মার্কস ও এঙ্গেলস এর রচিত Historic Materialism-এ ঐতিহাসিক বস্তুবাদের সুসংবদ্ধ ও পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা পাওয়া যায়।

১০. মুহম্মদ আবদুল বারী, দর্শনের কথা, ঢাকা, হাসান বুক হাউজ (৪র্থ সংস্করণ), ১৯৮৮, পৃ. ১৫৫

১১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৫

১২. গোবিন্দচন্দ্র দেব, তত্ত্ববিদ্যা-সার, পৃ. ১৪১

১৩. লয়েড মার্গান ১৯২২ সালে তাঁর গিফোর্ড বক্তৃতায় উন্মেষমূলক বিবর্তন প্রক্রিয়ার বর্ণনা দিয়েছেন। তাঁর মতে জড় সত্তা বিবর্তনের আদি উপাদান, আর ঐশী সত্তা বিবর্তনের আদি প্রেরণা। বিবর্তন প্রক্রিয়ায় প্রতিটি স্তরে যে উন্মেষমূলক গুণের আবির্ভাব হয় তার প্রেরণামূলক একটি তেজশক্তি (nius) আছে। একে তিনি কখনো কার্যক্ষমতা, কখনো মন, কখনো ঈশ্বর বলেছেন।

১৪. স্যামুয়েল আলেকজান্ডার Space, Time and Diety গ্রন্থে তাঁর উন্মেষমূলক বিবর্তন প্রক্রিয়ার স্বরূপ বর্ণনা করেন। তিনি জড় সত্তার মূল উপাদান খুঁজতে গিয়ে বিশ শতকের বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত দেশ-কালকে বিশ্বের মূল উপাদান বলে মেনে নিয়েছেন। তাঁর মতে দেশ-কালই মূল্যবস্তু (matrix) বা শুদ্ধগতি (pure motion) যার থেকে বিবর্তনের মাধ্যমে এ জগতের সবকিছু সৃষ্টি হয়েছে। এই ধারায় প্রথম

www.nagorikpathagar.com

উন্মেষ হয় জড়ের, জড় থেকে জীবন বা প্রাণ এবং এর থেকে উন্মেষ ঘটে মন যা একট গুণসম্পন্ন সত্তা। এ মন থেকেই উন্মেষ হয় আরো উন্নততর সত্তা যার নাম তিনি দিয়েছেন দেবসত্ত্ব বা Deity।

১৫. হেনরী লুইস তাঁর উন্মেষমূলক বিবর্তনবাদে দেখিয়েছেন বিবর্তন প্রক্রিয়ায় যে নতুন সৃষ্টি হয় তাতে যে গুণ দেখা যায় তাকে তিনি উন্মেষিত গুণ বলেছেন।

১৬. রমাপ্রসাদ দাস ও শিবপদ চক্রবর্তী, পাশ্চাত্য দর্শনের রূপরেখা, কলিকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৮১, পৃ. ৩০৮

১৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৯

১৮. J. Donald Butler, Four Philosophies (Third Edition), New York, Harper and Row Publishers, 1968, pp. 70-73

১৯. সরদার ফজলুল করিম, প্রাগুক্ত, পৃ.৩৮৯

২০. Dakhinaranjan Bhattacharyya, "Charvaka Philosophy." History of Philosophy Eastern and Western, Vol. I, Edited by S. Radhakrishnan, London, George Allen and Unwin Ltd., 1953, p. 134

২১. বাটলার, প্রাগুক্ত পৃ. ৭০-৭১

২২. রমেন্দ্রনাথ ঘোষ, ভারতীয় দর্শন, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৮৩, পৃ.৫

২৩. প্রাগুক্ত, ২১-২২

২৪. বাটলার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭১

২৫. আমিনুল ইসলাম, সমকালীন পাশ্চাত্য দর্শন, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৮৯, পৃ. ১০৫-১১১

২৬. Yervant H. Krikorian (Editor), Naturalism and the Human Spirit, New York, Columbia University Press, 1944, pp. 121-134

২৭. বাটলার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৪

২৮. Francis Bacon, The Advancement of Learning (Edited, William Aldus Wright), Fifth Edition, London, At the Clarendon Press, 1873, p. 175

২৯. আমিনুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৭

৩০. বাটলার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৫-৭৬

৩১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৯

৩২. প্রাগুক্ত

৩৩. ক্রিকোরিয়ান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৭

৩৪. অনেক সমালোচক স্বভাববাদীদের সুখবাদ তত্ত্বকে স্থূল মূল্য হিসেবে দেখেছেন। এর উত্তরে জর্জ সান্তায়ন তাঁর গ্রন্থের "Moral Adequacy of Naturalism" অধ্যায়ে প্রতিবাদ জানিয়ে বলেছেন : Why is naturalism supposed to be favourable to the lower sides of human nature? Are not the higher sides just as natural?...I think that pure reason in the naturalist may attain without subterfuge, all the spiritual insights which supernaturalism goes so for out of the way to inspire." George

www.nagorikpathagar.com

Santayana, The Genteel Tradition at Bay, New York, Charles Scribner's Sons, 1931, pp. 63-64

৩৫. ক্রিকোরিয়ান, প্রাগুক্ত, Chapter on "A Naturalistic History of the Aesthetic Transaction," written by Dr. Eliseo Vivas

৩৬. বাটলার, প্রাগুক্ত পৃ. ৮৩-৮৪

৩৭. Social Contract-Locke, Hume, Rousseau with an Introduction by Sir Earnest Barker, London, Oxford University Press, (Reprint 1979), Introduction I

৩৮. Jean Jacques Rousseau, The Social Contract and Discourses (Trans. G. D. H. Cole), London, Everyman's Library, 1966, pp. ix-xvii

৩৯. টাইটাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২০

মানবতাবাদী প্রকৃতিবাদের মূল্যের ধারণা সম্পর্কে টাইটাস উক্ত গ্রন্থের Materialism and Naturalism অধ্যায়ে বলেছেন: The humanistic naturalists stress the worth to every human being. They claim that they are gaining a new sense of human values. The values of life, they hold, are the products of human relationships. A realization of this fact can bring a new spirit of progress of adventure and of courageous conquest. Our task as man, is to appropriate this instrument which science has given us and to cooperate with scientists in building a more satisfactory life on earth. We need to naturalize the spiritual values of life and to humanize the mechanical world of things. The humanist have a strong faith in the possibility of improving human life and in the essential unity of mankind."

৪০. সুনন্দা ঘোষ, শিক্ষাতত্ত্বের ভূমিকা, মাদ্রাজ, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পর্ষদ, ১৯৮০, পৃ. ৬৪

৪১. Herbert Spencer, Education: Intellectual Moral and Physical, New York, Hurst and Company (n.d) এই গ্রন্থটি ১৮৮১ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়।

৪২. স্পেনসার, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০১

৪৩. সুনন্দা ঘোষ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮

৪৪. স্পেনসার, প্রাগুক্ত, ১০১

৪৫. প্রাগুক্ত

৪৬. সুনন্দা ঘোষ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮-৬৯

৪৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯

৪৮. প্রাগুক্ত

৪৯. Bernard Shaw, Back to Methuselah, Edinburgh, Penguin Books Ltd., (Reprint 1939), pp. x-xix

৫০. সুনন্দা ঘোষ, প্রাগুক্ত, পৃ.৬৯-৭০

৫১. বাটলার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯১-৯২

www.nagorikpathagar.com

৫২. Jean Jacques Rousseau, Emile (Trans. Barbara Foxey). London, J. M. Dent and Sons LTD., (Last Reprint 1966), Books II ans III

৫৩. জোহান হাইনরিখ পেস্তালৎসী তাঁর Evening Hour of an Hermit গ্রন্থটি ১৭৭৯ সালে রচনা করেন। এই গ্রন্থে তিনি তাঁর প্রকৃতিবাদ শিক্ষা তত্ত্ব বর্ণনা করেন।

৫৪. পেস্তালৎসী রচিত Leonard and Gertrude একটি শিক্ষা উপন্যাস। সমসাময়িক কালের সুইজারল্যান্ডের গ্রামীণ পরিবেশের পটভূমিতে তিনি এটি রচনা করেন। এক দরিদ্র পরিবারের মা গার্ট্রুড কিভাবে গ্রামের স্বাভাবিক পরিবেশের সাথে মিলিয়ে তাঁর সন্তানদের লালনপালন করেছেন, তাদের লেখাপড়া ও স্থানীয় এলাকার বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন তার একটি চমৎকার বর্ণনা এই উপন্যাসে পাওয়া যায়।

৫৫. Johann Heinrich Pestalozzi, How Gertrude Teaches Her Children And an Account of the Method (Trans. Lucy E. Holland and Frances C. Turner and edited, Ebenezer Cook (2nd edition), New York, 1898

প্রকৃতির নিয়মের সাথে মিলিয়ে কিভাবে ছেলে মেয়েদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা যেতে পারে তার একটি সুসামঞ্জস্যপূর্ণ মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা এই গ্রন্থে পাওয়া যায়।

৫৬. ড. সুধীরকুমার নন্দী, দর্শন জিজ্ঞাসা, বর্ধমান, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৫, পৃ. ১৯০

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা দর্শনের ভূমিকা সম্পর্কে লেখক বলেছেন: মানব চেতনার পূর্ণ অভিব্যক্তি ঘটে প্রকৃতির আনন্দময় পরিবেশে। প্রচলিত শিক্ষা পদ্ধতি এই মহৎ সত্যটি স্বীকার করে নি বলেই তার এমন নিদারুণ বিফলতা। রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্মচার্যশ্রম প্রতিষ্ঠিত হলো প্রকৃতির মোহময় পরিবেশে। উপনিষদের ভাবপুষ্ট রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতির দুলাল। তিনি চাইলেন তাঁর জাতির উত্তর সাধকদের সার্থক করে তুলতে তাদের ঐকান্তিক জীবন সাধনায়। সে সাফল্যের মূল রয়েছে ঐ প্রকৃতির সঙ্গে একাত্মবোধ। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা দর্শন তাই মানুষকে তার পরিবেশকে বিচার করেছে। প্রকৃতির সান্নিধ্য কবিকে ধন্য করেছে, কবি তার স্পর্শে পুলকিত হন, গর্বিত হন আত্মীয়তায়। এই বোধ কবির শিক্ষা দর্শনেও অনুসৃত।"

৫৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'আশ্রমের রূপ ও বিকাশ,' গ্রন্থটি বিশ্বভারতীর পুস্তিকামালার অন্তর্গত হয়ে ১৩৪৮ বঙ্গাব্দে আষাঢ় মাসে প্রথম প্রকাশিত হয়। তখন এতে প্রবন্ধ ছিল দুটি। শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয়ের পঞ্চাশৎবর্ষ পূর্তী উপলক্ষ্যে আরো একটি প্রবন্ধ যোগ করে এর পরিবর্তিত সংস্করণ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়, ৭ই পৌষ ১৩৫৮ বঙ্গাব্দে। পরিবর্ধিত সংস্করণের প্রথম প্রবন্ধটি 'আশ্রমের শিক্ষা' নামে ১৩৪৩ বঙ্গাব্দে আষাঢ় সংখ্যা প্রবাসীতে মুদ্রিত হয় এবং নিউ এডুকেশন ফেলোশিপে প্রকাশিত 'শিক্ষার ধারা' পুস্তিকার (১৩৪৩ বং) অন্তর্ভুক্ত হয়।

৫৮. V.R. Teneja, Educational Thought and Practice, pp. 71-72

৫৯. John Amos Comenius, The Great Didactic (Trans., and edited by M.W. Keatinge), London, A & C Blek, 1907, Chapter XVIII Vol. II. p. 129

www.nagorikpathagar.com

৬০. স্পেনসার, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৭-১০৯, ২২১-২২২, ৩০০, ৩০৩
৬১. Maria Montessari, Methods, Vols. I, II. London, William Heienaman, 1915
৬২. রুশো, এমিল, বুক ৩
৬৩. সুনন্দা ঘোষ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৭
৬৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৭-৭৮
৬৫. A. S. Neill, Summerhill-A Radial Approach to Education, London, Victor Gollancz LTD., 1993, pp. 1-12
৬৬. সুনন্দা ঘোষ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৯
৬৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৩
৬৮. প্রাগুক্ত
৬৯. Dr. A. S. Sitaramu, Philosophies of Education, New Delhi, Ashih Publishing House, 1978, pp. 76-77

www.nagorikpathagar.com

তৃতীয় অধ্যায়

ভাববাদ

৩.১ ভূমিকা

বিভিন্ন দার্শনিক ও দার্শনিক সম্প্রদায় নানা প্রকারে ভাববাদ দর্শনের অর্থ ও ব্যাখ্যা করেছেন। সহজ অর্থে ভাববাদ বলতে কোনো উচ্চ আদর্শ, নৈতিক মূল্য, সৌন্দর্য জ্ঞান ও ধর্মীয় মানকে বুঝায়। আবার যে সব মহাপুরুষ মানবজাতির কল্যাণের জন্য সুন্দর জীবনের যে স্বপ্ন দেখেছেন যে পরিকল্পনা করেছেন সেই অর্থেও ভাববাদ বলা যায়।[১] তবে হকিং দার্শনিক অর্থে ভাববাদ বলতে 'আইডিয়েলিজম' এর চেয়ে 'আইডিয়া' বা ভাবকে প্রাধান্য দিয়েছেন। এই ভাব থেকে ভাববাদের অর্থ করা সমীচীন।[২]

ভাববাদ বলতে কি বুঝায়? প্রথমে বলা যায় ভাববাদ যেভাবেই হোক বস্তুর চেয়ে মনকে গুরুত্ব দেয়। জড়বাদ বস্তুকে অন্য সব কিছুর ওপর প্রাধান্য দিয়ে থাকে এবং মনকে জড়ের আনুষঙ্গ হিসেবে বিবেচনা করে। ভাববাদ জড়বাদীদের এই ব্যাখ্যাকে অস্বীকার করে বলে যে ভাববাদ একটি বিশ্ব দর্শন। মন, ভাব, চিন্তাধারা দ্বারা এই দর্শন মতবাদ রূপ নিয়েছে।[৩] এই দর্শন মতবাদ সম্পর্কে সাধারণভাবে বলা যায়, যে মতবাদ আত্মিক সত্তাকে পরম মূল্য বলে গণ্য করা হয়, যে মতবাদ অনুসারে সব অস্তিত্বের মূলে আছে কোনো না কোনো আত্মিক সত্তা, পদার্থই প্রাথমিক ও পরম সত্ত্ব, যে মতবাদে মনে করে জড়ের চেয়ে আত্মা উন্নততর অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবান অথবা যে মতবাদ অনুসারে যা জড় বা প্রাণময় বলে মনে করা হয় তা আসলে চিন্ময় বা চিন্ময়ের অভিব্যক্তি তাকে ভাববাদ বলে অভিহিত করা যায়। এক কথায় বলা যায় যে মতবাদ আত্মিক সত্তার প্রাথমিকতায় ও মৌলিকতায় বিশ্বাস করে তাই ভাববাদরূপে গণ্য।[৪]

www.nagorikpathagar.com

ভাববাদের ইতিহাস দর্শনের ইতিহাসের মতো পুরাতন। প্রাচ্য দর্শন বিশেষ করে বেদান্ত দর্শন ও বৌদ্ধ দর্শনে ভাববাদের আলোচনা দেখা যায়। উপনিষদের দর্শন বেদান্ত দর্শন।[৫]উপনিষদসমূহ নানা বিষয়ে ভিন্নমত হলেও একটি বিষয়ে একমত যে এক চৈতন্যাত্মক পরমার্থসৎ তত্ত্বই সকল পদার্থের উৎপত্তি, স্থিতি ও বিনাশের স্থল। জড় ও চেতন, বিষয় ও বিষয়ী সব একই সত্তার প্রকাশ। বিষয়গত জগতের অন্তরতম স্বরূপ ব্রহ্মা এবং আত্মগত জগতের অন্তরতম সত্তা আত্মা। ব্রহ্মা ও আত্মা এই দুটিকে নিয়েই সত্তার পূর্ণতা। বৌদ্ধ দর্শনের বিজ্ঞানবাদকে ভাববাদ দর্শনরূপে অভিহিত করা যায়। বিজ্ঞানবাদ চেতনাকে সত্য বলে জানে। জ্ঞান নির্বস্তু ও নিরালম্ব। বাহ্য বস্তুর সত্তা চেতনায়।[৬] প্রত্যক্ষের বাইরে বস্তুর সত্তা নেই। জ্ঞানই শ্রেয়, অন্তর্জ্ঞেয় জ্ঞানই বাইরে বস্তুর আকারে প্রতীত হয়। সুতরাং বেদান্ত ও বৌদ্ধ দর্শন চিন্তা ভাববাদমূলক।[৭]

পাশ্চাত্য দর্শনে সক্রেটিস ও প্লেটোর মতবাদে ভাববাদ বিশেষরূপে পরিলক্ষিত হয়। তবে ভাববাদের বৈশিষ্ট্য এলিয়াটিকদের এবং এনাকসাগোরাসের দর্শনে প্রথমে দেখা যায়। তত্ত্ববিদ্যাগত অর্থে জড় বা মনের পার্থক্যকরণের মধ্য দিয়ে দেকার্তের দর্শনেই আধুনিক ভাববাদের রূপ বিশেষভাবে দেখা যায়। এরপর বার্কলি, লিবনিজ, কান্ট, ফিকটে, শেলিং, হেগেল, শোপেনহাওয়ার, বোসাঙ্ক, ব্রাডলি, গ্রীণ, কেয়ার্ড প্রমুখ দার্শনিকেরা ভাববাদ দর্শনের বিশুদ্ধ আলোচনা করেন। সমসাময়িক কালে ইটালির নব্য ভাববাদ দর্শন[৮], আমেরিকার পরম ভাববাদ, পুরুষবাদী ভাববাদ[৯] এবং ভারতীয় উপমহাদেশ ও বাংলাদেশে সমন্বয়ী ভাববাদরূপে কতিপয় দর্শন চিন্তাধারা বিকশিত হয়।[১০]

৩.২ ভাববাদের রূপ

দর্শনের ইতিহাসের মতো ভাববাদের ইতিহাসও দীর্ঘকালের। প্রাচীন গ্রিসের প্লেটো থেকে শুরু করে বর্তমান সময় পর্যন্ত প্রায় দু হাজার বছর ধরে ভাববাদের চর্চা প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের অনেক দেশেই দেখা যায়। ভাববাদের ইতিহাস যেমন ব্যাপক ও জটিল তেমনি তার শ্রেণীকরণ কাজ আরো দুরূহ।[১১] ব্যাপক অর্থে ভাবাবাদে বিভিন্ন ধরনের মতবাদ দেখা যায়। তবে সকল শ্রেণীর ভাববাদী দর্শন মতে বিশ্বজগতের প্রক্রিয়ায় আত্মিক সত্তারই সক্রিয় প্রভাব রয়েছে। আবার সংকীর্ণ অর্থে ভাববাদের মূলকথা হলো বিশ্বজগতের অস্তিত্ব মনের উপর নির্ভরশীল। উভয় অর্থে ভাববাদী মতবাদকে বিভিন্নভাবে শ্রেণী বিন্যাস করা যায়। টাইটাসের মতে ভাববাদকে নানাভাবে শ্রেণীকরণ করা যায়। যুগান্তকারী দার্শনিকদের যেমন প্লেটো, দেকার্তে, লিবনিজ, বার্কলি, কান্ট, হেগেল, লোজ, রয়েস, শেলিং, শোপেনহাওয়ার প্রমুখ প্রত্যেককে ভাববাদের আলাদা বিভাগ বা শ্রেণী হিসেবে ধরা যায়। ভাববাদী মতবাদের অর্থ ও ব্যাখ্যার দিক বিবেচনা করে শ্রেণীকরণ করা যায় যেমন, আত্মগত ভাববাদ, বিষয়গত ভাববাদ ও পুরুষবাদী ভাববাদ ইত্যাদি।[১২]

www.nagorikpathagar.com

আবার এই অধ্যায়ের আলোচনার দৃষ্টিতে ভাববাদী দর্শনকে দুটি সাধারণ শ্রেণীকরণ করে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছে। যেমন—জ্ঞানতাত্ত্বিক ভাববাদ ও অধিবিদ্যক ভাববাদ এই দুইটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়।

জ্ঞানতাত্ত্বিক ভাববাদ বা আত্মগত ভাববাদে জ্ঞানের বিষয় প্রকৃতপক্ষে জ্ঞাতার চেতনার বৃত্তি, অবস্থা বা ধারণা। কোনো কোনো জ্ঞানতাত্ত্বিক ভাববাদী মনে করেন যে জ্ঞাত বস্তুর প্রকৃতি অনেকাংশে জ্ঞাতার মনের প্রকৃতির ওপর নির্ভরশীল। বার্কলির আত্মগত ভাববাদ ও কান্টের সবিচার ভাববাদ—এই দুটি মতবাদ জ্ঞানতাত্ত্বিক ভাববাদের অন্তর্ভুক্ত।

অধিবিদ্যক ভাববাদে আত্মাই প্রাথমিক ও মৌলিক সত্তা, আত্মারই চরম সত্ত্ব আছে। এ মতে আত্মা হলো মুখ্য আর জড় জগৎ হলো গৌণ, আত্মার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সাধনই জড় জগতের সার্থকতা, বিশ্বজগতের কোনো স্বগত তাৎপর্য বা মূল্য নেই। এদের সঙ্গে বস্তুবাদের কোনো বিরোধ নেই। অধিবিদ্যক ভাববাদীরা সঙ্গতভাবে মেনে নেন যে বস্তুর অস্তিত্ব মন নিরপেক্ষ। মানুষের জানার ওপর বাহ্য বস্তুর অস্তিত্ব নির্ভর করে না। কাজেই অধিবিদ্যক ভাববাদী হয়েও কোনো কোনো দার্শনিক জ্ঞানতত্ত্বের দিক দিয়ে বস্তুবাদী হতে পারেন।

স্পীনোজা, লিবনিজ, হেগেল ও হেগেলিয় সম্প্রদায়ের দার্শনিকগণ অধিবিদ্যক ভাববাদী। আরো সাধারণভাবে বলতে গেলে দার্শনিক ঈশ্বরবাদ, বিভিন্ন প্রকারে বিষয়গত ভাববাদ, ব্রহ্মবাদ অধিবিদ্যক ভাববাদের দৃষ্টান্ত।[১৩]

৩.৩ বিভিন্ন প্রকারের ভাববাদের সংক্ষিপ্ত আলোচনা

শিক্ষায় ভাববাদ দর্শনের মৌলিক অবদান রয়েছে। শিক্ষায় এই দর্শনের তাৎপর্য বোঝার জন্য বিভিন্ন প্রকারের ভাববাদের মূলকথা এখানে আলোচনা করা হলো।

৩.৩.১ আত্মগত ভাববাদ

আত্মগত ভাববাদ অনুসারে প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বিষয় হলো আমাদের মনোস্থিত ধারণা। বার্কলি এই মতবাদের প্রধান প্রবক্তা। তাঁর মতে দর্শনের মূল বক্তব্য হলো অনুভব ছাড়া কোনো পদার্থের জ্ঞান হয় না। ফলে সকল পদার্থের অস্তিত্ব অনুভবের বা চেতনার ওপর নির্ভরশীল।[১৪] তিনি বলেন আমরা যখন বস্তুকে জানি তখন তা আমাদের মনে থাকে, আর আমরা যখন বস্তুকে জানি না তখন বস্তু থাকে বিরাট বিশ্ব মনে। আমরা যখন বাইরের দুনিয়ার বস্তুগুলো অনুভব করি, তখন সেই বিরাট বিশ্ব মন থেকে তারা আমাদের মনের ভিতরে প্রেরিত হয়। দিনরাত বস্তু প্রত্যক্ষণের মাধ্যমে বিশ্ব স্রষ্টার সঙ্গে আমাদের নিজের অজান্তে সংযোগ হচ্ছে। এদিক দিয়ে বৌদ্ধ বিজ্ঞানবাদের সাথে বার্কলির মতবাদের মিল আছে। বাহ্য বস্তুর

www.nagorikpathagar.com

সত্তা অস্বীকার করে বৌদ্ধরা যেমন বৈরাগ্যকে অকুণ্ঠ সমর্থন জানিয়েছেন বার্কলিও তেমনি জড় সত্তাকে অস্বীকার করে তার স্বকীয় ধর্মীয় আদর্শের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন।[১৫]

দার্শনিক রাসেল ও মুরসহ অনেক বাস্তববাদী ও নব্য বাস্তববাদী দার্শনিক আত্মগত ভাববাদের সমালোচনা করে বলেন বস্তুকে জ্ঞানের বিষয় হওয়ার জন্য মনের ওপর নির্ভর হতে হয় ঠিকই কিন্তু তাই বলে বস্তুর অস্তিত্বের জন্য মনের ওপর নির্ভর করতে হয় না। বস্তুর মন নিরপেক্ষ সত্তা আছে। বস্তুর ধারণা বস্তুর অনুরূপ। তাই বস্তু ও ধারণা অভিন্ন। হেগেল ও তাঁর অনুসারীরাও অনুরূপভাবে আত্মগত ভাববাদের সমালোচনা করে বলেন জ্ঞাত ও জ্ঞেয় বস্তু উভয়ই পারস্পরিক সম্বন্ধ বিশিষ্ট এবং জ্ঞেয় বস্তুকে মনের ধারণারূপে স্বীকার করা যুক্তিসঙ্গত নয়।

৩.৩.২ সবিচার ভাববাদ

জার্মান দার্শনিক কান্ট সবিচার ভাববাদ দর্শনের প্রবক্তা। তিনি বুদ্ধির তৈরি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের পেছনে এক অজ্ঞেয় বস্তু সত্তার স্বীকার করেছেন। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ আমাদের বুদ্ধিরই সৃষ্টি। কান্ট বুদ্ধির সৃষ্ট ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের পেছনে বুদ্ধির অগম্য এক অতীন্দ্রিয় সত্তা স্বীকার করে ভাববাদের বিরোধিতা ও বাস্তববাদের সমর্থন করেছেন। ভাববাদ ও বাস্তববাদের দ্বন্দ্বে কান্ট উভচর। ফলে তাঁর অতীন্দ্রিয় ভাববাদ অজ্ঞেয়বাদে পরিণত হয়েছে।[১৬]

৩.৩.৩ বিষয়গত ভাববাদ

বিষয়গত ভাববাদ এক প্রকার অধিবিদ্যক বা তত্ত্বগত ভাববাদ। এই দর্শনের প্রধান প্রবক্তা হেগেল। এই প্রকারের ভাববাদে জ্ঞানের বিষয়ের বাস্তবতা আছে। অনুভবলব্ধ বস্তুধর্ম বিষয়গত। এসব মানব মনের ধারণা নয়। আমাদের জ্ঞানের বিষয় ঈশ্বরের ধারণা মাত্র নয়। এসবও বাস্তব পদার্থ। তবে যেহেতু সব কিছুই মন সাপেক্ষ, সেজন্য বাস্তব জগতও কোনো অসীম ও নির্বিশেষ মনের পরম চৈতন্যের ওপর নির্ভরশীল। আমাদের ব্যক্তি চেতনাও বিশ্বচৈতন্যের ওপর নির্ভরশীল। এই চৈতন্য জ্ঞান-বুদ্ধি বা প্রজ্ঞা স্বরূপ। হেগেলের মতে প্রজ্ঞা আর সত্তার মধ্যে মূলত কোনো পার্থক্য নেই; কারণ যাকে সৎ বলি তা পরম চৈতন্যের বা চিন্ময়ের প্রকাশ।[১৭]

হেগেলের মতে সমগ্র বিশ্ব একটি সুসংবদ্ধ তন্ত্র। এ তন্ত্রের প্রত্যেক অংশ অন্য অংশের ওপর নির্ভরশীল। এক তন্ত্র থেকে পৃথক করে নিয়ে কোনো অংশকে চরম তত্ত্ব বলে মনে করলে ভুল হবে। কেবল জাগতিক বস্তুর নয়, ব্যক্তি চৈতন্যের পরম সত্ত্ব নেই। এক অখণ্ড অসীম ও অবশ্যম্ভাবী চৈতন্যের অংশরূপই এদের সত্ত্ব।[১৮]

www.nagorikpathagar.com

৩.৩.৪ ঐচ্ছিক ভাববাদ

এই দর্শনের প্রধান প্রবক্তা শোপেনহাওয়ার। তিনি বুদ্ধি বা ধীশক্তির চেয়ে ইচ্ছাশক্তিকে তাঁর ভাববাদে বিশেষ স্থান দিয়েছেন বলে তাঁর দর্শন মতবাদকে ঐচ্ছিক ভাববাদ বলা হয়। তিনি মনে করেন মননই বিশ্ব। আবার ইচ্ছাশক্তি এ মনন যন্ত্রের আসল বস্তু, ধীশক্তি নয়। আর সমগ্র বিশ্বপ্রকৃতিই এই মনন বা বিশ্বশক্তির বাহ্যরূপ। [১৯] এই বিশ্বজগৎ অসীম ঐচ্ছিক শক্তিরই রূপমাত্র। এই ঐচ্ছিক শক্তিই সৃষ্টির সর্বত্র বিরজিত। ব্যক্তির ইচ্ছাই শুধু জাগতিক দুঃখ ও কষ্টের সৃষ্টি করে এবং এই ব্যক্তি ইচ্ছাকে দূরীভূত করতে পারলে যাবতীয় দুঃখ কষ্টকে অতিক্রম করা যেতে পারে। শোপেনহাওয়ারের এই ঐচ্ছিক অধ্যাত্মবাদ দর্শনের সাথে ভারতীয় বৌদ্ধ দর্শনের অনেকটা মিল আছে।

৩.৩.৫ পুরুষবাদী ভাববাদ

যান্ত্রিক জড়বাদ ও একত্ববাদী ভাববাদের প্রতিক্রিয়া স্বরূপ পুরুষবাদের উদ্ভব ঘটে। এই প্রকার ভাববাদের মূল সত্তা হচ্ছে ব্যক্তি বা পুরুষ; আত্মা বা চিন্তাকারী। সত্তা হচ্ছে সচেতন ব্যক্তিত্ব সম্পর্কীয় প্রকৃতি। সত্তা ব্যক্তিগত আত্মার একটি তন্ত্র তাই সত্তা হচ্ছে বহুত্ববিশিষ্ট।[২০]

হেগেলিয় ভাববাদ সমগ্র বা পরম সত্তার ওপর গুরুত্ব আরোপ করে। পুরুষবাদী ভাববাদ বিশ্বজগতকে সসীম আত্মা দ্বারা গঠিত সমাজ বা প্রজাতন্ত্ররূপে মনে করে। সমগ্র বা পরম সত্তা সসীম ঈশ্বর এবং সসীম আত্মা নিয়ে গঠিত। ঈশ্বর ও সসীম আত্মা নৈতিক মূল্যের বাস্তবায়নের জন্য একত্রে কাজ করে চলছে। এই দর্শন মতবাদ অনুসারে আত্মা সংগ্রামের মাধ্যমে পূর্ণ ব্যক্তিত্ব অর্জন করে। সকল আত্মার জন্য একটি নিখুঁত সমাজ বা প্রজাতন্ত্র গঠন করা হচ্ছে তার জীবনের লক্ষ্য। এই দর্শনে ব্যক্তির মূল্য সব কিছুর উর্ধ্বে। তাই সমাজকে এমনভাবে গঠন করতে হবে যাতে প্রতিটি ব্যক্তি জীবন পূর্ণতা অর্জন করতে পারে। পুরুষবাদী দার্শনিকদের মধ্যে আমেরিকার বাউনি, হাইসন এবং ইংল্যান্ডের স্টাউট, ম্যাকট্যাগার্ট, রাশডাল, স্টার্ট, ওয়ার্ড প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়।[২১]

৩.৩.৬ নব্য ভাববাদ

নব্য ভাববাদ সমসাময়িক কালের একটি গুরুত্বপূর্ণ মতবাদ। ইতালির দার্শনিক ক্রোচে ও জেন্টাইল এই মতবাদের প্রবর্তক। এই মতবাদ পরম সত্তাকে গতিশীল আধ্যাত্মিক শক্তি বা আত্মা বলে মনে করে; যার প্রধান সারবত্তা হচ্ছে সক্রিয়তা, পরিবর্তন ও বিকাশ। আত্মার গতিশীল ও সক্রিয় প্রকৃতির ওপর গুরুত্ব আরোপের জন্য এই দর্শন মতবাদের সাথে মার্কিন ভাববাদী দার্শনিক রয়েসের মতবাদের মিল

www.nagorikpathagar.com

আছে। নব্য ভাববাদ হেগেলিয় স্বয়ংসম্পূর্ণ পরম সত্তাকে গতিশীল দর্শনে রূপদান করেছে। নব্য ভাববাদীদের মতে মানব মনের সৃজনশীল সক্রিয়তা রয়েছে এবং এর জন্যই মানুষ তার ভাগ্যের সৃজনকর্তা। এই দৃঢ় বিশ্বাসই আধুনিক ইতালির রাজনৈতিক পুর্নজাগরণের পিছনে কাজ করেছে। এই কারণেই ক্রোচে ও জেন্টাইলের ভাববাদ হচ্ছে ইতালির জাতীয় দর্শন এবং তা হেগেলিয় ভাববাদ দ্বারা প্রভাবান্বিত।[২২]

৩.৩.৭ সমন্বয়ী ভাববাদ

ভারত, বাংলাদেশ ও পাকিস্তানে সমসাময়িক ভাববাদী দার্শনিকদের চিন্তাধারা থেকে ভাববাদের একটি নতুন ধারার উদ্ভব হয়। এই ভাববাদকে সমন্বয়ী ভাববাদ বলে আক্ষায়িত করা হয়। এই ভাববাদ জড় ও মন, বুদ্ধি ও সজ্ঞা, বিজ্ঞান ও ধর্ম, এই জগৎ ও অন্য জগৎ, পুরাতন ও নতুন, প্রাচ্য ও প্রতীচ্য ইত্যাদির মধ্যে সমন্বয় সাধন করে এমন এক জীবন দর্শনের কথা বলে, যা মানুষের সত্যিকার মঙ্গল সাধন করতে পারে। সমন্বয়ী ভাববাদের প্রধান প্রবক্তা হিসেবে ড. গোবিন্দচন্দ্র দেব-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়।[২৩]

৩.৪ অধিবিদ্যা

বিভিন্ন প্রকারের ভাববাদ দর্শনের বক্তব্য থেকে এই দর্শনের অধিবিদ্যা বিষয়ক কতিপয় মৌলিক তত্ত্ব এখানে আলোচনা করা হলো।

৩.৪.১ আত্মজ্ঞান

আত্মজ্ঞান ভাববাদ দর্শনের একটি মৌলিক বিষয়। বস্তু নিরূপণের ক্ষেত্রে আত্মার ধারণা বা গুরুত্ব প্রাথমিক ও মৌলিক। ভাববাদের মতে যদি সব জ্ঞান জ্ঞাতার নিয়ন্ত্রণে হয় তাহলে দর্শনের সকল কার্যপ্রক্রিয়া আমি বা আমার সত্তা থেকে শুরু হয়। দেকার্তের মতে আত্মজ্ঞান বহিস্থ বস্তুর জ্ঞান অপেক্ষা অনেক বেশি নিঃসংশয় ও সহজ। এই ধারণায় জ্ঞাতার স্থান নেই। শুধু মানসিক অবস্থার অস্তিত্ব রয়েছে। অপরদিকে হিউম মানুষের মনোবৃত্তির আধার কোনো অধ্যাত্ম দ্রব্যকে প্রত্যক্ষ প্রমানহীনতায় অস্বীকার করে কেবল মনোবৃত্তির ধারাকে সত্য বলে গ্রহণ করেন।[২৪]

জ্ঞানতত্ত্ব নিরুপণের ক্ষেত্রে আমি বা আমার সত্তা সক্রিয়। এভাবে ব্যক্তি সত্তা নিজেই নির্ভরযোগ্য জ্ঞান আহরণ করতে সচেষ্ট থাকে এবং জ্ঞান আহরণ করতে পারলে তার সব জানা হয়ে যায়। অর্থাৎ ভাববাদের এই বিশ্বাস যে ব্যক্তি সেই একটি সত্তা যা থেকে সকল জ্ঞান প্রকাশিত ও বিকশিত হয়।

www.nagorikpathagar.com

৩.৪.২ আত্মার প্রকৃতি

ভাববাদে আত্মাকে আধ্যাত্মিক বস্তু বলা হয়। জড় দ্রব্য যেমন ভৌতিক গুণাবলির আধার তেমনি আত্মাকে ব্যক্তির সকল মনোবৃত্তির আশ্রয় বা আধার বলা হয়। জড়ের প্রধান গুণ হলো স্থান ব্যাপ্তি বা বিস্তৃতি। এতে চৈতন্যের অভাব আছে। মানুষের শরীরও তাই। আত্মা অজড় দ্রব্য; স্থান ব্যাপ্তি নেই। এর মুখ্য গুণ হলো চৈতন্য। দেশে ব্যাপ্ত শরীর চিন্তা করে না কিন্তু বিদেহী আত্মা চিন্তা করে আর তা দেশস্থ নয় বলে অনিয়ন্ত্রিত ও স্বাধীন। এই অযুগ্ম, অবিভাজ্য আধ্যাত্মিক দ্রব্য এবং চৈতন্য মনোবৃত্তিসমূহ নিয়ত পরিবর্তনশীল হলেও তাদের স্বতঃ আছে আত্মায়। চার্লস বেকওয়েল আত্মাকে শরীরের জীবন বলে অভিহিত করেছেন। তবে জীবনের চেয়ে আত্মার পরিধি ব্যাপক ও সীমাহীন এবং আত্মার সৃজনশীল ক্ষমতা দ্বারা মানুষের দৈহিক কার্যাবলি নিয়ন্ত্রিত।[২৫]

আত্মার অস্তিত্ব যদিও আত্মিক কিন্তু তার বহুত্ব আছে। এই বহুত্বের মাঝে কোনো বিরোধিতা নেই। আত্মা এই বহুত্বের মাঝে নিজের একত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পারে। আমাদের এই ব্যক্তি সত্তাকে বুঝতে হলে আত্মার এই বৈশিষ্ট্য জানা দরকার।

৩.৪.৩ বিশ্বজগৎ

ভাববাদীরা মনে করে বিশ্বজগতের এক সুবিন্যস্ত সুশৃঙ্খল ও বোধগম্য কাঠামো আছে যার মাঝে দিক নির্দেশক উদ্দেশ্য নিহিত রয়েছে। দীর্ঘ সময় ধরে এই বিশ্বজগতের বিকাশ ও বিবর্তনের চূড়ান্ত রূপ মানুষের মনে প্রকাশিত হয়েছে এবং এ থেকে বিশ্বজগতের গতির ধারা দেখা যায়। টাইটাসের মতে বিশ্বজগতের এই পরিবর্তন প্রক্রিয়া থেকেই মানুষ জ্ঞান আহরণ করেছে, তার যুক্তি বুদ্ধির শক্তি ও ক্ষমতা বিকশিত হয়েছে।[২৬] তবে এই অবস্থা ব্যাখ্যা করতে হলে বিশ্বজগতকে একটি আত্মিক অস্তিত্বরূপে ধরতে হবে।[২৭] উইলবার আরবানের মতে এই জগতের অস্তিত্ব যান্ত্রিক নয়, কারণ এর সমগ্র সত্তা যৌক্তিক ও আধ্যাত্মিক।[২৮] কানিংহামও অনুরূপভবে বলেন বিশ্বজগৎ একটি যৌক্তিক সম্পর্কযুক্ত অস্তিত্ব। এর অন্তর্নিহিত একটি চৈতন্যময় সত্তা আছে।[২৯] বডিন জগতের দুটি সত্তার কথা বলেছেন একটি বস্তুর, অপরটি আত্মার। তবে আত্মিক সত্তাটি জড় জগতকে অতিক্রম করে থাকে।[৩০]

লিটন বিশ্বজগতের অস্তিত্বকে আত্মিক সত্তা রূপে দেখেছেন। এই আত্মিক অস্তিত্ব বিশ্বের সবচেয়ে সম্পদশালী ব্যক্তিত্ব এবং এই ব্যক্তিত্বই আমাদের এই একক অখণ্ড সত্তা সম্পর্কে ধারণা দেয়।[৩১] মেরী হুইটন কেল্‌কিনসও অনুরূপভাবে বিশ্বজগতের ধারণা দিয়েছেন। তিনি মনে করেন, (ক) বিশ্বজগতের সুস্পষ্ট মানসিক বা আত্মিক অস্তিত্ব আছে। তার জড়সত্তাও আছে তবে তার মানসিক

www.nagorikpathagar.com

সত্তাকে কোনোক্রমেই অগ্রাহ্য করা যাবে না; (খ) আত্মিক সত্তা ব্যক্তিগত; (গ) এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অস্তিত্বের মূলকথা মানবিক। কাজেই তা প্রকৃতপক্ষে ব্যক্তিগত; (ঘ) বিশ্বসত্তা সর্বব্যাপী ও স্বয়ংসম্পূর্ণ। সকল খণ্ড খণ্ড অংশ এর অন্তর্ভুক্ত।[৩২]

একথা বলা যায় ভাববাদ বিশ্বের মূলীভূত সত্তাকে মানসিক ও আধ্যাত্মিক বলে বর্ণনা করতে চায়। জড়বাদ যেমন মন বা আত্মাকে জড় স্তরে নামাতে চায় তেমনি ভাববাদে বস্তুর পেছনে চৈতন্যের সন্ধান দেয়। এই মতে জড় বস্তু মনের ধারণা মাত্র। এই ধারণাই বিশ্বের সর্বাপেক্ষা প্রাথমিক মূল তত্ত্ব। আর অন্য সব কিছুই এই অধ্যাত্ম তত্ত্বের ওপর আশ্রিত। জগতের মূল তত্ত্ব বিশ্লেষণ থেকে মন ও তার ধারণা, আত্মা ও তার চিন্তারাজ্য, ইচ্ছা, সংকল্প, কীর্তি প্রভৃতি আত্মিক বৃত্তিতেই পাওয়া যায়। উপনিষদেও একে পরম পদার্থ বা পরমব্রহ্ম বলা হয়েছে। এই পরমব্রহ্ম থেকে সমস্ত জীবন ও জড় জগতের উৎপত্তি হয়েছে। সমগ্র বিশ্বই ব্রহ্মের অবভাস বা বাহ্যপ্রকাশ। এই সমগ্র বিশ্বপরিবেশ মানুষের প্রতি মৈত্রী ভাবাপন্ন।

৩.৪.৪ একত্ব বহুত্বের ধারণা

ভাববাদী দার্শনিকেরা স্বীকার করেন পরম তত্ত্ব চৈতন্যময় ও তার সত্তা আত্মিক। তবে মূল সত্তার সঙ্গে ব্যক্তি সত্তার সম্পর্কে তাঁদের মতভেদ আছে। তাঁদের বিতর্কের বিষয় হলো এই বিশ্ব কি একটি সত্তা? ব্যক্তি সত্তার কি আলাদা অস্তিত্ব আছে? এই প্রশ্নদ্বয়ের উত্তরে ভাববাদে একত্ব ও বহুত্ববাদের তর্ক উত্থাপিত করে বোসাঙ্ক পরমতত্ত্বকে অভিন্ন ও অদ্বিতীয় বলেছেন এবং সমগ্র সসীম ব্যক্তিসত্তাকে এই পরমব্রহ্মার অংশরূপে দেখেছেন।[৩৩] লিটন অপর দিকে বলেন সসীম ব্যক্তিসত্তাকে এই পরমব্রহ্মার অংশ মনে করা ভাববাদের পরিপন্থী। প্রতি ব্যক্তি সত্তারই নৈতিক মূল্য আছে। সে বিশ্বজগতের সক্রিয় ও মূল্যবান সদস্য হিসেবে সবকিছু অনুধাবন করে এবং তারও নিজস্ব জগত আছে।[৩৪] কেল্‌কিনস এই একত্ব ও বহুত্বের মাঝে পরস্পর বিরোধী মতবাদের সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করেন। এই সমন্বয় তিনটি প্রধান ধারণার ওপর প্রতিষ্ঠিত। প্রথমত, বিশ্বজগতের সকল সত্তা খণ্ড এবং এগুলো অখণ্ড মহাসত্তার অংশ। তাই তারা পরোক্ষভাবে একে অন্যের সাথে জড়িত। দ্বিতীয়ত, খণ্ড ও অখণ্ড সত্তার সম্পর্ক সর্বগ্রাহী পরিপূর্ণতার প্রতীক। তৃতীয়ত, প্রতি ব্যক্তি সত্তাই একক ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। যদিও প্রতি মানুষের সাথে প্রতি মানুষের মিল আছে তথাপি এক মানুষ অপর মানুষ থেকে ভিন্ন।[৩৫]

৩.৪.৫ মঙ্গল অমঙ্গলের ধারণা

পরম সত্তা একক ও মঙ্গলময়। এটি ভাববাদের মূলকথা। তবে মন্দের ব্যাখ্যায় ভাববাদীদের মধ্যে ভিন্ন মত দেখা যায়। হেগেলের মতে মানুষ মঙ্গল লাভের জন্য ভালো কাজ করে এবং সে স্বাধীনভাবে কাজ করার ফলে তারই অপরিহার্য পরিণতি হিসেবে মন্দের সৃষ্টি হয়। মন্দ কিরূপে সৃষ্টি হয় তার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে লিটন বলেন

www.nagorikpathagar.com

তা ঈশ্বর বা পরম সত্তা মানুষকে স্বাধীনতা দিয়ে তাকে কাজ করার সুযোগ সৃষ্টি করে স্বইচ্ছায় কর্ম থেকে নিজেকে বিরত রাখে।[৩৬] এর ফলশ্রুতিতে মানুষ যে মন্দ কাজ করে তা ঈশ্বরেরই দায়দায়িত্ব। অর্থাৎ মন্দ কাজ ঈশ্বরের আওতার বাইরে নয়। অন্যদিকে হকিং এর মতে পৃথিবীর সব অমঙ্গল নঞর্থক। ভালো উদ্দেশ্যের অভাবে অমঙ্গলের সৃষ্টি হয়। যেমন, যে ইতিবাচক লক্ষ্য দ্বারা মানুষ শান্তি চায় তার অভাবই হলো যুদ্ধ। দারিদ্র্য মানুষের অবমূল্যায়নের ফল। অজ্ঞতা মানুষের সত্য ও জ্ঞান অর্জনের ইচ্ছার অভাব। রোগের কারণ হলো স্বাস্থ্য সম্পর্কিত জ্ঞানের অভাব।[৩৭]

অবশ্য ভাববাদীদের মতে মন্দ এই অস্থায়ী অনিত্য মায়াময় জগতের একটি ক্ষণস্থায়ী দিক, পরম আত্মার স্থায়ী বৈশিষ্ট্য নয়। এটি মনুষ্য জগতের স্বয়ং সম্পূর্ণতার অভাব। কিন্তু যে মন্দের জন্য মানুষ দায়ী নয় সেগুলো কেন ঘটছে? ফিকটের মতে মন্দ শক্তি মানুষের মানবিক সত্তাকে জাগরিত করে, কৃতিত্ব অর্জন ও ভালো কাজের জন্য উৎসাহিত করে। প্রকৃতির সাথে মানুষের সম্পর্ক সম্পূর্ণ আরামপ্রদ নয়। প্রকৃতির প্রতিকূলতা ও মন্দকে জয় করার প্রচেষ্টায় মানুষ তার নিজের ও অপরের জন্য মঙ্গলজনক কাজ করে থাকে। তাই আশাবাদীরা মনে করেন জাগতিক কল্যাণের মাঝে লুক্কায়িত আছে আসল সুখ।[৩৮] বার্কলি ও লিবনিজ আশাবাদের প্রধান সমর্থক। এদের মতে দুঃখ কষ্ট সাময়িকভাবে অকল্যাণ মনে হয়; কিন্তু আসলে নৈতিক শিক্ষা ও আদর্শ লাভের জন্য একটি উপকরণ মাত্র। তাই এ জগৎ অকল্যাণ বা দুঃখকষ্টের নয় বরং কল্যাণ ও শান্তির জগৎ। অপরদিকে নৈরাশ্যবাদীরা মনে করেন যে, এই জগতে যেহেতু অকল্যাণের লীলাখেলা দেখা যায়, সেহেতু এই জগতে সুখের পেছনে ধাওয়া করার অর্থ দুঃখের সন্ধান পাওয়া এবং তাই দুঃখ কষ্টই একমাত্র জাগতিক সম্পদ। বুদ্ধ, ওমরখৈয়াম, আর্নল্ড, শেলী, হার্টম্যান, শোপেনহাওয়ার প্রমুখ নৈরাশ্যবাদের প্রধান সমর্থক। এই নৈরাশ্যবাদী ও আশাবাদীদের চরম ও উগ্র মতবাদের দ্বন্দ্ব সমন্বয় করতে গিয়ে সাম্প্রতিক দর্শনে উন্নতি সাধনবাদের জন্ম হয়। এই মতবাদের প্রধান সমর্থন হলেন এইচ. জি. ওয়েলস ও রাল্‌প বার্টন পেরী। অকল্যাণের মাঝেও যে মানব জীবনের কল্যাণ আছে তা এই সাম্প্রতিক দর্শন ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছে। রুশো, রবীন্দ্রনাথ, আলেকজান্ডার পোপ, ব্রুনো, বার্কলি প্রমুখ এই মতবাদের সমর্থক।[৩৯]

৩.৪.৬ স্বাধীনতা

ভাববাদী দার্শনিকগণ ব্যক্তির স্বাধীনতায় বিশ্বাস করেন কিন্তু তাই বলে তার স্বাধীনতা সীমাহীন নয়। সে খেয়াল খুশীমতো চলতে পারে না। ব্যক্তি তার সীমাবদ্ধ গণ্ডীর মধ্যে স্বাধীনতা ভোগ করে। কারণ সে অখণ্ড সত্তার খণ্ড অংশ বিশেষ। বিশ্বজগতের নিয়ম কানুনের সাথে মিলে মিশে তাকে চলতে হবে। ব্যক্তি যদি তার ইচ্ছা-অনিচ্ছা, কল্পনা দ্বারা পরিচালিত হতে চায় তা হলে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে

www.nagorikpathagar.com

কোনো আইন বা শৃঙ্খলা থাকবে না। এই পরিবেশে বিশ্বজগতের সর্বত্রই দ্বন্দ্ব ও সংঘাত চলতে থাকবে। প্রকৃতপক্ষে ব্যক্তি তার নিজস্ব গণ্ডীর মধ্যে স্বাধীনতা ভোগ করে। নির্বাচনে ও কাজে তার স্বাধীনতা আছে, পছন্দ আছে। ব্যক্তিসত্তার অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য হলো তার উদ্যম আছে এবং তার বর্হিপ্রকাশ আছে। তাই বর্হিবিশ্বের পরিবেশ ও ঘটনাবলির ওপর সে ক্রিয়া করে। এই ক্রিয়া প্রক্রিয়ার সাথে সাথে সে নিজেকে আবিষ্কার করে। জোসিয়া রয়েসের কথায় ব্যক্তি কর্মদ্যোগকে তার স্বাধীনতা বলার স্থলে স্বনিয়ন্ত্রণ বলা যুক্তিসঙ্গত। এই স্বনিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা ব্যক্তি জীবনের নীতিবিষয়ক সিদ্ধান্ত গ্রহণে কার্যকরী ভূমিকা পালন করে।

উপরে বর্ণিত আলোচনা থেকে ভাববাদ দর্শনের অধিবিদ্যা সম্বন্ধে কতিপয় সাধারণ ধারণায় উপনীত হওয়া যায়। যেমন,

১. চেতনা বা আত্মা ব্যক্তির অভিজ্ঞতার চূড়ান্ত তত্ত্ব।
২. চরম সত্তা হলো চেতনা।
৩. চরম সত্তা এক বা একাধিক চেতনার সমষ্টি। অন্যভাবে বলা যায় বিশ্বচেতনা যার মাঝে অসংখ্য ব্যক্তিসত্তা নিহিত।
৪. মন্দ প্রকৃত বা মূল সত্তা নয়-বরঞ্চ নৈতিকতার অভাব।
৫. ব্যক্তির স্বনিয়ন্ত্রণ ক্ষমতার পূর্বশর্ত হলো ব্যক্তি চেতনার স্বাধীনতা রয়েছে।[৪০]

৩.৫ জ্ঞানবিদ্যা

ভাববাদীগণ কোনো জ্ঞানের বিষয়কে সত্য বলে গ্রহণ করে না যে পর্যন্ত তা পদ্ধতিগতভাবে অনুসন্ধান বা আবিষ্কার করা হয়। অর্থাৎ ভাব বা ধারণার সূত্র জ্ঞান আবিষ্কারের প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উদ্‌ঘাটিত হয়।

বার্কলির মতে মানুষের মনের বাইরে জড় বস্তুর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই। এই জগতের বস্তু, গন্ধ, রং, শব্দ যা আমরা দেখি বা অনুভব করি তা আমাদের মনে প্রত্যক্ষণ হয়েছে বলে আমরা বুঝতে পারি। বস্তুর অস্তিত্ব মনের ওপর নির্ভরশীল। আবার মন বলতে সসীম মানবীয় মন নয়, অসীম ঈশ্বরের বা পরমাত্মার মনও বোঝায়। আমরা যা জানি না তা পরমাত্মার মনে আছে। এই ধারণাগুলো কিভাবে আমাদের মনে উপস্থাপিত হয়?

বার্কলি বলেন পরমাত্মা তার মনস্থিত ধারণাগুলো বিশেষ ক্রমে, বিশেষ পরিবেশে আমাদের ব্যক্তি মনে প্রেরণ করে এবং তার ফলে আমাদের ইন্দ্রিয়ানুভব হয়।[৪১]

অপরদিকে সবিচারবাদী কান্টের মতে সংবেদনই জ্ঞানের প্রথম অবস্থা। তবে সব সংবেদন আপনা হতে প্রত্যক্ষ জ্ঞানে পরিণত হয় না। যে সংবেদনগুলো মনে ঔৎসক্য সৃষ্টি করে সেগুলো মাত্র জ্ঞানের বিষয়রূপে বিবেচিত হয়। আমাদের

www.nagorikpathagar.com

চারপাশে অসংখ্য সংবেদন বিশৃঙ্খল অবস্থায় বিরাজ করে এবং এগুলোকে দেশকালের ধারণার নিয়মে শ্রেণীবদ্ধ করতে হয়। এই দেশকালের ধারণার বাহ্য দ্রব্যের জ্ঞান আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হয়। কান্টের মতে যে পদার্থ বাহ্য জগৎ, দেশ ও কালে প্রকাশিত হয় তাই অন্তর্জগতে কেবল কালে প্রকাশিত হয়।[৪২]

বিশ্বজগতের সঙ্গে সম্পর্কিত মনের জ্ঞান আহরণ প্রক্রিয়া থেকে একটি জিনিস সুস্পষ্টভাবে বলা যায় তা হলো জ্ঞাতা ব্যক্তি সত্তাই জ্ঞান আহরণ করে। কিন্তু এ জগতের পিছনে যে মন বা আত্মা কাজ করে কান্ট তাঁর জ্ঞানতত্ত্ব আলোচনায় তা স্বীকার করেন নি। পরবর্তীকালে ভাববাদী দার্শনিকগণ কান্টের জ্ঞানতত্ত্বের ধারণাকে অতিক্রম করে বলেছেন ব্যক্তির আমি সত্তা জ্ঞান আহরণ করে। এই প্রসঙ্গে হেগেল বলেছেন ভাবনা ছাড়া যেমন বস্তু পাওয়া যায় না তেমনি বস্তু ছাড়াও ভাবনা খুঁজে পাওয়া যায় না। তাই বস্তু ও ভাবনা, বিষয় ও বিষয়ী, তুমি ও আমি, আত্মা ও অনাত্মা পরস্পর সাপেক্ষ। এককে বাদ দিয়ে অন্যকে পাওয়া যায় না। হেগেলের পরস্পর সাপেক্ষ নীতিতে ব্যক্তি নিজেই জানে। তাই নিজে বিষয় ও বিষয়ী, জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়, আমি ও তুমির ক্রিয়া এক সঙ্গে কাজ করে। এই বিশ্লেষণের আলোকে একথা বলা চলে যে এ বিশ্বের সমস্ত জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়, সমস্ত বিষয় ও বিষয়ী, অগণিত আমি ও তুমি এক বিরাট বিশ্বচেতনায় শেষ পর্যন্ত একীভূত হয়ে রয়েছে।[৪৩]

ভাববাদীদের মতে সত্য সুশৃঙ্খল, সুবিন্যস্ত ও পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। এঁদের মতে জ্ঞানের ধারণা মনে সৃষ্টি হয়; মনের গঠন ও প্রকৃতি হতে জ্ঞানের উদ্ভব হয়; প্রকৃতির প্রকাশ মানুষের মনে। প্রকৃতির নিয়মের সঙ্গে সম্পর্ক ছাড়া ব্যক্তি মানসের আলাদা সত্তা নেই। ক্রীটনও বলেন অন্যের মনের সাথে সংস্পর্শে না এসে মানুষ নিজের চেতনা লাভ করে না। অপর মানুষের সাথে সম্পর্কের মাধ্যমে আমাদের মনের প্রকৃতি ও অর্থ প্রতিফলিত হয়।[৪৪]

ভাববাদী জ্ঞানবিদ্যা সম্পর্কে সাধারণভাবে বলা যায় যে—

১. ভাববাদ ও সবিচার বাস্তববাদে প্রত্যক্ষণ সম্পর্কে ধারণা একইরূপ তবে অনেক ভাববাদী মনে করেন যে জগতে যেসব গুন আমার প্রত্যক্ষণ করি তা অস্তিত্বে নিহিত।

২. কোনো কোনো ভাববাদী দার্শনিক মনে করেন যে ব্যক্তি সত্তা স্বতঃ প্রমাণিত এবং সত্তা সম্পর্কে তাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আছে। আবার কেউ কেউ মনে করেন সত্তার অস্তিত্ব একটি আবশ্যকীয় অনুমান।

৩. এই বিশ্বজগতের অস্তিত্ব মহাসত্তার অস্তিত্বের অভিজ্ঞতার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ।

৪. বিশ্বজগতের অস্তিত্ব বা সত্তা একটি যৌক্তিক ব্যবস্থা।

www.nagorikpathagar.com

৩.৬ মূল্যবিদ্যা

ভাববাদ দর্শনের মূল্যের ধারণা এই দর্শন মতবাদের মূল ধারণার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। ভাববাদের মূল্যবিষয়ক মৌলিক প্রত্যয় সম্বন্ধে বার্টলারের বক্তব্য থেকে সাধারণ ধারণা লাভ করা যায়।[৪৫] তিনি বলেছেন—

১. মানবজাতি যে মূল্যগুলো সম্পর্কে আগ্রহ বা ইচ্ছা প্রকাশ করে এবং যেগুলো তারা উপভোগ করে—এ সকল মূল্য অস্তিত্বে নিহিত। এসব মূল্যের প্রকৃত অস্তিত্ব রয়েছে।
২. ব্যক্তি মানুষ যে সব মূল্য অর্জন করে এবং উপভোগ করে সেগুলোই মানব জীবনের মূল্যের ধারণা।
৩. খণ্ডের সাথে অখণ্ডের সক্রিয় সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে ব্যক্তি মানুষ মূল্য অনুধাবন করতে পারে।

এসব ধারণার আলোকে ভাববাদ দর্শনের নৈতিক, নান্দনিক, ধর্মীয় ও সামাজিক মূল্য সম্পর্কে নিচে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলো।

৩.৬.১ নৈতিক মূল্য

কান্টের 'মেটাফিজিকস অব মরাল' গ্রন্থে নৈতিক মূল্যের যে ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে তাকে মোটামুটিভাবে ভাববাদের নৈতিক মূল্যরূপে ধরা যায়। কান্টের মতে দুই প্রকারের নৈতিক মূল্য রয়েছে। একটি হলো ব্যক্তিগত অনুজ্ঞা, অপরটি নৈতিক অনুজ্ঞা।

প্রতি মানুষেরই ব্যক্তিত্ব আছে। এই ব্যক্তিত্ব ব্যক্তি মানুষের চেয়ে উর্ধ্বে। এর উন্নততর গুণ ও যোগ্যতা অর্জনের সম্ভাবনা আছে। মানব জীবনে ব্যক্তি সত্তার উদ্দেশ্য আছে কিন্তু সে কোনো কাজের নিমিত্ত নয়। সে নিজেই নিজের উদ্দেশ্যে কাজ করে, অন্যের ইচ্ছার ওপর নির্ভরশীল নয়।

নৈতিক অনুজ্ঞা সম্পর্কে কান্টের অপর বিশ্বাস হলো মানুষ প্রকৃতিগতভাবে মঙ্গল ও শুভ কাজ করে। এই মঙ্গলের ধারণা তার চিন্তায় চেতনায়, অনুভূতি ও প্রত্যক্ষণে আছে। তার নৈতিক জীবন এমনভাবে গঠিত হয়েছে, যে তা কর্তব্য সম্পাদনের নির্দেশনা দান করে। তার কর্তব্যের ধারণা ব্যক্তি সত্তার সঙ্গে জড়িত। আবার এমন কতকগুলো নৈতিক বিধান আছে যেগুলো সর্বজনীনভাবে আরোপ করা যায়। এগুলো না মানলে সামাজিক শৃঙ্খলা বিঘ্নিত হবে; সমাজে সংশয় এবং নৈরাজ্য বিরাজ করবে। সমাজের প্রয়োজনে এই নীতিগুলো মানুষকে মানতে হয়।[৪৬] এছাড়া আরো কিছু শাশ্বত নীতি আছে যেমন সদিচ্ছা, সুসমাজ ও অমরত্ব এগুলো মানুষকে বিশ্বাস করতে হয়। আদর্শ সমাজ গঠনের জন্য এই নৈতিক বিশ্বাসের ভিত্তিতে ব্যক্তি মানুষ নিজেকে গড়ে নেয়।

www.nagorikpathagar.com

৩.৬.২ নান্দনিক মূল্য

ভাববাদী দর্শনের নন্দনতত্ত্বের ব্যাখ্যা শোপেনহাওয়ারের মতবাদে পাওয়া যায়। তিনি বলেন শিল্পকলা জীবনের ফুল। বিশ্বজগতের সব সমস্যার মূলে আছে ব্যক্তির আকাঙ্খা, সংগ্রাম, দুঃখ, সাময়িক সন্তোষ আর সংগ্রাম প্রচেষ্টা। এই সংগ্রাম থেকে বাঁচতে হলে শোপেনহাওয়ারের মতে ব্যক্তি মানুষকে শিল্পকর্মের প্রতি আকৃষ্ট হতে হবে। শিল্পকলা, অঙ্কন, ভাস্কর্য, সংগীত থেকে মানুষ সৌন্দর্যের ধারণা লাভ করে এবং বস্তুর অন্তরালে দৃশ্যত জগতের পেছনে যে মহাভাব থাকে তা অনুধাবন করে।[৪৭]

৩.৬.৩ ধর্মীয় মূল্য

ধর্মীয় মূল্যে ঈশ্বরের ধারণাই প্রাধান্য পায়। ঈশ্বরের ধারণা ব্যক্তির নৈতিক সত্তার নিয়ন্ত্রক। বস্তুত ঈশ্বর বা ধর্মীয় বিশ্বাস মানুষের জীবনকে গভীরভাবে নিয়ন্ত্রণ করে। ঈশ্বরের ধারণাই ধর্মীয় মূল্যবোধের কেন্দ্রীয় কথা এবং এই ধারণা থেকে ইষ্টের ধারণা সৃষ্টি হয়।

ধর্মীয় মূল্যের ধারণায় দুটি বিশ্বাস আছে। প্রথমত, আত্মচেতনায় ঈশ্বরের অভিজ্ঞতা প্রাত্যহিক ধর্মীয় প্রার্থনায় প্রকাশ পায়। ঈশ্বরকে পুরুষরূপে ধরা হয়। মানুষ তাকে নিজের সঙ্গী ভাবে এবং মানসিকভাবে তার সঙ্গে একাত্ম হয়। দ্বিতীয়ত, ঈশ্বর প্রেমের অভিজ্ঞতা মানুষের আত্মার সাথে সম্পর্কিত। জীবনের ভালোবাসার চেয়ে ঈশ্বরের ভালোবাসা মৌল এবং এই ঈশ্বর প্রেম থেকে জীব প্রেম সৃষ্টি হয়।

ধর্মীয় নীতির অপর একটি ধারণা হলো মানুষ প্রার্থনার মাধ্যমে খণ্ড অখণ্ডের সাথে সম্পর্ক আবিষ্কার করে। প্রার্থনার মাধ্যমে তার প্রকৃত সত্তাকে বুঝে ও পুনঃআবিষ্কার করে। ধর্মীয় অভিজ্ঞতা মানুষের অন্তর্দৃষ্টি ও অনুধাবন শক্তি শাণিত করে যা যুক্তি ও বাস্তব অভিজ্ঞতায় আবিষ্কার করা দুরূহ। ধর্মীয় নীতির বড় অবদান হলো ঈশ্বরের মঙ্গলভাব মানুষের ভেতর সঞ্চারিত হয়। মঙ্গল লাভের আশায় মানুষ ভালোভাবে জীবন চালিত করে; অপরের মঙ্গল করে। এইভাবে ঈশ্বরের বিশ্বাস ও প্রার্থনার মধ্য দিয়ে মানুষের মাঝে মানবিকতাবোধ সৃষ্টি হয়। মানুষ একে অন্যের কল্যাণ করতে চায়। যার সারকথা হলো ধর্মীয় মূল্য ও নীতি ঈশ্বর সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করে, মানুষের মঙ্গল সাধন ও মানবিক সম্পর্ক উন্নয়নে উদ্বুদ্ধ করে।[৪৮]

৩.৬.৪ সামাজিক মূল্য

ভাববাদের সামাজিক মূল্য রয়েছে। এই দর্শন অনুসারে ব্যক্তি সমাজের নিয়ন্ত্রণে চলে না। তবে ব্যক্তি সমাজের অন্তর্নিহিত অংশ। সমাজ তাকে লালন-পালন

www.nagorikpathagar.com

করে। সমাজই তার ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটায়। ব্যক্তি ও সমাজ উভয়ের উদ্দেশ্য আছে। ব্যক্তি আত্মউপলব্ধি ও আত্মবিকাশের জন্য ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হয়। এতে সামাজিক পরিবেশেরও বড় অবদান রয়েছে। অপরদিকে ভালো জগৎ সৃষ্টির জন্য সমাজও ক্রমবিকাশের পথে অগ্রসর হয়। অবশ্য ভাববাদে সামাজিক নীতির মৌল বিষয় হলো খণ্ড অখণ্ডের সম্পর্ক। সামাজিক তত্ত্বের একটি সামগ্রিক ও অখণ্ড ধারণা রয়েছে। এতে মঙ্গলের বিধান আছে। প্লেটোর 'রিপাবলিক' গ্রন্থে যে ন্যায়বিচারের কথা বলা হয়েছে তাতে প্রকৃতপক্ষে সামাজিক মূল্য প্রতিবিম্বিত হয়েছে। এটিই ভাববাদের সামাজিক দর্শন। ভাববাদী দৃষ্টিতে সর্বস্তরের সামাজিক কার্যকলাপের অভিজ্ঞতার মাধ্যমে ব্যক্তি তার স্থানীয় সমাজকে অতিক্রম করে বৃহত্তর বিশ্ব সমাজের সামাজিক মূল্যবোধ অর্জন করে।[৪৯]

ভাববাদী দৃষ্টিতে অরিকেভিচ সামাজিক মূল্যের ধারণাকে ভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করছেন। তাঁর মতে রাষ্ট্র সমাজের একটি প্রতিষ্ঠান। এর কাজ হলো নাগরিকদের নৈতিক মূল্যবোধ রক্ষা করা ও সমুন্নত করা। মানুষ যুক্তিসম্পন্ন নৈতিক ব্যক্তি সত্তা। সে মহান নৈতিক মঙ্গল অর্জনে আগ্রহী। এই বৈশিষ্ট্যগুলো মানব সমাজের নিকট প্রকাশ করার ক্ষমতা ও আগ্রহ তার রয়েছে। পরম ভাব ও অপরিবর্তনীয় নৈতিক বিধানের প্রতি মানুষের সহজাত আগ্রহ ও শ্রদ্ধাবোধ আছে। রাষ্ট্র তার কর্মের মধ্য দিয়ে মানুষের এই আকাঙ্ক্ষা ও বৈশিষ্ট্যগুলোকে লালনে ও বিকাশে সহায়তা করতে পারে। একইভাবে রাষ্ট্রও ক্রমে পূর্ণতা অর্জনের দিকে অগ্রসর হতে থাকে।[৫০]

৩.৭ শিক্ষায় ভাববাদ

ভাববাদ দর্শনের শিক্ষা পরিকল্পনা বেশ সংখ্যক ভাববাদী দার্শনিকদের রচনায় পাওয়া যায়। প্লেটো স্বয়ং তাঁর 'রিপাবলিক' গ্রন্থে শিক্ষার যে রূপরেখা প্রণয়ন করেন এতে তাঁর ভাববাদী দর্শনের প্রতিফলন দেখা যায়। তাঁর অন্যান্য গ্রন্থে শিক্ষা সম্পর্কে মতবাদ পাওয়া যায়। পরবর্তীকালে ইউরোপ, আমেরিকা ও উপমহাদেশের অনেক ভাববাদী দার্শনিকের মধ্যে শিক্ষা সম্পর্কে মতবাদ দেখা যায়। শিক্ষায় কিভাবে দর্শনের প্রয়োগ করা যায় তার সূত্র এঁদের মতবাদ থেকে পাওয়া যায়। শিক্ষায় ভাববাদ দর্শনের তাৎপর্যে ও প্রভাবের দিকগুলো এখানে আলোচনা করা হলো।

৩.৭.১ শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা

আত্মিক চাহিদা পূরণের জন্য মানুষের শিক্ষার প্রয়োজন। উনিশ শতকে ভাববাদী বিভিন্ন দর্শনের ব্যাখ্যায় মানব জাতির প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং কৃষ্টি ও সংস্কৃতিকে আত্মিক সত্তার বহিঃপ্রকাশ হিসেবে উচ্চ মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। মানুষ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে গড়ে ওঠে। শিক্ষাই তাকে প্রকৃত মানুষ করে তোলে। এ

www.nagorikpathagar.com

জন্যই শিক্ষা ব্যবস্থার প্রয়োজন। তবে ভাববাদীরা অন্যান্য দার্শনিকদের চেয়ে ভিন্নভাবে শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁদের মতে সংস্কৃতির মাধ্যমে ঈশ্বর মানুষের কাছে প্রকাশিত হয়। ঈশ্বরের পরম ও স্বর্গীয় সত্তার প্রকৃতি বুঝতে হলে শিশু ও শিক্ষার্থীর শিক্ষা দরকার। শিক্ষা তার অভিজ্ঞতাকে সমৃদ্ধ করে। কাজেই মানব শিশুকে প্রকৃত মানুষ হতে হলে তার শিক্ষা প্রয়োজন।

আবার মানুষের সামাজিক প্রকৃতির প্রয়োজনেও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব রয়েছে। অনেক ভাববাদী দার্শনিক মানুষের সামাজিক দিককে কোনো প্রাধান্য দেন না। অপরদিকে হর্ন মানুষের ব্যক্তি সত্তার সাথে তার Socius বা সামাজিক সত্তার সম্পর্ক স্বীকার করেন। বিশ শতকের মাঝামাঝি থেকে ব্যক্তির সামাজিক সত্তার নতুন ব্যাখ্যা দেখা যায়। আত্মিক বস্তুবাদী ও ভাববাদীদের বিশ্ব দর্শনে সামাজিক সত্তার গুরত্ব দেয়া হয়েছে। ব্যক্তি মানুষ যদি Socius হয় এবং সমাজকে যদি ব্যষ্টিগতরূপে উপস্থাপনা করা হয় তাহলে শিক্ষা মূলত সামাজিক প্রক্রিয়া বিশেষ, একেবারে ব্যক্তিকেন্দ্রিক নয়। মানুষ হতে হলে বা অহং হতে হলে তাকে সামাজিক হতে হবে এবং তাকে প্রকৃত মানুষ হতে হলে তার সামাজিক পরিমণ্ডল থাকতে হবে। এই কারণে আনুষ্ঠানিক শিক্ষার প্রয়োজন রয়েছে। সকলের জন্য সাধারণ স্কুলের শিক্ষা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সামাজিক মূল্যগুলো বিকাশের সুযোগ সৃষ্টি করে যা ব্যক্তিকে একা শিক্ষাদানের মাধ্যমে অর্জন করা সম্ভব নয়। কাজেই ভাববাদের দৃষ্টিতে ব্যক্তি মানুষের শিক্ষার সামাজিক উপাদান থাকা আবশ্যক।

প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে ভাববাদীদের মধ্যে বিভিন্ন মত দেখা যায়। কারো কারো মতে স্কুল সমাজের একটি এজেন্সি। কিন্তু এ ব্যাখ্যায় সমাজ যদি স্কুলকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং ব্যক্তিকে সমাজের কৃষ্টির সাথে সম্পূর্ণ মিলিয়ে দিতে চায় তাহলে ব্যক্তির স্বাধীনতা স্বাভাবিকভাবে খর্ব হয়ে যাবে। সমাজের প্রয়োজনে স্কুল দরকার। আবার মানুষের সামাজিক সত্তা বিকাশের জন্যও স্কুল দরকার। স্কুল সমাজের এজেন্সি-এ সংকীর্ণ ধারণায় সমাজের চাহিদা পূরণ হবে না এবং ব্যক্তির চাহিদাও পূরণ হবে না।

ভাববাদীদের অপর ব্যাখ্যায় স্কুলকে এক অপূর্ব চিন্তাশীল প্রতিষ্ঠান হিসেবে ধরা হয়। স্কুল উদ্ভাবনীয় চিন্তাশক্তি বিকাশের নেতৃত্ব ও নির্দেশনা দিয়ে থাকে। এমনকি অপরাপর প্রতিষ্ঠানের চিন্তা শক্তির বিকাশ ও মানসিক কার্যবলির বিকাশের অনুপ্রেরণা দেয়। এই ব্যাখ্যায় শিক্ষা ভবিষ্যতের দিক নির্দেশনা দেয় এবং সমাজকে নতুনভাবে গঠনের জন্য এগিয়ে নিয়ে যায়। বস্তুত শিক্ষা সমাজের অগ্রগতির জন্য নেতৃত্ব দেয়।

ভাববাদীদের অপর একটি ব্যাখ্যায় স্কুলকে মূল্যবোধ বিকাশের জন্য উপযুক্ত প্রতিষ্ঠানরূপে বিবেচনা করা হয়। সমাজের সব প্রতিষ্ঠানই মানুষের কিছু না কিছু মূল্য বিকাশের কাজে জড়িত। তবে অন্য সব প্রতিষ্ঠানের চেয়ে মূল্য বিকাশের ক্ষেত্রে স্কুল সুষম ভূমিকা পালন করে; বর্তমান থেকে ভবিষ্যতে মূল্য পরিচালনে

www.nagorikpathagar.com

সহায়তা করে। মানব জীবন অবিরত চলমান। মানুষের বহিঃপরিবেশ অসম্পূর্ণ ও অপর্যাপ্ত। ভবিষ্যতের মঙ্গলের জন্য এই পরিবেশকে পরিবর্তন করতে হবে। স্কুলের শিক্ষার মাধ্যমে এ পরিবর্তন সম্ভব।

সাধারণভাবে সকল মতের দার্শনিকগণ স্বীকার করেন যে মানব সভ্যতার সমৃদ্ধশালী অভিজ্ঞতা, মানবিক কার্য, গুণ ও গভীর মানবিক বোধের সাথে পরিচয়ের জন্য শিক্ষা দরকার। তবে ভাববাদীরা মনে করেন মানুষের কৃষ্টি ও সংস্কৃতির মাঝে পরমাত্মার প্রকাশ। মানুষ বিশ্বের এক মূল্যবান সম্পদ। মানব জীবনের নিগূঢ় অর্থ আছে। বিশ্ব স্রষ্টা বা পরম শক্তি এই মানুষ ও পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। এসব ধারণা শিক্ষা থেকে মানুষ পায়। এই কথা অনুসারে বলা যায় ভাববাদী দৃষ্টিতে মানবিক প্রয়োজনে শিক্ষা দরকার। পরমাত্মার উদ্দেশ্যের জন্য তার সৃষ্টি হয়েছে; তাকে মানবিক হতে হবে—এসব কথা অনুধাবনের জন্য মানুষের শিক্ষা প্রয়োজন।[৫১]

প্রয়োগবাদ বা বাস্তববাদের মতে মানুষ সামাজিক পরিবেশের কেন্দ্রবিন্দু। সেই হিসেবে শিক্ষা ব্যবস্থা সামাজিক প্রতিষ্ঠানরূপে ব্যক্তির শিক্ষার জন্য ব্যবস্থা করবে। এরূপ শিক্ষায় ব্যক্তি অপেক্ষা সমাজের চাহিদাই অধিক প্রতিফলিত হবে। কিন্তু ভাববাদী দৃষ্টিতে শিক্ষা সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে নিয়ন্ত্রিত না হয়ে সমাজ পরিচালনা ও সামাজিক চিন্তা বিকাশের নেতৃত্ব দেয়। শিক্ষা মানুষের চিন্তাশক্তি ও মনের বিকাশ করে। মানুষ এই শক্তি বলে সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যায়। আবার মানুষের মাঝে মূল্যবোধ সৃষ্টি ও প্রতিষ্ঠার দায়িত্বও শিক্ষা ব্যবস্থা পালন করে থাকে। বর্তমানের সাথে অতীত ও ভবিষ্যতের যোগসূত্রও শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে হয়ে থাকে। তাই ভাববাদের শিক্ষা ব্যবস্থা সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।[৫২]

৩.৭.২ শিক্ষার্থীর প্রকৃতি

ভাববাদ অনুসারে শিক্ষার্থী এক অহং সত্তা এবং তার আত্মিক অস্তিত্ব আছে।[৫৩] ভাববাদের তত্ত্বের ধারণা থেকে শিক্ষার্থীর প্রকৃতি অনুধাবন করা যায়। এই দর্শন অনুসারে ব্যক্তির অভিজ্ঞতার সার হলো তার আত্মিক অস্তিত্ব। শ্রেণীকক্ষে শিক্ষার ক্ষেত্রে এই তত্ত্বের প্রত্যক্ষ গুরুত্ব রয়েছে। যেহেতু ভাববাদ মতে শিক্ষার্থীর আত্মিক অস্তিত্ব রয়েছে তাই শিক্ষার্থীর জড় অস্তিত্বের সাথে আত্মিক অস্তিত্বকে স্বীকার করতে হবে। শিক্ষার্থীর জড় দেহে তার ব্যক্তিত্ব নিহিত নয়, গভীর অন্তর্নিহিত আত্মিক অস্তিত্বে তা প্রতিফলিত হয়।

ভাববাদী দর্শন অনুসারে শিক্ষার্থী সম্পর্কে মৌলিক ধারণা ইটালির দার্শনিক জেন্টাইল থেকে পাওয়া যায়। শিক্ষার্থীকে কিভাবে দেখতে হবে তার শিক্ষার কার্য কিভাবে পরিচালনা করতে হবে তার মূলনীতি জেন্টাইলের মতবাদে দেখা যায়।

www.nagorikpathagar.com

বস্তুত ভাববাদী শিক্ষা দর্শনে শিক্ষার্থীর প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্যের উৎস হলো জেন্টাইলের তত্ত্ব। জেন্টাইল বলেছেন শিক্ষার্থীকে তার বাহ্যিক চেহারা বা আচরণ দেখে শুধু বিচার করবেন না শিশুর মনের গভীর প্রবেশ করে তাকে বুঝতে হবে।[৫৪]

জেন্টাইল শিক্ষার্থীর আত্মিক সত্তা সম্পর্কে বলেছেন যে, আমি সক্রিয় সত্তা ব্যক্তিত্বের আদর্শের রূপ দেয়, বৈচিত্র্যপূর্ণ অভিজ্ঞতার ঐক্য প্রতিষ্ঠা করে। ব্যক্তিসত্তার খণ্ড খণ্ড আলাদা উপাদানগুলোকে বাস্তব প্রয়োজনে কার্যকরী করার জন্য বিমূর্ত প্রক্রিয়ায় রূপান্তরিত করেই তিনি শিক্ষার্থীকে জৈবিক অস্তিত্বের তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেছেন মানুষের মন একটি আলাদা অস্তিত্ব যা ক্ষণস্থায়ী জড় দেহে বন্দি রয়েছে। তার দেহ মন নিয়ে পূর্ণাঙ্গ জৈবিক ঐক্য গঠিত হয়। শিক্ষার কার্য এই তত্ত্ব অনুসারে পরিচালিত হবে।

হর্ন তাঁর Philosophy of Education গ্রন্থে এই জৈবিক ঐক্যের তত্ত্ব ব্যাখ্যা করেছেন। মানুষের চেতনার সাথে স্নায়ু যন্ত্রের সম্পর্ক রয়েছে। শিক্ষার্থীর সাধারণ শিক্ষার পরিকল্পনায় এই চেতনার একটি মৌলিক স্থান আছে। এই জড় দেহ মনের আবাসস্থল। এটি পবিত্র আত্মার মন্দির।[৫৫] হর্ন আরো বলেছেন ব্যক্তি একটি পূর্ণ অস্তিত্ব সে আবার বৃহত্তর অস্তিত্বের অংশ। ব্যক্তির দুটি অস্তিত্ব আছে। ব্যক্তি হিসেবে একটি হলো তার অহং অস্তিত্ব অপরটি হলো সামাজিক অস্তিত্ব। অপরাপর মানুষ নিয়ে ব্যক্তি বৃহত্তর পরিবেশে বাস করে। অসংখ্য অস্তিত্বের সাথে কাজ করে ব্যক্তি তার নিজস্ব ঐক্য উপলব্ধি করতে পারে। হর্নের মত অনুসারে শিক্ষার্থীর ধারণা সম্পর্কে বলা যায় শিক্ষার্থী সসীম ব্যক্তি। তার ক্রমাগত বর্ধন ও বিকাশ হচ্ছে। তাকে যথাযথ শিক্ষা দিলে তার জীবনের প্রকৃত লক্ষ্য অর্জিত হবে। সে অসীম সত্তায় সৃষ্টি হয়েছে। তাই তার দেব সত্তা আছে। সে স্বাধীন। তার অমরত্ব লাভের ভাগ্য আছে। সে শিক্ষার মাধ্যমে এসব বৈশিষ্ট্য অর্জন করে।[৫৬]

বগসলভস্কি তাঁর The Ideal School গ্রন্থে যে পরীক্ষামূলক শিক্ষা দর্শনের রূপ দিয়েছেন তাতে শিক্ষার্থীর প্রকৃতি সম্পর্কে নতুন ব্যাখ্যা দেখা যায়। শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্বকে পরিপূর্ণ হতে হলে তাকে সীমাবদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গির চেয়ে বৃহত্তর ও সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে সচেতন হতে হবে। তার ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্য হলো ঐক্যবোধের ধারণা। ব্যক্তিত্বকে খণ্ড খণ্ডভাবে দেখা অস্বাভাবিকতার প্রতীক।[৫৭] শিক্ষার্থীর অপর বৈশিষ্ট্য হলো ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবোধ। বগসলভস্কির মতে একই ধরনের মন নিয়ে গঠিত সমাজ যতই উচ্চ মানের হোক না কেন ভাববাদীর দৃষ্টিতে তা গ্রহণযোগ্য নয়। ব্যক্তিত্ব একটি পরম মূল্যের ধারণা। শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্বেরও পরম মূল্য রয়েছে। তার ব্যক্তিত্বকে সম্মান করতে হবে। এ কথাগুলো শিক্ষার সকল কার্য নিয়ন্ত্রণ করবে। শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্বের ক্ষেত্রে তিনটি মূল্যের ধারণা স্কুলের বাস্তব শিক্ষা প্রক্রিয়ায় প্রাধান্য দিতে হবে। এগুলো হলো আন্তরিকতা, সততা এবং শিক্ষার্থীর ওপর নিপীড়ন পরিহার করা।

www.nagorikpathagar.com

তিনি ব্যক্তির অহংকে শিক্ষা পরিকল্পনায় উচ্চ স্থান দিয়েছেন। তাঁর মতে ব্যক্তিত্ব বিকাশে পরিবেশের প্রভাব আছে। তবে ব্যক্তিই তার পরিবেশকে নির্ধারণ করে। ব্যক্তি পরিবেশ থেকে তার উদ্দীপনা নির্বাচন করে। শিক্ষার্থীর অহং সত্তা তার জড় দেহের গভীরে নিহিত। এটি জড় দেহের চেয়ে উত্তম, এই সত্তা প্রাকৃতিক পরিবেশের পরিবর্তন ঘটাতে পারে।

৩.৭.৩ বিকাশমান ব্যক্তিসত্তা

ভাববাদী দৃষ্টিতে মানব জীবনের লক্ষ্য হচ্ছে অসীমের সাথে আন্তর সম্বন্ধ স্থাপন করা, পরম শুভের অন্বেষণে ও ধ্যানের দ্বারা পারমার্থিক সত্তার অন্তরাত্মার সঙ্গে যুক্ত হওয়া। শিক্ষার কাজ হচ্ছে পরম সার্বজনীন আদর্শগুলোর সন্ধান পেতে সাহায্য করা যাতে করে বিশ্বের সত্য আমাদের সত্য হয়ে ওঠে এবং আমাদের জীবনী শক্তির সঞ্চার করে। এই পরম সত্যের অন্বেষণ যারা করে তাদের আত্মার মধ্যে বিশ্ব ঐক্য স্থাপিত হয়। বিশ্বসত্তার সঙ্গে সংযুক্ত হওয়ার ফলে পরস্পরের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠা বা মিলন সম্ভব হয়; আধ্যাত্মিক জীবনের অভিজ্ঞতা ব্যক্তিদের অন্ত-গূঢ়ভাবে সংযুক্ত করে। ব্যক্তির অন্তিম উদ্দেশ্য ও এই সার্বজনীন জীবনের কারণ এক বিশেষ চরিত্রযুক্ত হয়ে ওঠে। তাই ভাববাদের বিকশিত ব্যক্তিত্ব অর্থাৎ যে ব্যক্তিত্ব নিজেকে পরিপূর্ণভাবে স্ফুটন করেছে, সে মানবজাতির মধ্যে বিভিন্নতার নয় মিলনের প্রতীক। কাজেই ভাববাদীরা পূর্ণ আত্মোপলব্ধির আদর্শে সামাজিক হিতের আদর্শকে পূর্ণভাবে সমর্থন করেছেন। শিক্ষক তার শিক্ষার্থীদের একক আত্মবিকাশ করতে না শিখিয়ে এক পূর্ণ স্ফুরণের আদর্শের দিকে এগিয়ে দেন যেখানে সে বিশ্ব পরিবেশে বিহার করে বিশ্বের মানুষের সঙ্গে যুক্ত হয়ে নিজের ব্যক্তি রূপের বিকাশ করে।[৫৮]

ভাববাদীদের মতে সমগ্র মানব জাতির নৈতিক পরিস্থিতি শিক্ষার পরিবেশের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। যদিও ভাববাদীরা মন্দের ধারণার চূড়ান্ত অস্তিত্বে স্বীকার করেন না তবুও শ্রেণীকক্ষে যে মন্দ বৈশিষ্ট্য দেখা যায় তা ভাববাদী শিক্ষকগণ একবারেই উড়িয়ে দিতে পারেন না। মন্দ থেকে শিক্ষার্থীদের বিরত রাখার জন্য তাঁকে সচেষ্ট থাকতে হবে। শিক্ষার্থীর আত্মিক অস্তিত্ব আছে। এই অস্তিত্বে তার সুপ্তসম্ভাবনা নিহিত। সেগুলো ধীরে ধীরে বিকাশ হয়ে সে বাস্তবে যা হওয়ার কথা সেরূপ গ্রহণ করে। তার এ প্রকৃতির সাথে দুটি বিষয় জড়িত। একটি হলো অবিনশ্বরতা, আরেকটি হলো নৈতিক প্রশ্ন।

অবিনশ্বরতার প্রশ্নে সব ভাববাদী একমত নয়। যেসব দার্শনিক পরমাত্মার পূর্ণ ঐক্যের ওপর গুরুত্ব দেন তাদের মতে মৃত্যু মানব জীবনকে তার সসীম পরিবেশের অস্তিত্ব থেকে মুক্ত করে বিশ্ব আত্মার সাথে মিলন ঘটিয়ে দেয়। যে মহা আত্মা থেকে সে এসেছিল তার সাথে সে একাত্ম হয়ে যায়। আবার কোনো কোনো ভাববাদী মনে করেন ব্যক্তি সত্তার পরম মূল্য আছে। ঈশ্বরের ঐক্যের ধারণার

www.nagorikpathagar.com

সাথে তার কোনো বিরোধ নেই। কেল্‌কিনসের মতে পর জগতে পূর্ণ ব্যক্তি সত্তা ঈশ্বরের সাথে মিলিত হয়।

মানুষের এ জগতে ও পর জগতে পার্থক্য আছে। এই পার্থক্য সময় ও অমরত্বের পার্থক্য। এই পৃথিবীতে মানুষের ক্ষণস্থায়ী জীবন। তার চেয়ে আরো ক্ষণস্থায়ী তার শিক্ষা জীবন। তবে এই সময়টুকু শিক্ষার্থীর জীবনের মূল্যবান ও গঠনমূলক সময়। শিক্ষার্থীর সুপ্ত সম্ভাবনাগুলো অপরিণত পর্যায়ে থেকে পূর্ণতা লাভ করে। এই সময় পরম মূল্যের ভবিষ্যতের অনাগত জগতে তার ভাগ্য নির্ধারণের সুযোগ লাভ করে।

শিক্ষার্থী ও শিক্ষা প্রক্রিয়া অবিরত বিকাশমান। এই বিকাশ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সে নিজের অহংকে অনুধাবন করতে পারে। এই উপলব্ধিই শিক্ষার্থীর জীবনের পরম লক্ষ্য।

শিক্ষার্থী কি ভালো না মন্দ এ সম্পর্কে ভাববাদীরা বলেন জন্মের সময় শিশু ভালোও নয় মন্দও নয়। তার ভালো বা মন্দ হওয়ার সুপ্ত সম্ভাবনা রয়েছে। সে কি ভালো না মন্দ হবে—তা নির্ভর করে তার পরিবেশ, পারিপার্শ্বিকতার প্রভাব, শিক্ষা ও ইচ্ছার ওপর। শিশুর পক্ষে পরম মূল্য উপলব্ধি করা কঠিন। তাই সে সহজে মন্দের দিকে ঝুঁকে যায়। হর্ন বলেন মানুষ অতি সহজে মন্দ অর্জন করে। তাই তিনি শিক্ষা প্রক্রিয়ার ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন। শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর বিবেক পরিণত হওয়ার সুযোগ পায়। শিশুর মধ্যে সহজাত ন্যায়বিচারের ধারণা দেখা যায়। কোন কাজটি সঠিক ও কোন কাজটি ন্যায় সে নিজেই বুঝতে পারে। তার এই সহজাত ন্যায়বোধের বৈশিষ্ট্য ধরে রাখা ও দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠার জন্য শিক্ষার সাথে জীবন পরিবেশের সম্পর্ক থাকা আবশ্যক। একথাও স্মরণ রাখতে হবে শিশুদের বেশ কিছু ত্রুটি আছে। তারা কখনো কখনো প্রবল ইচ্ছাশক্তি দ্বারা পরিচালিত হয়। অনেক খারাপ অভ্যাসও অর্জন করে। এই অবস্থায় তাদের শিক্ষার অভিজ্ঞতা ও পরিবেশ এমনভাবে বিন্যস্ত করতে হবে যাতে তারা নৈতিকতা অর্জন করতে পারে।

৩.৭.৪ শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

ভাববাদীরা বলেন একমাত্র ভাব বা ধারণা সত্য। মন বা আধ্যাত্মিক সত্তা জড় বস্তু অপেক্ষা অনেক বেশি শক্তিশালী ও মূল্যবান। আমাদের দুই জগৎ—বস্তু ও ভাব জগতের মধ্যে দ্বিতীয়টি অর্থাৎ পারমার্থিক জগৎ বেশি অন্তরঙ্গ। এর রূপ জড় নয়, চিন্ময়। তাই ভাববাদী শিক্ষা এমন হবে যা চিন্ময়কে বুঝতে সাহায্য করবে।

ভাববাদে মনই সবকিছুর চেয়ে বেশি মূল্যবান। কারণ মনই জ্ঞান, মনই অভিজ্ঞতার ধারক ও বাহক। অনেক ভাববাদী দার্শনিক বলেছেন মানুষের অবস্থান স্বর্গের কাছাকাছি। সে সম্মান ও মর্যাদায় ভূষিত এবং ঈশ্বরের অন্যান্য কর্মের

www.nagorikpathagar.com

ওপরও তার প্রভুত্ব। মানুষের আত্মিক শক্তি ও তার চরিত্রের ওপর এই মর্যাদা আরোপ হচ্ছে ভাববাদের সার কথা।

মানুষের অপর একটি বৈশিষ্ট্য সে ক্রমবিকাশমান উন্নততর ও পরিপূর্ণ অবস্থার স্তরে আরোহণ করার জন্য সচেষ্ট থাকে। এই উত্তরণের বিভিন্ন ধাপের মধ্যে একটি উঁচু ধাপ হলো মানুষের নৈতিক মূল্যবোধের স্তর। যখনই মানুষ ভালো ও মন্দের বিচার করতে শেখে তখনই সে দেবতার মতো হয়ে দাঁড়ায়। সে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করে।

ভাববাদ শিক্ষা দর্শন অনুসারে শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য দুই প্রকারের, যথা ব্যক্তির জন্য শিক্ষার উদ্দেশ্যে ও শিক্ষার সামাজিক উদ্দেশ্য। উভয় প্রকারের উদ্দেশ্যের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা এখানে দেয়া হলো।

ক. ব্যক্তির জন্য শিক্ষার উদ্দেশ্য

জেন্টাইলের মতে শিক্ষার পরম লক্ষ্য হলো আত্ম উপলব্ধি। আত্ম উপলব্ধি বলতে তিনি আত্মিক বিকাশ প্রক্রিয়া বুঝিয়েছেন। এই বিকাশ প্রক্রিয়া ব্যক্তির অভিজ্ঞতার একটি ছন্দময় প্রবাহ। এর একদিকে আছে তার সত্তার বর্তমান অবস্থা। অপরদিকে রয়েছে তার অতীতের অপরিণত সত্তা। ব্যক্তির বর্তমান সক্রিয় সত্তা ধারাবাহিকভাবে নতুন নতুন অন্তর্দৃষ্টি অর্জন করে খণ্ড খণ্ড অভিজ্ঞতাগুলো অখণ্ড ও ঐক্যবদ্ধ ধারণার সাথে সমন্বয় করছে। কালক্রমে ব্যক্তি তার সত্তার পূর্ণ উপলব্ধি লাভ করে। ব্যক্তি সত্তার এই পরিপূর্ণ বিকাশেই শিক্ষা জীবনের পরম মূল্য নিহিত।

বগসলভস্কি দুই ভাবে শিক্ষার উদ্দেশ্য নির্ণয় করেছেন। জ্ঞানের ক্ষেত্রে শিক্ষার উদ্দেশ্য সামগ্রিক এবং ব্যক্তির ক্ষেত্রে শিক্ষার উদ্দেশ্য হলো উন্নত জীবন গঠন। তিনি তাঁর আদর্শ স্কুলের শিক্ষার্থীদের জন্য সাধারণ সার্বজনীন শিক্ষার সাথে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে পারদর্শী ব্যক্তি তৈরির জন্য এক শিক্ষা পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন। এই স্কুলের শিক্ষার্থীরা অবশ্যই প্রথম শ্রেণীর বিশেষজ্ঞ হবে। এই সাথে তারা অখণ্ড বিশ্ব পরিবেশের সাথে নিজেদের মানিয়ে নিবে। এর ফলে ব্যক্তি সত্তা উন্নত হবে এবং শিক্ষার্থী মানব জীবনের পরম মূল্য অর্জন করবে।

হর্নের মতে সত্য সুন্দর মানব জাতির আত্মিক আদর্শ। তাই শিক্ষার কাজ হবে মানব জাতির ইতিহাসের অপরিহার্য বিষয়গুলো শিক্ষার্থীকে বুঝতে সাহায্য করা। তিনি আরো বলেন মানুষের ব্যক্তিগত মনের চেয়ে মানব জাতির মন ব্যাপক ও প্রসারিত। এই দুই মনের তিন ধরনের পরম চেতনা রয়েছে; যেমন জানা, অনুভব করা এবং ইচ্ছা প্রকাশ করা। মনের এই তিন বৈশিষ্ট্যের সাথে ব্যক্তির আত্মিক পরিবেশের তিনটি দিক দেখা যায় যেমন, বৌদ্ধিক, নৈতিক ও নান্দনিক। যে আত্মিক পরিবেশ শিক্ষার্থীকে পরিবেষ্টিত করে রেখেছে তার সাথে সমঝোতা বা মিডিয়েট করার জন্য শিক্ষা একটি গুরুত্বপূর্ণ এজেন্সি। এই কাজ করতে গিয়ে শিক্ষা ব্যক্তিকে সত্য অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত করে; তাকে ভুল করা থেকে নিবৃত্ত করে;

www.nagorikpathagar.com

সুন্দরকে অনুধাবনে সাহায্য করে এবং অসুন্দরকে বর্জন করতে সহায়তা করে; শুভকে অর্জন ও অশুভকে জয় করতে সাহায্য করে। হর্ন ব্যক্তির শিক্ষার উদ্দেশ্যগুলো মূল্যের ধারণার স্তর হিসেবে বর্ণনা করেছেন। মানুষ কিভাবে তার পরম লক্ষ্য উপলব্ধি ও অর্জন করবে সেই হিসেবে প্রতিটি মূল্যের ধারণার অবদান বিন্যাস করেছেন। মূল্যের সর্বনিম্ন উপাদান হলো সুস্বাস্থ্য। ভালো স্বাস্থ্য একটি মৌলিক গুণ। এইগুণ ব্যক্তিকে সমৃদ্ধ করে। মূল্যের ধারণার সর্বপ্রথম ধাপ হলো উপাসনা। উপাসনার দ্বারা ব্যক্তির সাথে বিশ্বজগতের অসীম আত্মার চেতন সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা হয়। এরপর আসে সমাজের ন্যায়বিচারের মূল্যের ধারণা। এরপর ক্রমান্বয়ে আসে সৌন্দর্যের ধারণা ও উপভোগের মূল্য। এসব অসীমের স্বয়ংসম্পূর্ণতা প্রকাশ করে। জ্ঞানের মূল্য এর পরের ধাপ। বিশ্বজগতের কাঠামোর সাথে চিন্তা জগতের যোগসূত্র আছে। অর্থনৈতিক স্বাধীনতার জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জন অপর এক মূল্য। ব্যক্তিগত চরিত্র এবং সামাজিক ন্যায়বিচারের সাথে এই মূল্যের সম্পর্ক আছে। এই মূল্য বিশ্বজগতের সৃজনশীল আত্মার সাথে মানুষকে সংযুক্ত করে। মূল্যগুলো যত প্রকারের হোক না কেন প্রতিটি মূল্যের একে অন্যের সাথে সম্পর্ক আছে। দেহ ও মনের কার্যগুলোর মধ্যে এক ঐক্য বিরাজ করছে। ভাববাদী দৃষ্টিতে সমন্বিত ব্যক্তি সমন্বিত সমাজ বিশ্বজগতের সমন্বিত প্রতীকে বিকশিত হচ্ছে।[৫৯]

মানুষের ব্যক্তিত্বের মর্যাদা ও মূল্য ভাববাদ দর্শনে বিশেষভাবে স্বীকৃত। ভাববাদীদের মতে মানুষের ব্যক্তিত্ব অমূল্য কেননা সে হচ্ছে স্রষ্টার সর্বোত্তম সৃষ্টি। কাজেই এই দর্শন অনুসারে শিক্ষার বড় উদ্দেশ্য হলো মানুষের ব্যক্তিত্বের গৌরব ঘোষণা ও আত্ম উপলব্ধি করা। এই লক্ষ্যকে দুই ভাবে দেখা যায়। এক, জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে শিক্ষা ব্যক্তির মনে সমগ্র বা এক অখণ্ড ঐক্যের ধারণা সৃষ্টি করে; দুই, উন্নত ও উচ্চ আদর্শবান ব্যক্তিত্ব সৃষ্টি করে। এর সাথে সম্পৃক্ত করে নিম্নোক্ত লক্ষ্যে ভাববাদ দর্শনে শিক্ষার বিন্যাস করা যায়:

১. সমৃদ্ধ ও উন্নত জীবনযাপনে শিক্ষার্থীকে সাহায্য করা।
২. শিক্ষার্থীর সমন্বিত ও বৈচিত্র্যপূর্ণ ব্যক্তিত্ব গড়তে সাহায্য করা।
৩. শিক্ষার্থী যেন সুখের মহিমা উপলব্ধি করতে পারে সেজন্য সহায়তা করা।
৪. দুঃখও যেন সাহস ও মর্যাদার সাথে সে গ্রহণ করতে পারে সে শক্তি অর্জনে সহায়তা করা।
৫. সমাজের অপরাপর মানুষও যেন উন্নত জীবনযাপন করতে পারে তার জন্যও শিক্ষার্থীকে সচেতন করা।[৬০]

ভাববাদীরা আরো বলেন সত্য, সুন্দর ও ইষ্ট এগুলো মানব জাতির আত্মিক লক্ষ্য। সুতরাং শিক্ষার চূড়ান্ত লক্ষ্য হবে শিক্ষার্থীদের এই গুণগুলোর প্রতি অনুরক্ত

www.nagorikpathagar.com

করা। এই তিনটি গুণ—বৌদ্ধিক, নান্দনিক ও নৈতিক এই গুণগুলো মানব জাতির অগ্রগতির নির্দেশক। শিক্ষার্থী জ্ঞান চর্চার উপায় হিসেবে সত্য অনুসন্ধান করবে; অসুন্দরকে পরিহার করে সৌন্দর্য উপলব্ধি করবে এবং ইষ্ট অর্জন ও অমঙ্গল জয় করতে শিখবে।

ভাববাদ দর্শনের এই বিশ্বাস যে, শিক্ষার কাজ হবে শিক্ষার্থীর অন্তর্নিহিত আদর্শ রূপায়ণের ক্ষমতাগুলো বিকশিত করা যাতে সে নিজের জীবনেই সত্য, মূল্য ও আদর্শগুলোকে রূপ দিতে পারে। শিক্ষা ছাড়া এই ক্ষমতাগুলো থাকে নিষ্ক্রিয়। শিক্ষার ভূমিকা হলো এই মূল্য ও আদর্শগুলো সম্বন্ধে ব্যক্তিকে সচেতন করে তোলা। শ্রেয় নৈতিক মূল্যবোধের জন্য শিক্ষার্থীর চিত্তকে জাগিয়ে তোলার কাজ করবে শিক্ষা।

খ. শিক্ষার সামাজিক উদ্দেশ্য

ভাববাদী দৃষ্টিতে শিক্ষার সামাজিক উদ্দেশ্য নির্ণয় করা কঠিন। সমাজের সকল মানুষকে কি একই ধরনের শিক্ষা দেয়া হবে, না কি ভিন্ন ভিন্ন শিক্ষা দেয়া হবে? গণতান্ত্রিক সমাজে শিক্ষার সুযোগ সকলের সমান কিন্তু বৃত্তি ও পেশার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়। তাহলে সব মানুষকে কিভাবে ঐক্যের ধারণা দেয়া যাবে? বগসলভস্কির মতে সকল মানুষকে একই ধরনের শিক্ষা দেয়া সম্ভব নয় বা সবাইকে একই স্তরে আনাও ঠিক নয়। শিক্ষায় ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের কারণে পার্থক্য থাকবে। কাজেই শিক্ষা ব্যবস্থা এমন সুযোগ সৃষ্টি করবে যাতে; প্রতি শিক্ষার্থী তার যোগ্যতা অনুসারে সে সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করতে পারে। হর্ন এই প্রসঙ্গে বলেছেন শিক্ষা মানুষের বৃত্তি ও পেশামূলক জীবনকে সমৃদ্ধ করে এবং সংস্কৃতিমনা মানুষের সামাজিক যোগ্যতা বৃদ্ধি করে। তাঁর মতে গণতন্ত্র বৈচিত্র্যপূর্ণ মানব সমাজের আত্মিক সত্তার প্রতীক। সকল শ্রেণী, সকল স্তর ও সকল জাতির শিক্ষার্থীকে একই সূত্রে আবদ্ধ করা যায় না। তাই তাদের এমন আত্মিক সূত্রে একতাবদ্ধ করতে হবে যাতে তারা মানবজাতির সাধারণ উদ্দেশ্য অর্জনে সচেষ্ট হতে পারে। একই সাথে তাদের বিশেষ কিছু গুণ অর্জন করতে হবে। বগসলভস্কির মতে প্রকৃত গণতন্ত্রের আত্মা ও সারসত্তা হলো ভাতৃত্ববোধ। ভাববাদীদের মতে এই গুণই হলো শিক্ষার সামাজিক উদ্দেশ্য। ভাতৃত্ববোধের মনোভাব নিয়ে মানুষ তার প্রতিবেশী মানুষের দিকে এগিয়ে যায়। একের সাথে অন্যের মানবিক উপলব্ধি, ভালোবাসা ও স্নেহের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করে। মাইকেল ডেমিকেভিচ তাঁর শিক্ষা দর্শন গ্রন্থে সামাজিক অগ্রগতিকে শিক্ষার উদ্দেশ্য হিসেবে গণ্য করেছেন। তাঁর মতে সমাজে দুটি সম্পূরক শক্তি কাজ করছে যার ফলে সমাজের অগ্রগতি সম্ভব হচ্ছে। একটি হলো গতিশীলতার দিক, যার ফলে সমাজের

www.nagorikpathagar.com

পরিবর্তন হচ্ছে। অপরটি হলো ভারসাম্যের দিক। এর ফলে সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের অতীত ঐতিহ্য সংরক্ষণ করে যা থেকে বর্তমান প্রজন্ম উপকৃত হয়। তাঁর মতে স্কুল সামাজিক অগ্রগতির জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা করে এবং সমাজে ভারসাম্য রক্ষার প্রতি লক্ষ্য রাখে। তবে স্কুলের কাজে তিনি ভারসাম্য দিকের প্রতি গুরুত্ব দিয়েছেন।[৬১]

হকিং এর Human Nature and Its Remaking গ্রন্থে শিক্ষার সামাজিক উদ্দেশ্য দেখা যায়। তিনি ডেমিকেভিচের ন্যায় শিক্ষার দুটি সম্পূরক কার্যের কথা উল্লেখ করেছেন এবং এর সাথে ডেমিকেভিচের গতিশীলতা ও ভারসাম্যতার ধারণার মিল আছে।

১. শিক্ষার কাজের দ্বারা আমাদের পূর্ব পুরুষদের সঞ্চিত ঐতিহ্য নতুন প্রজন্মের শিক্ষার্থীদের নিকট পৌঁছিয়ে দেয়া হয়। এরা এসব ঐতিহ্যের অভিজ্ঞতা থেকে উপকৃত হয়। হকিং এর মতে এই বিশ্বজগতে প্রবেশের জন্য পূর্বপুরুষদের ঐতিহ্যের অভিজ্ঞতা নতুন প্রজন্মের শিক্ষার্থীদের জন্য প্রয়োজন।

২. এর পরবর্তী ধাপে শিক্ষার্থীরা ধীরে ধীরে তাদের অভিজ্ঞতার দিগন্ত প্রসারিত করে। প্রতি ব্যক্তির জীবনে একটি চেতন স্তর আছে। এই স্তরটি অন্যান্য স্তরের চেয়ে স্বাধীন। এর ন্যায়বোধের ধারণা আছে এবং এটি পরম সত্যের দিকে অগ্রসর হতে চায়।[৬২]

বিভিন্ন ভাববাদী দার্শনিকের আলোচনা থেকে বলা যায় ভাববাদী শিক্ষার দর্শন অনুসারে শিক্ষার ব্যক্তিগত ও সামাজিক উদ্দেশ্য থাকবে। হর্ন বলেছেন শিক্ষার আদর্শে সকল প্রকারের ঐতিহাসিক ভাবাদর্শ অন্তর্ভুক্ত হবে। সত্যের ধারণা এতে প্রতিফলিত হবে। শিক্ষার ব্যক্তিগত উদ্দেশ্যে সংস্কৃতি, জ্ঞান ও অগ্রগতির ধারণা প্রাধান্য পাবে। সামাজিকভাবে শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে ব্যক্তির দক্ষতা বৃদ্ধি, চরিত্র গঠন এবং নাগরিক গুণের বিকাশ। হর্নের বক্তব্যে ভাববাদী দর্শন অনুসারে শিক্ষার উদ্দেশ্য সুষমভাবে বর্ণনা করা হয়েছে এবং বর্তমান কালের শিক্ষায় তা বিবেচনা করা হয়। শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্পর্কে হর্নের বক্তব্য নিম্নরূপ :

Education is the eternal process of superior adjustment of the physically and mentally developed, free, conscious human being to God, as manifested in the intellectual, emotional and volitional environment of man.[৬৩]

মোটকথা ভাববাদ দর্শনে শিক্ষার সামাজিক উদ্দেশ্য হলো পূর্ণাঙ্গ ও প্রকৃত গণতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করা। কারণ কেবল এ ধরনের সমাজ ব্যবস্থায় ভাববাদী মূল্য যেমন সাম্য, ভাতৃত্ব, ন্যায়বিচার, স্বাধীনতা ইত্যাদি বিকাশ সম্ভব। এ দর্শনের শিক্ষার ব্যক্তিগত ও সামাজিক উদ্দেশ্যে একে অন্যের পরিপূরক।

www.nagorikpathagar.com

৩.৭.৫ শিক্ষা প্রক্রিয়া

ভাববাদ শিক্ষা দর্শন শিশু কেন্দ্রিক বা সামাজ কেন্দ্রিক নয় বরং আদর্শ কেন্দ্রিক। শিক্ষার এই আদর্শের ধারণা ভাববাদের তত্ত্ব থেকে এসেছে। এই দর্শনের তত্ত্ব অনুসারে পরমাত্মা হলো পরম মঙ্গলের প্রতীক। যে পরম আদর্শের অস্তিত্ব ভাবে নিহিত তা ব্যক্তি মানুষে ও সমাজে অপর্যাপ্ত ভাবে দেখা যায়। কাজেই পরম আদর্শের লক্ষ্যে মানুষ ও তার সমাজকে বিন্যস্ত করতে হবে। ভাববাদী শিক্ষা প্রক্রিয়ার বিভিন্ন দিক এই পরম আদর্শের প্রতি লক্ষ্য রেখেই পরিচালিত হয়।

ক. শিক্ষাক্রম

ভাববাদী শিক্ষা দর্শন অনুসারে শিক্ষাক্রম সম্পর্কে হকিং, বগসলভস্কি ও ডেমিকেভিচের বক্তব্য এখানে বর্ণনা করা হলো।

হকিং এর মতে শিক্ষার্থীদের প্রথম অধিকার হলো তাদের স্বাধীনতা। তাদের ইতিবাচক অভিজ্ঞতা দিতে হবে। আমাদের জাতির অতীতের উত্তম অভিজ্ঞতা থেকে তারা যেন উপকৃত হতে পারে যে সুযোগ তার দিতে হবে। পূর্বপুরুষদের মহান ও উদার অভিজ্ঞতাগুলো শিক্ষার্থীদের কাছে তুলে ধরতে হবে। তবে এসব অভিজ্ঞতার অহেতুক চাপ থেকে তাদের বিরত রাখতে হবে।[৬৪] হর্নের মতে শিক্ষাক্রমের সুদৃঢ় ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হবে মানুষের চরিত্র ও সমাজের আদর্শের বৈশিষ্ট্যের ওপর। এসব আদর্শ সৃষ্টিতে যে সব অভিজ্ঞতা, জীবন পরিস্থিতি ও বিষয় আমাদের বিবেচনায় সর্বোৎকৃষ্ট অবদান রাখতে পেরেছে সেসব অভিজ্ঞতা শিক্ষাক্রমে থাকবে। জীবনের আদর্শ সম্পর্কে ভাববাদীদের মধ্যে মতভেদ দেখা যায়। তবে এঁদের সকলের মতে শিক্ষাক্রম সুষম হবে এবং এতে জাতির অবদানের তিনটি দিক : বৌদ্ধিক, আবেগ ও ইচ্ছাশক্তির বৈশিষ্ট্য প্রতিফলিত হবে। হর্ন আরো বলেছেন শিক্ষার কার্যক্রমে বিজ্ঞান, চারু ও কারুকলা, কর্মকেন্দ্রিক, বৃত্তি ও পেশামূলক বিষয় থাকবে। অর্থাৎ ভাববাদী শিক্ষাক্রমে উদার সাধারণ শিক্ষা ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার সকল বিভাগ থেকে বিষয় নির্বাচন করতে হবে।

বগসলভস্কির আদর্শ স্কুলের শিক্ষাক্রমে অভিনবত্ব দেখা যায়। তিনি স্কুলের শিক্ষাক্রমে চার ধরনের পরস্পর সম্পর্কযুক্ত পাঠ্য বিষয়ের কথা সুপারিশ করেছেন। এইগুলো হলো বিশ্বজগতের ক্ষেত্র, সভ্যতার ক্ষেত্র, সংস্কৃতির ক্ষেত্র ও ব্যক্তিত্বের ক্ষেত্র। বিশ্বজগতের ক্ষেত্রে প্রধানত বিজ্ঞান বিষয়সমূহ থাকবে। মানবজাতির পটভূমি জানার জন্য শিক্ষার্থীরা প্রকৃতি, শক্তি, সৌরমণ্ডলের উৎপত্তি ও জীবনের বিকাশ-বিজ্ঞানের এসব বিষয়সমূহ অধ্যয়ন করবে। মানব সভ্যতা বিভাগে সামাজিক বিজ্ঞান বিষয়সমূহ থাকবে। মানবজাতির কার্যাবলি, প্রতিষ্ঠানসমূহ যা আমাদের পরিবেশ নিয়ন্ত্রণ করে এবং আমাদের জীবনের নিরাপত্তা, আরাম আয়েশ বিধান করে এগুলো শিক্ষার্থীদের জানা দরকার যাতে তারা ভয়ভীতি ও অভাব থেকে মুক্ত থাকতে পারে। খাদ্য, পোশাক, আশ্রয়, প্রযুক্তি, যোগাযোগ, সরকার

www.nagorikpathagar.com

ইত্যাদি সভ্যতার ক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত। দর্শন, শিল্পকলা, সাহিত্য, ধর্ম পরিবেশকে জানা ও মূল্যায়ন করা ইত্যাদি সংস্কৃতির ক্ষেত্রের বিষয়। ব্যক্তিত্বের ক্ষেত্রে শারীরিক, আবেগিক ও বৌদ্ধিক উপাদান যা মানুষকে মানবিক হিসেবে গড়ার প্রধান উপাদান এবং মানুষের মধ্য বৈচিত্র্যময় ব্যক্তিত্ব গঠন করে সেসব বিষয়গুলো শিক্ষাক্রমের বিষয় হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। বগসলভস্কি বলেছেন যে, চারটি ক্ষেত্র থেকে স্কুলের শিক্ষাক্রমে বিষয়সমূহ সুষমভাবে নির্বাচন ও বিন্যাস করতে হবে।[৬৫]

ডেমিকেভিচের মতে মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষাক্রম সমৃদ্ধ, উন্নত ও সাধারণ সংস্কৃতির সম্পন্ন হবে। এরূপ শিক্ষাক্রমের মাধ্যমে তিনটি উদ্দেশ্য অর্জিত হবে।

১. শিক্ষার্থী পর্যাপ্ত সাধারণ জ্ঞান অর্জন করবে যাতে জীবন পরিস্থিতিতে সে যেসব সমস্যার সম্মুখীন হয় তার জন্য নির্ভরযোগ্য তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ করতে পারে।
২. শিক্ষার্থী মৌলিক সত্যসমূহ, নৈতিক, সামাজিক ও বিজ্ঞান বিষয়ে পর্যাপ্ত জ্ঞান আহরণ করবে যার অভাব তাকে নিজের ও অন্যদের প্রতি ভয়ঙ্কর না করে তোলে।
৩. শিক্ষার্থী যাতে সঠিক চিন্তা করার দক্ষতা অর্জন করতে পারে সেজন্য তার মনকে যৌক্তিক চিন্তা করার উপযোগী করতে হবে।

খ. আগ্রহ, প্রচেষ্টা ও শৃঙ্খলা

শিক্ষার কাজের সাথে আগ্রহ. প্রচেষ্টা, শৃঙ্খলা ও নিয়ন্ত্রণের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। ভাববাদী শিক্ষা দর্শনের শিক্ষা প্রক্রিয়ার এই উপাদানগুলোর তাৎপর্য রয়েছে। হর্ন আগ্রহকে আত্মার আনন্দদায়ক কাজ মনে করেন এবং এর তিনটি উপাদান আছে। আগ্রহের জন্য ব্যক্তি থাকবে; আগ্রহ সৃষ্টি ও ধরে রাখার জন্য কোনো বস্তু থাকবে এবং বস্তুকে আকর্ষণ করার জন্য উপাদান থাকবে। শ্রেণীর শিখন শিক্ষণ কাজে যেন শিক্ষার্থীর আগ্রহ সৃষ্টি হয় সে বিষয়ে শিক্ষককে দৃষ্টি রাখতে হবে। তবে সব শিখন শিক্ষণ কাজে আগ্রহ দ্বারা পরিচালিত হয় না। আগ্রহ ছাড়াও শিক্ষার্থীকে অনেক শিখন কাজে অংশগ্রহণ করতে হয়। শিক্ষার্থী কখনো স্বতঃস্ফূর্তভাবে শিখন কাজে অংশগ্রহণ করে। আবার কখনো সে স্বইচ্ছায় প্রবৃত্ত হয় যার জন্য সে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করে। শিখন কাজে আগ্রহ ও উদ্দীপনা শিক্ষার্থীর কর্ম প্রচেষ্টাকে এগিয়ে নিয়ে তাকে আরব্ধ কাজ সমাধা করতে উদ্বুদ্ধ করে।[৬৬]

কোনো কোনো ক্ষেত্রে দেখা যায় বাবা-মা শিক্ষক ছেলেমেয়েদের মাঝে প্রচেষ্টা ও আগ্রহ সৃষ্টি করে কিছু কিছু কাজ সম্পন্ন করতে পারেন। যে কাজে প্রথম অবস্থায় শিক্ষার্থীর আগ্রহ থাকে না দেখা যায় সে কাজে শিক্ষার্থীর মনে ধীরে ধীরে আন্তরিক আগ্রহ সৃষ্টি হয় এবং সে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে শিখনে অংশগ্রহণ করে। যেমন

www.nagorikpathagar.com

প্রথমে বাদ্যযন্ত্রের প্রতি শিক্ষার্থীর আগ্রহ থাকে না। বাবা-মা বা শিক্ষকের প্রচেষ্টায় সে বাজনা শেখে। ক্রমে সে যন্ত্রসংগীত উপভোগ করে এবং নিজের প্রচেষ্টায় ও উদ্যোগে যন্ত্রসংগীতের দক্ষতা অর্জন করে।[৬৭]

শিখন কাজের কোনো কোনো ক্ষেত্রে আগ্রহের সম্পূরক হলো প্রচেষ্টা। যেখানে আগ্রহ ব্যর্থ হয়ে যায় সেখানে প্রচেষ্টা তাকে সাহায্য করে। হর্ন বলেছেন শিক্ষার্থীকে স্কুলের পরিবেশে আগ্রহের বাইরে উদ্যোগ নিয়ে অনেক কাজ করতে হয়। এসব অনাকর্ষণীয় শিক্ষণ কার্যে শিক্ষার্থী যেন স্বতঃপ্রবৃত্ত হতে পারে সেজন্য স্কুল একটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র।

শৃঙ্খলা সম্পর্কে জেন্টাইল বলেছেন যে শৃঙ্খলার সাথে গঠনমূলক শিক্ষণ প্রক্রিয়ার কোনো সম্পর্ক নেই, সে ধরনের শৃঙ্খলার কোনো প্রয়োজন নেই। শৃঙ্খলা ব্যক্তিত্বের একটি অন্তর্নিহিত অংশ এবং এটি পরিচালনামূলক কাজ। প্রকৃত শিক্ষাদান প্রক্রিয়ার সাথে শৃঙ্খলার ধারণা জড়িত। শৃঙ্খলার দায়িত্ব প্রধানত শিক্ষকের ওপর। তাঁর শৃঙ্খলার সাথে শিখন উদ্দেশ্যের সম্পর্ক থাকতে হবে। শিক্ষকের প্রচেষ্টায় শিক্ষার্থী বাঞ্ছিত অভ্যাস গঠনে অভ্যস্ত হবে এবং স্বনিয়ন্ত্রিত হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করবে। শিক্ষার্থীকে বাহ্যিক নিয়ন্ত্রণ, শাস্তি বা পুরস্কার অপেক্ষা স্বনিয়ন্ত্রণে অভ্যস্ত করানোর জন্য শিক্ষককে অনুকূল পরিবেশে সৃষ্টি করতে হবে। ধীরে ধীরে ইতিবাচক অভ্যাস গঠন ও স্বনিয়ন্ত্রণের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থী আত্মিক নিয়ন্ত্রণের অভ্যস্ত হবে।

গ. সক্রিয়তা

ভাববাদী দৃষ্টিতে শিক্ষার্থীর সকল শিক্ষা অভিজ্ঞতার ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য রয়েছে। সকল জ্ঞান, অনুভূতি ও ইচ্ছার মূল সূত্র মানুষের মনে নিহিত। বিশ্ব পরিবেশে তার প্রতিক্রিয়ার উৎস হলো মন। এই মনের সক্রিয়তার মাধ্যমেই মানুষের বর্ধন ও বিকাশ হয়। মন নিজেই তার সক্রিয়তাকে পরিচালনা করে। অবশ্য শিক্ষার কাজে সফল হওয়ার চূড়ান্ত দায়িত্ব শিক্ষার্থীর ইচ্ছাশক্তির ওপর নির্ভর করে।

সক্রিয়তা থেকে শিক্ষার্থীর আত্মবিকাশ হয়। শিক্ষার্থীর আত্মবিকাশের সাথে দৈহিক বিকাশের সম্পর্ক আছে। সে জন্য ভাববাদের শিক্ষাক্রমে শারীরিক শিক্ষার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। শিক্ষা দ্বারা ব্যক্তির শরীর স্নায়ু ও মস্তিষ্কের বৈশিষ্ট্যসমূহ বৃদ্ধি করা যায় না তবে তার ভিতরে যে সক্রিয় সম্ভাবনা আছে সেগুলো বিকাশ করা যায়। আবার শিক্ষার্থীর বিকাশ সময় সাপেক্ষ ব্যাপার। শিক্ষার্থীর যে অন্তর্নিহিত সম্ভাবনা আছে বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করে তার বিকাশ হয়। কাজেই শিক্ষার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো সময়ের। তাই শিক্ষার্থীর বিকাশে সময়ের পরিমাপে শিক্ষাক্রম প্রণয়ন ও শিক্ষাদান কার্যসূচি বিন্যাস করতে হয়।

ভাববাদী শিক্ষার অপর ধারণা হলো ইচ্ছার স্বাধীনতা। চরিত্র গঠনের সাথে এই স্বাধীনতার সম্পর্ক আছে। মানুষের ভালো চরিত্র গঠন করতে হলে তাকে

www.nagorikpathagar.com

সংগ্রাম করতে হয় এবং ইচ্ছাশক্তিকে ইতিবাচক দিকে পরিচালিত করতে হয়। সুনিয়ন্ত্রিত ইচ্ছাশক্তি দ্বারা মানুষ অমঙ্গল পরিহার করতে পারে এবং বিশেষ সময় বিশেষ কাজ করতে পারে। তাই শিক্ষার প্রথম কাজ হবে শিক্ষার্থীর ইচ্ছাশক্তিকে সুগঠিত করা।

শিশু যখন কৈশোর কালে উপনীত হয় তখন তার ইচ্ছাশক্তির বিকাশ ও গঠন জরুরি আকার ধারণ করে। কিন্তু অপরিণত কিশোরের পক্ষে ইচ্ছাশক্তি গঠনের দায়িত্ব নেয়া সম্ভব নয়। হকিং এর মতে শিক্ষার্থীর দায়িত্ববোধের দুটি দিক আছে। একটি হলো তার নিজ দর্শন গঠন এবং আর একটি হলো এই বিশ্বজগতে তার অবস্থানের ইচ্ছা। প্রথম অবস্থায় শিক্ষার্থী বুঝতে পারে তার নিজস্ব জগৎ আছে। সে নৈতিকভাবে নিঃসঙ্গ এবং অন্যের চোখে সে তার জগতকে দেখতে চায় না। দায়িত্ব গ্রহণের দ্বিতীয় অবস্থায় শিক্ষার্থীকে বাস্তব জীবন ও বিশ্বজগতকে বুঝে নেয়ার জন্য উপযোগী অভিজ্ঞতা দিতে হবে। শিক্ষার্থীর ইচ্ছাশক্তি গঠনের জন্য দায়িত্ব নেয়ার প্রস্তুতিতে স্কুলের শিক্ষা কার্যক্রম ও তত্ত্বাবধানের ভূমিকা অপরিসীম।

৩.৭.৬ শিক্ষা পদ্ধতি

ভাববাদী দার্শনিকগণ শিক্ষার্থীর স্বশিক্ষায় বিশ্বাসী। তাঁরা মনে করেন শিক্ষার্থী সৃষ্টিশীল এবং সে নিজেই নিজের পদ্ধতি ঠিক করে নেবে।[৬৮] শিক্ষার্থী আত্মপ্রচেষ্টার দ্বারা শিখন গ্রহণ কাজে অংশগ্রহণ করবে। শিক্ষক সকল ধরনের পদ্ধতি যেমন বক্তৃতা, পরীক্ষণ, প্রজেক্ট, প্রশ্নোত্তর, আলোচনা অনুসরণ করবেন। তবে তিনি লক্ষ্য রাখবেন শিক্ষার উদ্দেশ্য অর্জনে অনুসৃত পদ্ধতি যেন সহায়ক হয়।

দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি বিশেষ করে প্রশ্ন ও আলোচনা যেখানে চিন্তা শক্তির বিকাশে প্রয়োজন সেখানে শিক্ষক তা প্রয়োগ করবেন। আলোচনার মাধ্যমে তিনি বিভিন্ন বিকল্প পরিস্থিতি তুলে ধরবেন এবং শিক্ষার্থীদের বিচার বিবেচনা আহ্বান করবেন। অর্থাৎ তিনি এমনভাবে আলোচনার সূত্রপাত করবেন যাতে শিক্ষার্থীর বিচার বিশ্লেষণ ক্ষমতার অনুশীলনী হয়। শিক্ষক কৌশলী হবেন এবং শিক্ষার্থীর স্বতঃস্ফূর্ত শিখনের সম্ভাবনাকে ভালোভাবে কাজে লাগাবেন। তিনি তাঁর দক্ষতা ও পাণ্ডিত্যকে শিক্ষার্থীর ওপর চাপিয়ে দেবেন না অথবা এমনভাবে শিক্ষণের কাজ পরিচালনা করবেন না যাতে শ্রেণীকক্ষে শিক্ষার্থীর ভূমিকা অন্তঃসারশূন্য হয়ে পড়ে।[৬৯]

শিক্ষক বক্তৃতা পদ্ধতিও ব্যবহার করবেন। কারণ আলোচনার জন্য যুক্তিযুক্তভাবে তথ্য উপস্থাপনায় বক্তৃতার ব্যবহার আবশ্যক। তবে এক্ষেত্রে বক্তৃতার সাথে ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ, প্রশ্নোত্তর ও বিচার বিবেচনার সুযোগ থাকবে।
এছাড়া একক বা দলীয়ভাবে প্রজেক্টের মাধ্যমে শিক্ষার্থীগণ গঠনমূলক কাজে অংশগ্রহণ করতে পারে। পরীক্ষা নিরীক্ষা ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সাহায্যে জড় বিজ্ঞান ও জীব বিজ্ঞানের বিষয় শিক্ষাদান করা যেতে পারে। বিদ্যালয়ের চার

www.nagorikpathagar.com

দেওয়ালের বাইরে শিক্ষা ভ্রমণ ও প্রজেক্টের ব্যবস্থা করে পুঁথিগত জ্ঞানের সীমানাকে বাস্তব সমাজের পরিসরে সম্প্রসারণ করা যায়।

এক কথায় শিক্ষার্থীর শিক্ষা গ্রহণ কাজ যেন সৃজনশীল ও গঠনমূলক হয় সেদিকে লক্ষ রেখে শিক্ষক প্রয়োজনীয় শিক্ষা পদ্ধতির প্রয়োগ করবেন।

৩.৭.৭ শিক্ষক

ভাববাদ দর্শনে শিক্ষক শিক্ষা প্রক্রিয়ায় মূল ভূমিকা পালন করেন। তিনি শিশুর বিকাশ ও শিক্ষাদানের সুযোগ সৃষ্টি করেন এবং তার জন্য উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করেন। বাটলারের বক্তব্য থেকে ভাববাদী দৃষ্টিতে শিক্ষকের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে নিচে বর্ণিত বৈশিষ্ট্যগুলো পাওয়া যায়:

১. শিক্ষক শিক্ষার্থীর জন্য বৃহৎ সত্তার প্রতীক। অপরিণত শিক্ষার্থীর জন্য শিক্ষক বিশ্ব সত্তার স্বরূপ এবং শিক্ষকের ব্যক্তিত্বের মধ্যে দিয়ে তা প্রকাশিত হয়।

২. শিক্ষকতা কর্মের পূর্বশর্ত হলো শিক্ষার্থীকে বুঝা। পাঠের বিষয়বস্তু ভালোভাবে রপ্ত না হলে যেমন পাঠদান করা যায় না তেমনি শিক্ষার্থীকে না বুঝলে শিক্ষা নিরর্থক হয়।

৩. শিক্ষক একজন উত্তম কৌশলী হবেন। পেশার সর্বপ্রকার কৌশল তাঁর আয়ত্বে থাকবে যাতে তিনি সার্থক শিক্ষক হতে পারে।

৪. তিনি এমন ব্যক্তিত্বসম্পন্ন হবেন যেন শিক্ষার্থী স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাঁর গুণে তাঁকে সম্মান করে।

৫. ভালো শিক্ষক মানেই শিক্ষার্থীর ভালো বন্ধু।

৬. শিক্ষক এমন হবেন তিনি যেন শিক্ষার্থীর মনে জ্ঞান আহরণের আগ্রহ সৃষ্টি করতে পারেন।

৭. শিক্ষক শ্রেণীকক্ষে শিক্ষার পরিবেশকে এমন আকর্ষণীয় করে বিন্যাস করবেন যা শিক্ষার্থীদের মনোযোগ কেড়ে নেবে এবং তাদেরকে শিক্ষা গ্রহণে প্রলুব্ধ করবে।

৮. বিষয়বস্তুর ওপর শিক্ষকের পূর্ণ দখল থাকবে। এতে শিক্ষাদান কাজ সহজ ও ফলপ্রসূ হবে।

৯. শিক্ষাদানের সাথে সাথে শিক্ষক ধারাবাহিকভাবে শিক্ষাগ্রহণ করবেন।

১০. শিক্ষক শ্রেণীকক্ষে গণতান্ত্রিক পরিবেশ সৃষ্টি করবেন যাতে শিক্ষার্থীরা শিক্ষা অভিজ্ঞতার মাধ্যমে গণতন্ত্রের চর্চা করার সুযোগ পায় এবং গণতন্ত্রের প্রতি অনুরাগী হয়।

১১. শিক্ষক শ্রেণীকক্ষের পরিবেশ অনুকূল রাখার জন্য সচেষ্ট থাকবেন। তিনি শিক্ষার্থীদের মাঝে অনুপ্রেরণা ও উৎসাহ সৃষ্টি করবেন যাতে তাদের শিক্ষা গ্রহণ অভিজ্ঞতা আনন্দদায়ক ও সার্থক হয়। তিনি নিজ গুণে শিক্ষার্থীদের ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা আদায় করবেন।[৭০]

www.nagorikpathagar.com

৩.৮ মূল্যায়ন

শিক্ষায় ভাববাদের গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। এই দর্শনের শিক্ষার উদ্দেশ্যগুলো যুগ যুগ ধরে মানব জাতির শিক্ষা চিন্তা ও কার্যকে প্রভাবান্বিত করছে। এক কথায় বলা যায় ভাববাদ একটি দর্শন মতবাদ যার সুদূরপ্রসারী প্রভাব শিক্ষায় দেখা যায়।[৭১] প্লেটোর যুগ থেকে শুরু করে বর্তমান সময় পর্যন্ত অনেক দেশের ও সমাজের শিক্ষা ব্যবস্থায় ভাববাদী শিক্ষা চিন্তা গ্রহণ করা হয়েছে।

এই দর্শনে ব্যক্তি সত্তাই মুখ্য ও মৌল। মানুষের ব্যক্তি সত্তা ও তার অস্তিত্বকে এই দর্শনে প্রত্যক্ষ ও প্রধান করেছে যা একমাত্র অস্তিত্ববাদ দর্শনে পাওয়া যায়।[৭২] জ্ঞান আহরণ ও বিন্যাসেও এই দর্শন অনুসারে ব্যক্তি সত্তা মূল ভূমিকা পালন করে। বহির্জগতে জ্ঞানের বাস্তবতা আছে তবে যে পর্যন্ত ব্যক্তি তা আত্মস্থ না করে সে পর্যন্ত তা জ্ঞানের পর্যায়ে পৌঁছে না।

জীবন ও শিক্ষায় ব্যক্তি সত্তা ও মানবিক গুণাবলির প্রাধান্য দিয়ে ভাববাদ দর্শন বড় অবদান রেখেছে। মূল্যবোধ ও নৈতিকতার ক্ষেত্রে ভাববাদের মোটামুটি সর্বজনীন আবেদন রয়েছে। আধুনিক কালের বিজ্ঞানের দ্রুত অগ্রগতি ও কারিগরি বিজ্ঞান মানব জীবনের অনেক উপকার সাধন করেছে। অবশ্য এর মধ্যে মানব সভ্যতা ধ্বংসের ও মানুষকে যান্ত্রিক করার তাৎপর্য রয়েছে। তবে ভাববাদ দর্শন মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব ও ব্যক্তি সত্তার প্রাধান্যের স্বীকৃতি দিয়ে বিজ্ঞানের সঙ্গে সহাবস্থান করতে পারে।

সার্বিকভাবে বলা যায় ভাববাদ একটি সামগ্রিক মতবাদ যেখানে তত্ত্ব, জ্ঞানতত্ত্ব, মূল্যবোধ, শিক্ষা, ধর্ম যথার্থ স্থান পেয়েছে।

অপরদিকে অনেকে মনে করেন ভাববাদ একটি কাল্পনিক দর্শন। এতে ব্যক্তি সত্তা ও আধ্যাত্মিক সত্তার প্রতি অত্যাধিক প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। শিক্ষায় শিক্ষার্থীর ওপর অতিমাত্রায় নির্ভরশীলতার জন্য অনেকে ভাববাদী শিক্ষা দর্শনকে বিজ্ঞানের পরিপন্থী মনে করেন।[৭৩]

তথ্যপঞ্জি

১. Harold H. Titas, Living Issues in Philosophy, p. 226
২. William E. Hocking, Types of Philosophy (Revesed Edition), New York, Charles Scribner's Sons, 1939, p. 248
৩. টাইটাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৭
৪. রমাপ্রসাদ দাস, প্রাগুক্ত, পৃ ২০৭
৫. সংহিতা এবং ব্রাহ্মণের তথা বেদের অন্তে রচিত বলে উপনিষদসমূহকে বেদান্ত বলা হয়। বেদান্ত দর্শনকে 'উত্তর মীমাংসা' বা 'জ্ঞান মীমাংসা' বলা হয়। দৃশ্য জগৎ এবং জীবনের পশ্চাতে বিপুল এবং জটিল কর্মকাণ্ডের অন্তরালে যে অদৃশ্য সত্য এবং অত্যন্ত গোপন তত্ত্ব অলক্ষ্যে কাজ করে উপনিষদসমূহে সেই সমস্ত পরাবিদ্যাগত জটিল প্রশ্নের মীমাংসা অন্বেষণ করা হয়েছে। বেদান্ত দর্শনে ভারতীয়

www.nagorikpathagar.com

দর্শন চিন্তা নানা বিশ্বতত্ত্বের বৈচিত্র্যে, জ্ঞানতত্ত্বের সূক্ষ্ম বিচার বিশ্লেষণে, মৌলিক ভাবধারার নতুন সমন্বয় এবং বিন্যাসে এক চূড়ান্ত পরিণতি লাভ করেছে।

৬. রমেন্দ্রনাথ ঘোষ, ভারতীয় দর্শন, ঢাকা বাংলা একাডেমী, ১৯৮৩, পৃ. ১৭৪

৭. দেবব্রত সেন, ভারতীয় দর্শন, কলিকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৮৫, পৃ. ২৬৫-২৬৬

৮. নব্য ভাববাদ সমসাময়িক কালের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভাববাদী মতবাদ। ইতালির দার্শনিক বেনডেটো ক্রোচে এবং জিওভানী জেন্টাইল এই মতবাদের প্রধান প্রবক্তা। এঁদের মতবাদকে কেউ কেউ হেগেলিয় বাম বলে আখ্যায়িত করেন। হেগেলের দর্শনের গতিশীল দিকের ব্যাখ্যা করে এঁরা পরম সত্তাকে গতিশীল আধ্যাত্মিক শক্তি বলে মনে করেন যার প্রধান সারসত্তা হচ্ছে সক্রিয়তা, পরিবর্তন ও বিকাশ। হেগেলের তত্ত্ব গ্রহণ করলেও এঁরা তাঁর সমালোচনা করে তাঁদের নিজস্ব চিন্তা ও অভিজ্ঞতার সাহায্য নব্য ভাববাদী দর্শনের ব্যাখ্যা করেন এবং হেগেলিয় দর্শনকে নতুন পথে চালিত করেন। এখানে বলা প্রাসঙ্গিক যে ইটালিয়রা দীর্ঘদিন ধরে যে সকল সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করে আসছিল এই দর্শনে সে সব সমস্যার সমাধান অনুসন্ধান করা হয় হেগেলিয় পদ্ধতিতে। এজন্য ক্রোচে ও জেন্টাইলের দর্শনকে ইতালির জাতীয় দর্শন বলা হয়। দ্রষ্টব্য N. G. Damle, "Italian and American Idealism," in History of Philosophy Eastern and Western. Vol. II. (3rd Impression), London, George Allen and Unwin, 1953, pp. 317-336

৯. উনিশ শতকের মধ্যভাগে আমেরিকার চিন্তাবিদদের মাঝে জার্মান ভাববাদী দর্শন গভীর প্রভাব বিস্তার করে। এর ফলশ্রুতিতে কতকগুলো দার্শনিক স্কুল যেমন, The Philosophical Society of St. Louis, The Kant Club, The Concord Summer Club প্রতিষ্ঠিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনের অধ্যাপক ও আরো অন্যান্য চিন্তাবিদগণ এসব স্কুলে ভাববাদ দর্শনের চর্চা করেন। এসব ভাববাদী ধারার মধ্যে জোসিয়া রয়েসের পরম ভাববাদ ও জর্জ হোমস হাউইসনের পুরুষবাদী ভাববাদ উল্লেখযোগ্য প্রভাবশালী দর্শন মতবাদ। প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৫-৩২৬

১০. ড. গোবিন্দ্রচন্দ্র দেব তাঁর সমন্বিত ভাববাদী দর্শনে বলেছেন বিরোধী দৃষ্টিগুলোর সার্থক সমন্বয় সাধনই দর্শন অতীতে করেছে, আর আগামী দিনেও এটা হবে মানুষের জীবনের সমস্যা সমাধানের বড় দান। এই প্রসঙ্গে দেব আরো বলেছেন এ বিরোধ সমন্বয়ের চেষ্টার অপরিহার্য ফল, আমাদের জীবন দর্শনে মধ্যপথের সার্থকতার স্বীকৃতি; এর ভিতরেই রয়েছে মানুষের উন্নতির অব্যর্থ হাতিয়ারের সংকেত ও সন্ধান। মানুষের ইতিহাসের অফুরন্ত ওঠা নামার ভিতর এই সত্যই লুক্কায়িত, এটাই তার ইতিহাস দর্শনের বড় শিক্ষা।

১১. George Thomas White Patrick, Introduction to Philosophy, pp. 212-213

১২. টাইটাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৮

১৩. রমাপ্রসাদ দাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৮

১৪. গোবিন্দচন্দ্র দেব, তত্ত্ববিদ্যা-সার প্রাগুক্ত, পৃ. ১১২-১১৩

www.nagorikpathagar.com

১৫. G. C. Chatterjee, "Empiricism", History of Philosophy Eastern and Western, Vol. II, pp. 230-232
আইরিশ দার্শনিক বার্কলি তাঁর আত্মগত ভাববাদ বিকাশে জন লকের মনস্তাত্ত্বিক ধারণা, 'আমাদের সব জ্ঞানের বিষয় ভাব বা ভাবনা,' এর দ্বারা কিছুটা প্রভাবিত হন। অবশ্য বার্কলি লকের প্রদত্ত বস্তুর গুণের বর্ণ, গন্ধ, শব্দ, স্বাদ এসব ধারণার উর্ধ্বে গিয়ে বলেন মনের বাইরে বস্তুর প্রত্যক্ষ প্রাথমিক গুণগুলোর কোনো অস্তিত্ব নেই। বস্তুর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সব গুণ ধারণা বৈ আর কিছু নয়। বার্কলি মন ও ভাব বা ধারণার বিষয়ে একটি সামগ্রিক চিত্র দিয়ে বলেছেন: To be is to be perceived (ideas) or to be a perceived (mind). All that is real is a conscious mind or some perception or idea held by such a mind. How, he asks could we speak of anything that was other than an idea of a mind? টাইটাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৯

১৬. রামাপ্রসাদ দাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২২-২২৯
কান্ট তাঁর দর্শন মতবাদকে আকরক ভাববাদ, অতিবর্তী ভাববাদ ও সবিচার ভাববাদরূপে বর্ণনা করেছেন।

১৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৯-২৩৫

১৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৩-২৩৪
হেগেলের বিষয়গত ভাববাদ ছাড়া সমসাময়িক কালে বেশ কয়েকটি বিষয়গত ভাববাদী দর্শনের বিকাশ হয়। এই মতবাদী দর্শনের প্রভাবশালী দার্শনিকদের মধ্যে আমেরিকার জোসিয়া রয়েস, মেরি হুইটন কেল্‌কিনস, জে. ই ক্রেইটন এবং ইংল্যান্ডের টি. এইচ. গ্রীন, এডওয়ার্ড, কেয়ার্ড এবং এফ, এইচ ব্রাডলি প্রমুখের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে।

১৯. প্যাট্রিক, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯১-২২০
আর্থার শোপেনহাওয়ারের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ The World as Will and Idea-তে (3 Vols., Trans. R. B. Haldane and J. Kemp, London, Routledge and Kegan Paul, Ltd., 1896) তিনি তাঁর ঐচ্ছিক ভাববাদের পূর্ণ ব্যাখ্যা করেন। এই গ্রন্থের প্রথম বাক্যে তাঁর The world is my idea মতবাদের সারবত্তা নিহিত।

২০. টাইটাস, প্রাগুক্ত, ২৩২-২৩৩

২১. প্যাট্রিক, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৩

২২. মুহম্মদ আবদুল বারী, দর্শনের কথা, চতুর্থ সংস্করণ, ঢাকা হাসান বুক হাউস, ১৯৮৮, পৃ. ১৮৮-১৮৯

২৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯০

২৪. J. Donald Butler, Four Philosophies, p. 148

২৫. Charles M. Bakewell. "Continuity of the Idealist Tradition," in Clifford Barrett, Comtemparary Idealism in America, New York, The Macmillan Company, 1931, p. 36

২৬. টাইটাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৪
বিশ্বজগতের প্রকৃতি ও তার বিন্যাস সম্পর্কে টাইটাস বলেছেন: Consider the long period through which the earth was prepared for the growth

www.nagorikpathagar.com

of life, the fairly continuous improvement in organic structure, and the increasing control exercised by the mind over the body and the environment.....They are governed by the same laws of logic and intelligibility. The fact that man is progressively unfolding and interpreting the structure of nature is an indication that there is an intelligible structure on a mind in nature."

২৭. Bernard Bosanquet, "Life and Philosophy, " in J. H. Muirhead (Ed.), Contemporary British Philosophy, Series Two, New York, The Macmillan Company, (n.d), p. 61

২৮. William M. Urban, "The Philosophy of Spirit : Idealism and the Philosophy of Value," in Clifford Barrett, op. cit., pp. 105-106

২৯. G. Watts Cunningham, "A Search for System," in George P. Adams and William P. Montague, op. cit., Vol. p. 272

৩০. Jhon Elof Boodin, "Nature and Reason," প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৭

৩১. J. A Leighton, "The Principles of Individuality and Value." প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৭

৩২. Mary Whiton Calklins, "The Philosophical Credo of an Absolutistic Presonalist.," প্রাগুক্ত, পৃ. ২০০-২১২

৩৩. বাটলার, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৪-১৫৫

৩৪. লীটন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৭

৩৫. কেল্‌কিনস, প্রাগুক্ত। একত্ব বহুত্বের ধারণার সমন্বয় করার জন্য তিনি এডওআর্ড স্যানফোর্ড মার্টিনের এই কবিতাটি উল্লেখ করেন :"Mixes" in A little Brother of the Rich and otherVerses, New York, Charles Scribner's Sons, 1899, p. 49

৩৬. লীটন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৬

৩৭. W.E. Hocking, The Meaning of God in Human Experience, New Haven, Yale University Press, 1928, p. 177

৩৮. A.M Fairbairn, The Philosophy of the Christian Religion, New York, The Macmillan Company, 1902, pp. 141-146

৩৯. আবদুল বারী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭৭

৪০. বাটলার, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬২

৪১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৪

৪২. শ্রী তারকচন্দ্র রায়, পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড (দ্বিতীয় সংস্করণ), কলিকাতা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬২, পৃ. ২৮৯-২৯৩

৪৩. গোবিন্দ্রচন্দ্র দেব, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৬-১১৭

৪৪. J.E Creighton, " The Social Nature of Thinking," in D. S. Robinson's An Anthology of Recent Philosophy, New York, Thomas Y. Crowell Company, 1929, p. 146

৪৫. বাটলার, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৫

www.nagorikpathagar.com

৪৬. Immanuel Kant, Fundamental Principles of the Metaphysics of Ethics (Trans. Otto Manthey-Zorn York, Appleton-Century Crofts, 1938, p. 47
ভাববাদী নৈতিকতার ধারণা কান্ট ও সর্লের এই দুটি গ্রন্থ বিশেষভাবে দেখা যায় : Critique of Pure Reason by Kant (1781) এবং Moral Values and the Idea of God by Willam R. Sorley (New York, The Macmollan Company, 1918)

৪৭. Arthur Schopenhauer, The World as Will and Idea (Fourth Edition), Trans, R.B. Haldane and J. Kemp, London, Routledge and Kegan Paul, 1896, Vol. I, p. 345

৪৮. হকিং, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১১

৪৯. বাটলার, পৃ. ১৮৪-১৮৬

৫০. Ostap E. Oryshkewytch, Education : The Philosophy of Education, New York, Philosophical Library, 1966, pp. 90-91
মানুষের নৈতিকতা বিকাশে রাষ্ট্রের ভূমিকা সম্পর্কে অরিকেভিচের বক্তব্য লক্ষণীয়। তিনি বলেছেন : Idealists look at the state as a joining of the rational desires of many people who try by collaboration to realize the greatest ethical good for all. Idealists say that only economic and intellectual good, for, as the character of the individual improves, the state progresses on in way towards perfection. At the same time, it is the duty of the state to arouse by wise efforts all the powers of the citizens to harmonious cooperation."

৫১. Dr. Sitaramu, Philosophies of Education, পৃ. ৪৬-৪৭

৫২. বাটলার, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯১

৫৩. প্রাগুক্ত

৫৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯২

৫৫. Herman Harrell Horne, The Philosophy of Education (Revised Edition), New York, The Macmillan Company, 1930, p. 64

৫৬. হর্ন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪২-১৪৩

৫৭. B. B. Bogoslovsky, The Ideal School, New York, the Macmillan Company, 1936, p. 362

৫৮. সুনন্দা ঘোষ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৫

৫৯. হর্ন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৮

৬০. বগস্‌লভস্কি, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩১

৬১. অরিকেভিচ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯০

৬২. William E. Hocking, Human Nature and Its Remaking, New Haven, Yale University Press, 1918, p. 278

৬৩. Herman Harrel Horne, The Psychological Principles of Education, New York, The Macmillan Company, 1908, p. 37

www.nagorikpathagar.com

৬৪. Horne, The Philosophy Education, pp. 259-261
৬৫. Michael Demiashkeviich, An Introduction to Philosophy of Education, New York, American Book Company, 1935, pp. 279-280
৬৬. সুনন্দা ঘোষ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৩-১০৪
৬৭. বগস্‌লভস্কি, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০০
৬৮. সুনন্দা ঘোষ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯২-৯৭
৬৯. হর্ন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২২-১২৩
৭০. বাটলার, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০২-২০৪
৭১. সীতারামু, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪
৭২. বাটলার, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৭
৭৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৪

www.nagorikpathagar.com

চতুর্থ অধ্যায়

বাস্তববাদ

৪.১ ভূমিকা

মানুষের সহজ বুদ্ধির বাহ্য সত্তার বিশ্বাস থেকেই বাস্তববাদের সূচনা। সাধারণ মানুষ সহজ বুদ্ধিসম্পন্ন। তারা ধারণা করে যে মনের বাইরে এক বিশ্বজগৎ রয়েছে। আমরা সে জগতে বাস করি। আমাদের জীবনের যত বেচাকেনা, সুখ-দুঃখ, মিলন-বিরহ, বাদ-বিসম্বাদ, আমাদের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত যত সব ভাব বিনিময়, তা আমাদের মনের বাইরের এই বিশ্বজগতেই। এই সহজ অভিজ্ঞতা আমাদের জানিয়ে দেয় যে আমাদের মনের বাইরে বিরাট বিশ্বজগৎ, ঘরবাড়ি, জন্তু জানোয়ার, হরেক রকম জিনিস আছে। শুধু তাই নয়, আমরা এটাও বিশ্বাস করি যে আমরা যে বস্তুকে যেভাবে জানি, তার স্বভাবও ঠিক সে রকমই। আমাদের সহজাত বুদ্ধির রায় অনুসারে বস্তুর বাহ্য সত্তার এই যে আমাদের বিশ্বাস, যার ভিত্তিতে আমাদের জীবনযাত্রা তারই নাম সহজ বাস্তববাদ।[১] সমকালীন ব্রিটিশ বাস্তববাদী দার্শনিক ম্যাকমারের মতে সাধারণ মানুষের এই সহজ বুদ্ধির ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অভিজ্ঞতাই বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গি। মনুষ্য জীবনের বাস্তব কার্যে এইরূপ বাস্তববাদী তত্ত্বের প্রতিফলন দেখা যায়।[২] দর্শনের গুরুগম্ভীর অর্থে বাস্তববাদ একটি জটিল ও ব্যাপক তত্ত্ব। এই তত্ত্বে আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুসমূহকে তাদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যেই বাস্তব বলে ধরা হয়। জ্ঞাতা বা মনের সাথে সম্পর্ক না হয়েও বাস্তব অস্তিত্ব থাকতে পারে। বস্তু যেভাবে আছে সেভাবে চিন্তা বা ক্রিয়া করার অর্থই বাস্তববাদ। বস্তু বা সত্তার সাথে আবিষ্ট অবস্থাই বাস্তববাদ। আত্মগত ও তত্ত্বগত অবস্থার চেয়ে বাস্তববাদ বিষয়গত ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির ওপর গুরুত্ব দেয়। বাস্তববাদীদের মতে বিশ্বজগৎ অপ্রতিরোধ্য এবং এর সঙ্গে সংগ্রাম না করে সামঞ্জস্য বিধান করে চলাই আমাদের কাজ। বিশ্বজগতকে নিজের বিশ্বাস ও

www.nagorikpathagar.com

অভিজ্ঞতা দ্বারা ব্যাখ্যা না করে এঁরা তার সাথে মিলিয়ে চলতে চান।[৩] তবে অনেক বাস্তববাদী মানসিক সত্তার অস্তিত্বকে জড়ের অভিব্যক্তি বলে মনে করেন।[৪]

বাস্তববাদী দার্শনিক হোয়াইটহেড বলেছেন যেসব বস্তু আমরা অভিজ্ঞতায় দেখি সেগুলোকে সুনির্দিষ্টভাবে আমাদের জ্ঞানের অভিজ্ঞতা থেকে আলাদা করে দেখতে হবে। বাস্তববাদের মন নিরপেক্ষ অবস্থান সমর্থন করে তিনি আরো বলেন যে, বাস্তববাদ বিজ্ঞানের চাহিদা ও মানব জীবনের মূর্ত অভিজ্ঞতার সাথে সম্পর্কযুক্ত।[৫] এই প্রসঙ্গে তিনি কতিপয় বক্তব্য রেখেছেন যেমন; (১) আমরা রূপ, রস, গন্ধ ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতে বাস করি। (২) বিশ্বের বিবর্তনের ইতিহাস পর্যালোচনা থেকে দেখা যে অতীতে এই বিশ্বের জাগতিক পরিবেশে অনেক পরিবর্তন হয়েছে। তখন পৃথিবীতে কোনো প্রাণীর অস্তিত্ব ছিল না। (৩) কোনো ক্রিয়া বা কর্ম মানুষের সত্তাকে অতিক্রম করে তার পরিচিত পরিবেশে সে নিজের অর্থ খুঁজে পায়। জাগতিক বস্তুই আমাদের মাঝে সচেতনতা সৃষ্টি করে।[৬]

লেয়ার্ডের মতে বাস্তববাদ এক ধরনের প্রবণতা ও দৃষ্টিভঙ্গি যার প্রধান অনুপ্রকল্প হলো বস্তু যেভাবে আছে সেভাবে তাকে জানা যায়। এই প্রবণতাকে তিনি নমনীয়ভাবে দেখেছেন। এই ক্ষেত্রে অন্যান্য বাস্তববাদীদের সাথে তাঁর পার্থক্য দেখা যায়।[৭] যে বস্তু চিন্তায় স্বকীয় তার অস্তিত্বেরও স্বকীয়তা আছে—এই অর্থে হিউম বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাখ্যা করেছেন।[৮]

বাস্তববাদীরা আরো বলেন জ্ঞানীয় বস্তু থেকে মনের আলাদা বৈশিষ্ট্য আছে তবে জ্ঞানীয় বস্তুর ওপর মনের কোনো প্রাধান্য নেই। জি.ই. মুরের মতে যদি কোনো অস্তিত্ব থেকে থাকে তাহলে আত্মা ও বস্তু উভয়েরই অস্তিত্ব আছে। তা না হলে সব কিছু অজ্ঞেয়বাদে পরিণত হবে।[৯]

বস্তুর অস্তিত্বের অপর বৈশিষ্ট্য হলো সহাবস্থান বা 'টুগেদারনেস' বা 'কমপ্রেজেন্স'। তবে এই সহাবস্থানে কেউ কারো ওপর নির্ভরশীল নয়। যেমন দেশকাল; এই দু'টি এক সঙ্গে পাশাপাশি চলছে তবে কেউ কারোর ওপর নির্ভরশীল নয়।[১০] এর অর্থ একটি অস্তিত্ব অপরটির সাথে দেখা যায় কিন্তু উভয়ের অস্তিত্ব আলাদা স্বকীয়। প্রায় সকল বাস্তববাদীই বলেন 'বীইং' জ্ঞাত হওয়ার চেয়ে ভিন্ন ও স্বাধীন কিন্তু সি. ডি. ব্রড মন নির্ভরশীল অস্তিত্ব ও গুণগত বিষয়ের মধ্যে পার্থক্য করেছেন। তিনি বলেন যেকোনো কিছু মনের বিষয় হতে পারে তবে তা মন নির্ভর নাও হতে পারে। জ্ঞানীয় বস্তুর অস্তিত্ব মন নিরপেক্ষ কিন্তু গুণগতভাবে তা মনের ওপর নির্ভরশীল হতে পারে।[১১]

ভাববাদী দৃষ্টিতে বাস্তববাদ বলতে কি বুঝায় তার একটি চিত্র হকিং থেকে পাওয়া যায়। বাস্তববাদ এমন একটি তত্ত্ব যেখানে বস্তু তার কথা বলতে পারে এবং তা সমর্থন করতে পারে। ভাববাদ মনের মধ্য দিয়ে বিশ্বপ্রকৃতিকে দেখে; কিন্তু বাস্তববাদের কাজ বিপরীতমুখী। এই মতবাদ বিশ্বজগতকে নির্ব্যক্তিক করে দেখতে

www.nagorikpathagar.com

চায় এবং বস্তুকে বুঝার জন্য বিষয়মুখী ও বিজ্ঞানমুখী করতে চায় যা ভাববাদের একান্ত বিপরীত।[১২]

বাস্তববাদ দর্শন প্রাচীন কাল থেকে শুরু করে বর্তমান কাল পর্যন্ত বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন দার্শনিকদের চর্চায় ব্যাপক আকার ধারণ করেছে এবং এতে নানা প্রকারের বৈচিত্র্যপূর্ণ ধারার সৃষ্টি হয়েছে। আধুনিক বাস্তববাদের প্রধান ধারাগুলো হলো জড়বাদী বাস্তববাদী ধারা যেমন—যান্ত্রিক বস্তুবাদ এক প্রকারের বাস্তববাদ; ভাববাদী ধারা, উদাহরণস্বরূপ পুরুষবাদী বাস্তববাদকে বিষয়গত ভাববাদ থেকে পৃথক করা দুরূহ; অনেক বাস্তববাদী আছেন যারা মনে করেন সত্তা জড় বা মন কোনোটিই নয়, এটি নিরপেক্ষ সত্তা; আবার কোনো কোনো বাস্তববাদী মনে করেন সত্তায় বহুতা আছে, তার অনেক প্রকৃত পদার্থ আছে। এর মধ্যে মন ও বস্তু দুটি।[১৩]

বাস্তববাদের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা রয়েছে এবং বস্তুর ব্যাখ্যায়ও তাদের মধ্যে ভিন্নতা আছে। তবে একটি বিষয়ে সকল প্রকার বাস্তববাদ একমত যে তারা জ্ঞান তত্ত্বের দিক দিয়ে ভাববাদের বিপরীত মতবাদ।[১৪] ভাববাদ মনে করে যে, জ্ঞেয় বস্তুর সত্তার অস্তিত্ব মন নির্ভরশীল এবং এ মন ব্যক্তি মন হোক বা পরম অনুভব হোক। বাস্তববাদের প্রধান কথা এই যে জ্ঞেয় বস্তুর অস্তিত্ব জ্ঞান নিরপেক্ষ বা মন নিরপেক্ষ। জ্ঞাতা কোনো জ্ঞেয় বস্তুকে না দেখলে যে জ্ঞেয় বস্তুর অস্তিত্ব থাকে না, এ কথার কোনো যুক্তি নেই। জ্ঞাতা ছাড়াই জ্ঞেয় বস্তুর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে। কাজেই বাস্তববাদ ভাববাদের প্রতিবাদী দর্শনরূপে আত্মপ্রকাশ করেছে।[১৫]

বাস্তববাদ মতানুসারীগণ তাঁদের মতবাদকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে প্রধানত দুটি যুক্তি অবতারণা করেন। একটি হলো, জ্ঞান যখন জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় বস্তুর সম্পর্কের ওপর নির্ভর করে, তখন জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় বস্তু নামে দুটি পৃথক সত্তার অস্তিত্ব আছে বলেই আমরা স্বীকার করি। জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় বস্তু নামে দুটি পৃথক সত্তার অস্তিত্ব আছে বলেই এদের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনের প্রশ্ন উঠে। বস্তু ছাড়া যদি জ্ঞাতা অসম্পূর্ণ হয় এবং বস্তু ছাড়া যদি জ্ঞান সম্ভব না হয়, তাহলে স্বাভাবিকভাবেই জ্ঞান নিরপেক্ষ বা মন নিরপেক্ষ জ্ঞেয় বস্তুর স্বতন্ত্র অস্তিত্বকে স্বীকার করে নিতে হয়। তাই জ্ঞেয় বস্তু জ্ঞান বা মনের দ্বারা সৃষ্ট নয়, বরং জ্ঞেয় বস্তুর জ্ঞান নিরপেক্ষ বা মন নিরপেক্ষ স্বতন্ত্র সত্তা রয়েছে, যার অভাবে যথার্থ জ্ঞান সম্ভব নয়। এ দিক থেকে বলতে হয়, জ্ঞানই জ্ঞেয় বস্তুর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, জ্ঞেয় বস্তু জ্ঞানের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বা নির্ধারিত হয় না। বাস্তববাদীদের অপর যুক্তি এই যে, জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় বস্তুর সাথে যে সম্পর্ক তা বাহ্যিক সম্পর্ক, অভ্যন্তরীণ নয়। অভ্যন্তরীণ সম্পর্কের দিক থেকে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় বস্তুর মধ্যে সম্পর্ক হচ্ছে নির্ভরশীল সম্পর্ক। বাহ্যিক সম্পর্কের দিক থেকে বিচার করলে বলা যায়, জ্ঞেয় বস্তু জ্ঞাতার কাছে অজ্ঞাত হলেও এর একটা স্বতন্ত্র সত্তা বা অস্তিত্ব আছে। এই আলোচনা থেকে বলা যায় বাস্তববাদ দর্শনের মূল বক্তব্য হলো বস্তু একটি জ্ঞানাতিরিক্ত সত্তা অর্থাৎ জ্ঞান

www.nagorikpathagar.com

নিরপেক্ষ বা মন নিরপেক্ষ সত্তা, জ্ঞান নির্ভর বাহ্য সত্তা নয়। এই দৃশ্যত জগতের মাঝেই মূল সত্তা নিহিত এবং এই সত্তা মানুষের সকল অভিজ্ঞতার উর্ধ্বে, মানব অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভরশীল নয়।

৪.২ বাস্তববাদের বিকাশ

বাস্তববাদের উৎস হিসেবে ধরতে গেলে গ্রিসের এরিস্টটলই আধুনিক ধারণায় বাস্তববাদী দার্শনিক। তিনি বস্তুকে তার খুঁটিনাটি বিষয়ে পর্যবেক্ষণ করতেন। তিনি মনে করতেন মূর্ত বস্তুতেই বা বস্তুর বিকাশ প্রক্রিয়ায় বাস্তবতা নিহিত রয়েছে। এই বিশ্বজগৎ চেতনার বা ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতার জগৎ। এখানে আকার ও বস্তুকে আলাদা করা যায় না। এরিস্টটলের বাস্তববাদী ধারণা মধ্য যুগ পর্যন্ত প্রচলিত থাকে এবং ঐকালের ধর্মীয় দর্শনগুলোতে এরিস্টটলের তত্ত্ববিদ্যা ও খ্রিষ্ট ধর্মের তত্ত্বের সমন্বয় দেখা যায়।[১৬]

ইউরোপে ডেকার্তে থেকে শুরু করে কান্ট পর্যন্ত পুরো সতেরো ও আঠারো শতকে ভাববাদী দর্শনের প্রাধান্য ছিল। অবশ্য এই সময়ে লকের দর্শন মতবাদকে প্রতিরূপী বাস্তববাদ বলা যায়। তাঁর তত্ত্বের মূলকথা হলো বহির্বিশ্বের প্রাথমিক গুণগুলো আমাদের ভাবে বা ধারণায় প্রতিফলিত হয়।[১৭] আঠারো শতকের শেষভাগে স্কটল্যান্ডের এবারডিন বিশ্ববিদ্যালয়ে এক প্রকার বাস্তববাদের বিকাশ হয়।[১৮] এর প্রধান প্রবক্তা ছিলেন টমাস রীড। উনিশ শতকের শেষভাগ থেকে অবশ্য বাস্তববাদের স্তিমিত অবস্থা চলতে থাকে এবং আমেরিকা ও ইউরোপে ভাববাদের প্রাধান্য দেখা যায়। বিশ শতকের সূচনায় চিন্তাজগতে বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন দেখা যায়। জ্ঞান আহরণ ও জ্ঞান সৃষ্টির ক্ষেত্রে মানুষের ভূমিকা এই সময়ে বলিষ্ঠভাবে স্বীকৃতি পেতে শুরু করে। দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদ বিকাশের ফলে মানুষ মনের চেয়ে বিশ্বজগতকে ব্যাখ্যার দিকে মনোনিবেশ করে।[১৯]

বিশ শতকের প্রথম দশকে উইলিয়াম জেমস ভাববাদী দর্শনের অদ্বৈতবাদ ও বুদ্ধিবাদের তীব্র সমালোচনা করেন। ইংল্যান্ডে মুর ভাববাদ খণ্ডনের প্রক্রিয়া শুরু করেন। অবশেষে আমেরিকার ছয় জন দর্শনের শিক্ষক নব্য বাস্তববাদ নামে একটি নতুন দৃষ্টিভঙ্গি সম্পন্ন বাস্তববাদের রূপ দেন।[২০] নব্য বাস্তববাদীগণ আত্মিকতা, অদ্বৈতবাদ, পরমব্রহ্মবাদ এবং সকল প্রকার মরমীবাদী দর্শন পরিত্যাগ করেন এবং তাদের মতবাদ ব্যক্ত করে বলেন জ্ঞানীয় মনই বস্তু সৃষ্টি করে বা পরিবর্তন করে। এঁরা দর্শনকে শুধু জ্ঞানতত্ত্ব আলোচনা থেকে সরিয়ে এনে সহজ বাস্তববাদের দিকে ঝুঁকে পড়েন এবং বলেন যে ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষণ দ্বারাই মূর্ত ও বিষয়গত বিশ্বজগতকে জানা যায়। এঁদের মতে বিশ্বজগৎ বহুতাপূর্ণ, তার সম্পর্ক বাহ্যিক ও বিষয়গত এবং তার ব্যাখ্যা দ্বারা বিশ্বজগতের আসল গুণগুলো ধ্বংস করা যায় না। পুনরায় বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে সাত জন দার্শনিক যৌথভাবে 'সবিচার বস্তুবাদ বিষয়ক

www.nagorikpathagar.com

প্রবন্ধ সংগ্রহ' নামে যে সংকলন প্রকাশ করেন তাতে প্রকাশিত মতবাদই সবিচার বাস্তববাদ নামে পরিচিত।[২১] এঁরা জ্ঞানতাত্ত্বিক দ্বৈতবাদের সমর্থক; এঁদের মতে প্রত্যক্ষ জ্ঞান হতে হলে জ্ঞাতা ভিন্ন আরো দুটি বিষয়: ইন্দ্রিয়োপাত্ত ও বস্তু থাকা দরকার। জার্মান ভাষাভাষী দেশসমূহেও নব্য বাস্তববাদ দর্শন চর্চা দেখা যায়। ব্রেন্টানো, মেইনঙ, হুর্সেল ও ইস্টম্যান জার্মানিতে নব্য বাস্তববাদ তত্ত্ব বিকাশের পথিকৃৎ।

ব্রিটেনেও নব্য বাস্তববাদ দর্শনের বিকাশ হয়েছে। এই নব্য বাস্তববাদের ইতিহাস প্রধানত বিশ্লেষণধর্মী ইতিহাস। এই দর্শনের প্রবক্তাগণ বিশ্লেষণবাদীরূপে চিহ্নিত হয়েছেন এবং বিশ্লেষণ পদ্ধতিকে তারা দার্শনিক পদ্ধতি হিসেবে গ্রহণ করেছেন। এই মতবাদ উত্থানের সাথে যে কয়জন ব্রিটিশ দার্শনিকের নাম জড়িত তাদের মধ্যে জন এডওয়ার্ড মুর অন্যতম।[২২]

বাস্তববাদের আলোচ্য ধারাগুলোর বাইরে গ্রেট ব্রিটেন ও আমেরিকায় আরো অনেক দার্শনিক বাস্তববাদের নতুন নতুন ব্যাখ্যা করছেন এবং দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি সৃষ্টি করছেন।[২৩]

শিক্ষায় বাস্তববাদের নিহিতার্থ অনুধাবনের পটভূমি হিসেবে বিভিন্ন প্রকারের বাস্তববাদী দার্শনিকদের মতবাদ থেকে এই দর্শনের জ্ঞানবিদ্যা, তত্ত্ববিদ্যা ও মূল্যবিদ্যা সম্পর্কে সাধারণ আলোচনা এখানে করা হয়েছে।

৪.৩ জ্ঞানবিদ্যা

বাস্তববাদ দর্শনে তত্ত্ববিদ্যার পূর্বে জ্ঞানবিদ্যা সম্পর্কে আলোচনার যৌক্তিকতা আছে। প্রথমত, জ্ঞানবিদ্যা বিকাশে বাস্তববাদের অবদানের বৈশিষ্ট্য আছে। দ্বিতীয়ত, জ্ঞানবিদ্যার কোনো কোনো ক্ষেত্রে বাস্তববাদী দার্শনিকদের মধ্যে মতৈক্য দেখা যায়। জ্ঞানবিদ্যার দিক দিয়ে বাস্তববাদকে দুটি ভাগে, জ্ঞানতাত্ত্বিক অদ্বয়বাদ ও জ্ঞানতাত্ত্বিক দ্বৈতবাদ হিসেবে বিভক্ত করা যায়।[২৪]

৪.৩.১ জ্ঞানতাত্ত্বিক অদ্বয়বাদ

জ্ঞানতাত্ত্বিক অদ্বয়বাদের বক্তব্য হলো: যখন কোনো বস্তু 'ক' জ্ঞাত হয় তখন 'ক' বস্তুটি তার প্রতিরূপ নয়। সরাসরি 'ক'—ই আমাদের সঙ্গে একটি জ্ঞানীয় বা আনুভবিক সম্বন্ধে আবদ্ধ হয় এবং এ সম্বন্ধের ফলেই 'ক' আমাদের জ্ঞানের বিষয় হয়, অনুভূত হয়। আমাদের দিক থেকে দেখলে 'ক' আমাদের জ্ঞানের বিষয় ঠিক; কিন্তু অন্য দিক থেকে দেখলে 'ক' একটি স্বতন্ত্র বস্তু-বহির্জগতের বহু বস্তুর একটি। এখন জ্ঞানের বিষয় হয়েছে বলে 'ক'কে আমার ধারণাও বলা যায়। কিন্তু 'ক' এখন আমার মনে প্রবেশ করেছে বলে 'ক' বাইরের জগতে নেই এ কথা বলা যায় না। জ্ঞানতাত্ত্বিক অদ্বয়বাদে বস্তু ও বস্তুর ধারণার, জ্ঞান নিরপেক্ষ বস্তুর ও জ্ঞাত বস্তুর-মানে বাস্তব জগতে অবস্থিত বস্তুর ও জ্ঞানের বিষয়ীভূত বস্তুর পার্থক্য অস্বীকার

www.nagorikpathagar.com

করে। একই ব্যক্তি দুটি ভিন্ন সম্বন্ধে আবদ্ধ হতে পারে, যেমন একদিক থেকে যে পুত্র, অন্যদিক থেকে সে পিতা। বিভিন্ন সম্বন্ধে আবদ্ধ হলে তার স্বরূপ পাল্টায় না। যথা, রহিমের পুত্র আব্দুল ও আব্দুলের পিতা রহিম একই ব্যক্তি, ভিন্ন ব্যক্তি নয়। ঠিক সেরূপ একই বস্তু বিভিন্ন ব্যক্তির সঙ্গে, বা বিভিন্ন সময়ে একই ব্যক্তির সঙ্গে জ্ঞানীয় সম্বন্ধে আবদ্ধ হতে পারে, এবং জ্ঞানীয় সম্বন্ধে যুক্ত হওয়ার ফলে তা কোনো ধর্ম অর্জন করে না বা তার স্বরূপের কোনো পরিবর্তন হয় না। নব্য বাস্তববাদী দার্শনিক পেরি বলেন কোনো বস্তু যখন জ্ঞাত হয় তখন বস্তুটি আমাদের জ্ঞানের বিষয় বা ধারণা হয়ে যায়। সুতরাং ধারণা হলো বিশেষ জ্ঞানীয় সম্বন্ধে আবদ্ধ কোনো বস্তু। সংক্ষেপে একই 'ক' বস্তু বর্হিজগতের দিক থেকে বস্তু, জ্ঞানের দিক থেকে ধারণা।[২৫]

নব্য বাস্তববাদীদের মতে বস্তুর ধারণা আসলে সরল বাস্তববাদেরই পুনরুজ্জীবিত রূপ। কিন্তু বাস্তববাদীরা বস্তু বলতে যা বোঝেন নব্য বাস্তববাদীরা ঠিক তা বোঝেন না। সরল বাস্তববাদীদের বস্তু অনেকটা লকের 'দ্রব্য' এর মতো। বস্তু হলো গুণের আধার। কিন্তু নব্য বাস্তববাদ মতে বস্তু ইন্দ্রিয়োপাত্তের সমষ্টি মাত্র, এদের অতিরিক্ত কিছু নয়। যাকে কমলালেবু বলি তা হলো গোলাকার, কমলা রঙ, মিষ্টত্ব, মসৃণতা প্রভৃতি ইন্দ্রিয়োপাত্ত বা ভাসের সমষ্টি। এসব ভাসের অতিরিক্ত 'দ্রব্য' বলে কোনো ধারক বা আধার নেই। যাকে আমরা বস্তু বলি তা হলো কতকগুলো ইন্দ্রিয়োপাত্তের সংযোগস্থল।

বস্তু বা ইন্দ্রিয়োপাত্ত সংযোগের স্বরূপ সম্পর্কে নব্য বাস্তববাদীদের মধ্যে কিন্তু মতভেদ দেখা যায়। কেউ কেউ বলেন জ্ঞানের বিষয়, উপাত্ত বা বস্তু হলো মন নিরপেক্ষ প্রাকৃত পদার্থ। এ মতকে প্রাকৃতবাদ বলা হয়। আব কারো কারো মতে এসব প্রাকৃত পদার্থ নয়, এসব হলো নিরপেক্ষ বা উদাসীন পদার্থ। এ জাতীয় কোনো নিরপেক্ষ ভাস পদার্থ 'ক' জ্ঞাত হলে 'ক' জ্ঞানের বিষয় এর মর্যাদা লাভ করে, এবং সে ক্ষেত্রে 'ক'-কে মনোগত ধারণাও বলা যায়। আর অন্য ভাস সমষ্টির উপকরণ হিসেবে 'ক'-প্রাকৃত পদার্থও বলা যায়।

নব্য বাস্তববাদী হল্ট বলেন আলোকসম্পাতে যেমন বস্তু বিকৃত বা পরিবর্তিত না হয়ে কেবল প্রকাশিত হয় সেরূপ বিশিষ্ট প্রতিক্রিয়ার ফলে বস্তু অবিকৃত অবস্থায় জ্ঞাত হয়। এ বিশিষ্ট প্রতিক্রিয়ার ফলে বাস্তব জগতের একাংশ, আলোকিত অংশ আমাদের জ্ঞানে উদ্ভাসিত হয়। এই জ্ঞানের বিষয়ের মধ্যে আমাদের চৈতন্য অবস্থিত। হল্ট তাই বলেন—আমার চেতনা বা মন এখন ওখানেই আছে (বাইরের জগতে), ঐ যেখানে আমার দ্বারা জ্ঞাত বস্তু সকল, সেখানেই আমরা চেতনা।[২৬] মানে এ মুহূর্তে যে সব বস্তু প্রত্যক্ষ করছি, যে সব শব্দ শুনছি, যে গন্ধ পাচ্ছি—এসব মিলেই আমরা এখনকার চেতনা। এসব জ্ঞাত পদার্থই আমার তৎকালীন চেতনা।

www.nagorikpathagar.com

জ্ঞানতাত্ত্বিক অদ্বয়বাদ সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত বলে তা ভ্রমের ব্যাখ্যা দিতে পারে না। এক্ষেত্রে অভ্রান্ত প্রত্যক্ষ আর ভ্রান্ত প্রত্যক্ষের মধ্যে কোনো পার্থক্য দেখানো যায় না।

৪.৩.২ জ্ঞানতাত্ত্বিক দ্বৈতবাদ

সবিচার বাস্তববাদীরা জ্ঞানতাত্ত্বিক দ্বৈতবাদের সমর্থক। জ্ঞানতাত্ত্বিক অদ্বয়বাদের বিরুদ্ধে আপত্তি তুলে সবিচার বাস্তববাদীরা বলেন: প্রত্যক্ষের তিনটি উপকরণ-অনুভব ক্রিয়া, ইন্দ্রিয়োপাত্ত ও প্রত্যক্ষীকৃত বস্তু। প্রত্যক্ষ জ্ঞান হতে হলে জ্ঞাতা ভিন্ন আরো দুটি ব্যাপার থাকা দরকার-ইন্দ্রিয়োপাত্ত ও বস্তু আছে। দ্বৈতবাদীরা বলেন নব্য বাস্তববাদে বস্তুর স্বাতন্ত্র্যকে অগ্রাহ্য করে বস্তুকে উপাত্তে রূপান্তরিত করেছে। এদের বস্তুবিনাশী ব্যাখ্যার কবল থেকে বস্তুকে রক্ষা করবার উপায় হলো বস্তুর দ্বৈততা স্বীকার করা, মানে বস্তু ও উপাত্ত ভিন্ন পদার্থ তা মানা। সবিচার বাস্তববাদীদের মতে উপাত্ত বস্তু নয়, বস্তুর অবস্থিতির জ্ঞাপক হেতু।[২৭]

দ্বৈতবাদী প্রত্যক্ষ তত্ত্বের সমর্থনে ও অদ্বয়বাদী প্রত্যক্ষ তত্ত্বের বিরুদ্ধে সবিচার বাস্তববাদীগণ কতকগুলো যুক্তি উপস্থাপন করেন।

কোনো বস্তু যুগপৎ একাধিক ব্যক্তির অনুভবের মধ্যে থাকতে পারে না। অনুভব থাকার অর্থ হলো অনুভবের অংশ বা উপকরণ হিসেবে থাকা। কাজেই কোনো বস্তু যথা 'ব' যদি 'ক' ব্যক্তির চেতনার অংশ হতো তা হলে 'খ' ব্যক্তির অংশ হতে পারত না। কিন্তু একই বস্তু একাধিক ব্যক্তির দ্বারা অনুভূত হতে পারে। দ্বৈতবাদীদের মতে তাই সিদ্ধান্ত হলো: বস্তু সাক্ষাৎভাবে জ্ঞাত হতে পারে না। সাক্ষাৎ অনুভব পাওয়া যায় বস্তুজ্ঞাপক ধর্ম সংকট।

কোনো বিশেষ বস্তু বিভিন্ন ব্যক্তির চেতনায় বিভিন্নরূপে প্রতিভাত হতে পারে। চেতনার পার্থক্যের জন্য প্রকৃত বস্তুটির প্রত্যক্ষের বিভিন্নতা সৃষ্টি হয়। কোনোটিকে প্রকৃত প্রত্যক্ষ, কোনোটি ভ্রম প্রত্যক্ষ বা অমূল প্রত্যক্ষ বা স্বপ্ন বলা হয়। তবে এগুলোকে ব্যাখ্যা করা যায় না। সুতরাং জ্ঞানতাত্ত্বিক দ্বৈতবাদীরা বলেন বস্তু সাক্ষাৎভাবে অনুভূত হয় না। সাক্ষাৎ অনুভবে যা পাওয়া যায় তা বস্তু নয়, বস্তুর জ্ঞাপক হেতু, বস্তু নির্দেশক ইন্দ্রিয়োপাত্ত। যে দেশে কাল খণ্ডে উপাত্ত নির্দেশিত বস্তুটি অবস্থান করে বলে আমরা বিশ্বাস করি, ঐ দেশ কাল খণ্ডে বা কোনো দেশ কালেই, বস্তুটির অস্তিত্ব নাও থাকতে পারে। দৃষ্টান্ত দিয়ে বলা যায় যখন আমরা দূরের তারাটি দেখি, বা দেখি বলে মনে করি, তখন আমাদের সাক্ষাৎ অনুভবে পাই ঐ তারা থেকে আগত আলোক বার্তা। এই বার্তাটি আমাদের কাছে এসে পৌঁছাতে যে সময় লেগেছে-হাজার বছরেরও ব্যবধান হতে পারে-সে সময়ের মধ্যে হয়ত তারাটি বিনষ্ট হয়ে গেছে। এক্ষেত্রে আমাদের অনুভবের সাক্ষাৎ বিষয় হলো ঐ তারকা নির্দেশক সংকেত। ইন্দ্রিয়োপাত্তরূপ সংকেত বার্তা। এই আলোচনা থেকে বলা যায় অনুভবলব্ধ উপাত্ত ও অনুভব বলে গৃহীত বস্তু ভিন্ন পদার্থ।

www.nagorikpathagar.com

জ্ঞানতাত্ত্বিক দ্বৈতবাদ সম্পর্কে বলা যায় এই মতবাদ অনুসারে আমরা ইন্দ্রিয়োপাত্তের মাধ্যমে বস্তুকে প্রত্যক্ষ করি। বস্তুর অস্তিত্বের বিশ্বাস আমাদের যুক্তি-তর্কের ওপর নির্ভর করে না। এ বিশ্বাস সহজাত, সান্টায়নের ভাষায় একটা প্রাণবন্ত ধ্রুব বিশ্বাস। যদি এই বিশ্বাস সমর্থন করতে হয় এবং প্রত্যক্ষের ভ্রান্তির নির্ভরযোগ্য ব্যাখ্যা দিতে হয় তাহলে সবিচারবাদীদের জ্ঞানীয় দ্বৈতবাদ তত্ত্ব গ্রহণ করা যেতে পারে।[২৮]

৪.৪ অধিবিদ্যা

তত্ত্ববিদ্যার প্রশ্নে বাস্তববাদীদের মধ্যে বেশ মত পার্থক্য দেখা যায়। তাদের ধারণায় নিরীশ্বর থেকে ঈশ্বরে বিশ্বাস দেখা যায়। বিভিন্ন প্রকারের বাস্তববাদ দর্শনের মধ্যে মতভেদ থাকলেও মূল ধারণায় তাদের মধ্যে সামঞ্জস্য রয়েছে। সত্তার অস্তিত্ব, স্বাধীনতা, মন, বিশ্বজগৎ ও ঈশ্বর বা স্রষ্টা সম্পর্কে বাস্তববাদ দর্শনের মূল কথা এখানে সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে।

৪.৪.১ বহুত্ববাদ

বাস্তববাদী দার্শনিকদের মধ্যে অনেকে এই জগৎ সংসারের মধ্যে একত্বের সন্ধান না করে বহুত্বের অনুসন্ধান করেন। বহুত্ববাদের প্রধান যুক্তি এই যে, এ বিশ্বজগৎ বিভিন্ন ধরনের উপাদানে পরিপূর্ণ। পরিদৃশ্যমান জগৎ বৈচিত্র্যে ভরা এবং এই বৈচিত্র্যই প্রমাণ করে যে, এর পিছনে অসংখ্য সত্তা আছে। এই বৈচিত্র্যময় বিশ্বের সন্ধান এক বা দুয়ের মাঝে পাওয়া যায় না, সন্ধান মিলে একমাত্র বহুর মাঝে। বহুত্ববাদের সার কথা এই যে, এই বিশ্বজগৎ বহু মূল উপাদান বা সত্তার সংযোগের ফলে গঠিত।[২৯]

উইলিয়াম জেমসের ন্যায় অনেক বাস্তববাদী দার্শনিক এই জগতের উপাদানের বিচ্ছিন্নতা ও নিরপেক্ষতা স্বীকার করেন। এই হিসেবে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে জড় বস্তু অসংখ্য পরমাণুতে, প্রাণীদেহে, অসংখ্য জীবকোষে, আর মন দ্রুত পরিবর্তনশীল মনোবৃত্তির ধারণাতে পর্যবসিত হয়। এই বহুতাকে জগতের মূল উপাদান বলা যায়, আর এরা সর্বত্রই ঘনিষ্ঠ আন্তর সম্বন্ধে থাকে না। অধিকাংশ সম্বন্ধই বাহ্যিক এবং বস্তুর স্বরূপ সৃষ্টিতে অনাবশ্যক বলে এই বস্তুগুলো বিচ্ছিন্ন ও পরস্পর নিরপেক্ষ হয়ে থাকতে পারে।[৩০]

৪.৪.২ কার্যকারণবাদ

বাস্তববাদীদের মতে এই বিশ্বজগৎ যান্ত্রিক নিয়মে চলছে এবং এই ধারণা এসেছে জড় বিজ্ঞান থেকে। এই বিশ্ব পরিবেশে বহুতা রয়েছে। অগণিত অসংখ্য বহুতার মাঝে শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য কার্যকারণ সম্বন্ধ থাকা আবশ্যক। যে বহুবিধ শক্তি

www.nagorikpathagar.com

বিশ্বজগতে বিরাজমান তারা পরস্পর একে অন্যের সাথে কার্যকারণ সম্পর্ক দ্বারা আবদ্ধ। এই বিশ্বের অপরিহার্য অংশ হিসেবে মানুষও কার্যকারণ সম্পর্ক দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। তার ইচ্ছা ও স্বাধীনতাও এই কার্যকারণ সম্পর্ক দ্বারা নির্ধারিত। তবে মানুষের এই ক্রিয়াগুলো প্রধানত তাদের অভিজ্ঞতাপ্রসূত। ডুরান্ড ড্রেকের মতে মানুষের ঐচ্ছিক আবেগের ফলশ্রুতিতে কিছু কিছু ঘটনা ঘটে বা কার্য সম্পাদিত হয়। মানুষের স্বাধীন নির্বাচন ও কার্য সম্পাদনে সীমাবদ্ধতা আছে। তার জন্মগত স্বভাব, অতীত জীবন ও পরিবেশ দ্বারা তার কার্য নিয়ন্ত্রিত হয়। স্যামুয়েল আলেকজান্ডারের মতে মন, চেতনা ও জড়দেহ বিশ্বজগতের স্থান কালের বাইরে নয়। চেতনার সাথে স্নায়ু ও দৈহিক ক্রিয়ার সম্পর্ক আছে। তাই চেতন স্তরের কোনো ঘটনা স্থান ও কালের অন্তবর্তী অপর ঘটনার কারণ হিসেবে কাজ করে। অপরদিকে জে. বি. প্র্যাট মানুষের ইচ্ছা ও স্বাধীনতার বিষয়ে ব্যক্তি সত্তার ওপর প্রাধান্য দিয়েছেন। ব্যক্তি সত্তাই মানুষের কার্য সম্পাদনের মূল কারণ। এই কার্যের মধ্য দিয়ে ব্যক্তি সত্তা নিজেকে বহির্জগতে প্রকাশ করে। ব্যক্তি সত্তার প্রাধান্য ও ব্যক্তির স্বাধীনভাবে কাজ করার ক্ষমতা-এই তত্ত্বের দিক দিয়ে প্র্যাটের ঝোঁক ভাববাদের দিকে দেখা যায়।[৩১]

৪.৪.৩ মন

বাস্তববাদীরা মনে করেন শারীরিক অস্তিত্বেই মানসিক অস্তিত্ব নিহিত। শরীরের কোথাও আঘাত হলে তার প্রভাব মনের ওপরও পড়বে। আবার অনেক বাস্তববাদীর ধারণায় দেহ ও মনের সম্পর্কের অবস্থান স্থান ও কালের অসংখ্য সম্পর্কের একটি।[৩২] এক্ষেত্রে মনের সচেতনতা বলতে বুঝায় চলমান ঘটনা সম্পর্কে অবহিত হওয়া বা সচেতন হওয়া যা বাস্তব অবস্থার কিছুটা হেরফের হতে পারে।[৩৩]

মন মস্তিষ্কের অভ্যন্তরীণ অংশ-এটিও কিছু সংখ্যক বাস্তববাদীর ধারণা। এ মন শুধু জ্ঞাতাই বুঝতে পারে। ড্রেকের কথায় জ্ঞাতার মানসিক জীবন তার স্নায়ু ক্রিয়ার অভিব্যক্তি। ভিন্ন ভিন্ন পরিস্থিতিতে স্নায়ু প্রতিক্রিয়া করে আমাদের চেতনায় ভিন্ন ভিন্ন অভিব্যক্তি সৃষ্টি করে।[৩৪]

মন সম্পর্কে বাস্তববাদের অপর ধারণা হলো এটি জড়ের বিশুদ্ধ রূপ। বিবর্তন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মন বৈশিষ্ট্যময় নতুন গুণ অর্জন করেছে। জাগতিক অস্তিত্ব ও সম্পর্ক থেকে ভিন্ন ও উচ্চতর অস্তিত্ব নিয়ে মন গঠিত হয়েছে। মানসিক ক্রিয়ার দৈহিক ভিত্তি রয়েছে তবে এর একটি গুণগত মান আছে যার সাথে জাগতিক অস্তিত্বের সম্পর্ক নেই।[৩৫]

এই সচেতন মনের দুটি দিক আছে। একটি হলো অভিজ্ঞতাকে সমন্বিত করার দক্ষতা; অপরটি হলো সক্রিয় হওয়ার ক্ষমতা। মনোবিজ্ঞানের গবেষণাপ্রাপ্ত

www.nagorikpathagar.com

ফলাফল থেকে আলেকজাণ্ডার এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে সচেতন মন জাগতিক অভিজ্ঞতা সমূহের মাঝে ঐক্য প্রতিষ্ঠা করতে পারে।[৩৬]

বাস্তববাদ দর্শনে মন সম্পর্কে তিনটি ধারণা পাওয়া যায়। এক, মন জীবের বাহ্যিক প্রকাশ। দুই, মন স্থান ও কালের জগতে বস্তুরূপে বিবেচিত। তিন, মন ও চেতনায় জড়ের চেয়ে অনুপম ও উন্নত অস্তিত্ব রয়েছে। এদের আত্মিক বৈশিষ্ট্য আছে।[৩৭]

৪.৪.৪ বিশ্বজগৎ

বাস্তববাদীদের মধ্যে প্রায় সকলে বিশ্বাস করেন এই বিশ্বজগতে বহুতার মাঝেও নিয়ম শৃঙ্খলা বিরাজমান।[৩৮]এই ধারণার দিক দিয়ে বাস্তববাদ দর্শনের সাথে স্বভাববাদ দর্শনের মিল দেখা যায়। আবার কিছু কিছু বাস্তববাদী যেমন সান্তায়ন বলেন: এই জগতে যা আমরা প্রত্যক্ষ করি তা বস্তুর গুণ বা তার সার সত্তা। এই সার সত্তাগুলো মন বা বহির্বিশ্বের ওপর নির্ভরশীল নয়। তাদের নিজস্ব জগতে তারা অবস্থান করে।[৩৯]

আবার সবিচারবাদী দার্শনিক এ. কে. রজার্স বিশ্বজগতকে সামাজিক প্রক্রিয়া হিসেবে দেখেছেন। এই পৃথিবীতে মানুষ সমাজ গঠন করেছে। কতকগুলো বাস্তব উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নিয়ে এই সমাজ গঠিত হয়েছে। মানুষ তাদের উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য এই বিশ্বে অবিরত সংগ্রাম করে যাচ্ছে। কিন্তু প্রকৃতি বা বিশ্বজগতের ভূমিকা রঙ্গমঞ্চের ন্যায়। মানুষের কাজের ফল ভালো না মন্দ এতে তার কিছু আসে যায় না।[৪০]

রয় উড সেলার্স স্বভাববাদী দৃষ্টিতে বিশ্বজগতকে ব্যাখ্যা করেন। এই বিশ্বজগৎ যান্ত্রিক নয়। প্রাণের যে প্রধান উপাদান পরিবর্তন ও বিকাশ এ দুটি তার মধ্যে আছে।[৪১] প্রায় একই ধারা অনুসরণ করে সি. এ. স্ট্রং বলেন বিশ্বজগতের বহির্পরিবেশকে শক্তি হিসেবে বর্ণনা করা যায় তবে তার আন্তর প্রকৃতিতে ভাব আছে।

বিশ্বজগৎ সম্পর্কে বাস্তববাদীদের অপর ধারণা হলো এটি একটি জীবন্ত সত্তা। তার মানসিক অস্তিত্ব আছে এবং এই অস্তিত্ব উদ্দেশ্যপূর্ণ। এই উদ্দেশ্যর মূর্ত প্রকাশ যেমন বিশ্বজগৎ তেমনি মানুষের মন ও তার বহিঃপ্রকাশ ঘটে তার দৈহিক কার্যের মধ্য দিয়ে।[৪২] মন্টেগুও অনুরূপভাবে বলেন বিশ্বজগতের অভ্যন্তরে মানস সত্তা রয়েছে যেমন আমাদের দেহের মধ্যে মন আছে।[৪৩]

৪.৪.৫ ঈশ্বর

অনেক বাস্তববাদী দার্শনিক নিরীশ্বরবাদী। আবার কারো কারো ধারণায় ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করা হয়েছে। ঈশ্বরবাদীরা মনে করেন: যদি প্রকৃতির অভ্যন্তরীণ

www.nagorikpathagar.com

সত্তাটি মন বা আত্মা হয় এবং দৃশ্যত জগৎ এই সত্তার বহিঃপ্রকাশ হয় তা হলে প্রকৃতি একটি অতীন্দ্রিয় সত্তা হিসেবে বিশ্বাসীদের মনে উপাসনার ধারণা সৃষ্টি করে।[৪৪]

জেমস এর মতে ঈশ্বর একটি শক্তি যা তার মঙ্গলের জন্য বিশ্বজগতের সাথে অবিরত সংগ্রাম করে যাচ্ছে। এই পরিবেশে মন্দের অস্তিত্বও অবশম্ভাবী। এই মন্দ শক্তির সাথেও ঈশ্বর সংগ্রাম করছে।[৪৫] আলেকজান্ডার বলেন স্থান ও কালের বিন্যাসে বিবর্তন প্রক্রিয়ার পরিণাম হিসেবে ঈশ্বরের ধারণা এসেছে। বিশ্বজগতে বিভিন্ন স্তরের সত্তা আছে।[৪৬] প্রতিটি নতুন বিকাশের স্তর পূর্ববর্তী স্তরের উন্নত সংস্করণ যা বিবর্তন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নতুনভাবে সৃষ্টি হয়েছে। ঈশ্বর এই বিশ্ব নিখিল সৃষ্টির বিকাশ ও বিবর্তনের মহৎ অবদান।[৪৭]

৪.৫ মূল্যবিদ্যা

মূল্যবিদ্যা সম্পর্কে বাস্তববাদী দার্শনিকগণ প্রধানত দুটি মতবাদে বিশ্বাস করেন। এক, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে মূল্য বা নীতি সম্পর্কে বাস্তব ধারণা লাভ করা যায়। দুই, অভিজ্ঞতা প্রসূত দৃষ্টিভঙ্গি ও মনোভাবের ওপর মূল্যের ধারণা নির্ভর করে। [৪৮] এই মতবাদের ভিত্তিতে বাস্তববাদী মূল্যতত্ত্বের বিভিন্ন দিক এখানে আলোচনা করা হলো।

৪.৫.১ নৈতিক মূল্য

জন স্টুয়ার্ট মিলের নীতিতত্ত্ব অনুসরণ করে কিছু সংখ্যক বাস্তববাদী দার্শনিক বলেন সর্বোচ্চ মূল্য বলতে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর জন্য পরম সুখ বুঝায়। সর্বোচ্চ মঙ্গলের এই সংজ্ঞা মানুষের নৈতিক অনুজ্ঞার শক্তি বৃদ্ধি করে। মানুষের মঙ্গলের মাঝে শুধু সুখ নয়, নৈতিক উৎকর্ষতাও নিহিত আছে।[৪৯]

নৈতিকতা বা মূল্য শুধু বর্তমান ব্যক্তি সত্তার নয় ভবিষ্যতের বিকাশমান ব্যক্তি সত্তার জন্যও প্রয়োজন। সমাজে ব্যক্তি সত্তার সুখ ও নৈতিকতা বিকাশের জন্যও একথাটি প্রযোজ্য। অনেক বাস্তববাদী দার্শনিকের আশঙ্কা স্থূল প্রয়োজন ও ক্ষণস্থায়ী সুখ মানুষকে কলুষিত করতে পারে। তাই মানুষকে স্থায়ী সুখের অন্বেষণ করতে হবে। স্থায়ী সুখের অন্বেষণে মানুষ নৈতিক উৎকর্ষতা অর্জনে সচেষ্ট থাকবে এবং এই নৈতিকতায় ইন্দ্রিয়গত ও আত্মিক আকাঙ্খার সমন্বয় হবে।[৫০]

৪.৫.২ নান্দনিক মূল্য

মানুষের অভিজ্ঞতায় যখন ধারণা ও অনুভূতির মিশ্রণ ঘটে তখন যে আনন্দ লাভ হয় তাই নান্দনিক মূল্য বা সৌন্দর্যতত্ত্ব। শুধু চাক্ষুষ পর্যবেক্ষণ করলে সৌন্দর্য অনুভূত হয় না। চাক্ষুষ অভিজ্ঞতার সূক্ষ্ম গুণ এবং এই গুণগুলোর অনুভূতি থেকে

www.nagorikpathagar.com

মানুষ নান্দনিক মূল্য উপভোগ করে।[৫১] বাস্তববাদী দৃষ্টিতে সৌন্দর্য হচ্ছে বস্তুর এমন একটি উপলক্ষণ যা বস্তুতে এমন অবস্থায় থাকে যা অনুধ্যান করে ব্যক্তি সুখ লাভ করে। মানুষের নান্দনিক মূল্যবোধের বহিঃপ্রকাশ হলো সৌন্দর্য। সৌন্দর্য ছাড়াও নানা প্রকারের নান্দনিক মূল্য আছে। যেমন—দুঃখ, বেদনা, ভয়-ভীতি, রাগ, নিষ্ঠুরতা, বিরাগ ইত্যাদি। এই অভিজ্ঞতাগুলোকে যদি যথাযথভাবে প্রত্যক্ষণ করা যায় তা হলে এগুলোও নান্দনিক মূল্যে রূপান্তরিত হতে পারে।[৫২]

৪.৫.৩ ধর্মীয় মূল্য

বাস্তববাদীরা অনেকে নিরীশ্বরবাদী। কাজেই ধর্মীয় মূল্যবোধ সম্পর্কে তাদের কোনো বক্তব্য নেই। যারা ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন তাদের মতে প্রচলিত অনেক ধর্মীয় মূল্যবোধের বাস্তবতা আছে। কাজেই এগুলো গ্রহণ করার যৌক্তিকতা রয়েছে।

বাস্তববাদী দার্শনিকদের মধ্যে অন্যতম সান্টায়ন বলেন—ধর্মীয় মহাপুরুষগণ তাদের স্ব-স্ব ধর্মের মহান বাণী প্রচার করে মানব জাতির কল্যাণ করেছেন। সেসব ধর্মীয় নীতি, বিশ্বাস ও মূল্যের প্রতি এখনো মানুষের গভীর শ্রদ্ধা রয়েছে। ধর্মীয় মূল্যবোধ হিসেবে এগুলো অনেকের কাছে গ্রহণযোগ্য।[৫৩]

আলেকজান্ডারের মতে বিশ্বজগতের বর্তমান পরিবেশে এবং ভবিষ্যতে মানব জাতির কল্যাণের জন্য ঈশ্বরের উপাসনার যৌক্তিকতা আছে। ঈশ্বরের বিশ্বাসের মাঝে মূল্য ও নৈতিকতা নিহিত। একইভাবে মন্টেগুও বলেন মানুষ ঈশ্বরকে স্বয়ংসম্পূর্ণ মনে করে ও তার অসীম গুণাবলি কল্পনা করে তাকে দেবত্ব আরোপ করে। এ দেবত্বের সাথে মানুষ যে সম্পর্ক দেখে তার প্রকৃত মূল্য রয়েছে। এ বিশ্বজগতে অমঙ্গল আছে তবে তা ঈশ্বরের সার সত্তা নয়। ঈশ্বরের মধ্যে অস্তিত্ব, নৈতিক উৎকর্ষতা ও পরিপূর্ণতা নিহিত। তাই মানুষের জন্য দেবত্বের তত্ত্ব গ্রহণযোগ্য মূল্য হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।[৫৪]

৪.৫.৪ সামাজিক মূল্য

স্বভাববাদীদের ন্যায় বাস্তববাদী দার্শনিকগণ বিশ্বাস করেন এ বিশ্বজগৎ ও ব্যক্তি মানুষই সামাজিক মূল্যবোধের ভিত্তি। কারণ এ দুই মৌলিক সত্তার ওপর সামাজিক প্রক্রিয়া নির্ভর করে। সমাজ সংগঠন ও সামাজিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে মানুষ সামাজিক মূল্য অর্জন করে। যে সব কাজ ব্যক্তি ও সমাজের জন্য বাঞ্ছিত এবং সমাজ বিন্যাস ও সংগঠনের জন্য প্রয়োজন সে সব কাজের উৎসাহ সৃষ্টি করলে গ্রহণযোগ্য সামাজিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা হবে এবং এর ভিত্তিতে সামাজিক মূল্যবোধ বিকশিত হবে।[৫৫]

www.nagorikpathagar.com

মূল্যতত্ত্ব আলোচনা থেকে বলা যায় বাস্তববাদ দর্শনে কোনো চিরস্থায়ী ও আদর্শগত মূল্য নেই। আমাদের পরিচিত পরিবেশ, সমাজ জীবন ও বিশ্বের বাস্তব পরিবেশ মূল্য উপলব্ধি ও প্রতিষ্ঠায় প্রধান ভূমিকা পালন করে।

৪.৬ শিক্ষায় বাস্তববাদ

বাস্তববাদ দর্শনের শিক্ষা দর্শন সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ দলিল হলো হ্যারী ব্রাউডি রচিত 'বিল্ডিং এ ফিলসফী অব এডুকেশন' গ্রন্থটি। অন্যান্য দার্শনিক ও শিক্ষাবিদগণও বাস্তববাদ দর্শনের ভিত্তিতে শিক্ষা দর্শনের রূপ দিয়েছেন।[৫৬] শিক্ষার কার্যে বিভিন্ন শিক্ষা ব্যবস্থায় বাস্তববাদের অনেক শিক্ষা তত্ত্ব গৃহীত হয়েছে। শিক্ষা সম্পর্কে বাস্তববাদ দর্শনের বক্তব্য এখানে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো।

৪.৬.১ শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা

বাস্তববাদ দর্শন শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ভাববাদীদের থেকে ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখেছে। মানব সমাজ সুদীর্ঘকাল ধরে এক মহান ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি সৃষ্টি করেছে। তাছাড়া সমকালীন সভ্যতারও ব্যাপকতা রয়েছে। মানব জাতির এ সুমহান কৃষ্টি সংস্কৃতি ঐতিহ্যে নতুন প্রজন্মের শিক্ষার্থীদের তৈরি করতে হবে। এর সাথে নতুন সংস্কৃতিও সৃষ্টি করতে হবে। শিক্ষার মাধ্যমে সংস্কৃতি গঠন প্রক্রিয়া সমৃদ্ধশালী হয়।[৫৭]

কমেনিয়াস সতেরো শতকে তাঁর Great Didactic গ্রন্থে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার যে অনুপম কার্যের কথা উল্লেখ করেছেন তা বস্তুত আধুনিক কালের বাস্তববাদ দর্শনেরই কথা। তিনি বলেছেন মানুষের জন্ম হলেই মানুষ হয় না। মানুষ হতে হলে মানব জাতির সংস্কৃতি থেকে তাকে নির্দেশনা পেতে হবে এবং এই সংস্কৃতিই তার মৌল সম্ভাবনাগুলো গঠন করবে। তিনি শিক্ষাকে মানুষ তৈরির উপাদান হিসেবে বর্ণনা করেছেন। কাজেই এই দায়িত্ব পালনের জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জরুরি প্রয়োজন রয়েছে।

জন ওয়াইল্ড বিশ শতকের মাঝামাঝি প্রায় একই অর্থে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার ধারণা বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন নতুন প্রজন্ম তার পূর্ব প্রজন্মের মানুষের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য উত্তরাধিকার সূত্রে পায় না। এইগুলো শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে সঞ্চিত থাকে এবং শিক্ষার মাধ্যমে মানুষ অর্জন করে। যে প্রবণতাগুলো মানুষ জন্মের সময় লাভ করে সেগুলো অনির্ণীত ও নমনীয় পর্যায়ে থাকে। এইগুলো সুনিশ্চিত ও সুগঠিত করা আবশ্যক। মানুষের জন্মসূত্রে প্রাপ্ত এই প্রবণতাগুলোকে সুনির্দিষ্ট রূপ দেয়া ও পরিচালনার দায়িত্ব প্রধানত শিক্ষা ব্যবস্থার। তাছাড়া মানব সমাজকে ভয়ানক দুর্যোগ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যও শিক্ষার জরুরি প্রয়োজন রয়েছে। কাজেই শিক্ষা একাধারে মানুষের মৌলিক চাহিদা অন্যদিকে মৌলিক অধিকার। তাই যেকোনো সমাজকে তার সকল শিশুর জন্য উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা

www.nagorikpathagar.com

করতে হবে। মানুষের সকল মৌলিক অধিকারের মধ্যে শিক্ষা গ্রহণ তার অমূল্য অধিকার। তার নিজেকে বিকশিত করার জন্য শিক্ষার প্রয়োজন সর্বাধিক।[৫৮]

ব্রাউডি শিক্ষার ব্যবস্থার সাথে সরকারের সম্পর্ক আলোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন শিক্ষা ব্যবস্থা সরকারের ওপর নির্ভরশীল; আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে শিক্ষা ব্যবস্থা স্বায়ত্বশাসনের অধিকার ভোগ করে।

কোনো বিশেষ সমাজে যে ধরনের সরকারই থাকুক না কেন আনুষ্ঠানিক শিক্ষা স্বভাবতই সে সরকারের নিয়ন্ত্রণে থাকে কারণ শিক্ষা তার কার্য দ্বারা দেশের জনগণ ও সমাজের অপরাপর সব প্রতিষ্ঠানকে প্রভাবান্বিত করে। আবার এসব প্রতিষ্ঠানও শিক্ষার কার্যক্রমকে নিয়ন্ত্রণ করে। সমাজে কাজের বিভাজন আছে। সমাজের এক একটি প্রতিষ্ঠান এক এক ধরনের কাজ সম্পাদন করে এবং প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের কাজই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। আধুনিক কালের যে কোনো রাষ্ট্রের শিক্ষা ব্যবস্থা জাতীয় সরকার পরিচালনা করে। তবে শিক্ষার মতো এই অনির্বচনীয় কাজ সম্পাদনের জন্য শিক্ষা ব্যবস্থার কিছু স্বাধীনতা আবশ্যক। আবার শিক্ষা ব্যবস্থার কোনো কোনো ক্ষেত্রে সরকারের সমর্থন ও নির্দেশনা থাকা প্রয়োজন। শিক্ষা পেশার কাজগুলো প্রধানত নির্দেশনামূলক। এসব কার্য সম্পাদনের জন্য প্রতিষ্ঠানের কর্তৃত্ব থাকতে হবে। এই কর্তৃত্বের ক্ষেত্রগুলো হলো শিক্ষার বিষয় হিসেবে মানব জাতির পরীক্ষিত জ্ঞান অন্তর্ভুক্ত করা এবং এসবের ওপর ভিত্তি করে শিক্ষার কার্যক্রম পরিচালনা করা। শিক্ষা ব্যবস্থার কর্তৃপক্ষই শিক্ষাক্রম প্রণয়ন, শিক্ষাদান পদ্ধতির ব্যবহার, শিক্ষা প্রশাসন এবং শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে যারা শিক্ষা দিবেন তাদের যোগ্যতা কিরূপ হবে তা নির্ধারণ করবেন।

রেডন ও রায়ান শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করেন। তাঁদের মতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান লক্ষ্য হলো শিক্ষণ, শৃঙ্খলা ও শিক্ষার্থীর কার্যের মধ্য দিয়ে তাদের শারীরিক, সামাজিক, মানসিক, নৈতিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা। এসব দায়িত্ব গৃহ পরিবেশ ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সম্পাদিত হতে পারে। তবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এইগুলো সার্থকভাবে সম্পন্ন হয়।[৫৯]

৪.৬.২ শিক্ষার্থীর প্রকৃতি

বাস্তববাদ শিক্ষা দর্শনের প্রধান আলোচ্য বিষয় হলো জড় দেহধারী মানুষের শিক্ষা। বাস্তববাদী দার্শনিকগণ মানুষের প্রকৃতি সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা বিবেচনা করেন। তার বাইরেও মানুষ সম্পর্কে তাদের মনে অনেক প্রশ্ন জাগে যেমন, শিক্ষার্থীর প্রকৃতি কিরূপ? কি কি বৈশিষ্ট্য শিক্ষার্থীর মাঝে দেখা যায়? তার এই বৈশিষ্ট্যগুলোর তাৎপর্য শিক্ষায় কিরূপ? বাস্তববাদী শিক্ষা দার্শনিক ও শিক্ষকগণ এ দর্শনের দুটি তত্ত্বের ওপর ভিত্তি করে শিক্ষার্থীর প্রকৃতি ব্যাখ্যা করেছেন। এ তত্ত্বগুলো হলো মন ও নিয়তিবাদ। যে মনের সাহায্যে ব্যক্তি এক বস্তুর সাথে অন্য বস্তুর সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করে যেমন, মানুষের জড় দেহে উচ্চ বিকশিত স্নায়ু ব্যবস্থা,

www.nagorikpathagar.com

সেদিক দিয়ে শিক্ষার্থী উন্নতমানের মস্তিষ্কের অধিকারী প্রাণী। এই পৃথিবীর সময় সীমার অন্যান্য বস্তুর চেয়ে সে উন্নত মানের অস্তিত্ব। তার মস্তিষ্কের ব্যবহার দ্বারা সে এক বস্তুর সঙ্গে অপর বস্তুর সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করতে পারে। দেশ ও কালের ক্ষুদ্র অংশেও বিভিন্ন বস্তুর অবস্থান সম্পর্কে সে সচেতন হতে পারে। বস্তুর সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করতে পারে। শিক্ষকগণ শিক্ষার্থীর এই বৈশিষ্ট্যকে শিক্ষার কাজে প্রয়োগ করতে পারেন।[৬০]

কিন্তু বাস্তববাদী শিক্ষাবিদদের কেউ কেউ মনকে মস্তিষ্কের অভ্যন্তরীণ অংশ হিসেবে মনে করেন এবং ব্যক্তির মনে যে গোপন বৈশিষ্ট্য আছে তা স্বীকার করেন। তারা শিক্ষার্থীকে কিছুটা আত্মিক রূপ দিতে চান। তারা মনকে অপূর্ব বস্তু হিসেবে ব্যাখ্যা করেন এবং মনের আলাদা গুণ আরোপ করেন। এ মনের দ্বারাই শিক্ষার্থী জীবনের আনন্দ ও দুঃখের অভিজ্ঞতাকে সমন্বয় করে। শিক্ষার্থী নিজেই তার অভিজ্ঞতা ও অস্তিত্বের উদ্দেশ্য বুঝতে পারে এবং কাজের মাধ্যমে এগুলোর তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পারে।

বাস্তববাদী দৃষ্টিতে শিক্ষার্থীর মনের প্রকৃতি ব্যাখ্যায় কিছু সমস্যা রয়েছে। যেমন, সে কি স্বাধীন? সে কি তার পরিবেশের ওপর নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা অর্জন ও বিকাশ করতে পারে? সে কি বংশগত বা পরিবেশের প্রভাবে সৃষ্টি হয়েছে? তার কার্যগুলো কি পূর্ব নির্ধারিত?

শিক্ষক যদি কিছু সংখ্যক বাস্তববাদী দার্শনিকের মত অনুসারে মনে করেন যে শিক্ষার্থী সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণযোগ্য তা হলে শিক্ষক কখনো মেনে নিতে পারবেন না যে সে স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে। এক্ষেত্রে শিক্ষকের দায়িত্ব হবে শিক্ষার্থীকে অপ্রতিরোধ্য জাগতিক শক্তি ও বিশ্ব প্রকৃতিকে বুঝতে সহায়তা করা। বহিঃ পরিবেশকে বুঝা ও এর গতি শক্তি প্রবাহের সাথে সামঞ্জস্য বিধান করার কাজে শিক্ষার্থীকে তিনি সাহায্য করবেন। মোটকথা বহিঃপরিবেশের প্রবাহের সাথে মিলিয়ে চলাই শিক্ষার্থীর জীবনের আসল কাজ। অপরদিকে শিক্ষার্থী আংশিক নিয়ন্ত্রণযোগ্য হলে শিক্ষকের চিন্তাধারা ভিন্ন হবে। তিনি শিক্ষার্থীর নিজস্ব উদ্যোগ ও প্রচেষ্টাকে বিকাশ করতে সচেষ্ট থাকবেন যাতে সে পারিপার্শ্বিক জগতকে যতদূর সম্ভব নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। সে যেন ক্রমে ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করে সক্রিয়ভাবে কাজ করতে পারে সে ক্ষমতা বিকাশে শিক্ষক তাকে সাহায্য করবেন। শিক্ষার্থীর এসব সৃজনী ক্ষমতা ও প্রতিভার বিকাশ করাই শিক্ষার প্রধান কাজ।

আবার শিক্ষক যদি ড্রেকের মত অনুসারে শিক্ষার্থীকে আংশিক নিয়ন্ত্রণযোগ্য মনে করেন অথবা প্রাটর ন্যায় শিক্ষার্থীকে আত্মনিয়ন্ত্রণযোগ্য মনে করেন তাহলে শিক্ষার্থী সম্পর্কে তিনি ভিন্ন ধারণা গ্রহণ করবেন। প্রথম ক্ষেত্রে শিক্ষক বিশ্বাস করবেন বিশ্বজগতে কার্যকারণ শক্তি আছে। এর ওপর শিক্ষার্থীর নিয়ন্ত্রণ নেই। এই ক্ষেত্রে শিক্ষক শিক্ষার্থীর মাঝে উদ্যোগ বিকাশের চেষ্টা করবেন যাতে যতদূর সম্ভব সে তার অভিজ্ঞতাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে শিক্ষক শিক্ষার্থীর

www.nagorikpathagar.com

ক্ষমতা, তার স্বাধীনভাবে কাজ করার ইচ্ছা বিকাশের ওপর গুরুত্ব আরোপ করবেন। মোটকথা তিনি শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত প্রতিভা বিকাশের জন্য সচেষ্ট থাকবেন এবং এই প্রতিভা বিকাশই হবে শিক্ষার মূল কাজ।[৬১]

ব্রাউডির শিক্ষা দর্শনের বাস্তববাদী দৃষ্টিতে শিক্ষার্থীর প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। চারটি নীতি দ্বারা তিনি শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্বের ব্যাখ্যা করেন। এই নীতিগুলো হলো প্রবৃত্তির নীতি, আত্মনিয়ন্ত্রণের নীতি, আত্ম উপলব্ধির নীতি এবং আত্ম সমন্বয়ের নীতি। প্রবৃত্তির নীতির সাথে ব্যক্তির শারীরিক চাহিদার সম্পর্ক আছে। মানুষের জৈবিক চাহিদা মিটানোর প্রয়োজন স্বাভাবিক। তবে এখানে দেখতে হবে শিক্ষার্থীর এই চাহিদাগুলো কি সাময়িক ও প্রত্যক্ষ না স্থায়ী ও প্রকৃত। এসব বিবেচনা না করলে শিক্ষার্থীর প্রকৃত শিখন চাহিদা ব্যর্থ হয়ে যাবে। অবশ্য শিখন কার্য ব্যক্তিত্বের অন্যান্য নীতি দ্বারা প্রধানত নিয়ন্ত্রিত হয়।[৬২]

রেডেন ও রায়ানের মতে শিশুদের সামাজিক হওয়ার প্রবণতা আছে। তারা পার্থিব সুখ ভোগ করতে চায়। তাদের অতিপ্রাকৃত ভাগ্য আছে; দ্বৈত প্রকৃতি আছে, দেহ ও আত্মা আছে। তবে তারা দেহসর্বস্ব বা আত্মাসর্বস্ব নয়। দেহ ও আত্মা মিলিয়েই মানুষ। শিশুর বিকাশ ও শিক্ষায় এই ঐক্যের ধারণার তাৎপর্য আছে।[৬৩]

৪.৬.৩ শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

ব্রাউডি শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্পর্কে বিস্তৃত বর্ণনা করেছেন। তাঁর মতে শিক্ষার উদ্দেশ্য বিভিন্ন স্তরের হতে পারে। বিভিন্ন মানুষ তাদের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গিতে শিক্ষার উদ্দেশ্য নির্ধারণ করতে পারে। কাজেই সকলের জন্য শিক্ষার সাধারণ উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা কঠিন কাজ। তবে তিনি স্বীকার করেছেন ভালো জীবন সম্পর্কে সব মানুষের চাহিদা রয়েছে। মানুষ তার জীবনের জন্য যা নির্বাচন করুক না কেন তা ভালো জীবনযাপনের জন্য করে থাকে। এখন প্রশ্ন হতে পারে ভালো জীবনের এমন কতকগুলো সাধারণ বৈশিষ্ট্য আছে কি যা সকলের জীবনকে ভালো করতে পারে। ভালো জীবনের ধারণায় সামাজিক ও ব্যক্তিগত দিক আছে। ভালো সমাজের অর্থ করতে হলে ভালো ব্যক্তির প্রসঙ্গ আসে। শিক্ষার ক্ষেত্রে ভালো ব্যক্তি তৈরি করার লক্ষ্যের অগ্রাধিকার রয়েছে। এই পরিপেক্ষিতে যদি শিক্ষার সাধারণ উদ্দেশ্য ভালো জীবন যাপনের জন্য মানুষকে তৈরি করা হয় তাহলে স্কুলের কাজ হবে ভালো জীবন, ভালো ব্যক্তি ও ভালো সমাজের বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করে শিখন কাজে সেগুলো প্রতিফলিত করা, যাতে শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে ভালো জীবনযাপনের উপযোগী ব্যক্তি, মানুষ ও সমাজ গঠন করা যায়। তবে ভালো জীবনের ধারণাকে বিচক্ষণতার সাথে বর্ণনা করতে হবে যাতে ভালো জীবনের আদর্শ সংজ্ঞার সাথে বাস্তব জীবনের আদর্শের সামঞ্জস্য বিধান হয়। এই ভালো বলতে কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের বিশেষ মুহূর্তের ধারণা নয়। ভালো এর ধারণা মানুষের ব্যক্তিত্বের

www.nagorikpathagar.com

কাঠামো দ্বারা নির্ধারিত হয়। মানুষের প্রকৃতিতে এমন কিছু বৈশিষ্ট্য আছে যা সর্বত্র একইরূপ। মানুষের প্রকৃতি তার সংরক্ষণের জন্য ভালো জীবনের বৈশিষ্ট্যসমূহ স্বাভাবিকভাবে অর্জন করতে চায়। ব্রাউডির মতে, মানুষের ব্যক্তিত্বের তিন ধরনের প্রকৃতি আছে। যেমন, আত্মনিয়ন্ত্রণ, আত্ম উপলব্ধি ও আত্ম সমন্বয়। এইগুলো মানবজাতির ভালো জীবনের গুণগত দিক। কাজেই ভালো জীবনযাপন যদি মানুষের শিক্ষার উদ্দেশ্য হয় তাহলে এই তিন বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে ভালো জীবনের পরিমাপ করতে হবে।

মানুষ তার জীবনের দুঃখ, যন্ত্রণা, উৎকণ্ঠা ও অস্থিরতা, আত্মসম্মানবোধ ইত্যাদির উপস্থিতি ও অনুপস্থিতি অনুসারে তার জীবনের ভালোমন্দ বিচার করে। মানুষ যন্ত্রণা ভোগ করে কিন্তু মানুষ কখনো যন্ত্রণা ভোগ করতে চায় না। এটি মন্দ সে জানে। তাই সে যন্ত্রণা পরিহার করতে চায়। উৎকণ্ঠা বোধ ভালো জীবনের সাথে সংগতিপূর্ণ নয়। মানুষ উৎকণ্ঠা বোধও পরিহার করতে চায়। মানুষের আত্ম সম্মানবোধ অত্যন্ত প্রবল। যেকোনো অবস্থায় সে তার সম্মান, নিরাপত্তা, ভালোবাসা হারাতে চায় না। এগুলো হারানো তার জীবনের জন্য বিপজ্জনক। তাছাড়া মানুষ আরো বিশ্বাস করে এ পৃথিবীতে তার উপস্থিতির প্রয়োজন আছে। এবোধও তার মনে আনন্দ সৃষ্টি করে। অধিকন্তু মানুষের জীবনে উদ্দীপনা ও আগ্রহ রয়েছে। এগুলো মানুষের ভালো জীবনের আবশ্যিক উপাদান। এসব মিলিয়ে সে ভবিষ্যতের ভালো জীবনযাপনের জন্য তৈরি হয়।[৬৪]

মানুষ জানে দুঃখ কষ্ট বেদনা অনাকাঙ্খিত হলেও তা সে পরিহার করতে পারে না। এসকল মন্দের প্রতি মানুষের বিশেষ অন্তর্দৃষ্টি বিকাশ করতে হবে যাতে তার ভালো জীবনের লক্ষ্য বিঘ্নিত না হয়। মানুষকে বিপদের সম্মুখীন হওয়ার জন্য সাহস সঞ্চয় করতে হবে। আনন্দ ও দুঃখে অভ্যস্ত হওয়ার জন্য তাকে মিতাচারী হতে হবে। কোনো কিছু দেয়া এবং গ্রহণের জন্য তাকে উদার হতে হবে। তার সাথীদের দুঃখ বেদনা ও আনন্দে অংশীদারিত্বের ক্ষেত্রে তাকে ন্যায়বান হতে হবে। ব্যক্তি তার জ্ঞানের সহায়তায় মন্দ পরিহার করার অভিজ্ঞতা অর্জন করে চারিত্রিক বিকাশের মধ্য দিয়ে জীবনব্যাপী আনন্দ ও দুঃখের মাঝে সামঞ্জস্য বিধান করতে পারে।[৬৫]

অনেক মানুষ ভয় এবং উদ্বেগে ভোগে। মানুষের অবচেতন মনে এগুলো লুকায়িত থাকে। শিক্ষা দ্বারা এসব আবেগিক দুর্বলতা দূর করা যায়। মনোবিজ্ঞানের তত্ত্ব থেকে দেখা যায় যে, এ সমস্ত ভয় উদ্বেগ শিশুর শৈশবকালে সৃষ্টি হয়েছে। এগুলো পরিহার করার জন্য ভাবী প্রজন্মের শিক্ষার্থীদের শিক্ষাক্রমে কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। এর অর্থ হলো কিভাবে তরুণ শিক্ষার্থীদের আবেগিক সমস্যা দূর করা যায় সেসব প্রসঙ্গের ওপর প্রয়োজনীয় বিষয়বস্তু শিক্ষাক্রমের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

www.nagorikpathagar.com

আত্মসম্মান সম্পর্কে বলা যায় মানুষ তার কাজের মধ্য দিয়ে আত্মসম্মান লাভ করে। মানুষের যে যোগ্যতাই থাকুক না কেন সে যদি তার নিজ যোগ্যতা অনুযায়ী কাজ করে নিজেকে মূল্যায়ন করে তাহলে সে অন্যের কাছ থেকে সম্মান লাভ করতে পারে।

ভবিষ্যতে ভালো জীবনের মান অর্জনের জন্য মানুষের কিছু উত্তেজনা থাকা আবশ্যক। কিন্তু তা নির্দিষ্ট পরিমাণ পর্যন্ত থাকা বাঞ্চনীয়। এ উত্তেজনা মানুষকে ভবিষ্যতের উন্নত জীবন গঠনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায় এবং তাকে এমন একটি লক্ষ্যের দিকে তৈরি করে যার ফলে সে সাধারণ মানুষের মঙ্গলের জন্য অবদান রাখতে সচেষ্ট হয়। মানবজাতির মহান লক্ষ্যের প্রতি মানুষের প্রতিশ্রুতি থেকে জীবনের মানের ধারণা সৃষ্টি হয়। সর্ব সাধারণের মঙ্গলের জন্য ব্যক্তি তখন তার ক্ষমতাকে বিকশিত করে।[৬৬]

মানুষের আত্মসত্তার প্রকৃতিতে ভালো জীবনের আত্মগত ও বিষয়গত মূল্যবিচার নিহিত। আত্মসত্তা স্বাভাবিকভাবে তার কার্য সম্পন্ন করে। এই কার্য সম্পাদনকালে ব্যক্তি সমাজের সাথে গঠনমূলক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করে এবং এখান খেকেই ভালো জীবনের বিষয়গত মূল্য প্রতিফলিত হয়।[৬৭] মানুষের জীবনে আনন্দ বেদনার প্রয়োজন আছে। আনন্দ হলো মানুষ কোনো কাজ ভালোভাবে করবে তার প্রতীক। দুঃখ হলো তার বিপরীত। মানুষ আরাধ্য কাজ সম্পাদন করে যে আনন্দ লাভ করে তা অন্য জীব জগতের চেয়ে উচ্চ মানের। আত্মনিয়ন্ত্রণ, আত্ম উপলব্ধি, আত্ম সমন্বয়ের মধ্য দিয়ে মানুষ পূর্ণতা অর্জন করে। এই পূর্ণ মানুষই ভালো জীবনের পরিমাপক। শিক্ষার এই উদ্দেশ্যের প্রতি বাস্তববাদ দর্শন বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে।

৪.৬.৪ শিক্ষা প্রক্রিয়া

বাস্তববাদী দর্শনের শিক্ষার উদ্দেশ্য ও শিক্ষার্থীর প্রকৃতি অনুসারে কি ধরনের শিক্ষা প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয় সে সম্পর্কে কয়েকজন বাস্তববাদী দার্শনিকের মতবাদ এই অংশে আলোচনা করা হলো।

ব্রাউডি প্রচলিত বিষয়বস্তু কেন্দ্রিক ও সমস্যা কেন্দ্রিক পদ্ধতির সমন্বয়ে বাস্তববাদী শিক্ষা দর্শন অনুসারে শিক্ষাক্রম প্রণয়ন করেন। তাঁর মতে শিক্ষার্থীদের মধ্যে কাঙ্খিত অভ্যাস গঠনের উপায় হলো শিক্ষাক্রম। যে সমস্ত অভ্যাস শিক্ষাক্রম প্রণয়নের প্রধান উপাদান সেগুলোর মধ্যে প্রধান কয়েকটি হলো প্রতীকি অভ্যাস, পাঠের অভ্যাস, গবেষণা দক্ষতা, গ্রন্থাগার ব্যবহারের দক্ষতা, পরীক্ষণমূলক পদ্ধতি, বিশ্লেষণমূলক পদ্ধতি, দলীয় আলোচনা, নীতির প্রয়োগ, মূল্যায়ন ও উপভোগ করার অভ্যাস। প্রত্যেকটি অভ্যাসের মৌলিক গুরুত্ব রয়েছে। শব্দের সঠিক ব্যবহার এবং পঠন দক্ষতা প্রতীক অভ্যাসের অন্তর্ভুক্ত। অধ্যয়নের

www.nagorikpathagar.com

অভ্যাস নানা ধরনের হয়। নানা স্তরের পঠন দক্ষতাও আছে যেমন মনোযোগ সহকারে পঠন, বিশ্লেষণ ইত্যাদি। প্রতিটি অভ্যাসের গুণগত মানও ভিন্ন।[৬৮]

প্রয়োজনীয় অভ্যাসগুলো নিয়ে শিক্ষাক্রম গঠন করা হয়। এরপর অভ্যাসের সাথে সম্পৃক্ত বিষয়সমূহ জ্ঞান রাজ্যের বিভিন্ন বিভাগ থেকে নির্বাচন করতে হবে। কতকগুলো আর্দশের ভিত্তিতে জ্ঞান রাজ্যের ক্ষেত্রসমূহ থেকে বিষয়বস্তু নির্বাচন করতে হবে। যেমন জ্ঞানের কোন কোন বিষয়বস্তু সাধারণভাবে প্রয়োগ করা যায়? শিক্ষার্থীদের জন্য জ্ঞানের কোন বিষয়বস্তু জানার জরুরি প্রয়োজন রয়েছে? ব্রাউডি প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষাক্রমের জন্য প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, সামাজিক বিজ্ঞান এবং জ্ঞানের যে সমস্ত ক্ষেত্র ব্যক্তির জীবনযাপনের সঙ্গে জড়িত সেসব ক্ষেত্র থেকে বিষয় নির্বাচনের কথা বলেছেন। তাছাড়া প্রতিটি ক্ষেত্র থেকে কিছু কিছু সমস্যা কেন্দ্রিক বিষয় শিক্ষাক্রমের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। যেমন প্রাকৃতিক বিজ্ঞনের ক্ষেত্রে রসায়ন, পদার্থবিদ্যা ও জীববিদ্যার সাথে সংশ্লিষ্ট সমস্যাকেন্দ্রিক বিষয় থাকতে হবে যাতে শিক্ষার্থীরা বিজ্ঞানের এসব বিষয়ের জ্ঞানের ব্যবহারের কৌশলের সাথে পরিচিত হয়। সমাজ পাঠের সমস্যা কেন্দ্রিক প্রসঙ্গ থেকে শিক্ষার্থীরা সামাজিক বিজ্ঞান বিষয়ের সাথে সামাজিক ব্যবস্থার সম্পর্ক বুঝতে পারবে। ব্যক্তির সাথে সম্পর্কিত বিষয়সমূহ যেগুলোকে ব্রাউডি আত্মবিজ্ঞান বলেছেন সেগুলোতে মনোবিজ্ঞান, শিল্পকলা ও কবিতা, সাহিত্য, জীবনী, দর্শন, ধর্ম অন্তর্ভুক্ত করেছেন। এসব বিষয় থেকে শিক্ষার্থীরা মূল্য বিচার ও মূল্য অর্জনের অভ্যাস গঠন করতে পারবে। তাছাড়া বিভিন্ন ধরনের বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও নির্দেশনা কার্যসূচি স্কুলের শিক্ষাক্রমের অন্তর্ভুক্ত থাকবে।[৬৯]

শিক্ষাক্রমের পাশাপাশি শিক্ষা প্রক্রিয়ার অপর প্রধান দিক হলো শিক্ষা পদ্ধতি। শিক্ষার্থীদের অভ্যাস গঠন সংশ্লিষ্ট বিষয়বস্তু শিক্ষা দানের জন্য ব্রাউডি কতকগুলো বিশেষ পদ্ধতি সুপারিশ করেছেন যেমন, সক্রেটিসের পদ্ধতি, বির্তক, মুখস্থ করা, সক্রিয়তা পদ্ধতি, দর্শন ও শ্রবণ পদ্ধতি। তবে সব পদ্ধতির মূলে যে তত্ত্বটি কাজ করছে সেটি হলো প্রেষণা। শিখন ও শিক্ষণ কাজে শিক্ষার্থীর আগ্রহ সৃষ্টি করার গুরুত্ব আছে। আগ্রহ সাময়িক বা বাহ্যিক না হয়ে শিক্ষার্থীর গভীর উপলব্ধি ও মৌলিক চাহিদা থেকে সৃষ্টি হবে। শিক্ষার্থীর মৌলিক বৈশিষ্ট্য আত্ম নিয়ন্ত্রণ, আত্ম উপলব্ধি, আত্ম সমন্বয়ের সাথে শিখনে শিক্ষার্থীর গভীর আগ্রহকে সংযুক্ত করতে হবে। শ্রেণীকক্ষে ব্যবহৃত পদ্ধতিগুলো শিক্ষার্থীর মৌলিক চাহিদার উপযোগী হবে। এতে শিখন অভিজ্ঞতায় শিক্ষার্থীর প্রকৃত আগ্রহ সৃষ্টি হবে এবং তা অব্যাহত থাকবে।[৭০]

শিখনে শিক্ষার্থীর অন্তর্দৃষ্টির অভিজ্ঞতারও গুরুত্ব রয়েছে। এই অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে শিক্ষার্থী ভুল সংশোধন করতে পারে। তার শিখন কার্য যথাযথভাবে বিন্যাস করতে পারে। ভুল সংশোধন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সে সঠিক শিখন কাজে অগ্রসর হতে পারে। শিক্ষর্থী যদি তার শিখনের উদ্দীপনার সাথে সংশ্লিষ্ট

www.nagorikpathagar.com

প্রতিক্রিয়ায় সঠিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করতে পারে তাহলে তার ভুল সংশোধন প্রক্রিয়ার আর প্রয়োজন থাকে না। সে সরাসরি সঠিক শিখন কাজে অগ্রসর হতে পারে।[৭১]

শিক্ষণ পদ্ধতির সার কথা হলো সম্ভাব্য শিখন কার্যের সাথে শিক্ষার্থীর বিমূর্তন প্রক্রিয়ার স্তরের যে পার্থক্য আছে তা দূর করা। শৈশব কালের মূর্ত অভিজ্ঞতার রাজ্য থেকে শিক্ষার্থী ধীরে ধীরে বিমূর্তন করার শক্তি ও দক্ষতা অর্জন করে। শৈশব কাল থেকেই সে মূর্ত বস্তু ঘটনা অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হচ্ছে। বিশ্বজগতের পরিবেশের সাথে তার ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতার সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা হচ্ছে। স্কুলের শিক্ষায় শিক্ষার্থী মূর্ত অভিজ্ঞতাকে বিমূর্ত স্তরে নেওয়ার জন্য শিক্ষকের নির্দেশনার প্রয়োজন আছে। শিক্ষক শ্রেণী কক্ষের শিখন কার্যাবলি এমনভাবে পরিচালনা করবেন যাতে শিক্ষার্থীরা তাদের অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে মূর্ত অভিজ্ঞতাকে বিমূর্ত পর্যায়ে রূপান্তরিত করতে পারে।[৭২]

শ্রেণীকক্ষের শিক্ষাদান কার্যে দুটি বিষয় অপরিহার্য। প্রথমত, পাঠে শিক্ষার্থীর সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের সুযোগ থাকবে। দ্বিতীয়ত, শিক্ষক পাঠদান প্রক্রিয়া এমনভাবে বিন্যাস করেন যাতে পাঠের প্রতি শিক্ষার্থী আকৃষ্ট হয়; তার মানসিক পূর্ণতার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হয়; সমগ্র শিক্ষার পরিবেশ সম্পর্কে তার সঠিক অন্তর্দৃষ্টি হয়; সে যেন সময় ও উদ্দেশ্যের সুষম ব্যবহার করে শিখন ফল অর্জন করতে পারে।

৪. ৭ মূল্যায়ন

মানুষের জীবন পরিবেশের প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ রেখে বাস্তববাদ দর্শন যে শিক্ষা দর্শনের রূপ দিয়েছে অনেক দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় তা গৃহীত হয়েছে। এ দর্শনের শিক্ষণ প্রক্রিয়ার কতকগুলো মৌলিক তত্ত্ব হলো যেমন, অভ্যাস গঠন, অন্তর্দৃষ্টি সৃষ্টি, শিক্ষাগ্রহণ কার্যে শিক্ষার্থীর সক্রিয় অংশগ্রহণ, শিক্ষার্থীর বিমূর্তন স্তরের সাথে শিক্ষাদানের সাযুজ্য স্থাপন, শিক্ষার মাধ্যমে মানব জীবনের সর্বোচ্চ মঙ্গল সাধন- এগুলোর বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে। শিক্ষা তত্ত্ব হিসেবে এগুলো গ্রহণ ও বাস্তবায়নের যৌক্তিকতা আছে।

বাস্তববাদ দর্শনের কিছু দুর্বলতাও রয়েছে। প্রথমত, শিশুর প্রকৃতি সম্পর্কে এ দর্শনে একাধিক মতবাদ দেখা যায়। একটি মতবাদে শিশুর প্রকৃতিকে সম্পূর্ণ জড়বাদী দৃষ্টিতে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। দেহ ও মন উভয়ই জড় বস্তু; মন জড়ের উন্নত সংস্করণ। মনের যে আত্মিক দিক আছে তা এ দর্শনে অস্বীকার করা হয়। এ দিক দিয়ে বিবেচনা করলে শিশুর প্রকৃতি সম্পর্কে বাস্তববাদের ধারণা অপর্যাপ্ত। অপর মতবাদেও আংশিক জড়বাদী দৃষ্টিতে শিশুর প্রকৃতিকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রেও বাস্তববাদের দুর্বলতা রয়েছে। দ্বিতীয়ত, জ্ঞান অর্জন প্রক্রিয়ায় মন যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে তা বাস্তববাদে সম্পূর্ণ আগ্রহ্য করা হয়েছে। এ দিক

www.nagorikpathagar.com

দিয়ে বাস্তববাদ দর্শনের আবেদন সীমাবদ্ধ। তৃতীয়ত, বাস্তববাদী শিক্ষা দর্শনকে নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রিক বলা যায়। বাহ্যিক কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর শিক্ষাজীবন পরিচালিত হবে। কাজেই এই দর্শনে ব্যক্তি স্বাধীনতা বা ব্যক্তি সত্তার বিকাশ ক্ষুণ্ন হওয়াই স্বাভাবিক।

তথ্যপঞ্জি

১. Rudolf Hermann Lotze, Microcosmos, New York, Scribner and Welford, 1890, Vol. III, p. 345

২. John Macmurray, The Philosophy of Communism, London, Faber and Faber Ltd., 1933, pp. 21-26
বস্তু ও ধারণা বুঝাতে গিয়ে ম্যাকমারে বলেছেন : For ordinary common sense an idea is idea of somthing, a thought in our minds which represent the things that it is the idea of. In the case the thing is the really while the idea is merely "how the thing appears to us...." If the idea does not correspond with the thing of which is the idea, then idea is false and useless. We have to change our idea and keep on changing them till we get the right."

৩. Harold. H. Titas, Living Issues in Philosophy, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৭

৪. ই. জি. স্পলডিং তাঁর The New Rationalism গ্রন্থে জড় সত্তা (physical entity) ও মানসিক সত্তার (mental entity) ধারণা ব্যবহার করেছেন। প্রথমটিতে দেশ ও কালের বিশেষ অংশের সাথে সম্পর্কিত সত্ত্ব বুঝানো হয়েছে এবং দ্বিতীয়টিতে শুধু বিশেষ কালকে ধরা হয়েছে। এই কালের ধারণায় সর্বজনীন আদর্শ যেমন ন্যায়, মঙ্গল, সত্য, সৌন্দর্য ইত্যাদি যেগুলোর বাস্তবতা আছে সেগুলো অন্তর্ভুক্ত। তবে এগুলো সম্পূর্ণভাবে অর্জন করা যায় না।

৫. Alfred North Whitehead, Sciene and The Modern World, New York, The Macmillon Co., 1935, p. 125

৬. টাইটাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৫

৭. John Laird, A Study in Realim, pp. 2, 8. Cited in N. A. Nikam's "Realism", History of Philosophy Eastern and Western, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭৭-৩৯০

৮. David Hume, A Treatise of Human Nature, New York, Longmans' Green Company, 1874, Book I, Part III

৯. নিকাম, 'বাস্তববাদ', প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭৭

১০. "Philosophy of Samuel Alexzandar", Mind, January 1940, p. 3

১১. C. D. Broad, Scientific Thought, New York, Harcourt, Brace and Company, 1923, p. 250

১২. William E. Hocking, Types of PhilosophY (Revised Edition), New York, Charles Scribner's Sons, 1939, p.383

www.nagorikpathagar.com

বাস্তববাদের স্বরূপ সম্পর্কে ভাববাদী দৃষ্টিতে হকিং বলেছেন : Realim as a general temper of mind is a disposition to keep ourselves and our preferences out of our judegment of things, letting the objects speak for themselves. If we can say of idealism that it has a tendency to read the mind into nature, realism is in this respect its precise opposite. In the interest of allowing every object its full distinctive flavour, realism is inclined to de-personalize or de-mentalize the world, to see things starkly and factually in a spirit which it conceives to be at once more objective and more scientific than that of idealism."

১৩. টাইটাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৯

১৪. রমাপ্রসাদ দাস ও শিবপদ চক্রবর্তী, পাশ্চাত্য দর্শনের রূপরেখা, পৃ. ১৭৩-১৭৪

১৫. মুহম্মদ আবদুল বারী, দর্শনের কথা, পৃ. ৩৫৪

১৬. টাইটাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬০

১৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬১

১৮. এই স্কটিশ দর্শন মতবাদের নাম Common Sense Realism। জন উইদারস্পুন এই মতবাদ প্রতিষ্ঠা করেন। জেমস ম্যাককোস (১৮১১-১৮৯৪ খ্রি.) এর লিখিত গ্রন্থসমূহ থেকে এই মতবাদের বিকাশ আমেরিকায় বিশেষভাব দেখা যায়। পরবর্তী সময়ে আমেরিকায় এটি একটি প্রভাবশালী দর্শন হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। টাইটাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬১

১৯. কার্ল মার্কসের সেই অমর বাণী "The philosophers have only interpreted the world in various ways. The point is however to change it." দার্শনিকদের মনে নতুনভাবে জগতকে গঠনের জন্য উদ্বুদ্ধ করে।

২০. Edwin B. Holt and others, The New Realism, New York, The Macmillan Company, 1912
এই গ্রন্থের লেখক ও নব্য বাস্তববাদের রূপকার ছয় জন দার্শনিক হলেন : এউউইন বি. হল্ট, ওয়ালটার টি. মারভিন, উইলিয়াম পেপারেল মন্টেগু, রালপ বার্টন পেরী, ওয়ালটার বি. পিটকিন এবং এডওয়ার্ড জি. স্পলডিং।

২১. Durant Drake (Editor), Essays in Critical Realism, New York, The Macmillan Company, 1920
সবিচার বাস্তববাদের প্রবক্তা সাতজন দার্শনিক হলেন : ডুরান্ট ড্রেক, এ. ও. লাফজয়, জেমস বি. প্রাট, এ. কে. রজার্স, জর্জ সান্তায়ন, রয় উড সেলার্স এবং সি. এ. ষ্ট্রং প্রমুখ।

২২. আমিনুল ইসলাম, সমকালীন পাশ্চাত্য দর্শন, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৮৯, পৃ. ২৫৩-২৭৪

২৩. বাস্তববাদ দর্শনকে নতুন করে যে সব দার্শনিক ব্যাখ্যা করছেন তাদের মধ্যে গ্রেট ব্রিটেনের জি. ই মুর, স্যামুয়েল আলেকজাণ্ডার, লয়েড মর্গান, বার্ট্রান্ড রাসেল, জন লেয়ার্ড, সি. ডি. ব্রড প্রমুখের নাম করা যেতে পারে। আমেরিকার দার্শনিকদের মধ্যে ফ্রেডারিক জে. ই. উডব্রিজ, জন. ই. বডিন, মরিস আর. কোহেন. ইভাণ্ডার

www.nagorikpathagar.com

বি, ম্যাকগিলভেরি, জেকব লোয়েনবার্গ, ডগলাস সি. ম্যাকিনটোস, আলফ্রেড নর্থ হোয়াইটহেডের নাম উল্লেখযোগ্য।

২৪. J. Donald Butler, Four Philosophies, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭০
২৫. রমাপ্রসাদ দাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯২-১৯৮
২৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৬
২৭. বাটলার, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭২-১৭৩
২৮. রমাপ্রসাদ দাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৯-২০৫
২৯. বাটলার, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৩-১৭৪
৩০. প্রাগুক্ত
৩১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৪-১৭৫
৩২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৫-১৭৮
৩৩. Bertrand Russell, "Logical Atomism" in J. H. Muirhead, Contemporary British Philosophy (First Series), London, George Allen and Unwin, 1924, p. 380
৩৪. Durant Drake, "The Philosophy of Meliorist," in George P. Adams and William P. Montague, Contemporary American Philosophy, New York, The Macmillan Company, 1930, Vol. I, p. 289
৩৫. Roy Wood Sellars, "Realism, Naturalism and Humanism" in George P. Adams and William P. Montague, op. cit., Vol. II, p. 279
৩৬. Samuel Alexander, Space Time and Deity, London, Macmillan and Co., 1920, Vol. II
৩৭. J.B. Pratt, Personal Realism, New York, The Macmillan Company, 1937, p: 289
৩৮. বাটলার, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৮
৩৯. George Santayana, "Brief History of My Opinion" in George P. Adams and William P. Montague, op. cit., pp. 254-255
৪০. A.K. Rogers, "Empiricism." in George P. Adams and William P. Montague, op. cit., p. 274
৪১. সেলার্স, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৮
৪২. প্রাট, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬০-৩৬৫
৪৩. William P. Montague, The Ways of Things, Englewood Cliffs, N. J.: Prentice Hall, 1940, p. 293
৪৪. বাটলার, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮১
৪৫. Willimam James, The Varieties of Religious Experiences, New York, Longmans, Green and Co., 1916
৪৬. বাটলার, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮২
৪৭. মন্টেগু, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৩
৪৮. বাটলার, প্রগুক্ত, পৃ. ২৮৫
৪৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৬
৫০. মন্টেগু, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯৮

www.nagorikpathagar.com

৫১. Roy Wood Sellars, The Philosophy of Physical Realism, New York, The Macmillan Company, 1932, pp. 451-452
৫২. মন্টেগু, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৮
৫৩. বাটলার, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৯
৫৪. মন্টেগু, প্রাগুক্ত, ষষ্ঠ অধ্যায়
৫৫. বাটলার, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯০-২৯১
৫৬. Harry S. Broudy, Building a Philosophy of Education (2nd Edition), Englewood Cliffs, N. J.: Prentice Hall INC., 1961
৫৭. George Z.F. Bereday, William W. Brickman and Gerald H. Read, The Changing Soviet School, London, Constable and Company Ltd., 1960, p. 99
৫৮. John Wild, "Education and Human Society : A Realistic View" in Modern Philosophies and Education. 54th Year Book, National Society for the Study of Education, Chicago, University of Chicago Press, 1955, p. 31
৫৯. John. D. Redden and Francis A. Ryan, A Catholic Philosophy of Education, Milwaukee, The Bruce Publishing Company, 1942, pp. 116-119
৬০. বাটলার, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৬-২৯৭
৬১. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৭
৬২. ব্রাউডি. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮
৬৩. রেডেন এবং রায়ান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৪
৬৪. ব্রাউডি, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩-৫২
৬৫. বাটলার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৫-৩১২
৬৬. ব্রাউডি, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪-৪৫
৬৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮
৬৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬০-১৬১
৬৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮১-১৮৫
৭০. প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৫-২২৬
৭১. বাটলার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৬-৩১৭
৭২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৭

www.nagorikpathagar.com

পঞ্চম অধ্যায়

প্রয়োগবাদ

৫.১ সূচনা

আধুনিক কালের প্রয়োগবাদ দর্শন আন্দোলনের সাথে আমেরিকার তিন জন বিশিষ্ট দার্শনিক: চার্লস সেন্ডার্স পার্স, উইলিয়াম জেমস এবং জন ডিউঈ এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই দর্শন মতবাদ করণবাদ, উপযোগিবাদ ও পরীক্ষামূলক মতবাদ নামেও পরিচিতি। সমসাময়িক কালে ইংল্যান্ডের আর্থার বেলফু ও এফ. সি. এস শীলার এবং জার্মানির হ্যান্স ভাহিঙ্গারের দর্শন চিন্তায় প্রয়োগবাদ দর্শনের ভাবধারা দেখা যায়। উনিশ শতকে আমেরিকায় হেগেলিয় পরম ভাববাদী দর্শন মানুষের চিন্তা জগতে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। প্রচলিত অভিমত এই যে, আমেরিকায় বাস্তববাদী পরিবেশে হেগেলিয় ভাববাদের প্রতিক্রিয়া হিসেবে প্রয়োগবাদ দর্শনের বিকাশ হয়।[১] আমেরিকার চিন্তার ক্ষেত্রে এবং শিক্ষা দর্শনের রূপদানে এই দর্শনের যুগান্তকারী প্রভাব দেখা যায়।

আমেরিকার দর্শন চিন্তায় প্রয়োগবাদ একটি মৌলিক মতবাদ হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। এ দেশের জনগণের বাস্তববাদী জীবন দর্শনের প্রতিফলন এই দর্শনে দেখা যায়। বিশিষ্ট দার্শনিক চাইল্ডও অনুরূপ মত পোষণ করে বলেন যে, প্রয়োগবাদ আমেরিকার নিজস্ব দর্শন আর আমেরিকানদের জীবনে এ দর্শনের প্রভাব অপরিসীম।[২]

প্রয়োগবাদ দর্শন বলতে কি বুঝায়? এর উত্তর বিভিন্ন রকম হতে পারে। তবে সাধারণভাবে প্রয়োগবাদ একটি দৃষ্টিভঙ্গি, পদ্ধতি ও দর্শন। এই মতবাদের ধারণা ও বিশ্বাসের সত্য ও মূল্য তাদের বাস্তবতা দ্বারা বিচার করা হয়। জেমস প্রয়োগবাদের সংজ্ঞা হিসেবে বলেছেন এই দর্শন একটি দৃষ্টিভঙ্গি যা প্রাথমিক বস্তু,

www.nagorikpathagar.com

নীতি, কেটেগরী, সম্ভাব্য প্রয়োজন ইত্যাদি থেকে আমাদের দৃষ্টি সরিয়ে সর্বশেষ বস্তু, ফলাফল, তথ্য ও ঘটনাবলির প্রতি নিয়ে যায়।[৩]

সুসংবদ্ধ দর্শন তত্ত্ব বিকাশের চেয়ে প্রয়োগবাদ দর্শনের পদ্ধতি ও দৃষ্টিভঙ্গির ওপর গুরুত্ব দিয়ে থাকে। মানব অভিজ্ঞতার সকল ক্ষেত্রেই প্রয়োগবাদের পরীক্ষণমূলক পদ্ধতি দ্বারা অনুসন্ধান করা যায়। দর্শনের ভিত্তি হিসেবে প্রয়োগবাদ আধুনিক বিজ্ঞানের পদ্ধতি প্রয়োগ করে থাকে। বিজ্ঞানের পদ্ধতি ব্যবহারের ক্ষেত্রে জীব বিজ্ঞান, বিশেষ করে জীব বিজ্ঞান ও সামাজিক বিজ্ঞানের সাথে প্রয়োগবাদের সাদৃশ্য রয়েছে। মানুষের সকল মানবিক সমস্যা, নৈতিকতা, ধর্ম, শিক্ষা এসব ক্ষেত্রে প্রয়োগবাদ বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও অনুসন্ধান পদ্ধতির প্রয়োগ করতে চায়।[৪]

প্রয়োগবাদ দর্শন চিন্তার পদ্ধতির দিক থেকে বিপ্লব সাধন করেছে। প্রয়োগবাদীদের বিদ্রোহ দুটি প্রধান ভাবধারার বিরুদ্ধে; একটি বুদ্ধিভিত্তিক ভাববাদ, অপরটি অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত বাস্তববাদ। ভাববাদীরা অধিবিদ্যার সমস্যা সমাধানের জন্য বিশুদ্ধ বুদ্ধি বা প্রজ্ঞার সাহায্য নিয়েছেন। প্রয়োগবাদীদের মতে বিশ্বজগৎ সংক্রান্ত আমাদের সব গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার সমাধান বিশুদ্ধ বুদ্ধি দিয়ে হতে পারে না। অপরদিকে সব দার্শনিক সমস্যার সমাধান ইন্দ্রিয়ের সাহায্য সম্ভব, বাস্তববাদীদের এ ধারণার সাথেও প্রয়োগবাদী দার্শনিকগণ একমত হতে পারেন না। কারণ বাস্তববাদী দর্শন মতের চূড়ান্ত পরিণতি এমন এক অবস্থার সৃষ্টি করে যা সাধারণ মানুষের বিশ্বাসের মূলে আঘাত হানে। যেমন, ঈশ্বরের অস্তিত্ব, আত্মার অমরতা, নৈতিক মূল্যবোধ ইত্যাদি। সুতরাং প্রয়োগবাদ একদিকে যেমন প্লেটো, হেগেল, নব্য হেগেলিয় ভাববাদী দর্শনে সন্তুষ্ট হতে পারে নি তেমনি তারা বাস্তাববাদী দার্শনিক লক, হিউমের সাথেও একমত হতে পারে নি। প্রয়োগবাদীরা এই দুই প্রধান দর্শন মতবাদের দ্বন্দ্বের অবসান ঘটিয়ে বস্তুনিষ্ঠ দৃষ্টিভাঙ্গি ও পদ্ধতির সাহায্যে সত্য আবিষ্কারের পথ উন্মোচন করে দেন।[৫]

প্রয়োগবাদীরা বস্তুনিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়ে আমাদের স্মরণ করিয়ে দেন যে মানুষের চিন্তা-ভাবনা শূন্যতায় বিবর্তিত নয়। বরং জীবনের অংশ হিসেবে প্রয়োজনের তাগিদে চিন্তা-ভাবনা আবর্তিত হয়। আমাদের সকল ধারণা, বিশ্বাস সম্পর্কে সত্য-মিথ্যার মাপকাঠি হবে সেগুলো যেগুলো আমাদের জীবনের কতটুকু সফলতা আনতে পারে তার ভিত্তিতে। যদি কোনো ধারণা বা বিশ্বাস জীবনে সফলতা আনার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয় বা মানব জীবনে উপকারে আসে তাহলে সে ধারণা বা বিশ্বাস ব্যক্তি জীবনে, সামাজিক উন্নয়নে গৃহীত হয়ে থাকে; অন্যথায় প্রত্যাখ্যাত হয়। এখানে লক্ষণীয় প্রয়োগবাদীরা মানুষের বিশ্বাস বা ধারণার সাথে জীবনের অতি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করেছেন। এঁরা দর্শনকে তাত্ত্বিক পরিমণ্ডলের নাগপাশ থেকে মুক্ত করে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করেন। এই দার্শনিক গোষ্ঠী মনে করেন যে দর্শনের সাথে জীবনের কোনো যোগ নেই এবং যে দর্শন মানুষের কোনো কাজে আসে না সে দর্শন সত্যিকারের দর্শন নয়। তাঁরা

www.nagorikpathagar.com

মূলত মানুষের জীবনের জন্য দর্শনের চর্চার প্রয়োজনীয়তাকে সর্বাগ্রে স্থান দিয়েছেন।[৬]

অবশ্য অনেক দার্শনিক প্রয়োগবাদকে দর্শন মতবাদ না বলে এক প্রকার অনুসন্ধান পদ্ধতি বলে অভিহিত করেছেন। এঁদের মতে অন্যান্য মৌলিক দর্শনের ন্যায় কোনো সুনির্দিষ্ট নীতি দ্বারা এই দর্শনের তত্ত্ব ব্যাখ্যা করা হয় নি। তাছাড়া প্রয়োগবাদী এক একজন দার্শনিক এক এক ভাবে প্রয়োগবাদের মূল কথা ব্যাখ্যা করেছেন। সেজন্য প্রয়োগবাদকে সুসংবদ্ধ দার্শনিক মতবাদ না বলে একটি দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি বা জীবন দৃষ্টি বা অনুসন্ধান পদ্ধতি বলা হয়। অপরদিকে প্রয়োগবাদ দর্শনের প্রধান তিন প্রবক্তা জেমস, পার্স ও ডিউঈ তাঁদের দর্শন মতবাদকে পদ্ধতিও বলেছেন এবং বিশ্বদৃষ্টিসম্পন্ন মতবাদ বলেছেন।

এই দর্শনের অন্যতম অবদান হলো শিক্ষার ক্ষেত্রে অন্যান্য সাধারণ দর্শনের চেয়ে এর সুদূরপ্রসারী প্রভাব রয়েছে যা বিশ্বের প্রায় সকল গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় গৃহীত হয়েছে।[৭]

৫.২ উৎস ও বিকাশ

প্রয়োগবাদ দর্শনের উৎস খুঁজতে গেলে অন্যান্য দর্শনের ন্যায় প্রাচীন গ্রিসে যেতে হয়। হিরাক্লিটাস ও সফিস্ট প্রোটাগোরাস তৎকালে যে দর্শন চর্চা করেন সেখানে বিমূর্ত সত্যানুসন্ধানের স্থলে পরিবর্তনশীল জগৎ, ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতাপ্রসূত জ্ঞান ও পরীক্ষা নিরীক্ষায় প্রাপ্ত জ্ঞানে বিশ্বাস করতেন। নিজের পরিবেশ সৃষ্টি ও নিজের ভুবন গঠনে ব্যক্তি মানুষের যে অপরিসীম ক্ষমতা ও সম্ভাবনা আছে-এ প্রয়োগবাদী মূলকথা প্রোটাগোরাস একটি বাক্যে Man is tha measure of all things-ফুটিয়ে তুলেছেন। গ্রিসের নগর রাষ্ট্রগুলোতে অত্যাচারী শাসকদের দীর্ঘকালের নিপীড়ন, শোষণে গ্রিক ব্যক্তি মানসিকতার মেরুদণ্ড ভেঙে পড়েছিল। তখনই প্রোটাগোরাসের অমর বাণী 'মানুষই সব কিছুর মাপকাঠি। তৎকালীন গ্রিক জনগণের মনে প্রেরণার সঞ্চয় করেছিল। মানুষ বলতে তিনি ব্যক্তি মানুষকেই বুঝিয়েছেন এবং মাপকাঠি বলতে ভালোমন্দ নিরূপণের মানদণ্ড বুঝিয়েছেন। সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে ব্যক্তি মানুষের যে বিশেষ মূল্য বা মর্যাদা আছে এ বিশেষ সত্যের দিকটা প্রোটাগোরাস মানুষের কাছে তুলে ধরেছেন। হৃতবিশ্বাস, দুর্বল ও হতাশায় নিমগ্ন গ্রিকদের কাছে এ বাণী মন্ত্রের মতো কাজ করেছিল। তারা অনুপেরণা পেয়েছিল। তখনকার বিশেষ পরিবেশে গণতন্ত্রের শিকড় অনুপ্রবেশ করেছিল গ্রিসের মাটিতে।[৮]

এ প্রাচীন প্রয়োগবাদের আধুনিক উন্মেষ ও বিকাশ হয়েছে আমেরিকায়। পার্স, জেমস ও ডিউঈ এদের প্রচেষ্টায় এ দর্শনটি আমেরিকার নিজস্ব মৌলিক মতবাদ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।[৯] তবে সুপ্রাচীন গ্রিসে প্রয়োগবাদের সূচনা দেখা যায়। গ্রিক শব্দ 'প্রাগমা' থেকে 'প্রাগমেটিজম' শব্দটি এসেছে। এ শব্দটির অর্থ

www.nagorikpathagar.com

হলো যে, কার্যটি সার্থকভাবে সম্পাদিত হয়েছে। গ্রিক ঐতিহাসিক পলিবাস (১২৩ খ্রি. পূ.) দার্শনিক দৃষ্টিতে সর্বপ্রথম এ শব্দটির প্রয়োগ করেন।[১০] অবশ্য খ্রিষ্টপূর্ব পঞ্চম শতকেও কিছু কিছু গ্রিক দার্শনিকের চিন্তাধারায় প্রয়োগবাদী ধারণার সূত্র পাওয়া যায়। সতেরো ও আঠারো শতকে ফরাসি ঐতিহাসিকদের মধ্যে প্রাগমেটিক শব্দের ব্যবহার দেখা যায়। বৌদ্ধিক ইতিহাস অর্থে তাঁরা এ শব্দের প্রচলন করেন।[১১] কান্টও প্রায় অনুরূপ অর্থে প্রয়োগবাদ শব্দের অর্থ করেন।[১২] অগাষ্ট কোঁতের দৃষ্টিবাদ দর্শনেও প্রয়োগবাদী মতবাদের প্রতিফলন দেখা যায়। অবশ্য দর্শনের তত্ত্ব হিসেবে প্রয়োগবাদের প্রচলন দেখা যায় পার্সের লেখায়।[১৩] ডিউঈ এর মতে কান্টের তত্ত্ব থেকে পার্স প্রয়োগবাদ দর্শন বিকাশের অনুপ্রেরণা লাভ করেন।[১৪] পরবর্তীতে এ মতবাদের ব্যাপক প্রসার ও জনপ্রিয়তা প্রতিষ্ঠার মূলে রয়েছে জেমস, ডিউঈ এবং ব্রিটিশ সমর্থক শিলার প্রমুখ চিন্তাবিদদের অবদান। প্রয়োগবাদের মূল ভাবধারায় এঁদের সকলের চিন্তায় ঐক্যমত থাকলেও এঁদের প্রত্যেকের মতবাদে বৈচিত্র্য ও সৃজনশীলতা দেখা যায়।[১৫]

প্রয়োগবাদ দর্শনের মূলতত্ত্ব ও শিক্ষায় এ দর্শনের অবদান আলোচনার পটভূমি হিসেবে প্রয়োগবাদী দার্শনিকদের দর্শন মতবাদ নিচে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো।

৫.২.১ সফিস্ট দার্শনিক গোষ্ঠী

সফিস্ট দার্শনিকদের মধ্যে অনেকের মতে যে দর্শন ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতার মাধ্যমে সত্তাকে জানতে চায় সেটিই প্রকৃত দর্শন।[১৬] ব্যক্তিভেদে ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতার পার্থক্য দেখা যায়। তাই এঁরা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে প্রতি ব্যক্তির নিকট সত্তা যেভাবে আবির্ভূত হয় তাই প্রকৃত সত্তা। প্রোটাগোরাস এ মতের প্রবর্তক।[১৭] ব্যক্তির পরিমাপে বা মূল্যায়নে যা সত্য তাই সত্য; যা মিথ্যা তাই অসত্য। এই সফিস্ট গোষ্ঠীদের সার কথা হলো যে, মানব অভিজ্ঞতাই সত্য মিথ্যা নির্ধারণ বা সত্তার প্রকৃতি নির্ধারণের নিয়ন্ত্রক।[১৮]

৫.২.২ বেকন, কান্ট, কোঁতে ও মিল

ক. ফ্রান্সিস বেকনের (১৫৬১-১৬২৬ খ্রি.) চিন্তাধারায় আধুনিক প্রয়োগবাদের কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। বেকন বলেছেন জ্ঞানই শক্তি। প্রকৃতিকে বশ করার জন্য মানুষের জ্ঞানার্জন করে এবং এ জ্ঞান লাভের একমাত্র উপায় হচ্ছে পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা নিরীক্ষা। তাঁর মতে এ উপায়ে নিয়ত পরিবর্তনশীল বিশ্বপ্রকৃতির সত্যিকারের পরিবর্তনের কারণ জানা সম্ভব। কল্পনা ও আত্মগত উপায়ে প্রচলিত দর্শন ও ধর্মের প্রবক্তাগণ বিশ্বপ্রকৃতিকে জানতে চেয়েছেন। বেকন বলেন এভাবে সত্যিকারের জ্ঞান অর্জন সম্ভব নয়। জ্ঞানের বাস্তব মূল্য স্বীকার করলেও বেকন আধুনিক প্রয়োগবাদ সম্পর্কে পূর্বানুমান করতে পারেন নি।[১৯]

www.nagorikpathagar.com

খ. কান্টকেও (১৭২৪-১৮০৪ খ্রি.) প্রয়োগবাদ দর্শনের পথিকৃৎ বলা যায়। মৌলিক দর্শন হিসেবে প্রয়োগবাদের বিরোধিতা করলেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে কান্টের চিন্তাধারায় প্রয়োগবাদ দর্শনের বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। কান্ট বিশুদ্ধ যুক্তি ও বাস্তব যুক্তির কার্যের মধ্যে পার্থক্য করেছেন। তিনি বাস্তব যুক্তির প্রসঙ্গে বলেছেন ইচ্ছার স্বাধীনতা দ্বারা মানুষের নৈতিক আচরণ পরিচালিত হয়। সকল ভাব বা ধারণার মূল্য তাদের কার্য দ্বারা নির্ধারিত হয়-এ অর্থে কান্ট বাস্তব যুক্তির ব্যাখ্যা করেন। প্রয়োগবাদীরা কান্টের এ বিশেষ ব্যাখ্যা গ্রহণ করেন। কান্টের অপর মতবাদ হলো অভিজ্ঞতার ব্যাখ্যায় মন একটি সক্রিয় মাধ্যম হিসেবে কাজ করে। এ তত্ত্বও প্রয়োগবাদী দার্শনিকরা গ্রহণ করেছেন। কান্টের অনুধ্যানমূলক তত্ত্ববিদ্যার সমালোচনাও প্রয়োগবাদীরা স্বীকার করেছেন। এঁরা কান্টের সাথে সুর মিলিয়ে বলেন ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতার বাইরে বাস্তব ধারণা প্রতিফলিত হয় না।[২০]

কান্ট তাঁর 'বিশুদ্ধ বুদ্ধির সমালোচনা' গ্রন্থে বলেছেন জ্ঞানের প্রসঙ্গে এমন কিছু উপাদান থাকতে হবে যা মন দিয়ে সৃষ্ট নয়। জ্ঞানের এই উপাত্তকে কান্ট উপাদান বলে অভিহিত করেছেন এবং এর উৎপত্তি হয় অভিজ্ঞতায়। অভিজ্ঞতাই জ্ঞানের উপাদান সরবরাহ করে থাকে। কান্টের কথায় 'আমাদের সকল জ্ঞানই যে অভিজ্ঞতায় শুরু হয়'—এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। এ কথার দ্বারা বুঝায় কোনো বস্তুর জ্ঞানের কথা বা বস্তুটি জ্ঞাত হওয়া বলার অর্থই জ্ঞানের বস্তু সর্বদাই এবং সর্বত্র অভিজ্ঞতায় প্রাপ্ত।[২১] প্রয়োগবাদীরা তাদের অভিজ্ঞতার তত্ত্ব ব্যাখ্যায় এই মতবাদটি ব্যবহার করেছেন।

গ. উনিশ শতকের কোনো কোনো দৃষ্টবাদ দার্শনিক কান্টের অভিজ্ঞতার ধারণাকে কেন্দ্র করে যে মতবাদ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তা আধুনিক প্রয়োগবাদের বিকাশে প্রত্যক্ষ প্রভাব বিস্তার করেছিল। এদের মধ্যে কোঁতে (১৭৯৮-১৮৫৭ খ্রি.) অন্যতম। তিনি অনুধ্যানমূলক দর্শন পরিহার করেন। তবে এ কথা স্বীকার করেন যে, মানুষের জ্ঞান অর্জন বা জানার ক্ষেত্রে অনুধ্যানমূলক তত্ত্ব চিন্তার প্রয়োজন আছে। তিনি মনে করেন মানুষের চিন্তা ও কর্মে সংযোগ আছে। মানুষ পূর্ণতা অর্জনে সক্ষম। বিবর্তন শুধু প্রক্রিয়া নয় প্রগতির নির্দেশকও। বিজ্ঞানের পদ্ধতির বিষয়ে তিনি চরম অভিজ্ঞতাবাদী ছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু ও তাদের বাহ্যিক দৃশ্যত সকল জ্ঞান অনুমান আকারে রূপান্তরিত করা যায় এবং পরীক্ষা নিরীক্ষার দ্বারা প্রমাণ করা যায়।[২২]

ঘ. জন স্টুয়ার্ট মিলের (১৮০৬-১৮৭৩ খ্রি.) অভিজ্ঞতাবাদী দর্শনের সাথে প্রয়োগবাদ দার্শনিক তত্ত্বের বিশেষ করে জেমসের এই মতবাদের সামঞ্জস্য দেখা যায় যে বস্তুর বাস্তব অভিজ্ঞতা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির নীতির জন্য অপরিহার্য। কান্টের ন্যায় মিলও বলেন জ্ঞানের পরিধিকে অভিজ্ঞতার বাইরে প্রসারিত করা যায় না। তাহলে বহির্জগতের বিষয়ে বিশ্বাস আমরা কিভাবে করি? মিল এর উত্তরে বলেন প্রচলিত ও প্রায়োগিক অভিজ্ঞতার আলোকে এবং স্মৃতি ও ধারণার অনুষঙ্গের

www.nagorikpathagar.com

সাহায্যে আমাদের এ বিশ্বাস তৈরি হয়। মিল চরম অভিজ্ঞতাবাদী ছিলেন এবং বিশ্বাস করতেন অভিজ্ঞতা থেকে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান লাভ সম্ভব। মিলের প্রায়োগিক মতবাদে জেমস আকৃষ্ট হন এবং এর দ্বারা নিজের দর্শন মতবাদের ভিত্তি সুদৃঢ় করেন।[২৩]

৫.২.৩ সি. এস. পার্স

প্রয়োগবাদের আধুনিক ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন গণিতবিদ দার্শনিক পার্স (১৮৩৯-১৯১৪ খ্রি.)। তিনি বহুমুখী প্রতিভাধর চিন্তাবিদ ছিলেন। তিনি যুক্তিবিদ্যা থেকে শুরু করে বিজ্ঞান, অধিবিদ্যা ও মূল্য বিষয়ক সমস্যা সম্পর্কে দার্শনিক আলোচনা করেছেন। অর্থ সম্পর্কীয় মতবাদ পার্সের দর্শন চিন্তার বড় অবদান। তিনি বৌদ্ধিক প্রত্যয় বা ধারণাসমূহের অর্থ পরিষ্কার করার জন্য কতকগুলো পদ্ধতিগত নীতি উদ্ভাবন করেন এবং সেগুলোকে 'প্রাগমাটিসিজম' নামে অভিহিত করেন।[২৪] পার্স তাঁর অর্থ সম্পর্কীয় মতবাদে তাত্ত্বিক ধারণার অর্থ নিরূপণের জন্য প্রাগমাটিসিজমের পদ্ধতি ব্যবহার করেন। তাঁর মতে ধারণার অর্থ তার বোধগম্যতা বা প্রত্যাশিত ফলাফলের দ্বারা গঠিত হয়।[২৫] এ প্রত্যাশিত ফলাফল ভবিষ্যতে অভিজ্ঞতার মাধ্যমে প্রমাণ করা যাবে। যে ধারণা অভিজ্ঞতার সাহায্যে প্রমাণ করা যায় না তা অর্থহীন। পার্সের এ সূত্রগুলো দর্শন চর্চার ক্ষেত্রে এক নতুন দিগন্তের উন্মোচন করে। অনুধ্যানমূলক তত্ত্ব চিন্তা থেকে দার্শনিকদের দৃষ্টি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ধারণার প্রমাণ ও কার্যকারিতা যাচাই এর দিকে নিবদ্ধ হয়।[২৬]

৫.২.৪ উইলিয়াম জেমস

উইলিয়াম জেমস (১৮৪২-১৯১০ খ্রি.) আমেরিকার পরীক্ষণমূলক মনোবিদ্যার জনক এবং তিনি দার্শনিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে প্রয়োগবাদকে একটি সুস্পষ্ট মার্কিন দর্শন মতবাদ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন।

পার্সের অর্থ তত্ত্বকে জেমস সম্প্রসারিত করে সত্য তত্ত্বে পরিণত করেন; মৌলিক অভিজ্ঞতাবাদ নামক এক নতুন ধরনের অভিজ্ঞতাবাদের প্রবর্তন করেন এবং বাস্তব সত্তা সম্বন্ধে এক বহুত্ববাদী ব্যাখ্যা প্রদান করেন।[২৭]

জেমস বলেন অতীতের প্রচলিত দর্শনগুলোর আদি জিনিস, আদি নীতি ও ক্যাটাগরী প্রভৃতি বিমূর্ত তত্ত্ব থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে বাস্তব পরিস্থিতি, তথ্য ও ধারণার ফলপ্রসূ প্রতিপাদনের প্রতি দর্শনের দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে হবে। তাঁর মতে বিমূর্ত তত্ত্বকেন্দ্রিক ভাব বিশ্বাস থেকে বাস্তব পরিস্থিতি ও তথ্যের দিকে এভাবে দৃষ্টি ফিরিয়ে আনার মানসিকতাই প্রয়োগবাদ।[২৮]

বৃটিশ অভিজ্ঞতাবাদীদের ন্যায় জেমস ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অভিজ্ঞতাকে তাঁর জ্ঞানতত্ত্বের ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করেছেন। তাঁর মতে অভিজ্ঞতা একটি প্রবাহমান প্রক্রিয়া বিশেষ। এ প্রবাহের মাঝখানে কোথাও কোনো ফাঁক বা গ্রন্থি নেই। তিনি

www.nagorikpathagar.com

এই তত্ত্বের নাম দিয়েছেন মৌলিক অভিজ্ঞতাবাদ। এ মতবাদে সত্য বিষয়ক কোনো সিদ্ধান্তই পরিবর্তন ও সংশোধন সাপেক্ষে সম্ভাব্য সত্য বলে গৃহীত হতে পারে। মৌলিক অভিজ্ঞতা বলতে জেমস-এর ধারণা হলো জ্ঞান গঠনে যা সরাসরি প্রত্যক্ষিত হয় নি, এমন কিছুর সাহায্য নেওয়া হয়েছে; আবার সরাসরিভাবে প্রত্যক্ষিত হয়েছে এমন কোনো উপকরণকেও বাদ দেওয়া হয় নি।[২৯] তাঁর মতে এ মৌলিক অভিজ্ঞতাই হবে জ্ঞানের ভিত্তি, দার্শনিক জ্ঞানের মানদণ্ডরূপে একেই ব্যবহার করতে হবে।[৩০]

সত্য তত্ত্বের ধারণা সম্পর্কে জেমস বলেন কোনো ধারণাকে সত্য বলে স্বীকার করার পূর্বে অভিজ্ঞতার মাধ্যমে তার ব্যবহারিক মূল্য বা ফলপ্রসূতা যাচাই করতে হবে।[৩১] কেননা অভিজ্ঞতা নিরপেক্ষ। চিরন্তন সত্য বলতে কিছু নেই। সত্য হচ্ছে আপেক্ষিক। একটি ধারণা সত্য হয় যতক্ষণ তা আমাদের জন্য হিতকর হয়। সত্য ধারণাগুলো এমন ধারণা যেগুলো আমরা সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করতে পারি, তাদের বৈধতা প্রমাণ করতে পারি এবং সমর্থনও যাচাই করতে পারি। অপরদিকে মিথ্যা ধারণাগুলো হচ্ছে সেগুলো যা আমরা সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করতে, বৈধতা প্রমাণ করতে, সমর্থন ও যাচাই করতে পারি না।[৩২]

জেমসের মতে নৈতিকতা চিরস্থায়ী নয়। বর্তমান জীবন পরিস্থিতি থেকে নৈতিকতার উৎপত্তি হয়। মানুষ স্বাধীন ইচ্ছা ও কর্মশক্তি প্রয়োগ করে নৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকে। জেমসের মতে মানুষ তার অমূল্য ইচ্ছাশক্তির সার্থক প্রয়োগ করে সামাজিক ও নৈতিক অন্তরায়ের মূল উৎপাটন করে এক সুস্থ ও সমঝোতাপূর্ণ মানব সম্পদ গড়ে তুলতে পারে।[৩৩]

ধর্ম সম্পর্কে জেমসের মতবাদে নতুনত্ব দেখা যায়। তিনি মনে করেন যে জগতের একজন সৃষ্টিকর্তা রয়েছে। এর সহযোগিতায় মানুষ অমঙ্গল ও অজ্ঞতা দূর করে এই জগতকে সুন্দর করে সাজাতে পারে। তাঁর মতে ঈশ্বর বা সৃষ্টিকর্তার ধারণায় বিশ্বাসের মধ্যে বাস্তব কল্যাণ আছে। এই বিশ্বাসের ফলে মানুষের জীবনের নানা রকম দ্বন্দ্ব ও সমস্যা দূরীভূত হয়ে মানব জীবন ফলপ্রসূ হয়। এই কারণে প্রয়োগবাদ দর্শন ধর্মীয় বিশ্বাস বা ধর্মীয় মূল্যবোধকে অস্বীকার করে না।

জেমসর মতে দর্শনের লক্ষ্য বস্তু হলো জীবন আর জীবনকে সুন্দর করা। মানবতার মঙ্গল প্রতিষ্ঠায় ব্রতী হওয়াই প্রতিটি মানুষের কাম্য। জেমস তাঁর সমাজ দর্শনে বলেছেন প্রত্যেক ব্যক্তিই কিছু সুপ্ত শক্তির অধিকারী। এসব শক্তিকে প্রস্ফুটিত করে জনহিতকর কাজে প্রয়োগ করতে হলে মানুষের মাঝে জাগিয়ে তুলতে হবে কর্মপ্রেরণা। তাই সমাজের অগণিত জনগণের প্রতি জেমস উদাত্ত আহ্বান জানান, মানুষ যেন ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টার মাধ্যমে পরস্পরের সুপ্ত শক্তি জাগিয়ে তোলার ব্যাপারে সহায়ক হয় এবং কোনো প্রকার দ্বন্দ্ব সংঘর্ষ বা কলহে প্রবৃত্ত না হয়ে সামাজিক ঐক্য ও শান্তি প্রতিষ্ঠা করার গুরুত্ব অনুভব করতে পারে।[৩৪]

www.nagorikpathagar.com

৫.২.৫. এফ. সি. এস. শিলার

এফ. সি. এস. শিলার (১৮৬৪-১৯৩৭ খ্রি.) অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন। তিনি জেমসের প্রয়োগবাদ দর্শনের সমর্থক ছিলেন।

শিলার মৌলিক অভিজ্ঞতাবাদী হলেও অভিজ্ঞতা সম্পর্কে তাঁর ধারণা ছিল উগ্র। তাঁর মতে যে সব ধারণা ও বিশ্বাস একজনের জন্য কার্যকর তা অন্যজনের জন্য উপযোগী নাও হতে পারে। মানুষ তার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা প্রবাহ হতে এমন এক বৌদ্ধিক সত্তা প্রস্তুত করে যা তার পক্ষে উপযোগী। সে তার প্রয়োজন অনুসারে অভিজ্ঞতার রূপ দেয় এবং তার বিশেষ জগৎ গঠন করে। এরূপ জগৎ গঠন প্রক্রিয়াই জ্ঞান। ব্যক্তির সৃজনশীলতা অভিজ্ঞতাকে যে রূপ দেয় অভিজ্ঞতা সে আকারই গ্রহণ করে।[৩৫] অভিজ্ঞতার কোনো নিজস্ব আকার নেই। অপরপক্ষে বাস্তব সত্তার সংখ্যা যত, অভিজ্ঞতার সংখ্যাও তত। কিন্তু কার্যকর হতে হলে প্রতিটি অভিজ্ঞতাকে এমন একটি সামাজিক অভিজ্ঞতা হতে হয়, যার মধ্যে অন্যান্য ব্যক্তির ভূমিকা থাকবে। সেজন্য আমাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাসমূহ তাদের ব্যক্তিগত দিক খানিকটা হারিয়ে সামাজিক অভিজ্ঞতায় রূপ নেয়। এভাবেই ব্যক্তিগত ধারণার অভিন্ন প্রকাশ্য সামান্য ধারণায় রূপ নেয়। এই প্রকাশ্য সামান্য ধারণা অবশ্য সম্পূর্ণরূপে প্রয়োজনধর্মী। আমার পক্ষে তা ততক্ষণই সত্য, যতক্ষণ তা আমার পক্ষে উপযোগী হয়। উদ্দেশ্যে পূরণ করতে ব্যর্থ হলে তা আমার জন্য মিথ্যা বা অকার্যকর হয়ে যায়।[৩৬]

শিলারের দার্শনিক চিন্তার গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো তাঁর মানবতাবোধ। তিনি জোড়ালোভাবে বলেছেন সত্য ও সত্তা মানুষের সৃষ্টি। তিনি বিশ্বাস করেন যে, পরম সত্তা নয় বরং মানুষই সব অভিজ্ঞতার পরিমাপক ও বিজ্ঞানের স্রষ্টা। তাঁর মতে প্রয়োগবাদ হচ্ছে জ্ঞানতত্ত্বে মানবতাবাদের প্রয়োগ মাত্র। সাধারণ প্রয়োজন হচ্ছে বিশ্বজগতকে পুনঃমানবধর্মী করা।[৩৭]

নৈতিক চিন্তাধারার ক্ষেত্রে শিলার ইচ্ছা, আচরণ ও ব্যবহারিক ফলাফলকে মানব জীবনের মূল এবং জীবনের মূল্য হিসেবে ধরে প্রয়োগবাদী তত্ত্ববিদ্যার নৈতিক ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। জেমসের ন্যায় তিনিও মানুষের ইচ্ছার স্বাধীনতায় বিশ্বাস করতেন।

৫.২.৬ জন ডিউঈ

আমেরিকার প্রয়োগবাদী দার্শনিকদের অন্যতম জন ডিউঈ (১৮৫৯-১৯৫২ খ্রি.) এই দর্শন মতবাদকে একটি সুদৃঢ় ও শক্তিশালী দর্শন হিসেবে রূপাদান করেন। এ দর্শন মতবাদ প্রথমে আমেরিকায়, পরে পৃথিবীর অন্যান্য গণতান্ত্রিক দেশসমূহের শিক্ষা চিন্তায় সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করে।

ডিউঈ তাঁর দর্শন চিন্তাকে সরাসারি প্রয়োগবাদ না বলে করণবাদ (Instrumentalism) নামে নামকরণ করেছেন।[৩৮] জীববিদ্যা, মনোবিদ্যা,

www.nagorikpathagar.com

সমাজতত্ত্ব, জীবন ও অভিজ্ঞতা বিষয়ক চিন্তা ভাবনার প্রেক্ষাপটে তিনি তাঁর করণবাদ দর্শনের রূপ দেন। এ মতবাদ গঠনে ডারউইনের বিবর্তনবাদ ও অন্যান্য প্রয়োগবাদী দার্শনিকদের মতবাদের প্রভাব দেখা যায়। ডারউইন বিবর্তনের সপক্ষে যে মতবাদ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ডিউঈ তা গ্রহণ করে তাঁর করণবাদ দর্শনকে পরিবর্তনের ধারায় রূপ দেন। মন সম্পর্কে ডারউইনের অপর একটি মতও ডিউঈ গ্রহণ করেছেন। এ মত অনুসারে মন একটি আঙ্গিক প্রক্রিয়া, যা তার বেঁচে থাকার মূল্য দ্বারা নির্ধারিত এবং এজন্যই চিন্তা প্রক্রিয়াসমূহকে ব্যাখ্যা করতে হবে পরিবেশের সঙ্গে প্রাণীর অভিযোজন এর সমস্যার আলোকে। এই ধারণা গ্রহণ করে ডিউঈ বলেন চিন্তন প্রক্রিয়া বা ধারণা কোনো বাহ্য সত্তার বর্ণনা নয় বরং জীবনে সফলতা অর্জনের হাতিয়ার স্বরূপ। প্রাণীর সাথে তার পরিবেশের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া থেকে সৃষ্টি হয় অভিজ্ঞতা। এ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই তিনি ভাববাদী ও সবিচারবাদীদের পরাতাত্ত্বিক মতের সমালোচনা করেন।[৩৯]

ডারউইন মন সম্পর্কে প্রতীকী ধারণার সমর্থক ছিলেন। তাঁর মতে মন দুই ভাবে কাজ করে। একটি হলো প্রাণীর সঙ্গে তার পরিবেশের সম্পর্কের আলোকে সমস্যা সমাধান এবং অন্যটি হলো ঘটনাবলির একটি প্রতীকী কর্ম সাধন। বর্হিপরিবেশের সাথে প্রাণীর স্বাভাবিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া যখন প্রত্যাশিত ফলের লক্ষ্যে অগ্রসর হয় তখনই প্রতীকের সৃষ্টি হয়। প্রাণী ও পরিবেশের এ পারস্পরিক ক্রিয়া বুদ্ধি দ্বারা সম্পাদিত হয়।[৪০] ডিউঈ মনে করেন প্রতীক ও প্রতীকের অর্থ দ্বারা জ্ঞান ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। করণবাদ মত অনুসারে চিন্তা পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নেবার হাতিয়ার বা যন্ত্র। এ অপ্রতিরোধ্য বিশ্ব পরিবেশের সাথে সংগ্রাম করে টিকে থাকার জন্য চিন্তা মানুষের বড় প্রয়োজন। ডিউঈ মনে করেন মানুষ তার চিন্তা ও বুদ্ধিমত্তাকে প্রয়োগ করে পরিবেশ ও পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রণ ও পুনর্গঠন করে কোনো বিশেষ লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারবে। এ ক্ষমতা মানুষের আছে।[৪১]

ডিউঈ এর দর্শন মতবাদ অনুসারে বিশ্বজগৎ হচ্ছে অনিশ্চিত ও বিপদসঙ্কুল। এরূপ পরিবেশের সাথে মানুষ যখন মুখোমুখি হয় তখনই সে সমস্যায় পড়ে এবং মানুষ বাধ্য হয়ে এ সমস্যার সমাধানের পথ অনুসন্ধান করে। মানুষের চিন্তাই তাকে এ সমস্যা সমাধানের দিকে চালিত করে।

করণবাদ তত্ত্বের গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো অনুসন্ধান মতবাদ। পার্সকে অনুসরণ করে ডিউঈ বলেন অনুসন্ধান হচ্ছে এমন একটি প্রক্রিয়া যার দ্বারা সন্দেহযুক্ত ও বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি সন্দেহ ও বিশৃঙ্খল থেকে মুক্ত হয়ে ওঠে। অনুসন্ধানের উদ্দেশ্য হচ্ছে বিশ্বাস প্রাপ্তি। সঠিক পদ্ধতি অনুসরণ করে অনুসন্ধানের ফলাফলই হচ্ছে জ্ঞান।[৪২]

সত্য সম্পর্কিত মতবাদে ডিউঈ বলেছেন সত্য শুধু কার্যকরী হলে হবে না; সত্যকে অবশ্যই বিজ্ঞানসম্মত হতে হবে। তাঁর মতে সত্যতা হচ্ছে সুযোগ্য ও সুনিয়ন্ত্রিত অনুসন্ধানের ফল মাত্র। আমরা যে সব ধারণা, মত, প্রকল্প, বিশ্বাস

www.nagorikpathagar.com

ইত্যাদি গঠন করি সেগুলো সফল হলে বা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হলেই আমরা সেগুলোকে সত্য বলি।[৪৩] যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের ধারণাগুলো কার্যকরী না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা সেগুলোকেই যাচাই ও প্রমাণ করার প্রক্রিয়া চালিয়ে যাই এবং প্রমাণ করে সেগুলোকে সত্য করে তুলি। কোনো ধারণার ফলপ্রসূতা, কার্যকারিতা ও তার সাফল্য হচ্ছে তার সত্যতা। ডিউঈ এর মতে সত্যতা হচ্ছে অর্জিত গুণ বা ধর্ম।[৪৪]

ডিউঈ এর মতে কোনো সত্য শাশ্বত বা অপরিবর্তনীয় কিছু নয়। সত্যের কাজ মানুষের উপকার করা। যে সত্য মানুষের কাজে লাগে না তাকে ভ্রান্ত বলতে হবে। সত্যকে সময় উপযোগী করা এবং বর্তমান সময়ের প্রয়োজন মেটাবার হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করার বিষয়ে আমাদের সদা সতর্ক থাকার প্রতি ডিউঈ আহ্বান জানান।[৪৫]

নৈতিকতা সম্পর্কে ডিউঈ বলেন যে স্বতঃমূল্য বা intrinsic value এর জ্ঞান সম্ভব নয়। তবে কোনো উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে কি কি উপায় অবলম্বন করা দরকার এ বিষয়ে অবশ্যই জ্ঞান অর্জন সম্ভব। নৈতিকতা সম্পর্কিত জ্ঞান যথার্থই বৈজ্ঞানিক জ্ঞান এবং যেকোনো বুদ্ধি প্রসূত সামাজিক কর্মের জন্য এ জ্ঞানের অনুশীলনী ও চর্চা আবশ্যক।[৪৬]

ধর্ম সম্পর্কে ডিউঈ এর মত হলো—ধর্মীয় বিশ্বাস একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার। কোনো বিশেষ বিশ্বাস সমাজের সব মানুষের জন্য কল্যাণকর হতে পারে। একমাত্র সামাজিক ধারণা বা সত্য মানুষের সর্ব সাধারণের উপকারার্থে ব্যবহৃত হতে পারে এবং এ সব সামাজিক ধারণা কেবল ফলপ্রসূ অনুসন্ধানের বিষয় হতে পারে। এই দিক থেকে বলা যায় ডিউঈ ধর্মের ব্যক্তিগত দিক না দেখে সামাজিক দিক দেখেছেন। 'এক অভিন্ন ধর্ম' নামক গ্রন্থে তিনি এক মানবতাবাদী ধর্মের প্রস্তাব করেন। ঐতিহাসিক ও প্রচলিত ধর্মের মূলে এক নতুন ধর্মীয় গুণের কথা উল্লেখ করেন। তাঁর মতে, জীবন প্রক্রিয়ার অভিজ্ঞতা যেটুকু সহায়তা করে, সেটুকুই ধর্মীয় গুণের নির্দেশক। ধর্ম হবে আচার-অনুষ্ঠান বিবর্জিত, পরীক্ষামূলক এবং যাবতীয় অতীন্দ্রিয়বাদী ধারণা থেকে মুক্ত। ধর্ম মানেই নৈতিক ধর্ম, ধর্মের শক্তি ব্যক্তিকে তার ব্যবহারিক লক্ষ্য অর্জন সাহয়তা করা। ঈশ্বর বলতে কোনো অতীন্দ্রিয় সত্তাকে বুঝায় না। ঈশ্বর মানে চিন্তা ও কাজ এবং আদর্শ ও বাস্তবের সংযোগ।[৪৭]

বিবর্তন মতবাদ অনুসরণ করে ডিউঈ বলেছেন মানব সমাজ পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হচ্ছে। এ পূর্ণতা অর্জনের লক্ষ্যে মানব সমাজকে এগিয়ে যেতে হবে। তাই অতীতের পুরানো জরাজীর্ণ ধারা যা বর্তমানের জন্য অনুপযোগী, প্রগতির অন্তরায় স্বরূপ সেগুলোকে বর্জন করতে হবে। ডিউঈ এর এসব অভিমতের মধ্যে তার সংস্কারধর্মী মনোভাবের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। ডিউঈ ছিলেন একজন সংস্কারক। যা কিছু সমাজের পক্ষে উপযোগী নয় সেগুলো বর্জন করে বর্তমান সময়ের

www.nagorikpathagar.com

প্রয়োজনীয় নতুন ধারণা প্রবর্তনের জন্য তিনি আহ্বান জানান। তাঁর এ সংস্কারের ক্ষেত্র পরিব্যাপ্ত ছিল আমেরিকার তৎকালীন সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও নৈতিক প্রভৃতি বিষয়ে।[৪৮] শিক্ষাক্ষেত্রে ডিউঈ এর চিন্তাধারার অসামান্য অবদান রয়েছে। শুধু শিক্ষার তত্ত্ব তিনি দিয়ে ক্ষান্ত থাকেন নি। শিকাগোর স্কুলে তিনি পরীক্ষামূলক কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নের কাজে হাত দেন। তিনি মনে করতেন শিক্ষার মধ্য দিয়ে ভালো সমাজ সৃষ্টি করা যায়। তাঁর সমাজভিত্তিক শিক্ষা দর্শন তিনি তাঁর বহু প্রবন্ধ ও গ্রন্থে ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর শিক্ষা মতবাদের প্রত্যক্ষ প্রভাব হিসেবে যে প্রগতিবাদী আন্দোলান শুরু হয় তা অল্পদিনেই আমেরিকার প্রায় সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছড়িয়ে পড়ে।[৪৯]

আমেরিকার তৎকালীন সামাজিক পটভূমি, রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা, সদা পরিবর্তিত অবস্থা, নগর কেন্দ্রিকতা, শিল্প সম্প্রসারণ ইত্যাদি অবস্থার পটভূমিতে ডিউঈ তাঁর করণবাদ তত্ত্ব ও শিক্ষা দর্শনের রূপ দেন। তিনি মনে করেন শিক্ষাই অগ্রগতির হাতিয়ার এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো সমাজের ক্ষুদ্র সংস্করণ হিসেবে অগ্রগতির লক্ষ্যে তার যথার্থ ভূমিকা পালন করবে।[৫০]

৫.৩ প্রয়োগবাদের মূল কথা

প্রয়োগবাদী দার্শনিকদের প্রত্যেকেরই এই দর্শন সম্পর্কে নিজস্ব বিশ্বাস, ধারণা ও মতবাদ রয়েছে। তবে কিছু কিছু মৌল বিষয়ে তাঁদের মতবাদে ও ব্যাখ্যায় সামঞ্জস্যতা দেখা যায়। এ অনুচ্ছেদে প্রয়োগবাদ দর্শনের জ্ঞানবিদ্যা, অধিবিদ্যা, নৈতিকতা বিষয়ক মূল কথা আলোচনা করা হয়েছে।

৫.৩.১ জ্ঞানবিদ্যা

অনেক সমালোচকের মতে প্রয়োগবাদ মূলত একটি জ্ঞানতাত্ত্বিক দর্শন এবং জ্ঞানের পদ্ধতি নিয়ে এ দর্শনের চিন্তা-ভাবনা। এ কথা একেবারে ঠিক নয়। সত্তা সম্পর্কেও এ দর্শনের প্রবক্তাগণ চিন্তা-ভাবনা করেছেন এবং নৈতিকতা এ দর্শনের একটি কেন্দ্রীয় আলোচ্য বিষয়। তবে তত্ত্ব আলোচনায় প্রয়োগবাদে জ্ঞানতাত্ত্বিক বিষয়ের স্থান সর্বাগ্রে আসে। কারণ এ দর্শনের তত্ত্ব বিষয়, যুক্তিবিদ্যা ও মূল্যের ধারণা বুঝতে হলে জ্ঞানতাত্ত্বিক মতবাদের সহায়তা আবশ্যক। প্রয়োগবাদের জ্ঞানবিদ্যা প্রচলিত অন্যান্য দর্শন মতবাদের চেয়ে ভিন্ন।

ক. বুদ্ধিবাদ, অভিজ্ঞতাবাদ ও প্রয়োগবাদের অবস্থান

কোনো শাশ্বত তত্ত্ব বা নীতি দ্বারা প্রয়োগবাদ দর্শন তার তত্ত্ব ব্যাখ্যা করে নি। কারণ এ মতবাদের কেন্দ্রীয় ধারণা হলো অভিজ্ঞতা স্বতন্ত্র ও একক বিষয়। এ একক বিষয়টি এতই বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত যে কোনো সাধারণ বা সর্বজনীন ধারণা দ্বারা

www.nagorikpathagar.com

বুঝা সম্ভব নয়। অর্থাৎ সামান্যকরণ প্রক্রিয়ায় বিশেষ বিশেষ বস্তু, ঘটনা বা অভিজ্ঞতার প্রকৃত সত্তা বুঝা যায় না।[৫১]

তবে জ্ঞানতাত্ত্বিক বিষয় আলোচনায় প্রয়োগবাদে যৌক্তিক দৃষ্টিভঙ্গি দেখা যায়। প্রয়োগবাদীদের মতে শুধু ঘটনা দ্বারা জ্ঞান গঠিত হয় না। জ্ঞানের বিষয় হতে হলে অভিজ্ঞতা এবং ঘটনাবলির যথোপযুক্ত বিন্যাস প্রয়োজন। অনুমান প্রমাণিত হয়ে কার্যকরী হলে বলা যাবে যে ঘটনাবলি সুবিন্যস্ত হয়েছে এবং এগুলো জ্ঞানের মূল ধারণা গঠনে সহায়তা করেছে। অনুমান প্রমাণ ও তার কার্যকারিতার ফলে অভিজ্ঞতার যে সুবিন্যস্ত প্যাটার্ন বা নমুনা পাওয়া যায় তা পূর্ব প্রতিষ্ঠিত সামান্যকরণের চেয়ে গ্রহণযোগ্য। কারণ প্রতিটি বিশেষ ও খণ্ড খণ্ড অভিজ্ঞতা অনুমান প্রতিষ্ঠা ও প্রমাণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সুবিন্যস্ত করা হয়েছে।[৫২]

প্রয়োগবাদের সাথে অভিজ্ঞতাবাদের প্রচলিত অর্থে পার্থক্য দেখা যায়। অভিজ্ঞতাবাদীদের বক্তব্য যেমন ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতার মাধ্যমে জ্ঞান অর্জন করা যায়, বহির্পরিবেশের প্রভাবে মানুষ প্রত্যক্ষণ করে এবং অভিজ্ঞতা একটি নিক্রিয়-প্রক্রিয়া-প্রয়োগবাদীরা এসব তত্ত্বে বিশ্বাস করেন না। প্রয়োগবাদীদের মতে সংগৃহীত তথ্যাবলির কোনো মূল্য নেই যদি না সেগুলো বাঞ্ছিত উদ্দেশ্য সাধনে সহায়ক না হয়। এঁরা ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতাকে তাদের প্রসঙ্গ কাঠামো হিসেবে গ্রহণ করেন। তাঁরা আরো বিশ্বাস করেন অতীতের অভিজ্ঞতার চেয়ে বর্তমান অভিজ্ঞতাই মুখ্য।[৫৩]

খ. ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা

বিশ্ব পরিবেশের সাথে ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতার সম্পর্ক প্রসঙ্গে প্রয়োগবাদীদের এই অভিমত যে, আমরা এ বিশ্ব পরিবেশের সাথে সক্রিয়ভাব অংশগ্রহণ করি। পরিবেশ আমাদের ওপর ক্রিয়া করে। আমারও তার ওপর ক্রিয়াশীল হই। পরিবেশের সাথে পারস্পরিক ক্রিয়ার ফলে আমরা অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করি। জ্ঞান ও বস্তুর সম্পর্কের ফলে আমরা প্রত্যক্ষভাবে জ্ঞান অর্জন করি না। যখন আমরা বস্তু ও তার গুণের সম্পর্কের অভিজ্ঞতায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করি তখনই আমরা মনে করি যে, এ বিশেষ বিষয় সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান হয়েছে। কোনো বস্তু বা বিষয় আমরা যখন প্রত্যক্ষণ করি তখন আমরা একটি অভিজ্ঞতায় পতিত হই এবং সেই বস্তুও এই অভিজ্ঞতার অংশ। অভিজ্ঞতার কারণে ও অভিজ্ঞতার মাধ্যমে বস্তু ও ব্যক্তির অভিজ্ঞতার সংযোগ ঘটে। প্রয়োগবাদের মতে এ অভিজ্ঞতা মহাসমুদ্রের ন্যায়। এখানে আমরা ও বস্তু জগৎ ভাসমান। এই মহাসমুদ্র বস্তুত বস্তু, মন ও ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতার বিচরণ ক্ষেত্র। এই প্রক্রিয়ায় মানুষ যে জ্ঞান অর্জন করে তার বৈশিষ্ট্য হলো এ জ্ঞান পরিবর্তনীয়, সসীম, সত্যের কাছাকাছি এবং বর্তমান অভিজ্ঞতার অংশ বিশেষ।[৫৪]

www.nagorikpathagar.com

গ. গতিশীল জ্ঞান আহরণ প্রক্রিয়া

খণ্ড খণ্ড জ্ঞান সঞ্চয় করে মানুষ জ্ঞান ভাণ্ডার সৃষ্টি করে। প্রয়োগবাদীরা এ প্রচলিত বিশ্বাসের বিরোধিতা করেন। এঁরা বৈজ্ঞানিক উপায়ে পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণে প্রাপ্ত জ্ঞানে বিশ্বাস করেন। এ পদ্ধতিতে যে জ্ঞানের বিষয় আহরিত হয় তার প্রয়োজনীয়তা ও মূল্য রয়েছে। তবে এ মতবাদে জ্ঞানের বিষয়ের চেয়ে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে জ্ঞান অনুসন্ধানের পদ্ধতির মূল্য কোনো অংশে কম নয়। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষণ ও অনুমান প্রমাণের মধ্য দিয়ে মানুষ অবিরত জ্ঞানের বিভিন্ন বিষয় আবিষ্কার করে যাচ্ছে। যে জ্ঞানের বিষয় মানুষের কাজে লেগেছে এবং প্রয়োজন মিটাতে পেরেছে সেই জ্ঞানের বিষয়ই গ্রহণযোগ্য। যে জ্ঞান কার্যকরী নয় তা গ্রহণযোগ্য হবে না। সুতরাং প্রয়োগবাদে অভিজ্ঞতা অর্জন ও জ্ঞান আহরণ পদ্ধতি গতিশীল। অভিজ্ঞতার পরিবর্তন হচ্ছে মানুষের চিন্তাও সেভাবে সঞ্চিত না হয়ে চলমান প্রক্রিয়ায় অগ্রসর হচ্ছে।[৫৫]

ঘ. পরীক্ষণ পদ্ধতি

মানব অভিজ্ঞতার ফসল হিসেবে যুগ যুগ ধরে জ্ঞানের আবিষ্কার হয়েছে এবং জ্ঞান রাজ্যে নতুন জ্ঞানের বিষয় সংযোজন হয়েছে। তবে বিগত কয়েক শতকে বিজ্ঞানের আবিষ্কার ও অগ্রগতির ফলে মানুষের জ্ঞান আহরণ পদ্ধতিও সুবিন্যস্ত হয়েছে। বিজ্ঞানের এই সুবিন্যস্ত পদ্ধতিকে প্রয়োগবাদ তার জ্ঞান আহরণ পদ্ধতি হিসেবে গ্রহণ করেছে। এ জন্য প্রয়োগবাদীগণ তাদের দর্শন মতবাদের নামকরণ করেছেন 'এক্সপেরিমেন্টালিজম' বা পরীক্ষণবাদ। প্রচলিতভাবে এর নাম পরীক্ষণমূলক পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে ধাপে ধাপে মানুষ জ্ঞান অনুসন্ধান প্রক্রিয়ায় অগ্রসর হয়। প্রয়োগবাদের ব্যাখ্যা অনুসারে ধাপগুলো নিম্নরূপ :

১. জীবন গতিশীল। এ গতি কখনো সহজ-সাবলীল, কখনো বাধা বিপত্তিপূর্ণ। ভিন্ন কৌশল ও পথ অবলম্বন করে বা নতুন কিছু করে এ বাধা বিপত্তি দূর করতে হবে।

২. ব্যক্তির কোনো বিশেষ অভিজ্ঞতার সমস্যা বা উত্তেজনার জন্য কোনো কোনো পরিস্থিতি বিপদজনক মনে হয়। এ অবস্থা নিরসনের জন্য নতুন পথের সন্ধান করতে হবে।

৩. যখন কোনো ব্যক্তি বা দল কোনো বাধার সম্মুখীন হয় তা সমাধান করতে হলে প্রাথমিকভাবে তার অভিজ্ঞতা সংশ্লিষ্ট সকল তথ্য পর্যবেক্ষণ করতে হবে। শুধু তাই নয় প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সাথে জড়িত সকল প্রয়োজনীয় উপাদান যেগুলোর সাথে আমরা এবং আমাদের ভাগ্য জড়িত সেগুলো সংগ্রহ করতে হবে। এ তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে হলো বর্তমান সমস্যাপূর্ণ অভিজ্ঞতাটি থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য সঠিক পথের সংকেত লাভ।

www.nagorikpathagar.com

৪. তথ্য বা উপাত্ত পর্যবেক্ষণ থেকে সমস্যা সমাধানের সূত্র খুঁজে পাওয়া যায়। সমস্যাপূর্ণ পরিস্থিতিটি পর্যালোচনা কালে সংগৃহীত তথ্য ও উপাত্তগুলো বিন্যস্ত হয় এবং এর ভিত্তিতে অনুপ্রকল্প প্রতিষ্ঠা করা যায়।

৫. পরীক্ষামূলক পদ্ধতির সর্বশেষ ধাপ হলো অনুপ্রকল্প পরীক্ষণ। এর প্রমাণ সন্তোষজনক হলে সমস্যাপূর্ণ অভিজ্ঞতাটি সমাধানের দিক নির্দেশ পাওয়া যায়।[৫৬]

প্রয়োগবাদের দৃষ্টিতে জ্ঞান আহরণের এই পদ্ধতি থেকে দুটো জিনিস পাওয়া যায়। এক, জ্ঞান একটি বিশেষ ও সীমাবদ্ধ অভিজ্ঞতার প্রতীক। দুই, জ্ঞানের প্রকৃত মূল্য। তার অর্থ হলো অনুপ্রকল্প প্রমাণ ও সিদ্ধান্ত উপনীত হওয়ার ফলশ্রুতিতে অভিজ্ঞতার পরিবর্তন হয় এবং তা বাঞ্ছিত ফল লাভের দিকে অগ্রসর হয়।

৫.৩.২ অধিবিদ্যা

সমালোচকদের মতে প্রয়োগবাদ দর্শনের কোনো তত্ত্ব নেই। জ্ঞানতাত্ত্বিক মতবাদের দিকেই এই দর্শনের ঝোঁক বেশি। অবশ্য ডিউঈ তাঁর বিভিন্ন লেখায় বলেছেন যে, প্রয়োগবাদের ধারণার বৈশিষ্ট্য অনুসারে এর কোনো অধিবিদ্যা নেই। কিন্তু সান্তায়ন ডিউঈ-এর 'একসপেরিয়েন্স এন্ড নেচার' গ্রন্থের সমালোচনা প্রসঙ্গে প্রয়োগবাদ দর্শনের অধিবিদ্যার কথা স্বীকার করেছেন।[৫৭] অপরদিকে সিডনি হুক তাঁর "দ্যা মেটফিজিকস্ অব প্রাগমাটিজম" গ্রন্থে তত্ত্ব সম্পর্কে আলোচনা করেন এবং ডিউঈ এ গ্রন্থের মুখবন্ধ লিখতে গিয়ে প্রয়োগবাদের অধিবিদ্যার কথা স্বীকার করেন।[৫৮] সমকালীন দার্শনিক চাইল্ডসও প্রয়োগবাদের একনিষ্ঠ সমর্থক এবং তাঁর "এডুকেশন এন্ড দ্য ফিলসফি অব এডুকেশন" গ্রন্থে প্রয়োগবাদের পদ্ধতিগত তত্ত্বের সাথে বিশ্ব তত্ত্বের আলোচনা করেন।[৫৯] লুইস ম্যামফোর্ড জেমস এর দর্শনের সমালোচনা করে বলেন তাঁর মতবাদে কোনো অধিবিদ্যার ব্যাখ্যা নেই। ডিউঈ এ সমালোচনার জবাবে বলেন যে, জেমসের তত্ত্বে বিশ্লেষণাত্মক অধিবিদ্যা ধারণা রয়েছে। মোটামুটি বলা যায় এই তিন নেতৃস্থানীয় প্রয়োগবাদী দার্শনিকের চিন্তাধারায় পদ্ধতিগত তত্ত্ব ও বিশ্ব তত্ত্ব আলোচনা করা হয়েছে।[৬০]

প্রয়োগবাদ দর্শনে বিশ্ব তত্ত্ব ব্যাখ্যা অত্যন্ত জরুরি কারণ এ দর্শনের শিক্ষা তত্ত্ব বুঝতে হলে প্রয়োগবাদী দার্শনিকগণ কিভাবে জগতকে দেখেছেন সে সম্পর্কে ধারণা থাকা উচিত। প্রয়োগবাদের তত্ত্ব ব্যাখ্যার ভিত্তি হিসেবে কতিপয় প্রতিজ্ঞা নিচে আলোচনা করা হয়েছে।[৬১]

১. এ বিশ্বজগতের অবস্থান পুরোভূমিতে

এ প্রস্তাবনায় প্রয়োগবাদ দর্শনে সত্তার ব্যাখ্যার ভিত্তি হিসেবে পারিপার্শ্বিক পরিবেশের অবস্থান স্বীকার করা হয়েছে। এই প্রস্তাবনা অনুসারে বিশেষ বিশেষ

www.nagorikpathagar.com

কার্য যেগুলো ব্যক্তি বা সমষ্টি সম্পাদন করে সেগুলো সবকিছুর পুরোভাগে অবস্থান করে। একটি সার্বিক সত্তা যা আমাদের প্রতিটি অভিজ্ঞতা এবং সব মানবিক কার্যের পশ্চাদভূমি হিসেবে অবস্থান করে তাকে আবিষ্কার করা প্রয়োগবাদীদের কাজ নয়। কারণ এ ধরনের এক সর্বব্যাপী সত্তার অস্তিত্ব নেই যাকে কেন্দ্র করে ব্যক্তি ও সমাজ জীবন পরিচালিত হয়।

২. পরিবর্তনের মাঝে বিশ্বজগতের অস্তিত্বের বৈশিষ্ট্য নিহিত

বিশ্বের অস্তিত্ব স্রোতস্বিনীর ন্যায়। আমাদের অভিজ্ঞতায় আমরা যাই দেখি না কেন তা নদীর গতির মতো প্রবাহমান। এখানে পরিবর্তন ও গতিই মুখ্য। এর অর্থ হলো এ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের কোনো স্থায়ী সত্তা বা অস্তিত্ব নেই। সব কিছুই গতি ও পরিবর্তনের পথে। গতির ধরন কখনো দ্রুত কখনো ধীর। তবে যার ধীর পরিবর্তন হয় তা অনেক সময় চিরস্থায়ী মনে হয়। এ পরিবর্তনের ধারায় বিশ্ব পরিবেশ সম্মুখ দিকে অগ্রসর হচ্ছে।[৬২]

৩. এ বিশ্বজগৎ অনিশ্চিত

এ বিশ্বজগতে সব কিছুই পরিবর্তন হচ্ছে। তাই এখানে কোনো কিছু নিরাপদ নয়; কারণ পরিবর্তন বলতে অনিশ্চয়তা ও বিপদসঙ্কুল অবস্থা বুঝায়। এ বৈরী পরিবেশে বসবাস করতে হলে এর সাথে মানিয়ে চলে এ পরিবেশকে আমাদের অনুকূলে আনতে হবে। এগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করে আমাদের কাজে লাগাতে হবে।

৪. এ বিশ্বজগত অসম্পূর্ণ ও অনির্ণীত

প্রয়োগবাদের দৃষ্টিতে এ বিশ্বজগৎ অবিরত পরিবর্তনের পথে, তাই এটি একটি অসম্পূর্ণ অস্তিত্ব। এর সব কিছু সম্ভাবনার পথে। নতুন কিছু যোগ করে এর উন্নতি সাধন করার সুযোগ আছে। মানুষ অভিজ্ঞতার পুনর্গঠন ও আবিষ্কারের দ্বারা বিশ্বজগতের গতি পরিবর্তন করে নতুন পথে প্রবাহ করতে পারে এবং মানব জাতির কল্যাণে এ অর্জিত অভিজ্ঞতাসমূহ কাজে লাগাতে পারে।

৫. এ বিশ্বজগৎ বহুতাপূর্ণ

এ প্রবাহমান বিশ্বজগৎ একক সূত্র দ্বারা আবদ্ধ নয়। একে একটি অস্তিত্ব দ্বারা বুঝা সম্ভব নয়। বরং এটি এমন এক চলমান অস্তিত্ব যার বহু বৈচিত্র্যপূর্ণ দিক রয়েছে। বহুতাই তার বৈশিষ্ট্য।

৬. বিশ্বজগতের নিজস্ব প্রক্রিয়ার মধ্যে তার উদ্দেশ্য নিহিত

এ প্রস্তাবনায় প্রয়োগবাদী দার্শনিকগণ মানুষের জীবনে মূল্যবোধের স্থান ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন। এঁরা মনে করেন বিশ্বজগতের নিজস্ব প্রক্রিয়ার মধ্যে তার

www.nagorikpathagar.com

উদ্দেশ্য ও মূল্য নিহিত। এই উদ্দেশ্য এবং মূল্যের ধারণা চূড়ান্ত নয়। ক্ষণস্থায়ী অভিজ্ঞতার এই উদ্দেশ্য ও মূল্যের ধারণা প্রান্তিক। কার্য সম্পাদনের পর এগুলো অপর কোনো লক্ষ্য অর্জনের উপায় হিসেবে কাজে লাগে।

৭. বিশ্বজগতের সত্তা অভিজ্ঞতায় পরিব্যাপ্ত

এ প্রস্তাবনায় সমকালীন প্রয়োগবাদী দর্শনের বিশ্বজগৎ সম্পর্কে নিরীশ্বরবাদী, বাস্তবমুখী বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। জেম্‌স প্রয়োগবাদের অভিজ্ঞতার গতিশীল এবং সক্রিয় বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করেছেন। তবে তিনি এ বৈশিষ্ট্যের সাথে বিশ্বজগতের আত্মিক অস্তিত্বের বিরোধিতা দেখেন না। ডিউঈ ও তাঁর অনুসারীরা এ অভিমত ব্যক্ত করেন যে, মানুষের অভিজ্ঞতারাজি গতিশীল ও পরিবর্তনশীল। এদের অস্তিত্ব অনিশ্চিত ও সদা পরিবর্তনশীল। প্রয়োগবাদী অনেক দার্শনিক চলমান মানব অভিজ্ঞতা ও পরম আত্মিক সত্তার মধ্যে বিরোধ দেখেন না। এঁরা স্বভাববাদী ও নিরীশ্বরবাদী হলেও ভাববাদীদের ন্যায় ইচ্ছার স্বাধীনতা, আত্মিক ও উদ্দেশ্যপূর্ণ বিশ্বজগতের ধারণায় বিশ্বাস করেন।

৮. মানুষ চলমান বিশ্বজগতের অবিচ্ছেদ্য অস্তিত্ব

এ প্রস্তাবনা অনুসারে মানুষ প্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন নয়; সে প্রকৃতির অপরিহার্য অংশ এবং প্রকৃতির সাথে তার অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক রয়েছে।

ডিউঈ ডারউইনের বিবর্তন মতবাদ অনুসরণ করে মানুষের সাথে প্রকৃতির অস্তিত্বের সম্পর্ক দেখিয়েছেন। মানুষ প্রকৃতির সন্তান; প্রকৃতি থেকেই তার জন্ম। মানুষের মধ্যে যে যুক্তিবুদ্ধি আছে তার সাথে প্রকৃতির শৃঙ্খলা ও নিয়মের সামঞ্জস্য রয়েছে। উভয়ের মধ্যে ধারাবাহিকতাও আছে।[৬৩]

৯. এ বিশ্বজগতে মানুষ সক্রিয়, নিমিত্ত নয়

মানুষ সক্রিয়ভাবে বিশ্ব জগতের পরিবেশকে পরিচালিত করতে পারে না। তবে মানুষ প্রকৃতি ও পরিবেশের সাথে পারস্পরিক ক্রিয়ার মাধ্যমে কোনো ঘটনার বিশেষ সমস্যামূলক প্রসঙ্গের দিক বা গতি পরিবর্তন করতে পারে।

১০. বিশ্বজগৎ অগ্রগতির নিশ্চয়তা দেয় না

এ বিশ্বজগৎ থেকে মানুষ কি আশা করতে পারে তার ভিত্তি এ প্রস্তাবে নিহিত আছে। মানুষ সরাসরি বিশ্বজগৎ থেকে কিছু আশা করতে পারে না। আবার নিরাশও হতে পারে না। বস্তুত এখানে মানুষের অবস্থান আশা ও নিরাশার মাঝামাঝি। এ বিশ্বজগৎ অনিশ্চিত। কিন্তু মানুষ তার শক্তিকে পরিচালনা করে ভবিষ্যতের পথ নির্ধারণ করতে পারে। অবশ্য এ পরিচালনার ফল মঙ্গল অমঙ্গল

www.nagorikpathagar.com

দুই হতে পারে। একটি বিষয়ে নিশ্চিত হয়ে বলা যায় মানুষকে এ বিশ্বপরিবেশের মুখোমুখি হতে হবে। এর ঘটনাবলির সাথে সে সক্রিয়ভাবে জড়িয়ে পড়বে। তার এই ভূমিকাই বৈরী ও অনিশ্চিত বিশ্বজগতের থেকে ভালো কিছু আহরণ করতে সক্ষম হবে। বিশ্বজগতের পরিবেশকে পরিহার করে মানুষকে নিজ গতিতে চলতে দিলে তার জন্য কোনো ভালো উদ্দেশ্যে সাধিত হতে পারে না। প্রয়োগবাদের নৈতিক অনুজ্ঞা এখানেই দেখা যায়।

এ অনুজ্ঞার তাৎপর্য হলো মানুষকে সাহস নিয়ে জীবন পরিবেশের সম্মুখীন হতে হবে। এর থেকে যা কিছু ভালো বা মঙ্গলময় তা আদায় করে নিতে হবে। ভবিষ্যৎ পরিণতি কি তা মানুষ জানে না। তবে তাকে আশাবাদী হয়ে পরিশ্রম করতে হবে এবং দৃঢ়তা ও সাহসের সাথে জীবন পরিবেশের মুখোমুখি হতে হবে।

৫.৩.৩ মূল্যবিদ্যা

প্রয়োগবাদ দর্শনে নৈতিকতা ও মূল্যের কোনো চূড়ান্ত অস্তিত্ব বা ধারণা নেই। ব্যক্তি ও সমাজের সম্পর্কে ও কাজের মধ্য দিয়েই নৈতিকতা বা মূল্যের বিকাশ ঘটে। ব্যক্তি ও সমাজের ঘটনা প্রবাহের সাথে সাথে নৈতিকতা বা মূল্যের কার্য সাধিত হয়। এ জন্য এ দর্শনে মূল্যের ধারণা চিরস্থায়ী নয়।

মূল্য অর্জনের জন্য মানুষের কিছু শর্ত পূরণ করতে হবে। মূল্যের ধারণাকে অর্থবহ করার জন্য ভাষা প্রয়োজন; অনুধাবনের জন্য ব্যক্তি সত্তার পূর্ণতা থাকা দরকার। মূল্যের আদান প্রদানের জন্য সামাজিক পরিবেশ আবশ্যক। এসব শর্তের অভিজ্ঞতার মাঝে মূল্যের অস্তিত্ব নিহিত। তবে এর ভিত্তি চিরস্থায়ী নয়। সত্তার অভিজ্ঞতা পরিবর্তনের সাথে সাথে মূল্যের ধারণা ও তার ভিত্তির পরিবর্তন হয়।

এখন আর একটি প্রশ্ন মূল্য কি সর্বজনগৃহীত বা চিরস্থায়ী হতে পারে? উত্তরে বলা যায় প্রয়োগবাদে সর্বজন গ্রহণযোগ্য কোনো মূল্যের ধারণা নেই। তবে মূল্য নির্ধারণ প্রসঙ্গে দুটি নীতি জড়িত। এক, বর্তমান পরিস্থিতি অনুসারে মূল্য নির্ধারিত হবে। দুই, সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ পরিস্থিতিতে বর্তমান মূল্যের ফলাফল বুঝা যাবে। মূল্যের সাথে ইচ্ছা পরিপূরণ বা সন্তুষ্টি লাভের বিষয় জড়িত। এ সন্তুষ্টি ব্যক্তির ক্ষুদ্র সংকীর্ণ প্রয়োজনের চেয়ে বৃহত্তর পরিস্থিতি ও পরিবেশের সাথে সম্পর্কিত মূল্যের সন্তুস্টি বুঝায়। মূল্য বর্তমানকে অতিক্রম করে ভবিষ্যতের উৎকর্ষ সাধনের দিক নির্দেশ দেবে। বর্তমান সমস্যা সমাধান করে ভবিষ্যৎ অভিজ্ঞতা সন্তোষজনকভাবে নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনার প্রতিশ্রুতি নিহিত থাকবে মূল্য ও নৈতিকতার ধারণায়।[৬৪]

ক. নৈতিক মূল্য

ব্যক্তি একের সাথে অন্যের সম্পর্ক ও বৃহত্তর পরিবেশে সামাজিক প্রক্রিয়ায় যেখানে এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির সাথে, একদল অপর দলের সাথে সম্পর্কিত হয় সেখানেই নৈতিকতার পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। তবে নৈতিক মূল্য নির্ধারণে কিছু নীতি অনুসরণ

www.nagorikpathagar.com

করতে হয়। অনির্ণেয় পরিস্থিতিতে অনির্ণেয় উপাদানগুলোর সন্তোষজনক সমাধান করে নৈতিক মূল্য প্রতিষ্ঠা করা যায় এবং এই প্রক্রিয়ায় পরবর্তী পরিস্থিতিসমূহ সন্তোষজনক সমাধানের সুযোগ সৃষ্টি হয়।[৬৫]

প্রয়োগবাদীদের মতে সংঘাত নিরসনের মধ্য দিয়ে নৈতিক মূল্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এখানে দুটো পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। ব্যক্তি মনে করে তার উদ্দেশ্যই সঠিক। আবার তাকে সামাজিকভাবে গৃহীত নৈতিকতা মেনে চলতে হয়। প্রয়োগবাদীরে মতে অনির্ণেয় পরিস্থিতির সৃষ্ট সংঘাত নিরসনের জন্য ব্যক্তির আত্মগত নৈতিক বিশ্বাসের সাথে সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্য নৈতিক বিশ্বাসের সমন্বয় ঘটাতে হবে।

ডিউঈ মনে করেন নৈতিক প্রশ্নে একটি প্রধান বিবেচ্য বিষয় হলো ব্যক্তির অভিপ্রায় মঙ্গলকর হবে। অন্য মানুষের কথা, আকাঙ্খা, অভিপ্রায় বা ইচ্ছার ওপর গুরুত্ব দেয়া হলে আচরণ ক্ষতিগ্রস্ত হবে। কারণ, নৈতিক মূল্য মানুষের কর্ম অপেক্ষা অভিপ্রায় দ্বারা নির্ধারিত হয়। নৈতিকতার বিষয়ের আর একটি উপায় হলো মানুষের আচরণের ভিত্তিতে মূল্য বিচার করা। ব্যক্তি বাস্তব পরিবেশে যে কর্মে নিবৃত্ত হয় সেখানে তার যে আচরণ প্রকাশ পায় তা থেকে নৈতিকতা বিচার করা যায়। এই দুই ধরনের নৈতিক পরিস্থিতি যদি একই পরিবেশে বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে অনুসৃত হয় তা হলে সংঘাত হতে পারে। শিশু তার মঙ্গলকর অভিপ্রায়গুলো প্রাধান্য বজায় রাখতে চাইবে। অপরদিকে তাকে বাস্তব পরিবেশের মঙ্গলকর অভিপ্রায়গুলোকে কার্যকরী করতে হবে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে অভিপ্রায় ভালো হলেও বাস্তব পরিস্থিতিতে তা কার্যকরী বা প্রতিফলিত না হলে মঙ্গলময় ইচ্ছাগুলো অকার্যকর হয়ে যায়।

এই সংকটময় পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের জন্য ডিউঈ নৈতিকতার আত্মিক বাহ্যিক এই দুই প্রকৃতির মাঝে সমন্বয় করার কথা বলেছেন। মানুষের অভিপ্রায়গুলো পরিস্থিতির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হবে এবং উপযোগী কর্ম সম্পাদনের পূর্বেই যেন এগুলো নিঃশেষিত না হয়ে যায় তার প্রতি লক্ষ রাখতে হবে। এর পাশাপাশি মানুষের কার্যগুলো যেন পরিস্থিতির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হয় সে বিষয়েও লক্ষ রাখতে হবে। মানুষের বিভিন্ন পরিস্থিতির কাজে তার অনুভূতি, মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গির যেন অভিব্যক্তি থাকে সে বিষয়েও দৃষ্টি রাখতে হবে।[৬৬]

খ. নান্দনিক মূল্য

ডিউঈ এর গ্রন্থমালার মধ্যে 'আর্ট এজ এক্সপেরিয়েন্স' থেকে প্রয়োগবাদ দর্শনের নন্দনতত্ত্বের প্রকৃতি সম্পর্কে কিছু ধারণা পাওয়া যায়। তাঁর মতে জীবনের প্রক্রিয়ার সাথে সৌন্দর্য, আনন্দ উপাদান ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাই জীবনে সৌন্দর্য ও সুখ-দুঃখের আছে, আনন্দ আছে, দুঃখ ও বেদনা আছে, উত্তেজনা আছে।[৬৭]

ডিউঈ এর মতে এই বিশ্ব পরিবেশেই নান্দনিক মূল্যবোধ থাকার অনুকূল ক্ষেত্র। এই বিশ্বে কোনো ঘটনা বা কাজ সম্পূর্ণ বা সুনির্দিষ্ট নয়। এ অসমাপ্ত

www.nagorikpathagar.com

কাজকে সমাপ্ত করার প্রক্রিয়ার মাঝে ব্যক্তি যে চাপ, উত্তেজনা, কষ্ট অনুভব করে তা সফলতার আনন্দে রূপান্তরিত হয় কর্ম শেষে।

নান্দনিক মূল্যকে বস্তু বা ব্যক্তি সত্তার অভিজ্ঞতা থেকে পৃথক করা যায় না। মানুষের সব কাজে ও সর্বপ্রকার অভিজ্ঞতায় নান্দনিক মূল্যবোধের সম্পর্ক রয়েছে। তবে মানুষের অভিজ্ঞতা অসুন্দর ও বেদনামিশ্রিত থাকে। এসব নঞর্থক মূল্যবোধ। এগুলোও অবশ্য মানুষের মনে সৌন্দর্যের ধারণা সৃষ্টি করে।[৬৮]

খ. ধর্মীয় মূল্য

ধর্মীয় মূল্যবোধ সম্পর্কে প্রয়োগবাদের ধারণা এ দর্শনের মূল ভাবের ন্যায়। এতে কোনো আধ্যাত্মিক বা আত্মিক রূপ নেই। জেম্‌সের মতে ধর্মীয় মূল্যবোধের অতীন্দ্রিয় বিষয়ের ওপর নির্ভরযোগ্যতা বিজ্ঞানে মিলে না। এদের যথার্থতা যাচাই করা যায় না ঠিক কিন্তু ফলাফল নির্ণয় করা যায়। ধর্মীয় বিশ্বাসের ফল যদি কল্যাণকর হয়, এর মূল্যবোধের ধারণা আমাদের কাজে আসে এবং এর ফল যদি শুভ হয় তাহলে এসব ধারণা সত্য ও গ্রহণযোগ্য।[৬৯]

গ. সামাজিক মূল্য

প্রয়োগবাদে মূল্যের ধারণা ব্যক্তি ও সমাজের জীবন প্রক্রিয়ার সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। যে মূল্যবোধই মানুষ অর্জন করুক না কেন এর অর্জন সম্ভব সামাজিক কার্যকলাপের মাধ্যমে। তাই সাধারণভাবে বলা যায় সমাজের ওপর ব্যক্তির নির্ভরশীলতা একটি মৌলিক সামাজিক মূল্য এবং অধিকাংশ মূল্যের ধারণার উৎপত্তি সমাজে। বহুবিধ সামাজিক পরিমণ্ডলে ব্যক্তি যুক্ত থাকে। যেমন, গৃহ, বিদ্যালয়, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, সমবয়সীদের দল, প্রতিবেশী, স্থানীয় সমাজ, ক্লাব, সংগঠন, পেশাগত প্রতিষ্ঠান, সর্বস্তরের রাজনৈতিক কাঠামো ইত্যাদি। ফলে ব্যক্তি বিভিন্ন ধরনের মূল্যের সম্মুখীন হয় এবং নিজের প্রয়োজনীয় ও কার্যকরী মূল্য অনুশীলনী ও প্রতিষ্ঠা করে।[৭০]

সাধারণ সামাজিক মূল্যবোধ ছাড়াও কিছু কিছু বিশেষ মূল্যবোধ রয়েছে যেগুলো ব্যক্তি সমাজের সাথে যোগসূত্র হয়ে অর্জন করে অথবা যে সব মূল্যবোধ সমাজ ব্যক্তির মধ্যে জাগরূক করে।

অবশ্য সামাজিক মূল্যবোধ বিকাশের জন্য অনুকূল পরিবেশ হলো গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থা। রাজনৈতিক দর্শন ও সংগঠন হিসেবে গণতন্ত্রের প্রাধান্য এখানেই। ব্যক্তির সাথে সমাজের সম্পর্ক, সমাজের সাথে সমাজের সম্পর্ক যার মাঝে ব্যক্তি বিকশিত হতে পারে, তা একমাত্র গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রেই সম্ভব। এ পরিবেশেই ব্যক্তি সমাজকে ভালোভাবে অনুধাবন করতে পারে এবং সমাজ জীবনের প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণকারী হিসেবে তার অবস্থান উপভোগ করতে পারে।[৭১]

www.nagorikpathagar.com

৫.৪ শিক্ষায় প্রয়োগবাদ

আধুনিক কালে প্রয়োগবাদ একটি প্রভাবশালী দর্শন। এ দর্শনের বিকাশ ও রূপদানে অনেক দার্শনিকের অবদান রয়েছে। এদের মধ্যে ডিউঈ এর মতবাদই শিক্ষাক্ষেত্রে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছে। শিক্ষায় প্রয়োগবাদের আলোচনা মূলত ডিউঈ এর শিক্ষা দর্শনের কথা।[৭২] তিনি ও তাঁর অনুসারীগণ যেভাবে শিক্ষা দর্শনের রূপ দিয়েছেন তা এই অংশ সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে।

৫.৪.১ শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা

অন্যান্য দর্শনের চেয়ে প্রয়োগবাদ শিক্ষার সামাজিক কার্যের ওপর অধিকতর গুরুত্ব দিয়েছে। ডিউঈ শিক্ষাকে সামজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে বর্ণনা করেছেন। স্বভাববাদী দার্শনিকগণ শিক্ষাকে প্রধানত ব্যক্তিগত দৃষ্টিতে দেখেছেন। ভাববাদীগণ শিক্ষার সামাজিক প্রয়োজনীয়তা অনুবাধন করতে পারেন নি। এঁরা শিক্ষাকে ব্যক্তির প্রয়োজন অনুসারে ব্যাখ্যা করেছেন। বাস্তববাদীগণ শিক্ষার সামাজিক দিকগুলো পরোক্ষভাবে দেখেছেন। একমাত্র প্রয়োগবাদী দার্শনিকগণ শিক্ষাকে সামাজিক পরিমণ্ডলে উপস্থাপন করেছেন। তাঁদের মতে শিক্ষার মাধ্যমে সমাজ নতুন রূপ গ্রহণ করে। শিক্ষার অন্তর্নিহিত বিষয় হলো সমাজ যার ভিতরে ব্যক্তি মানুষ অন্তর্ভুক্ত থাকে।

প্রয়োগবাদীদের দৃষ্টিতে একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন রয়েছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমাজের তিনটি প্রয়োজন মেটায়:

১. শিক্ষার মাধ্যমে মানব জাতির জ্ঞানরাজি সংরক্ষিত হয়। এই সমস্ত জ্ঞান শিক্ষার কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে প্রতি প্রজন্মের শিক্ষার্থীদের নিকট হস্তান্তরিত হয়।

২. মানব জাতির সংস্কৃতি ও সঞ্চিত জ্ঞানের সাথে শিক্ষার্থীদের পরিচিত হওয়ার প্রয়োজন আছে। মানুষের আধুনিক জীবনের জটিলতার কারণে আমরা শুধু যে জ্ঞানের অভিজ্ঞতা হাতের কাছে আছে তাকে নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে পারি না। আধুনিক মানুষকে তার জীবনের সমকালীন চাহিদা পূরণের জন্য নিজ ও বিভিন্ন জাতির সংস্কৃতি থেকে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে হয়। তাছাড়া হাজার হাজার বছরের অতীতের মানুষের অভিজ্ঞতাও তার জানতে হয়।

৩. আমাদের অতীত কালের ঐতিহ্যের সাথে বর্তমান প্রজন্মের শিক্ষার্থীদের সম্পর্ক রাখার প্রয়োজন রয়েছে। স্কুল এই দায়িত্ব পালন করে থাকে। তাছাড়া আরো কিছু গুরুত্বপূর্ণ কার্য সম্পাদনে স্কুলের প্রয়োজন। লিখিত ভাষা আবিষ্কারের পূর্বে অনেক প্রাচীন কাল থেকে মানব জাতির জ্ঞান, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি মৌখিকভাবে সংরক্ষিত ছিল। ভাষার লিখিত রূপ

www.nagorikpathagar.com

আবিষ্কারের পর থেকে এগুলো লিখিত আকারে এক প্রজন্ম থেকে অপর প্রজন্মের নিকট হস্তান্তরিত হচ্ছে। তাই শিক্ষার্থীদের ভাষার দক্ষতা অর্জন করতে হবে যাতে এসব জ্ঞান ও ঐতিহ্যের সাথে তারা পরিচিত হতে পারে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষার্থীদের ভাষা দক্ষতা অর্জনে সহয়তা করে যা অপর কোনো প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সম্ভব নয়।

সমাজের শিক্ষার কাজ সম্পাদনের জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি হয়েছে। এই কাজ সম্পাদনের জন্য সমাজের সাথে তার সম্পর্ক রাখতে হয়। এই সম্পর্ক থেকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান কয়েকটি কাজের উৎপত্তি হয়েছে।

প্রথমত, সমাজের বিশেষ উদ্দেশ্য পূরণের জন্য মানুষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছে। সমাজের কাজ জটিল, অপর দিকে স্কুলের কাজ সহজ। স্কুল শিশুদের নিকট শিখন শিক্ষণ অভিজ্ঞতার মাধ্যমে সমাজকে তুলে ধরে। শিশুরা যদি শুধু জটিল সমাজ দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে থাকত তাহলে তারা সমাজের সংশয়, দ্বিধা দ্বন্দ্ব থেকে সহজ উত্তরণ হতে পারত না।

দ্বিতীয়ত, তরুণ শিক্ষার্থীদের সমাজের সাথে পরিচয়ের ক্ষেত্রে স্কুল গুণগত ভূমিকা পালন করে। সমাজের বিভিন্ন দিক থেকে শিক্ষার্থীরা ভুল ও ত্রুটিপূর্ণ অভিজ্ঞতা অর্জন করে। সমাজের প্রকৃত সদস্য গড়ে তোলার কাজে অনেক সময় সমাজ ব্যর্থ হয়। অপরদিকে স্কুল তার সুবিন্যস্ত কার্যক্রম দ্বারা সমাজের প্রকৃত মূল্য বিচার করে শিক্ষার্থীদের নিকট উপস্থাপনা করে। অধিকন্তু স্কুল সমাজের ভালো ও ইতিবাচক অভিজ্ঞতাগুলো শিক্ষার্থীদের সামগ্রিক বিকাশের লক্ষ্যে নির্বাচন করে।

তৃতীয়ত, স্কুল শিক্ষার্থীদের নিকট সমাজের প্রকৃত বৈশিষ্ট্যসমূহ সহজ ও অকৃত্রিমভাবে উপস্থাপন করে। সমাজের বিশেষ দল মত সংস্থা ও শ্রেণীর এজেন্ট হিসেবে স্কুল কাজ করে না। সমাজের বিভেদ ও বিতর্কমূলক অবস্থায়ও স্কুল সমর্থন করে না। স্কুল প্রকৃতপক্ষে গণতান্ত্রিক ভূমিকা পালন করে।[৭৩]

৫.৪.২ শিক্ষার্থীর বৈশিষ্ট্য

প্রয়োগবাদী দৃষ্টিতে বিশ্বজগতের ধাবমান প্রবাহের স্রোতে মানুষ অবিরত সাঁতরাচ্ছে। পানির ঘূর্ণিতে মানুষের মাথা ও হাত পায়ের নড়াচড়া দেখা যায়। কোনো মানুষকে এই স্রোতে আলাদা করে বুঝা যায় না। এই জগতের পরিবেশেও অনুরূপভাবে মানুষ অবিরত গতির সাথে চলছে। স্কুলের পরিবেশে শিক্ষার্থীরাও চলমান। এতে মনে হয় প্রয়োগবাদীরা ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যকে গুরুত্ব দেয় না; ব্যক্তিকে সমষ্টির সাথে মিশিয়ে দেয়। আসলে তা ঠিক নয়। প্রয়োগবাদী শিক্ষা দর্শন ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য নীতিকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছে। মানব জাতির অভিজ্ঞতার প্রবাহে অসংখ্য ব্যক্তি অবস্থান করছে। একই প্রবাহে বিশেষ বস্তু, বিশেষ ঘটনা, বিশেষ সম্পর্ক, বিশেষ পরিস্থিতি আছে। এই অসংখ্য অগণিত অবস্থানকে কোনো সাধারণ সূত্র

www.nagorikpathagar.com

দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায় না। প্রত্যেকটিকে একক হিসাব দেখাই স্বাভাবিক। এই অসংখ্য প্রবাহে শিক্ষার্থীর আলাদা অস্তিত্ব রয়েছে। তার মূর্ত ব্যক্তি সত্তা আছে এবং এইরূপ ব্যক্তি সত্তাকে পরম একক অস্তিত্ব হিসেবে দেখতে হবে।[৭৪]

শিক্ষার্থীর জৈবিক অস্তিত্ব আছে। এই অবয়বধারী শিক্ষার্থীরা স্কুলের পরিবেশে একে অন্যের সাথে ক্রিয়া করছে। তারা নীরবে সব কিছু গ্রহণ করে না। জগতের চলমান অভিজ্ঞতায় তারা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করছে।

জৈব অস্তিত্ব ছাড়াও শিক্ষার্থীর মনস্তাত্ত্বিক ও সামাজিক দিক রয়েছে। সে অর্থবহ ক্রিয়া সম্পাদন করতে পারে এবং তার মূল্য বিচারের অভিজ্ঞতা আছে। আবার মূল্য অভিজ্ঞতার উত্তরণের যোগ্যতাও তার আছে। এই মূল্য অভিজ্ঞতার কৃতিত্বের প্রথম ধাপ তার ভাষার বিকাশ। প্রতীকের সাথে বস্তুর অভিজ্ঞতায় একাত্ম হয়ে ব্যক্তি ভাষা দক্ষতায় সমৃদ্ধ হয়। ক্রমে মানুষ ভাষা ব্যবহারের মাধ্যমে একে অন্যের সাথে পরিচিত হয়। তার ব্যক্তি সত্তার বিকাশ হয়। এই ভাষার দ্বারাই সে মানব জাতির অভিজ্ঞতা জানতে পারে; তার অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ হয়। অভিজ্ঞতার পরিমণ্ডল সম্প্রসারিত হয়। প্রয়োগবাদীদের মতে মানুষের ব্যক্তি সত্তার বিকাশ এইভাবেই হয়। প্রথমে জীব হিসেবে তার জন্ম, ধীরে ধীরে তার শারীরিক বর্ধন ও বিকাশ; তার ভাষায় বিকাশ, ব্যক্তি ও ব্যষ্টির সাথে তার ভাবের আদান প্রদান; তার আত্মসত্তার বিকাশ হয়। ব্যক্তি মানুষ এইভাবে বিকশিত হয়। এই পারস্পরিক প্রক্রিয়ায় তার অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রয়োগবাদীরা শিক্ষার্থীর এই বিকাশের প্রক্রিয়াকে বিবেচনা করে তার শিক্ষার কাজ বিন্যাস করতে চান। শিক্ষার্থী সম্পর্কে প্রয়োগবাদের এই বিশ্বাস যে, সে সৃজনশীল এবং প্রকৃতিগতভাবে গঠনমূলক। সে নিষ্ক্রিয় শ্রোতা নয় বরং শিক্ষা প্রক্রিয়ায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। শিশুর এই বৈশিষ্ট্যকে শিক্ষণ প্রক্রিয়ায় সুনির্দিষ্ট ও সুপরিকল্পিতভাবে কাজে লাগাতে হবে।[৭৫]

৫.৪.৩ শিক্ষার উদ্দেশ্যে

প্রয়োগবাদ দর্শনের মূল অনুমান ও শিক্ষার্থীর বৈশিষ্ট্য শিক্ষার উদ্দেশ্য নির্ণয়ে প্রথমে বিবেচনা করা আবশ্যক। এই দর্শন অনুসারে এই বিশ্বজগৎ সব সময়ে গতির পথে। মানব জীবন এই গতির পথে পরিচালিত হচ্ছে, কাজেই তার অস্তিত্বও গতিশীল। এই গতির পরিবেশেই তার শিক্ষার কাজ অগ্রসর হয়।[৭৬] পরিবেশের পরিবর্তনের সাথে শিক্ষারও পরিবর্তন হচ্ছে। কাজেই প্রয়োগবাদ অনুসারে শিক্ষার কোনো স্থায়ী পূর্ব নির্ধারিত উদ্দেশ্য নেই, কোনো উচ্চ আদর্শকে জীবনে রূপায়িত করা শিক্ষার উদ্দেশ্য নয়। পরিবেশের সাথে সংঘর্ষজনিত অপূর্ণতা শিশুর মাঝে দেখা যায়, এই অপূর্ণতা দূর করাই শিক্ষার মৌল উদ্দেশ্য। শিশু এক পরিবেশের অপূর্ণতা পূরণ করার পর সে নতুন এক পরিবেশে উত্তীর্ণ হয়। সেখানেও অসম্পূর্ণতা থাকে এবং তা থেকে উত্তরণের জন্য তার শিক্ষা

www.nagorikpathagar.com

দরকার। এই নতুন অভিজ্ঞতাকে আত্মিকরণ করার জন্য তার আরো শিক্ষা দরকার। সুতরাং প্রয়োগবাদের দৃষ্টিতে শিক্ষার উদ্দেশ্য হলো আরো শিক্ষা।

শিক্ষার্থী তার জীবন পরিবেশে ক্রমাগত এক অভিজ্ঞতা থেকে অপর অভিজ্ঞতার দিকে অগ্রসর হচ্ছে। বিশ্বজগতের অভিজ্ঞতা অবিরত প্রবাহমান। এই প্রবাহে সে অভিজ্ঞতার পুনর্গঠন করে নতুন অভিজ্ঞতা সৃষ্টি করে। এক্ষেত্রে শিক্ষার কাজ হবে শিক্ষার্থীকে কার্যকর অভিজ্ঞতা দেয়া। শিক্ষার উদ্দেশ্য যদি পূর্ব নির্ধারিত হয় তাহলে শিক্ষার্থী তার জীবনের চলমান ও অনাগত পরিস্থিতির সাথে সামঞ্জস্য বিধানের জন্য তৈরি হতে পারবে না। নতুন পরিবেশের সাথে মানিয়ে চলার জন্য তৈরি হওয়ার সুযোগ পাবে না। সুতরাং শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীকে এমন অভিজ্ঞতা দিতে হবে যাতে সে তার পরবর্তী অভিজ্ঞতাকে ভালোভাবে কাজে লাগাতে পারে। কার্যকর অভিজ্ঞতা অর্জনের শক্তি ও ক্ষমতা বিকাশ সাধনে ব্যক্তিকে সহায়তা করাই হবে শিক্ষার কাজ। জীবন পরিবেশে বিশৃঙ্খল অনির্ধারিত পরিস্থিতি ও ঘটনা রয়েছে। তার সাথে সে যেন সহজে মানিয়ে চলতে পারে তাকে সে প্রস্তুতি নিতে হবে। জীবনের কোনো অবস্থায় যেন সে পরিবেশ থেকে বিযুক্ত না হয়ে পড়ে এবং সমাজের সাথে যেন তার যোগসূত্র কখনো ছিন্ন না হয় সেদিকে লক্ষ রেখে তার শিক্ষার বিন্যাস করতে হবে। সমাজের সঙ্গে তার সুসম্পর্ক তাকে ভালো কাজে অনুপ্রাণিত করবে এবং পরবর্তী কালে সে সমাজের মঙ্গলের জন্য অবদান রাখতে পারবে।

প্রয়োগবাদ অনুসারে শিক্ষার অপর উদ্দেশ্য হলো অভিজ্ঞতার অভ্যন্তরীণ উপাদানগুলোর ওপর পূর্ণ গুরুত্ব দেয়া। ব্যক্তি ও সমষ্টি যে উপায়ে তাদের পরিস্থিতিতে বাস করে এবং তার সাথে পারস্পরিক ক্রিয়া সম্পাদন করে তাই অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি বা উপাদান। ব্যক্তির অভিজ্ঞতার বাহ্যিক উপাদানগুলো মনের গভীর যেতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে অভিজ্ঞতার অভ্যন্তরীণ উপাদানগুলো শিক্ষার্থীকে কাঙ্খিত উদ্দেশ্যের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়।[৭৭]

শিক্ষার কাজে শিক্ষার্থীর স্বাধীনতা থাকা আবশ্যক। সে স্বাধীনভাবে যে সকল কাজ নির্বাচন করবে তা যেন সাময়িক আবেগ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত না হয়ে দীর্ঘস্থায়ী হয় সেজন্য শিক্ষার্থীর শিখন অভিজ্ঞতা পর্যবেক্ষণ ও বিচার বুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত হবে।

শিক্ষা মানুয়ের সামাজিক ও মানবিক ধারণার কেন্দ্র থেকে শুরু হয়। সামাজিক উদ্দেশ্য হিসেবে শিক্ষা হলো এ বিশ্বজগতকে সুবিন্যস্ত করা। বিজ্ঞানের সাহায্যে এ উদ্দেশ্য পূরণ সম্ভব। বিজ্ঞানের পদ্ধতির সাহায্যে সামাজিক বিন্যাসের প্রক্রিয়া উন্নততর করা যায়।

অবশ্য প্রয়োবাদীরা স্বীকার করেন শিক্ষার বিশেষ কিছু উদ্দেশ্য রয়েছে যেগুলো সুস্পষ্ট, বাস্তব, মূর্ত ও মানবকল্যাণকর হবে এবং শিক্ষা মানুষের প্রয়োজন মিটাবে। ভাববাদ দর্শনের ন্যায় আদর্শ মানুষ ও আদর্শ সমাজ গঠন প্রয়োগবাদ দর্শনের শিক্ষার উদ্দেশ্য নয়।[৭৮]

www.nagorikpathagar.com

ডিউঈ এর মতে শিক্ষার দুটি প্রধান উদ্দেশ্য রয়েছে। একটি হলো মানুষের স্বাভাবিক বিকাশে সহায়তা করা; অপরটি সামাজিক দক্ষতা অর্জন। স্বাভাবিক বিকাশ বলতে শরীর বর্ধন, দেহের গঠন, স্বাস্থ্য ও প্রাণশক্তির বিকাশ ইত্যাদি বুঝায়। খেলাধুলা, ব্যায়াম, শরীর চর্চা ও বস্তুর ব্যবহারের মাধ্যমে মানুষের দৈহিক বিকাশ হয়। তবে ব্যক্তিভেদে দৈহিক বিকাশের তারতম্য দেখা যায়। ছেলেমেয়েদের দৈহিক বিকাশের প্রতি শিক্ষাবিদদের লক্ষ রাখতে হবে।[৭৯]

মানুষের স্বাভাবিক চাহিদা সমাজের রীতিনীতির সাথে মেলে না। নিজের চাহিদা অনুয়ায়ী মানুষ কাজ করতে চায়। সমাজের কথা সে পরে ভাবে। সামাজিক যোগ্যতা অর্জন করতে হলে শিক্ষার প্রথম অবস্থা থেকে শিক্ষার্থীকে সামাজিক নিয়ন্ত্রণে অভ্যস্ত করতে হবে। ব্যক্তি জীবনের সংকীর্ণ চাহিদাগুলোকে বশে আনতে সাহায্য করতে হবে। আবার সামাজিক দক্ষতা বলতে কর্মদক্ষতা ও সুনাগরিকের গুণও বুঝায়। মানুষকে বিচার করার ক্ষমতা, আইন মান্য করা, প্রজ্ঞার সাথে সিদ্ধান্ত গ্রহণ—এসব সুনাগরিকের গুণ। এসবের মধ্য দিয়ে ছেলেমেয়েরা সামাজিক অভিজ্ঞতায় অংশগ্রহণের সুযোগ পায়। গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় সামাজিক যোগ্যতা ও গুণ অপরিহার্য। কারণ গণতন্ত্র বলতে মূলত ক্ষমতা ও দায়িত্বের অংশ বিভাজন বুঝায়।[৮০]

৫.৪.৪ শিক্ষা প্রক্রিয়া

প্রয়োগবাদ দর্শন অনুসারে শিক্ষা প্রক্রিয়া বুঝতে হলে এই দর্শনের পটভূমি বুঝতে হবে। মানুষ কিভাবে সুশৃঙ্খল চিন্তা করতে পারে তা প্রয়োগবাদী ধীতত্ত্ব ও যুক্তিবিদ্যা থেকে বুঝা যায়। সাধারণভাবে বলা যায় পরীক্ষামূলক পদ্ধতি হলো প্রয়োগবাদী দৃষ্টিতে চিন্তার পদ্ধতি। আবার তা শিখনের পদ্ধতিও।

শিখন সব সময় গতি ও সক্রিয়তার মধ্য থেকে উৎপত্তি হয়। শ্রেণীকক্ষে বা খেলার মাঠে যেখানেই শিক্ষণ কার্য পরিচালিত হয় সেখানেই দেখা যাবে গতি ও সক্রিয়তা। দক্ষ শিক্ষককে একথা স্মরণ রাখতে হবে তিনি যে শিক্ষণ অভিজ্ঞতা পরিচালনা করবেন তা অবশ্যই শিখন ফলে রূপান্তরিত হবে।

তবে শিক্ষণ অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে শিখন কাজ শিক্ষকের অনুসৃত পরিচালিত হলেও পদ্ধতির ফলাফল অনির্ণেয় থাকে। অর্থাৎ শিখন কাজের লক্ষ্য অর্জনের পূর্বে শিক্ষার্থীর যে শিখন সমস্যার সম্মুখীন হয় তা অনিশ্চিত অবস্থায় থাকে। তাই শিক্ষকের কাজ হবে শিখন অভিজ্ঞতার অনির্ণেয় উপাদাগুলো পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে শিক্ষার্থীর যেন শিখন সমস্যা সমাধানে অগ্রসর হতে পারে সেই জন্য সহায়তা করা। শিক্ষার সমস্যার সাথে আরেকটি উপাদান হলো শিক্ষায় শিক্ষার্থীর আগ্রহ। শিখন পরিস্থিতিতে প্রথমে শিক্ষার্থী চাপা উত্তেজনায় পতিত হয় এবং শিক্ষক যদি শিক্ষার্থীর এই উত্তেজনা প্রশমনের জন্য তার মনে আগ্রহ ও উদ্দীপনা সৃষ্টি করতে পারেন তাহলে সে সমস্যা সমাধানে স্বাভাবিকভাবে অগ্রসর হতে পারবে।

www.nagorikpathagar.com

শিখন সমস্যায় শিক্ষার্থীর অন্তর্দৃষ্টির শক্তি চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়। শিক্ষার্থী যখনই সমস্যায় পতিত হয় তখন তা সমাধানের জন্য সে সংশ্লিষ্ট সকল পরিস্থিতি থেকে উপাত্ত সংগ্রহ করে এবং সম্ভাব্য সমাধানের জন্য এগিয়ে যায়। কিভাবে তার শিখন সমস্যা সমাধান হতে পারে সেই বিষয় তার মনে অন্তর্দৃষ্টি ও নতুন প্যাটার্ন সৃষ্টি হয়। এ প্যাটার্ন দ্বারা সে তার সমস্যা সমাধান করে এবং ভবিষ্যৎ অভিজ্ঞতার দিকে অগ্রসর হয়। শিক্ষার্থী অনুমান গঠন করে তার সম্ভাব্য সমাধানের কাজে অগ্রসর হয়। এই সমাধান তার অন্তর্দৃষ্টির ফলপ্রসূ ব্যবহারের ফলে সম্ভব হয়। এই অন্তর্দৃষ্টির বলে তার পরিচিত অভিজ্ঞতার ও নতুন অভিজ্ঞতার ঘটনা ও বস্তুর সাথে সমন্বিত হয়ে তার শিক্ষা অভিজ্ঞতায় নতুন ধরনের প্যাটার্ন সৃষ্টি হয়। শিখন অভিজ্ঞতার সর্বশেষ ধাপে সে অনুমান পরীক্ষা করে। পরীক্ষার যে ফলগুলো কার্যকর হয় সেইগুলো সে গ্রহণ করে।[৮১]

শিক্ষণ প্রক্রিয়ার সাথে অভিজ্ঞতা অর্জন প্রক্রিয়ার মিল আছে। কারণ উভয় ক্ষেত্রে স্বাধীনতা, গতিশীলতা, বৈচিত্র্য ও নতুনত্ব আছে। দক্ষ শিক্ষক শিক্ষণ প্রক্রিয়া এমনভাবে পরিচালনা করেন যাতে শিক্ষার্থীর শিখণ অভিজ্ঞতা শ্রেণী কক্ষের সীমা অতিক্রম করে বহির্পরিবেশের বাস্তব অভিজ্ঞতার সাথে মিশে যায়। এভাবে শিক্ষা বিদ্যালয়ের সীমা অতিক্রম করে জীবনের অভিজ্ঞতার সাথে সমন্বিত হয়।[৮২]

প্রয়োগবাদের অভিমত হলো শিক্ষার কাজ অভিজ্ঞতা থেকে শুরু হয় এবং শিক্ষণ প্রক্রিয়ায় অভিজ্ঞতা প্রাধান্য পায়। ডিউঈ এ প্রসঙ্গে বলেন শিক্ষণ প্রক্রিয়া অভিজ্ঞতা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হলেও এর মধ্য দিয়ে অভিজ্ঞতাকে সমৃদ্ধ ও সুসংগঠিত করা হয়। অসংখ্য অভিজ্ঞতার মধ্য থেকে অত্যাবশ্যকগুলো নির্বাচন করে বিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। এখন প্রশ্ন বিদ্যালয় কোন নিয়মে এ অভিজ্ঞতা নির্বাচন করবে? ডিউঈ এর মতে অভিজ্ঞতা নির্বাচনে দুটি বিষয় বিবেচনা করতে হয়; একটি হলো পারস্পরিকতা, অপরটি ধারাবাহিকতা। পারস্পরিকতার অর্থ হলো শিক্ষার্থী সমাজে মেলামেশা করে এবং পরস্পরের সাথে অভিজ্ঞতার বিনিময় করে সামাজিক নিয়ন্ত্রণে অভ্যস্ত হয়। শিক্ষা কার্যক্রমের অভিজ্ঞতাগুলো এভাবে বিন্যাস করতে হবে যাতে সেগুলো শিক্ষার উদ্দেশ্য পূরণে বা শিক্ষণ প্রক্রিয়ায় কার্যকর হয়। শিক্ষার্থীর নিকট অভিজ্ঞতা ফলপ্রসূ হতে হলে আরো কিছু করণীয় আছে। যেমন, এক অভিজ্ঞতার সাথে অপর অভিজ্ঞতার সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করা এবং এক অভিজ্ঞতা থেকে অপর অভিজ্ঞতায় উত্তরণ প্রক্রিয়া যেন জটিল ও সমস্যাবহুল না হয় তার প্রতি লক্ষ রাখা। অভিজ্ঞতার ধারাবাহিকতারও শিক্ষামূলক তাৎপর্য রয়েছে। ধারাবাহিকতা শিক্ষার্থীর মনে কৌতূহল উদ্রেক করে, তার প্রচেষ্টাকে শক্তিশালী করে এবং তার আকাঙ্খা ও লক্ষ্যকে গভীর আবেশপূর্ণ করে। এর সাহায্যে সে ভবিষ্যতের অজানা অভিজ্ঞতার জগতে বিচরণ করতে সক্ষম হয়।[৮৩]

www.nagorikpathagar.com

শিক্ষার্থীর জীবনের অভিজ্ঞতা ফলপ্রসূ হতে হলে এগুলোকে ক্রমপর্যায় অনুসারে বিন্যাস করতে হবে। সামাজিকভাবে অভিজ্ঞতার বিন্যাস হলেও শ্রেণীকক্ষ ও বিদ্যালয়ের শিখন অভিজ্ঞতার বিন্যাসে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর ভূমিকা রয়েছে; স্বাধীনতা রয়েছে। এক্ষেত্রে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়েই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর সিদ্ধান্ত শিক্ষকের চেয়েও কার্যকর হতে পারে। শিক্ষার্থীর এই ভূমিকার জন্য তার শিখন অভিজ্ঞতার অনুশীলনীর উপযোগী পরিবেশ ও স্বাধীনতা প্রয়োজন। স্বাধীনতা বলতে চিন্তন ও শিক্ষণ প্রক্রিয়ায় মনের স্বাধীনতা বুঝায়। শিক্ষণ প্রক্রিয়া বোধগম্য ও অর্থবহ হতে হলে স্বাধীনতা অপরিহার্য। শিক্ষক যদি স্বেচ্ছাচারী হন শ্রেণীকক্ষে তার শিক্ষণ কার্য ভিন্নরূপ হবে। শিক্ষক-শিক্ষার্থীকে শ্রেণীকক্ষে শিক্ষণ কার্যে সিদ্ধান্ত নিতে হয় এবং উভয়ের প্রচেষ্টায় শিক্ষণ ফলপ্রসূ হয়।[৮৪] এর জন্য শিক্ষককে গণতান্ত্রিক মনোভাবাপন্ন হতে হবে এবং শিক্ষণ কার্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য তিনি শ্রেণীকক্ষে গণতান্ত্রিক পরিবেশ সৃষ্টি করবেন।

৫.৪.৫ শিক্ষাক্রম

বিদ্যালয়ের শিক্ষাক্রম সম্পর্কে প্রয়োগবাদীগণ নতুন দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছেন। এঁরা শিক্ষার্থীর জীবন ও অভিজ্ঞতাকে শিক্ষাক্রমে সমন্বিত করার পক্ষপাতী। জ্ঞানের বিষয়গুলোকে কঠিন সীমারেখা দ্বারা বিভক্ত না করে এঁরা এগুলিকে জীবনের সমস্যার সাথে সম্বন্ধযুক্ত করে দেখতে চান। প্রয়োগবাদীরা ডেকার্তে ও কোঁতের মত অনুসরণ করে বলেছেন যে যেহেতু বুদ্ধি ও জ্ঞানের মধ্যে সমন্বয়ের গুণ আছে অতএব সমস্ত শিক্ষার কাজেও সমন্বয় প্রয়োজন। প্রকৃতি যে বিষয়গুলোকে এক ও অখণ্ডভাবে উপস্থিত করেছে শিক্ষকরা যেন সেগুলোকে টুকরো টুকরো করে ভাঙার চেষ্টা না করেন। এঁদের আসল কথা হলো জ্ঞানের বিষয়গুলো যেমন বিদ্যালয়ের বাইরের জগতে পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত, স্কুলের মধ্যেও সেগুলো পরস্পর সমন্বিত থাকুক। তত্ত্বগতভাবে নিঃসন্দেহে এই সমন্বয় সূত্র মানুষের জ্ঞানের মধ্যে পাওয়া যায়। কিন্তু সমস্ত বিষয়ে মানুষের পূর্ণ জ্ঞান লাভ সম্ভব নয়। সেজন্য কোর কারিকুলামে প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। অলডাস হাক্সলির মতে মানুষের জ্ঞানের সমন্বয় সূত্র হবে মানুষ নিজেই কেননা মানুষের ক্ষমতার ও চরিত্রের যত পার্থক্যই থাকুক না সকল মানুষই জানতে আগ্রহী। জ্ঞানের ও অভিজ্ঞতার যে সমন্বয় হবে তা হবে মানুষের শর্ত অনুযায়ী।

স্কুলের পাঠ্যবিষয়গুলো রাখা হয়েছে শুধু বুদ্ধিকে তীক্ষ্ণ করার জন্য নয়। এগুলো হচ্ছে জগতকে ভালোভাবে বুঝবার জন্য মানুষের ব্যবহৃত আয়ুধ। মনুষ্য জাতি তার অভিজ্ঞতা হতে এই জ্ঞান ভাণ্ডার সঞ্চয় করেছে। এগুলোকে জীবন ধারণের কাজে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা উচিত। প্রয়োগবাদীরা আরো বলেন

www.nagorikpathagar.com

উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রেও বিষয়গুলো সমন্বয় করা প্রয়োজন। শিক্ষার বহু অপ্রয়োজনীয় আবর্জনাকে নির্মমভাবে বর্জন করে আবশ্যিক বিষয়গুলোকে শিক্ষার্থীর জীবনের প্রয়োজনের সঙ্গে অর্থবহভাবে যোগ করা উচিত। প্রয়োগবাদী এই শিক্ষাক্রমের ধারণা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে উদ্দেশ্যমুখী কর্মভিত্তিক ও সুসম্বন্বিত শিক্ষা ব্যবস্থা আমেরিকাসহ বিভিন্ন দেশে প্রবর্তন করা হয়েছে। মাধ্যমিক স্তরেও বিভিন্ন দেশে এরূপ সমন্বিত শিক্ষাক্রম প্রবর্তন সম্ভব হয়েছে।[৮৫]

৫.৪.৬ শিক্ষা পদ্ধতি

শিক্ষাদান ক্ষেত্রে প্রয়োগবাদে নতুনত্ব দেখা যায়। এ দর্শন অনুসারে পুস্তক বা গুরুজনদের নিকট থেকে জ্ঞান আহরণ করা সত্যিকার অর্থে শিক্ষা লাভ নয়। পরিবেশের সাথে কাজের মধ্য দিয়ে কিভাবে শিক্ষা অভিজ্ঞতা অর্জন করা যায় বরং তার নির্দেশ পাওয়া যাবে শিক্ষক ও পুস্তক থেকে। প্রয়োগবাদে শিক্ষা পদ্ধতির ফোকাস হলো শিশু ও তার বহিঃপরিবেশ এবং এগুলোকে কেন্দ্র করে তার শিক্ষামূলক কার্যপদ্ধতি পরিচালিত হবে। শিক্ষার্থী যেন নিজের প্রচেষ্টায় তথ্য জানতে পারে, তার পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারে সেদিকে শিক্ষক লক্ষ রাখবেন। তিনি তথ্যের ভারে তাকে ভারাক্রান্ত করবেন না। ঘটনা অনুসন্ধান ও আবিষ্কার করার জন্য তাকে উৎসাহ দেবেন। সৃজনশীল ও পরীক্ষণমূলক অভ্যাস গঠনে তার সহায়ক হবেন। তাই প্রয়োগবাদ দর্শনে শিক্ষা পদ্ধতি হবে কর্মকেন্দ্রিক।[৮৬]

ডিউঈ এর মতে শিক্ষা পদ্ধতি শিক্ষার্থীর মনে তত্ত্ব সন্ধানী চিন্তনের বিকাশ ঘটাবে। শিক্ষা পদ্ধতি তাকে শুধু ঘটনা নয় ঘটনার কারণ জানতে অনুপ্রাণিত করবে।

প্রজেক্ট পদ্ধতি একটি কার্যকর শিক্ষা পদ্ধতি। এর সূত্র বাস্তব জীবনে নিহিত। কিলপ্যাট্রিকের মতে প্রজেক্ট পদ্ধতি এক স্বাভাবিক কর্মপদ্ধতি। শিক্ষার্থীর সামাজিক পরিবেশে এর কার্য সম্পাদিত হয়। এই পদ্ধতি শিক্ষার্থীকে সমস্যা সমাধানের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায় এবং সে স্বাভাবিক পরিবেশে সমস্যা সমাধানমূলক কাজে অগ্রসর হয়। এই পরিবেশে কৃত্রিমতার স্থান নেই। জীবনের ঘটনাকে কেন্দ্র করেই প্রজেক্ট পদ্ধতিতে শিক্ষণ প্রক্রিয়া সম্পাদিত হয়। এই প্রাণবন্ত ও জীবন পরিবেশ কেন্দ্রিক শিক্ষা শিক্ষার্থীর মনে আনন্দ সৃষ্টি করে।

আলোচনাও একটি কার্যকর শিক্ষা পদ্ধতি। শ্রেণী পরিবেশে শিক্ষক সুপরিকল্পিতভাবে আলোচনা পরিচালনা করে শিক্ষার্থীদের শিখন অভিজ্ঞতা ফলপ্রসূ করতে পারেন। আলোচনা থেকে অর্জিত দক্ষতা ও কৌশল শিক্ষার্থীরা সামাজিক জীবনেও কাজে লাগাতে পারে।

প্রয়োগবাদীরা জীবনের সঙ্গে শিক্ষাকে মেলাতে চেয়েছেন কেননা জীবনের শিক্ষাই তাৎপর্যপূর্ণ শিক্ষা। রেমন্টের কথায় শিক্ষার্থীর প্রতি সম্পূর্ণ আন্তরিক সহযোগিতা প্রয়োগবাদী শিক্ষার কেন্দ্রবিন্দু। এ ধরনের শিক্ষাতত্ত্ব ইতিপূর্বে

www.nagorikpathagar.com

জার্মানিতে প্রচলিত থাকলেও আমেরিকার প্রয়োগবাদী দার্শনিকগণ নিঃসন্দেহে এ তত্ত্বের প্রয়োগের ক্ষেত্রে অন্যদের চেয়ে বেশি দূর অগ্রসর হয়েছেন।[৮৭]

৫.৪.৭ নিয়ন্ত্রণ ও শৃঙ্খলা

প্রয়োগবাদীর শিক্ষার্থীদের যথেষ্ট স্বাধীনতা দিতে চান। এ স্বাধীনতা অবশ্য স্বৈরাচারিতা নয়। শিক্ষক পরামর্শদাতা ও পথ নির্দেশক হিসেবে শিক্ষার্থীর স্বাধীন কাজে বা অনুসন্ধানে সহায়তা করবেন। তারা সনাতন নিয়মে পড়ার সময় পড়া, খেলার সময় খেলবে না। বরং খেলার সাথে কাজের সংযোগ থাকবে। কাজও খেলা হতে পারে যদি তাতে শিক্ষার্থীর আগ্রহ থাকে। যেমন অঙ্কের সমস্যা খেলা হতে পারে যদি শিক্ষার্থী তা আগ্রহ ও কৌতূহল সহকারে সমাধান করতে চায়। ডিউঈ স্বাধীনতা ও শৃঙ্খলাকে শিক্ষার্থীর আগ্রহের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে দেখেছেন। যদি শিক্ষার্থীর শিক্ষণ কাজ তার আগ্রহ, চাহিদা, দক্ষতা, ক্ষমতা, পছন্দ এর সাথে সম্পৃক্ত হয় তাহলে তার শৃঙ্খলাজনিত সমস্যা থাকবে না।[৮৮]

৫.৪.৮ শিক্ষক

আপাতদৃষ্টিতে দেখা যায় প্রয়োগবাদ দর্শন অনুসারে শিক্ষণ কাজে শিক্ষকের প্রাধান্য নেই। কিন্তু কার্যত শিক্ষা পরিকল্পনায় গতানুগতিক পদ্ধতিতে শিক্ষার চেয়ে প্রয়োগবাদের শিক্ষাতত্ত্ব অনুসারে শিক্ষকের ভূমিকা কঠিন ও জটিল। শিক্ষার্থীরা পরিবার ও সমাজ থেকে নানা ধরনের বহুমুখী অভিজ্ঞতা নিয়ে শ্রেণীকক্ষে আসে। তারা যেন এসব অভিজ্ঞতাকে ভালোভাবে কাজে লাগাতে পারে সেজন্য শিক্ষক শিক্ষণ কাজ সৃজনশীল উপায়ে বিন্যাস করবেন এবং বুদ্ধিমত্তা প্রয়োগ করে শিক্ষণ প্রক্রিয়া পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন করবেন। তিনি শিক্ষার্থীদের যোগ্যতা, চাহিদা সঠিকভাবে নিরূপণ করবেন এবং এমনভাবে শিক্ষা অভিজ্ঞতার পরিবেশ তৈরি করবেন যাতে তাদের প্রত্যেকের চাহিদা পূরণ হয় এবং দক্ষতা আরো বিকশিত হয়। কাজেই প্রয়োগবাদের দৃষ্টিতে শিক্ষকের কাজ হবে শিক্ষার্থীর জন্য আদর্শ ও অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা। তিনি জীবন পরিবেশের মধ্যে শিশুকে স্থাপন করবেন এবং সে এর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মাধ্যমে জীবনের প্রয়োজনীয় কৌশলগুলো আয়ত্তে আনতে সক্ষম হবে।[৮৯]

৫.৫ মূল্যায়ন

প্রয়োগবাদ দর্শন শিক্ষার ক্ষেত্রে যুগান্তকারী অবদান রেখেছে। এ আধুনিক দর্শনটি একালের উদার গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় অনন্য দর্শনরূপে আদৃত হয়েছে।[৯০]

প্রয়োগবাদের কেন্দ্রমূলে রয়েছে মানুষ ও মানুষের প্রয়োজন। সেখানে পূর্ব নির্ধারিত কোনো আদর্শ নেই। মানুষ তার ক্ষমতা ও প্রয়োজন অনুযায়ী তার জীবন ও শিক্ষার লক্ষ্য নির্ধারণ করবে।

www.nagorikpathagar.com

শিশুর নিজস্ব চাহিদা, আগ্রহ ও ক্ষমতার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে প্রয়োগবাদীগণ তাদের মতবাদকে আরো সুদৃঢ় করেছেন। পাশাপাশি গণতান্ত্রিক জীবনধারাকে আদর্শ হিসেবে বেছে নিয়ে এ দর্শন সমাজের প্রয়োজনকে শিক্ষা ক্ষেত্রে গুরুত্ব দিয়েছে। তাছাড়া শিক্ষা পদ্ধতির ক্ষেত্রে কর্মকেন্দ্রিক ধারা বিশেষ করে প্রজেক্ট পদ্ধতি প্রবর্তন করে প্রয়োগবাদ এক নতুন ও প্রগতিশীল শিক্ষা আন্দোলন গড়ে তুলেছে।

প্রয়োগবাদ দর্শন নৈতিক শিক্ষাকে ভিন্নভাবে দেখে। এই দর্শন মতে পূর্ববর্তী প্রজন্মের নৈতিক শিক্ষা পরবর্তী প্রজন্মের মানুষের নিকট ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির অংশ হিসেবে হস্তান্তরিত হয় না। প্রত্যেক মানুষ তার প্রয়োজন অনুসারে নৈতিক আদর্শ সৃষ্টি করে এবং তা সৃষ্টি করতে গিয়ে নতুন নীতি, মূল্য ও আদর্শের উদ্ভাবন করে। অবশ্য এসব নীতি বা আদর্শ অপর প্রজন্মের নিকট গ্রহণযোগ্য নাও হতে পারে।

এ দর্শনের কিছু দুর্বলতাও রয়েছে।[৯১] সমালোচকদের মতে প্রয়োগবাদের অর্ন্তনিহিত দুর্বলতা হলো এ তত্ত্ব মানুষের চিরন্তন মূল্যকে অস্বীকার করেছে। এদের মতে মানুষের মনে কোনো মূল্যের সংস্কার নেই, শিক্ষা পদ্ধতি শিশুর মনে তার নিজের মূল্যবোধ সৃষ্টি করে। এঁরা বিশ্বাস করেন না যে শিক্ষা হলো দর্শনের ক্রিয়াশীল রূপ। আরো একটি ত্রুটি যে, শিশুর শক্তি সামর্থের যে জন্মগত প্রভেদ রয়েছে তা প্রয়োগবাদী শিক্ষা দর্শন স্বীকার করে না। প্রয়োগবাদ সম্পর্কে আরো বলা হয় এ মতবাদে শিক্ষার্থীর সামাজিক জীবনের ওপর প্রাধান্য দিয়ে ব্যক্তিগত জীবনকে অবহেলা করা হয়েছে।

এই দর্শনের তাত্ত্বিক দুর্বলতাও শিক্ষা ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করেছে। প্রয়োগবাদ দর্শনকে জীবনের সাথে মিলাতে গিয়ে উভয়কে এক করে দেখেছে। জীবনের প্রয়োজনে দর্শনকে দেখতে গিয়ে দর্শনের অন্তর্নিহিত সারবত্তা পরোক্ষ হয়ে গিয়েছে। আবার প্রয়োগসূত্র দিয়ে সবকিছুকে বিচার করতে গিয়ে পরম আদর্শ, মূল্য, সত্য ও সত্তার ধারণাকে আপেক্ষিক মনে করেছে।

এই দর্শনের আরো একটি তাত্ত্বিক অসম্পূর্ণতা হলো সামগ্রিক ঐক্যের অভাব। জীবনে নিরবচ্ছিন্নভাবে এক অভিজ্ঞতার পর অপর অভিজ্ঞতা আসছে। কিন্তু এসব অভিজ্ঞতার কোনো অন্তর্নিহিত তাৎপর্য নেই যা দ্বারা পরম ঐক্যের ধারণা পাওয়া যায়। প্রয়োগবাদে সত্তাকে স্বীকার করা হয় নি। এই দর্শন অনুসারে যদিও সত্তা থেকে থাকে তা গতির পথে পরিবর্তিত হচ্ছে। স্বাধীনতা, জীবন, মানুষের ভাগ্য, সর্বশেষ গন্তব্য, বিশ্বজগতের উৎপত্তি, প্রকৃতির উদ্দেশ্য সবকিছুর অস্তিত্ব রয়েছে আপেক্ষিকতার গতিতে ও পরিবর্তনে। এ কারণেই তত্ত্বের প্রশ্নের সমাধানে প্রয়োগবাদ ব্যর্থ হয়েছে।

এসব ত্রুটি সত্ত্বেও প্রয়োগবাদ শিক্ষা বিষয়ে নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করেছে। এ দর্শন বর্তমান অভিজ্ঞতাকে মুখ্য মনে করে এবং এ অভিজ্ঞতা যেন মানুষ ভালোভাবে কাজে লাগাতে পারে তার জন্য নতুন শিক্ষা দর্শন দিয়েছে। অতীত ও

www.nagorikpathagar.com

ভবিষ্যৎ এই দর্শনের আওতার বাইরে। অতীত অভিজ্ঞতাকে পুনর্গঠন করে মানুষ বর্তমান সময়ের সমস্যা সমাধানে কাজে লাগায় এবং বর্তমান অভিজ্ঞতার সফলতার ওপর ভবিষ্যৎ অভিজ্ঞতার প্রকৃতি নির্ভর করে। কাজেই বর্তমান অভিজ্ঞতাকে ভালোভাবে কাজে লাগাতে হবে। বর্তমান অভিজ্ঞতাই মানুষকে যৌক্তিকভাবে চিন্তা করার সুযোগ দেয়।[৯২] প্রয়োগবাদ মানুষের বাস্তব অভিজ্ঞতাকে অসীম মূল্য দিয়ে কৃত্রিম একাডেমিক পরিবেশের জগদ্দল পাথর ভেঙে দিয়েছে।[৯৩]

পরিশেষে বলা যায় প্রয়োগবাদ শিক্ষাকে বাস্তবতায় নিয়ে এসেছে। শিক্ষার্থীর মনে দৈনন্দিন শিক্ষা সমস্যা সমাধানের দৃষ্টিভঙ্গি সৃষ্টি করার সুযোগ দিয়েছে। এই দর্শন শিক্ষার্থীর অভিজ্ঞতাকে মূল্য দিয়েছে এবং শিক্ষা কার্যক্রমে যেন এগুলোকে কাজে লাগানো যায় তার প্রতি গুরুত্ব দিয়েছে। পরীক্ষামূলক পদ্ধতিতে সমস্যা সমাধান, প্রজেক্ট পদ্ধতির ব্যবহার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গণতান্ত্রিক লক্ষ্যে বিন্যাস আধুনিক কালের শিক্ষায় এসব প্রয়োগবাদ দর্শনের সুদূরপ্রসারী অবদান।

তথ্যপঞ্জি

১. Sarvepalli Radhakrishnon, History of Philosophy Eastern And Western, Vol, II, pp. 336-337

২. John L. Childs, Education and the Philosophy of Experimentalism, New York, The Century Co., 1931, p. 12

আমেরিকার অধিবাসীদের জীবনের সাথে প্রয়োগবাদের সম্পর্ক প্রসঙ্গে চাইল্ডস বলেছেন : Its (Pragmatism here)wide acceptance in the United States as contrasted with its lesser influence in Europe suggests that those who formulated this philosophy possibly giving intellectual expression to tendencies already implicit in American social life."

আমেরিকার অধিবাসীদের জীবনের যে বৈশিষ্ট্যগুলো এই দর্শন বিকাশে সহায়ক হয়েছিল চাইল্ডস এর মতে সেগুলো হলো : (১) প্রাচীনপন্থী কৃষ্টি ও সংস্কৃতির ঐতিহ্য, প্রথা ও প্রতিষ্ঠান যা মানুষকে অতীতমুখী করে রাখে তার অভাব। (২) পশ্চিম সীমান্তে যেখানে আধুনিক শিক্ষা প্রাপ্ত লোকদের আদিম সমাজের সাংস্কৃতিক পরিবেশে বসবাসের রীতি। (৩) নতুন ভূখণ্ডে প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাচুর্য। (৪) শিল্প উন্নয়ন ও মানুষের কাজে যন্ত্রের ব্যবহার। প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮-১৯

অপরদিকে ডিউঈ এর বক্তব্য থেকে দেখা যায় প্রয়োগবাদ আমেরিকার জনগণের জীবনের সব কিছুকে স্বীকার করে নি; কিছু কিছু অনুমোদন বা সমর্থন করেছে। তিনি বলেছেন : This theory was American in its origin in so for as it insisted on the necessity of human conduct and fulfillment of some aims in order to clarify thought. But at the same time it disapproves of those aspects of American life which make action as end in itself, and which conceive ends too narrowly and too practically."

www.nagorikpathagar.com

John Dewey, "A Sketch of the Development of Pragmation," Studies in the History of Ideas, Columbia University Press, pp. 355-356

৩. William James, Pragmatism, New York, Longmans, Green and Co., Inc., 1907, pp. 54-55

৪. Philp H. Phenix (Editor), New York, Longmans, New York, Wiley, 1961, p. 11
পরীক্ষণমূলক পদ্ধতির সমর্থক হেনরি জি. হালফিস এই পদ্ধতির মূলকথা সম্পর্কে বলেছেন : The experimentalist turns to experience rather than away from it in order to find values that are to direct this experience. Experimentalists ... turn to esperiencel believing that values emerge in the stresses and strains and in the hopes and aspirations of daily life and that these, when further reflected upon and refined, are then set up as ideals to serve until such time as it seems necessary for them to undergo reconstruction in order that they may guide human activities more effectively."

৫. নজরুল ইসলাম, সাধারণ দর্শন, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৮২, পৃ. ৩৫৭-৩৫৮

৬. রাধকৃষ্ণন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৭

৭. চাইল্ডস, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮-৪৯

৮. শ্রী তারকচন্দ্র রায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬-৫৭

৯. George F. Kneller (Editor), Foundations of Education, New York, John Wiley and Sons Inc., 1963, p. 86

১০. Michael Demiashkevich, An Introduction to the Philosophy of Education, p. 107
পলিবাস যে অর্থে প্রয়োগবাদ শব্দের ব্যবহার করেন সে সম্পর্কে লেখক বলেছেন : By the term, Polybius means, as he himself explains that his historical study (The Pragmatic history) has the purpose of investigating facts of the past in order to draw from those facts practical lessons useful for guiding posterity in its conduct in other word in its actions."

১১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৭-১০৮

১২. Immanuel Kant, Metaphysics of Morals, Longmans, Green and Company, 1927. Section (41) p. 34
প্রয়োগবাদের ব্যবহার প্রসঙ্গে কান্ট বলেছেন : A History is composed pragmatically when it makes one wise, when it teaches prudence, i. e., instructs the world how it can provide for its interests better, an at least as well as the men of former time."

১৩. পার্সের প্রবন্ধ "How to Make Our Ideas Clear" থেকে আধুনিক প্রয়োগবাদ দর্শনের শুরু হয়। এই প্রবন্ধটি Popular Science Monthly জার্নালে ১৮৭৮ খ্রিঃ জানুয়ারিতে প্রকাশিত হয়।

www.nagorikpathagar.com

১৪. কান্ট Metaphysics of Moral গ্রন্থে ইম্পারেটিভ আলোচনাকালে 'প্রাগমাটিককে এক প্রকার অনুজ্ঞা হিসেবে ধরেছেন। প্রাগমাটিক এখানে কল্যাণ অর্থে ধরা হয়েছে। পার্স প্রয়োগবাদ দর্শন বিকাশে এই অর্থে প্রাগমাটিক শব্দের ব্যবহার করেছেন। অবশ্য ডিউঈ এর মতে পার্সের প্রয়োগবাদ দর্শনের রূপদানে কান্টের Critique of Pure Reason গ্রন্থের প্রভাব বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়।
১৫. আমিনুল ইসলাম, সমকালীন পাশ্চাত্য দর্শন, পৃ. ২২৯
১৬. W Windelband, History of Ancient Philosophy (Trans. Herbert Ernest Cushman), New York, Charles Scribner's Sons, 1899, pp. 111-112
১৭. প্রোটাগোরাস (৪৮১-৪১১ খ্রি. পূ.) এই অনুজ্ঞায় বলেছেন : "Man is the measure of all things, of existing thing that they exist, and of an existing thing that exist not..... "
১৮. Sheldon P. Peterfreuned and Theodore C. Denise, Contemporary Philosophy and Its Origin, Princeton V-Van Nostrand Company, INC., 1967, p. 122
১৯. John Dewey, Reconstruction in Philosophy, London, University of London Press, 1921, pp. 37-38
২০. পিটারফ্রেউন্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩২-১৩৩
২১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৩-১৩৪
২২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৪-১৩৫
২৩. J. S Mill, A System of Logic. New York, Harper,1895, p. 173
২৪. প্রয়োগবাদী সূত্র সম্পর্কে পার্সের বক্তব্য এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি বলেছেন : In order to ascertain the meaning of an intellectual conception one should consider what practical consequences might conceivingly result by necessity from the truth of that conception; and the sum of these consequences will constitute the entire meaning of the conception." (C.S Pierce, Collected Papers (ed), C. Hart Shorne and P. Weiss, Cambridge, Harvard University Press, 1931-35, V para 9) তাঁর দু'টি প্রবন্ধে The Fixation of Belief এবং How to Make Our Idea Clear (Published in Popular Science Monthly, Nov. 1877, Jan. 1878) প্রয়োগবাদ দর্শনে ভাবধারা সুস্পষ্ট আকার লাভ করে।
২৫. পিটারফ্রেউন্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৮-১৩৯
২৬. আমিনুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩০
২৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩২
২৮. জেমস, প্রাগুক্ত, পৃ.৫৪-৫৫
২৯. William James, Essays in Radical Empiricism, New York, Longmans, Green and Co, Inc., 1912, p. 43
৩০. আমিনুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৪
৩১. পিটারফ্রেউণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪০

www.nagorikpathagar.com

৩২. মুহম্মদ আবদুল বারী, দর্শনের কথা, পৃ ২০১
৩৩. ডেমিকেভিচ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১১-১১২
৩৪. আমিনুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪০-২৪১
৩৫. প্রাগুক্ত, পৃ.২৪২
৩৬. প্রাগুক্ত
৩৭. প্রাগুক্ত
৩৮. ডিউঈ এর কারণবাদ তত্ত্ব তাঁর যে গ্রন্থসমূহের দেখা যায় সেগুলো হলো : Darwin's Influence on Philosophy and other Essays, Studies in Logical Theory, Essays in Experimental Logic, Democracy and Education, Creative Intelligence, Essays in Pragmatic Attitude, Reconstruction in Philosophy, Human Nature and Conduct, Experience and Nature, The Quest for Certainty, Philosophy and Civilization, Art as Experience ইত্যাদি।
৩৯. আমিনুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৪
৪০. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৫
পার্সের মতবাদ এবং জীববিদ্যা ও মনোবিদ্যার প্রভাবে ডিউঈ এর প্রতীকী মতবাদটি সুস্পষ্ট রূপ লাভ করে।
৪১. বারী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৫
৪২. পার্সের সত্য তত্ত্বের সাথে ডিউঈ এর করণবাদ তত্ত্বের মিল আছে।
৪৩. বারী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৮
৪৪. J. Ratner (Edited), The Philosophy of John Dewey, New York, Henry Holt and Company, 1928
৪৫. আমিনুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৮
৪৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৯
৪৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৯-২৫২
৪৮. নজরুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬৬
৪৯. প্রাগুক্ত
৫০. বাটলার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭১
৫১. বাটলার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭৮
প্রয়োগবাদ দর্শনের অভিজ্ঞতার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বাটলার বলেছেন : Certainly pragmatism is not rationalistic. It does not begin with universal truths or principles and then deduce specific items of knowledge from these. By contrast pragmatism is leery of all generalizations whether as a priori or a posteriori, It regards experience as radically specific and particular. Particular things are so markedly individual that no universals can do justice to them. Something is lost in generalizations which renders them both inadequate and over simple.

www.nagorikpathagar.com

৫২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭১। ডিউঈ এর Reconstruction in Philosophy (London, University of London Press, 1921) গ্রন্থে অভিজ্ঞতাবাদের সাথে প্রয়োগবাদের তুলনা করে তাঁর তত্ত্বের গুরুত্ব ও বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করেন।
৫৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭৯
৫৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭৯-৩০০
৫৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮০-৩৮১
৫৬. প্রাগুক্ত, পৃ.৩৮১-৩৮২
৫৭. John Dewey, Experience and Nature, La Salle, III. : The Open Court Publishing Company. 1925
৫৮. Sydney Hook, The Metaphysics of Pragmatism, La Salle III. : The Open Court Publishing Company, 1927, p. 6
৫৯. চাইল্ডস, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২-৪৬
৬০. চাইল্ডস তাঁর Education and the Philosophy of Experimentalism গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায়ে প্রয়োগবাদের অধিবিদ্যক প্রসঙ্গসমূহ এবং চতুর্থ অধ্যায়ে মানুষের প্রকৃতি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।
৬১. বাটলার, প্রাগুক্ত, পৃ.৩৮৩-৩৮৮
৬২. চাইল্ডম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫
৬৩. John Dewey, Democracy and Education, New York, The Macmillan Company, 1916, pp. 392-395
৬৪. John S. Brubacher (Editor), The Public Schools and Spiritual Values, New York, Harper and Row Publishers, 1944, Chapter III
৬৫. বাটলার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯৭
৬৬. Dewey, ibid., Chapter XXVI, "Theories of Morals."
৬৭. John Dewey, Art as Experience, New York, Minton, Balch and Co., 1934
৬৮. বাটলার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০০-৪০১
৬৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০১-৪০২
৭০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০২-৪০৩
৭১. Dewey, Democracy and Education (Chapter II), "The Democratic Conception in Education"
৭২. ডিউঈ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮৩
৭৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ২২-২৬
৭৪. বাটলার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০৮
৭৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০৯-৪১০
৭৬. সুনন্দা ঘোষ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৮
৭৭. John Dewey, Experience and Education, পৃ. ৯০
৭৮. সুনন্দা ঘোষ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৬-১০৭
৭৯. ডিউঈ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৯-১০৯
৮০. Dewey, Democracy and Education (Chapter IX), "Natural Development and Social Efficiency as Aims"

www.nagorikpathagar.com

৮১. Dewey, Experience and Education, পৃ. ৯৩
৮২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৭
৮৩. প্রাগুক্ত, পৃ.৩১-৩২, ৪২-৪৩
৮৪. বাটলার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১৯
৮৫. সুনন্দা ঘোষ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১২-১১৩
৮৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৩
৮৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৯
৮৮. ডিউঈ, প্রাগুক্ত পৃ. ৫৩-৫৪, ৫৯, ৭০-৭৯
৮৯. সুনন্দা ঘোষ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১০
৯০. বাটলার, পৃ. ৪৩১
৯১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩১-৪৩৬
৯২. সুনন্দা ঘোষ, প্রাগুক্ত, পৃ.১২৯
৯৩. V.R. Taneja, Educational Thought and Practice, পৃ. ৮৫

www.nagorikpathagar.com

ষষ্ঠ অধ্যায়

অস্তিত্ববাদ

৬.১ ভূমিকা

অস্তিত্ববাদ আধুনিক কালের একটি প্রভাবশালী দর্শন মতবাদ। প্রথম মহাযুদ্ধের প্রায় পঞ্চাশ বছর পূর্বে ডেনমার্কের প্রখ্যাত দার্শনিক কিয়ের্কগার্দের হাতেই এই দর্শনের জন্ম। তবে প্রকৃতপক্ষে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর জার্মানি ও ফরাসি দেশে এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর আমেরিকাসহ পৃথিবীর অন্যান্য দেশের বিদগ্ধ বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে এই দর্শন চিন্তার উদ্ভব ও বিস্তার দেখা যায়।[১] প্রথম থেকেই এই দর্শনের ভাবধারা চিন্তাজগতে বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি করে।

প্রচলিত দর্শন মতবাদ ও আধুনিক সমাজের বিরুদ্ধে অস্তিত্ববাদ একটি বৈপ্লবিক দর্শন। এই দর্শন আংশিকভাবে গ্রিসের যুক্তিবাদ বা দর্শনের প্রাচীন ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে এবং বিশেষভাবে প্লেটো ও হেগেলের অনুধ্যানমূলক দর্শনের বিরুদ্ধে একটি প্রতিবাদী দর্শন। অস্তিত্ববাদীদের মতে এই সব দর্শনে ব্যক্তি সত্তা, ব্যক্তি মন সার্বিক বিশ্ব সত্তায় বা বিশ্ব মনে বা বিমূর্ত সার সত্তায় হারিয়ে যায়। আঠারো ও উনিশ শতকের যুক্তিবাদ ও প্রকৃতিতত্ত্বের ধারণার বিরুদ্ধে অস্তিত্ববাদ ব্যক্তির অস্তিত্বের প্রতিষ্ঠার জন্য একটি প্রতিবাদ আন্দোলন শুরু করে। অবশ্য জার্মান রোমান্টিক মতবাদের ভাবাবেগ, সজ্ঞা ও আত্মজ্ঞানের বৈশিষ্ট্যের সাথে অস্তিত্ববাদী দর্শনের সাদৃশ্য আছে। ওয়াল্টার কফম্যানের মতে প্রচলিত দর্শন মতবাদের বিশ্বাস ও সমাজ ব্যবস্থার বিরোধিতা করাই হলো অস্তিত্ববাদীদের অন্তরের কথা।[২]

অপরদিকে আধুনিক শিল্প ও কারিগরি যুগের নৈর্ব্যক্তিতা, বৈজ্ঞানিক ও দৃষ্টবাদী দৃষ্টিভঙ্গি ও গণ আন্দোলনের বিরুদ্ধেও অস্তিত্ববাদ তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে। সমকালীন শিল্পভিত্তিক সমাজ ব্যক্তিকে যন্ত্রে পরিণত করেছে। এতে

www.nagorikpathagar.com

মানুষের যন্ত্র বা বস্তুতে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে। বিজ্ঞান ও দৃষ্টবাদ মানুষের বাহ্যিক প্রকৃতিকে দেখে এবং তাকে জৈবিক প্রক্রিয়া হিসেবে ব্যাখ্যা করে। ফ্যাসিবাদ, সমাজতন্ত্র ও অন্যান্য যে সব মতবাদ ব্যক্তির ইচ্ছা অনিচ্ছা স্বাধীনতাকে রাষ্ট্র বা সমষ্টির স্বার্থে বিসর্জন দেয় অস্তিত্ববাদ এসব মতবাদের বিরোধিতা করে।

অস্তিত্ববাদ দর্শনের মূল প্রশ্ন হচ্ছে মানুষ, বিশেষ করে ব্যক্তি মানুষের অস্তিত্ব। মানুষের বিমূর্ত, কাল্পনিক বা বস্তুগত ধারণা নয়। মূর্ত ও বাস্তব ধারণা। অস্তিত্ব যেভাবে বাস্তবে কোনো একটি বিশেষ ঐতিহাসিক অবস্থায় প্রকাশিত হয় সেভাবে।[৩] এই মতবাদের মূল বক্তব্য হলো ব্যক্তি সত্তা সার্বিক সত্তার পূর্বগামী। অস্তিত্ববাদীরা ব্যক্তি মানুষের জীবনের উদ্দেশ্য ও মূল্যায়নকে সমগ্র মানব জাতির জীবনের উদ্দেশ্য ও মূল্যায়নের ওপর স্থান দেন। এঁরা ব্যক্তি মানুষের স্বার্থ সংরক্ষণ, তার চিন্তা চেতনা, জীবনের সমস্যাসহ অস্তিত্বের প্রশ্নকেই সর্বাগ্রে স্থান দেন।[৪] অস্তিত্ববাদী দার্শনিদের মধ্যে এসব মৌলিক বিষয়ে মিল থাকলেও তাদের মধ্যে প্রচুর মতপার্থক্য রয়েছে। এই মতভেদের জন্য অস্তিত্ববাদের অন্যমত প্রবক্তা জাঁ পল সার্ত্রে বলেছেন অস্তিত্ববাদ শব্দটি এখন আর কোনো অর্থই প্রকাশ করে না। অস্তিত্ববাদী দার্শনিকদের প্রত্যেকের চিন্তা এত বেশি স্বকীয়তার দাবি রাখে যে এঁদের সবাইকে এক গোত্রে ফেলা যায় না। অবশ্য কতকগুলো মৌলিক বিষয়ে অস্তিত্ববাদী দার্শনিকদের মধ্যে মিল দেখা যায়। এই অধ্যায়ে অস্তিত্ববাদী দার্শনিকদের মতবাদের আলোকে শিক্ষায় অস্তিত্ববাদ দর্শনের বক্তব্য আলোচনা করা হয়েছে।

৬.২ উৎস

দর্শন মতবাদ হিসেবে অস্তিত্ববাদ নতুন হলেও এই শব্দটির ব্যবহার অতি পুরানো। কেউ কেউ বলেন সক্রেটিস যে আত্মজ্ঞান ও আত্মসমালোচনার কথা বলেছেন এতে অস্তিত্ববাদের লক্ষণ দেখা যায়। উনিশ শতকে কিয়ের্কগার্দ ও দস্তয়ভস্কির লেখায় মানুষের অস্তিত্ব, স্বাধীনতা ও মানব পরিস্থিতি সম্পর্কে যে পর্যালোচনা করেছেন তা থেকে তাদেরকে আধুনিক অস্তিত্ববাদের পূর্বসূরি বলা যায়। অবশ্য সুস্পষ্ট দার্শনিক আন্দোলন হিসেবে এই মতবাদটি যুগান্তকারী রূপ নেয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সার্ত্রে ও তাঁর অনুসারীদের অবদানে। এই সমস্ত চিন্তাবিদ তাঁদের দর্শন মতবাদ সম্পর্কিত অসংখ্য সাহিত্যকর্মের মধ্য দিয়ে অস্তিত্ববাদের যে ব্যাখ্যা প্রদান করেন তা জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার মানুষের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে।[৫]

এক ঐতিহাসিক পটভূমিতে অস্তিত্ববাদ দর্শনের উৎপত্তি ও বিকাশ হয়েছে। অস্তিত্ববাদী চিন্তাধারা বিকাশের পটভূমি বুঝতে হলে উনিশ শতকের ইউরোপের জীবন দর্শনের সাথে পরিচয় হওয়া আবশ্যক। এই শতকের জীবনের দর্শনই অস্তিত্ববাদের উৎস ও পটভূমি।[৬] উনিশ শতকে বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় বিশেষ

www.nagorikpathagar.com

করে জীববিদ্যা ও মনোবিজ্ঞানে যে বিস্ময়কর আবিষ্কার সাধিত হয় তাতে জগৎ ও জীবনের প্রচলিত সহজ ও যান্ত্রিক ব্যাখ্যা অকেজো হয়ে দাঁড়ায়। এসব যান্ত্রিক ব্যাখ্যা মানুষের মনের বহু প্রশ্নের সদুত্তর দানে অক্ষম। প্রচলিত বিমূর্ত ভাববাদী দর্শন অথবা যান্ত্রিক বস্তুবাদী ব্যাখ্যার ব্যর্থতার প্রতিক্রিয়ায় একদল চিন্তাবিদের কাছে জীবন এক অজ্ঞেয় রহস্যের আধার বলে প্রতীয়মান হতে থাকে। জীবন হচ্ছে এক অসীম শক্তির উৎস, এটি না বস্তু না চেতনা। এর গতি আছে, প্রকাশ আছে, কিন্তু সে গতি বা প্রকাশ আমাদের বুদ্ধির অগম্য। মানুষ একে কেবল সহজাত সজ্ঞা বা সম্মোহিত অনুভূতির মাধ্যমেই উপলব্ধি করতে পারে। যেহেতু সজ্ঞা বা সম্মোহিত অবস্থা নিছক ব্যক্তিগত বিষয় তাই জীবনের উপলব্ধি ব্যক্তিগত ছাড়া সমষ্টিগত জ্ঞানের ব্যাপার হতে পারে না। জীবনের কোনো বিজ্ঞান সম্ভব নয়, জীবন অনুভূতি ও উপলব্ধির ব্যাপার। এসব কথাই অস্তিত্ববাদ দার্শনিকগণ তাদের অসংখ্য লেখায় বর্ণনা ও ব্যাখ্যা করে গেছেন।[৭]

উনিশ শতকের বিশ্বপরিবেশ অস্তিত্ববাদ দর্শন বিকাশের যে অনুকূল পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছিল তার আলোচনা এখানে প্রাসঙ্গিকভাবে এসে যায়। আধুনিক পৃথিবীর সৃষ্ট সমাজ ব্যবস্থায় পুঁজিবাদের চরম উন্নতি ঘটে উনিশ শতকে। এর চূড়ান্ত বিকাশ দেখা যায় উনিশ শতকের শেষ পাদে। বিশ শতকের গোড়া থেকেই শুরু হয় তার তীব্র ক্ষয়ের যুগ। সেখানে শুধু ব্যক্তির সাথে ব্যক্তির সংঘর্ষ নয়, শ্রেণীর হাতে শ্রেণীর শোষণ নয়; মানুষের জীবনের প্রতি মুহূর্তের আশঙ্কা জাতিতে জাতিতে বৈরীর, ধ্বংসযজ্ঞের। যে মানুষ এই আশ্চর্য মানব সভ্যতা সৃষ্টি করেছে সেই মানুষের হাতেই তার নিশ্চিহ্ন বিলোপের সম্ভাবনার এক অযৌক্তিক, অসঙ্গত ও ভীতিজনক অবস্থা সৃষ্টি হয়। এরই প্রকাশ হিসেবে দুটি বিশ্বযুদ্ধ সংগঠিত হয়েছে। এই যুদ্ধের পরিণতিতে দেখা যায় মানুষের প্রচলিত ধ্যান-ধারণা, ন্যায়-নীতি, শৃঙ্খলা ভেঙে গিয়েছে। এই বিপর্যস্ত অবস্থায় একদল বুদ্ধিজীবী মুক্তির পথ সন্ধানে ব্যাপৃত থাকেন। তারা এমন এক নতুন সমাজের রূপ দেওয়ার চেষ্টা করেছেন যেখানে ব্যক্তি সমষ্টির মধ্যেই নিজের অস্তিত্বের সার্থকতা উপলব্ধি করতে পারে। সে হিসেবে অস্তিত্ববাদ সাধারণ চিন্তার ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম। এক কথায় বলা যায় অস্তিত্ববাদ এক শ্রেণীর বুদ্ধিজীবীর বিপর্যস্ত মনের প্রতিকূল পরিবেশের বিরুদ্ধে চরম আত্মরতিমূলক প্রতিক্রিয়া।[৮]

অস্তিত্ববাদ দার্শনিকদের মধ্যে দুটো ধারা দেখা যায়। একটি আস্তিকবাদী; অপরটি নাস্তিকবাদী। প্রথমটি ধর্মের মূলকথা ও ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের মধ্যে কোনো বিরোধ নেই বলে মনে করে। ধর্ম সমর্থনের মাধ্যমে ব্যক্তি স্বাতন্ত্রের কথা এই আস্তিকবাদী দার্শনিক গোষ্ঠী বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে থাকে। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন কিয়ের্কগার্দ, ইয়েসপার্স ও মার্সেল। নাস্তিকবাদী ধারার অস্তিত্ববাদী দার্শনিকগণ ধর্মকে তাঁদের দর্শন মতবাদের পরিপন্থী মনে করেন। এঁরা ঈশ্বরের ধারণাকে অলীক ও অবাস্তব বলে উড়িয়ে দিতে চান। এই ধারার প্রবর্তকদের মধ্যে রয়েছেন হাইডেগার, নীটশে ও সার্ত্রে।[৯]

www.nagorikpathagar.com

৬.৩ কতিপয় অস্তিত্ববাদী দার্শনিকের দর্শন চিন্তা

যে সব নেতৃস্থানীয় চিন্তাবিদ অস্তিত্ববাদ দর্শন বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন তাদের মতবাদ নিচে সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে।

৬.৩.১ সরেন কিয়ের্কগার্দ

ডেনমার্কের দার্শনিক সরেন কিয়ের্কগার্দ (১৮১৩-১৮৫৫ খ্রি.) অস্তিত্ববাদ শব্দটিকে সর্বপ্রথম আধুনিক অর্থে ব্যবহার করেন। তাঁকে আধুনিক অস্তিত্ববাদের জনক বলা হয়। কিয়ের্কগার্দ অত্যন্ত আত্মকেন্দ্রিক স্বভাবের ছিলেন।[১০] তাঁর এই স্বভাব, ব্যক্তিগত জীবন, সমসাময়িক ডেনমার্কের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় ও নৈতিক জীবন তাঁর দর্শন মতবাদ প্রতিষ্ঠার উপাদান হিসেবে কাজ করেছে। এছাড়া হেগেলিয় পরমব্রহ্মবাদের বিরুদ্ধে তিনি যে সমালোচনা করেছেন তাও তাঁর দর্শন রূপদানে সহায়ক হয়েছে। তৎকালীন জার্মানি ও ডেনমার্কের জনগণের ওপর হেগেলিয় দর্শন একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করেছিল। তাঁর দর্শনে বিষয়গত এক পরম চৈতন্যের সঠিক ধারণায় ব্যক্তি তার স্বাধীনতা হারিয়ে এক অচলায়তনের প্রয়োজনে দাসত্ব বরণ করেছিল। এই বুদ্ধিবাদী দর্শনে ব্যক্তি তার স্বকীয়তা হারিয়েছে।[১১] কিয়ের্কগার্দ তাঁর দার্শনিক রচনায় এর বিরুদ্ধে ঘোষণা করলেন এক আপোষহীন সংগ্রাম।[১২] এরই ফলে বিমূর্ত অনুধ্যানমূলক দর্শনের স্থলে ব্যক্তি মানুষ তার স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতার স্বীকৃতি পেলো। Either/Or Concluding Unscientific Postscript আরো অন্যান্য গ্রন্থে তাঁর অস্তিত্ববাদ দর্শনের বিকাশ দেখা যায়।[১৩] কিয়ের্কগার্দের মতে শূন্য সত্তা নিয়ে ব্যক্তি এই জগতে আসে এবং একে সম্বল করে ক্রমে তার নিজের স্বরূপ সৃষ্টি করে। এর জন্য ব্যক্তিকে প্রথম পদক্ষেপে বিশুদ্ধ চিন্তা বর্জন করে অস্তিত্ব সচেতন হতে হবে; নিজের উদ্যোগে ব্যক্তি তার সত্য উপলব্ধি করবে। ব্যক্তির এই আত্ম সচেতনতাই তার জ্ঞান ও সত্যের মানদণ্ড। ব্যক্তি নিজের চেষ্টার ফলে যা উপলব্ধি করে তাই সত্য। এছাড়া শাশ্বত সত্য বলতে কিছু নেই।[১৪]

আধুনিক শিল্পকেন্দ্রিক সমাজে যন্ত্রের প্রভাবে ব্যক্তি মানুষ তার স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্য হারিয়ে জনতায় মিশে গিয়েছে। সে এক নতুন ধরনের সাম্যবাদের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। কিয়ের্কর্গাদ তাঁর সমকালীন এই মানব পরিস্থিতি দেখে বলেন মুক্তি, স্বাধীনতা, ব্যক্তিগত স্বার্থ ও দায়িত্বের ধারণাকে বাদ দিয়ে এরূপ সাম্যবাদী রূপান্তর অর্থহীন। শিল্পভিত্তিক সমাজ ব্যক্তি মানুষকে যন্ত্রে পরিণত করেছে। এই সমাজ উৎপাদন ও ভোগ নীতি দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। কাজেই এই সমাজ ব্যবস্থা থেকে ব্যক্তির পক্ষে যথার্থ মর্যাদা পাওয়া সম্ভব নয়। তিনি এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, ব্যক্তির মূল্যমান ও মূল্যবোধ এই ক্ষমতাসীন বুর্জোয়া সমাজের বিরুদ্ধে ব্যক্তির অস্তিত্বের প্রমাণের জন্য ব্যবহার করতে হবে। নতুন সমাজ গঠনে তিনি ব্যক্তির ক্ষমতার ওপর জোর দিয়েছেন। ব্যক্তি আত্মনিয়ন্ত্রণ ও আত্মনির্ধারণ

www.nagorikpathagar.com

দ্বারা সমাজ গঠন করতে পারে এবং তার কর্ম দ্বারা গোটা মানব জাতির উন্নতি বিধান করতে পারে। এর জন্য দরকার ব্যক্তির স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্য। সমাজের শৃঙ্খলা থেকে মুক্ত হয়ে তাকে আদায় করতে হবে আত্মনিয়ন্ত্রণ ও আত্মনির্ধারণের অধিকার।[১৫]

কিয়ের্কগার্দ আস্তিকবাদী ছিলেন। কি করে প্রকৃত খ্রিষ্টান হবো? এই ছিল তাঁর প্রশ্ন। তিনি নিজের বিশ্বাস ও স্বাধীন নির্বাচনের ভিত্তিতে প্রকৃত খ্রিষ্টান হতে চেয়েছেন।[১৬] জন্মসূত্রে পাওয়া ধর্ম মানুষের ওপর যেন চাপিয়ে দেওয়া হয়। ব্যক্তি তার ধর্ম স্বাধীনভাবে নির্বাচন করে না বলে ধর্মের ওপর তার কোনো দায়িত্ব থাকে না। প্রত্যেককে স্বাধীনভাবে অনন্য স্বতন্ত্রতায় ঈশ্বরের মুখোমুখী হতে হবে। সেজন্য মানুষকে চলে যেতে হবে অস্তিত্বের গভীরে।[১৭] মানুষের অস্তিত্ব ন্যায়শাস্ত্রের গণ্ডিকে অতিক্রম করে বলেই তা স্ববিরোধী। মৃত্যুর বাস্তবতা ও মৃত্যুভীতি মানুষের কর্মধারাকে বেগবান করে। কিয়ের্কগার্দ তাই বলেন ব্যক্তিকে অস্তিত্বমান হতে হলে প্রচলিত সনাতন দর্শনের বিমূর্ত চিন্তায় সময় নষ্ট না করে স্বাধীন নির্বাচনের মাধ্যমে কর্ম করতে হবে।[১৮]

৬.৩.২ ফ্রেডারিক নীটশে

ফ্রেডারিক নীটশে (১৮৪৪-১৯০০ খ্রি.) প্রকৃত অর্থে অস্তিত্ববাদী দার্শনিক কিনা এ বিষয় অনেকের মনে দ্বিধা রয়েছে। তবু দেখা যায় অস্তিত্ববাদ দর্শন আন্দোলনে তিনি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। নীটশের মতে বস্তুগত সত্য বলতে কিছু নেই এবং সর্বকালের জন্য সত্য এমন কোনো বৈজ্ঞানিক জ্ঞানও নেই। বস্তুগত সত্যের ধারণা আমাদের বুদ্ধির আসল শত্রু। তিনি বলেন জগৎ ও এর ঘটনা সম্পর্কে আমরা যে মত পোষণ করি তা আমাদের মূল্যায়নের ওপর নির্ভর করে। এই জগতের ধারণা মানুষের সৃষ্টি।[১৯] মানুষ জগতকে পরিবর্তন করতে চায় তার ওপর কর্তৃত্ব করতে চায়। নীটশের মতে একমাত্র ইচ্ছাশক্তির বলেই মানুষ তা করতে পারে। মানুষের দেহ ও মন, কর্ম ও জ্ঞান আলাদা কিছু নয়। এগুলো সব মানুষের ইচ্ছাশক্তির অংশ। আমাদের সমগ্র জীবন, সব কার্য, জ্ঞান, সৃজনশীলতা, নৈতিকতা সবই এই ইচ্ছাশক্তি দ্বারা পরিচালিত। এই ইচ্ছাশক্তি হলো বস্তুকে পরিবর্তন করার ক্ষমতা অর্জন। এই জগতে মানুষের প্রধান লক্ষ্য বেঁচে থাকার ইচ্ছা নয়, ক্ষমতা বিস্তার লাভের ইচ্ছা। মানুষের জ্ঞান চর্চা, কোনো প্রতিযোগিতায় জয় লাভ, অন্যের সুখের ব্যবস্থা করা, শিল্পকর্ম সৃষ্টি, দার্শনিকের জগৎ ও জীবন ব্যবস্থা সবই ক্ষমতার দৃষ্টান্ত। এই ক্ষমতার সৃষ্টিশীল প্রয়োগেই সুখ। মানুষ ক্ষমতার দ্বারা সৃষ্টিশীল কাজ করে যথার্থ মানবীয় মর্যাদায় ভূষিত হয়। যারা এই মর্যাদায় উন্নীত হয় তারা অতিমানব। ক্ষমতার ব্যবহার করে তারা জগতের মানুষের কল্যাণ করে। এরা সর্বপ্রকার মঙ্গল অমঙ্গলের ঊর্ধ্বে। এই অতিমানবই মানব জীবনের সার্থকতা ও পূর্ণতা আনতে পারে।[২০]

www.nagorikpathagar.com

প্রচলিত নৈতিকতা সম্পর্কে নীটশে সমালোচনা করে বলেছেন মানুষ প্রচলিত নৈতিকতার দ্বারা অঙ্গীকারবদ্ধ নয়। মানুষ ভিন্ন নৈতিক মূল্য নির্বাচন করতে পারে। মানুষ ইচ্ছাশক্তি দ্বারা তার নৈতিকতা সৃষ্টি করতে পারে। কান্টের ন্যায় তিনিও বিশ্বাস করেন যে নৈতিক নিয়মই মানুষকে একটি বিশেষ ধারায় কাজ করতে বাধ্য করে। নৈতিক নিয়মগুলো হলো ইচ্ছাশক্তির মাধ্যম। এর সাহায্যে পৃথিবীতে মানুষ তার নিজের ওপর নিয়ম আরোপ করে। এই নিয়ম সৃষ্টি ও নিয়ম মেনে চলার জন্যই মানব সভ্যতা এখনো টিকে আছে এবং এগিয়ে চলছে।[২১]

নীটশে ধর্মীয় বিশ্বাসের বিরুদ্ধে ছিলেন এবং ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করেছেন।[২২]তাঁর মতে ধর্ম এক ধরনের রোগ যা মানুষের মনে অসুস্থতার জন্ম দেয়। ধর্ম মানুষের স্বাধীনতাকে খর্ব করে এবং তার ভাগ্য নির্ধারণের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করে। ধর্মের এই অনিশ্চয়তার জগৎ থেকে নীটশে মানুষকে তার অস্তিত্বের তাৎপর্য উদ্ধারের জন্য অনুপ্রাণিত করেছেন। এটাই তাঁর বড় কৃতিত্ব।[২৩]

৬.৩.৩ মার্টিন হাইডেগার

মার্টিন হাইডেগার (১৮৮৯-১৯৭৬ খ্রি.) জার্মানির ফ্রেইবাগ বিশ্ববিদ্যালয়ে হুসার্লের ছাত্র হিসেবে দর্শন শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন এবং ১৯২৯ সালে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শন বিভাগের প্রধান হিসেবে হুসার্লের স্থলাভিত্তিক হন। হুসার্ল অস্তিত্ববাদ দর্শন চর্চা করেন নি। কিন্তু তিনি যে 'ফেনোমেনোলজি স্কুল' প্রতিষ্ঠা করেন সেখান থেকে অস্তিত্ববাদ দর্শনের উপাদান পাওয়া যায়। হাইডেগার তাঁর সত্তার তত্ত্ব বিকাশে হুসর্লের প্রতিভাস বিজ্ঞানের পদ্ধতি অনুসরণ করেন। হাইডেগার নিজেকে অস্তিত্ববাদী দার্শনিক হিসেবে স্বীকার না করলেও অস্তিত্ববাদ দর্শন আন্দোলনে তাঁর অবদান অসামান্য। তাঁর দর্শনের অনুসন্ধানের মূল বিষয় ছিল বীয়িং বা সত্তা, অস্তিত্ব নয়।[২৪] তিনি সত্তাকে অস্তিত্বশীল কোনো বিশেষ কিছু থেকে উদ্ভূত মনে না করে তার চেয়েও অধিকতর ব্যাপক ও মৌলিক প্রসঙ্গে স্বকীয় সত্তা হিসেবে দেখেন।[২৫] তিনি সত্তাকে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে প্রথমে ডেসাইন (dasein) এর বিশ্লেষণ করেন।[২৬] হাইডেগার যে অর্থে ডেসাইনের ব্যবহার করেছেন তা সঠিকভাবে অনুবাদ করা যায় না। তবে এর দ্বারা মানব অস্তিত্বের একটি ধরনকে বুঝিয়েছেন। তাঁর মতে ব্যক্তির অস্তিত্ব সসীম ও দৈশিক। ব্যক্তির নিজের সসীমত্ব সম্পর্কীয় চেতনার মধ্যেই অস্তিত্বের মূল বৈশিষ্ট্য নিহিত। বিভিন্ন নির্বাচনের মধ্য দিয়েই ব্যক্তি মানুষ অস্তিত্বশীল হওয়া বা যথার্থ সত্তা হিসেবে থাকার অর্থ হচ্ছে নিজের সম্পর্কে চিন্তা করা এবং নিজের সঙ্গে জড়িত হওয়া। আত্মসত্তা প্রকৃতপক্ষে প্রামাণিক সত্তা। আর এ সত্তার অর্থ শুধু চেতনা সম্পন্ন হওয়াই নয়; বরং দায়িত্বশীল স্বাধীন সিদ্ধান্ত নেয়ার উপযুক্ত হওয়া বুঝায়।[২৭]

জগতের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক প্রসঙ্গে হাইডেগার বলেন ব্যক্তির মূল কাঠামোটাই অন্যান্যদের সঙ্গে এবং জগতের সঙ্গে তার সম্বন্ধ দ্বারা গঠিত। ব্যক্তি

www.nagorikpathagar.com

কখনো জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। মানব জীবনের অর্থ হলো জগতস্থ সত্তা (being in the world)। এই সত্তা জগৎ বা পৃথিবীতে তার অবস্থা, তার চিন্তা, অনুভূতি ধ্যান ধারণা নিয়ন্ত্রণ করে। এসবের অভাবে ব্যক্তি বিমূর্ততায় পর্যবসিত হয়ে যেতো। হাইডেগার বলেন ব্যক্তি মানুষের নিজ অস্তিত্বের চেতনা পৃথিবীর চেতনার সঙ্গে বাধা পড়ে যায়। এই সঙ্গে অন্যান্য প্রতিবেশীদের চেতনাও সংযুক্ত হয়ে যায়। ব্যক্তি নিজ অস্তিত্বের মতোই তাদের অস্তিত্ব উপলব্ধি করে। নিজের অস্তিত্বের সম্ভাবনা তাদের মধ্যে দেখতে পায়।[২৮]

সত্তার অপর একটি দিক হলো তার কালিকতার ধারণায়। হাইডেগারের মতে মানুষ নিয়তই ভবিষ্যৎ সম্ভাবনায় দিকে অগ্রসর হচ্ছে। কোনো অনাগত কিছুর লক্ষ্যে তার আশা আকাঙ্খার মধ্যে উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা সৃষ্টি হয়। তাই মানুষ নিজের বর্তমান পরিস্থিতিকে অতিক্রম করে ভবিষ্যতের দিকে অগ্রসর হয়।[২৯]

হাইডেগার মনে করেন যে উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা, ভীতি ইত্যাদি হলো মানুষের অস্তিত্বের সহজাত স্মারক এবং এগুলোর মধ্যে দিয়ে ব্যক্তি মানুষের নিজস্ব অস্তিত্ব প্রকাশ পায়। ব্যক্তি মানুষের নিজস্ব উপলব্ধির জন্য তার জীবনের ক্ষণস্থায়িত্ব, মৃত্যু, অনিত্যতা ইত্যাদি সত্যের মুখোমুখী হওয়ার প্রয়োজন আছে। মৃত্যুর কথা চিন্তা করতে গিয়ে ব্যক্তি মানুষ পরম শূন্যতার সম্মুখীন হয়। এই শূন্যতারও মৌলিক বাস্তবতা আছে। কারণ মৃত্যুর মুখোমুখি হলেই ব্যক্তি মানুষ স্বাধীন সংকল্প গ্রহণ করে নতুন পরিবেশ গড়ে তুলতে পারে। মৃত্যু ভয়ই মানুষকে জাগতিক জীবনের লাভ ক্ষতির উর্ধ্বে নিয়ে যায় এবং তাতেই মানুষের প্রকৃত সত্তার উপলব্ধি ঘটে।[৩০]

হাইডেগারের মতে মানুষ অফুরন্ত সম্ভাবনা ও গতিশীল অস্তিত্বের অধিকারী। নির্বাচন ও নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে সে স্বাধীন এবং সে নিজেই তার ভাগ্যের নিয়ন্ত্রক। তবে এই স্বাধীনতা অবাধ নয়। কেননা ব্যক্তি যে সমাজে জন্মগ্রহণ করে সে সমাজের আইন কানুন বিধি নিষেধের প্রতি সে আনুগত্য প্রদর্শনে বাধ্য থাকে। এটা ব্যক্তির স্বাধীন ইচ্ছার ফল নয়। হাইডেগার তাকে অদৃষ্ট বলে অভিহিত করেছেন। এদিক দিয়ে মানুষের স্বাধীনতা তার অদৃষ্ট দ্বারা সীমিত ও নিয়ন্ত্রিত। তবে তিনি অবাধ স্বাধীনতা ও নির্ধারিত অদৃষ্ট-এই দুই বিপরীত ধারণার মধ্যে সমন্বয় সাধন করে এক মধ্য পথের সমর্থন করেন। তিনি এ আশা পোষণ করেন যে এ সমন্বয়ধর্মী পথ মানুষকে প্রগতি ও অগ্রগতির দিকে নিয়ে যাবে।[৩১]

৬.৩.৪ জাঁ পল সার্ত্রে

আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন ও বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী মানবতাবাদী দার্শনিক জাঁ পল সার্ত্রে (১৯০৫-১৯৮০) একাধারে সাহিত্যিক, প্রাবন্ধিক, ঔপন্যাসিক, নাট্যকার ও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ছিলেন। জার্মান সূত্র থেকে অস্তিত্ববাদ গ্রহণ করে এই

www.nagorikpathagar.com

দর্শনকে মৌলিকভাবে গঠন করে তিনি এর চূড়ান্ত রূপ দেন। বিশ শতকের ফরাসী অস্তিত্ববাদ গঠনে তার অবদান অসামান্য।

স্কুল শিক্ষা সমাপ্ত করে তিনি কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে শিক্ষক প্রশিক্ষণের জন্য ইকোলি নরম্যাল সুপেরিওরি নামে বিখ্যাত গ্রাজুয়েট স্কুল থেকে ডিগ্রি লাভ করেন। এরপর কলেজে দর্শন বিষয়ে শিক্ষকতার জন্য প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে মার্সেইল্স-এ কলেজে অধ্যাপনার কাজে যোগ দেন। তার সাহিত্য ও দর্শন চর্চা পাশাপাশি চলতে থাকে। সেই সময় থেকে তাঁর সাহিত্য ও দর্শনের ওপর লেখা প্রকাশিত হতে থাকে। তবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ফ্রান্সের জার্মান অবরোধের বছরগুলো ছিল সার্ত্রের বৌদ্ধিক জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়। এই সময়ে তাঁর দর্শন ও সাহিত্যের মৌলিক কর্মগুলো প্রকাশিত হয়। তার রচিত অস্তিত্ববাদ দর্শনের মহাগ্রন্থ Being and Nothingness ১৯৪৩ সালে প্রকাশিত হয়। তাঁর সাহিত্য কর্মের অবদানের জন্য ১৯৬০ সালে নোবেল পুরস্কার লাভ করলেও বুর্জোয়া প্রতীক এই পুরস্কার তিনি প্রত্যাখ্যান করেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে তিনি জার্মান নাজি সেনাবাহিনী কর্তৃক ফ্রান্স অবরোধের সময় ফ্রান্সের প্রতিরক্ষায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন এবং জার্মানির বিরুদ্ধে ফরাসী লেখকদের প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলেন। সার্ত্রে জার্মানি থেকে তাঁর অস্তিত্ববাদের সূত্র গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন জার্মানির প্রভাবশালী দার্শনিক হুসার্ল ও হাইডেগারের ভাবশিষ্য। এছাড়া হেগেল, নীটশে, কাল মার্কস ও আরো অনেক চিন্তাবিদ ও দার্শনিকের প্রভাব তাঁর মধ্যে দেখা যায়।[৩২]

সার্ত্রে বলেছেন অস্তিত্ববাদ এমন একটি দর্শন যা মানব জীবনকে সম্ভব করে তোলে। এই দর্শন মতে প্রত্যেক সত্য এবং কর্ম পরিবেশ ও মানব ব্যক্তি সত্তা উভয়ের অর্থই প্রকাশ করে।[৩৩]

সার্ত্রে সরাসরি ঈশ্বরের অস্তিত্বকে অস্বীকার করে সকল কিছুর উর্ধ্বে মানুষ, তার ব্যক্তিত্ব, স্বাধীনতা ও নৈতিকতাকে মূল্য দিয়েছেন।[৩৪] তিনি এমন একটি বিশ্ব সমাজের কথা কল্পনা করেছেন যার ভিত্তি থাকবে অস্তিত্ববাদে ও মানবতাবাদে এবং যা হবে সম্পূর্ণভাবে ঈশ্বরবিহীন। মানুষ নিজেই এ সমাজ গঠন করবে। সেখানে ঈশ্বরের কোনো স্থান নেই, ভূমিকাও নেই।[৩৫]

মানুষের সর্বজনীন সার সত্তার অস্তিত্ব সার্ত্রে অস্বীকার করে বলেছেন অস্তিত্ব সার সত্তার পূর্বগামী। তিনি বলেন প্রথমে ব্যক্তির অস্তিত্ব আসে তারপর সে তার প্রকৃতিকে গড়ে তোলে। সার্ত্রের মতে যেহেতু ঈশ্বর বলে কোনো ঐশী সত্তা নেই সেহেতু এমন একটা সত্তা নিশ্চিতভাবে রয়েছে যার মধ্যে সত্তার পূর্বেই অস্তিত্ব বর্তমান রয়েছে এবং এই অস্তিত্ববান সত্তাই মানুষ।[৩৬] ঈশ্বরের ধারণা অলীকে বলে মানুষের প্রকৃতি নিরূপণের জন্য কেউ নেই। মানুষ তার স্বাধীন সংকল্প গ্রহণের মাধ্যমে নিজেকে গড়ে তোলে। অস্তিত্ব সার সত্তার পূর্বগামী এই উক্তি দুটো দিক আছে। এক, আমাদের অস্তিত্বের পূর্বে কোনো পূর্ব পরিকল্পনা নেই। দুই, আমরা

www.nagorikpathagar.com

নিজেরাই আমাদের স্বাধীন পছন্দ, নির্বাচন ও প্রচেষ্টার মাধ্যমে আমাদের সার সত্তা গড়ে তুলি।[৩৭]

সার্ত্রে মানুষের স্বাধীন নির্বাচনের ধারণার সাথে শূন্যতার ধারণার ব্যাখ্যা করেছেন। মানুষ তার স্বাধীন নির্বাচনে এক অপরিসীম শূন্যতার মুখোমুখি হয়। স্বাধীন সংকল্প গ্রহণের সময় মানুষ একাকী ও নিঃসঙ্গ থাকে। কারণ সাহায্য নেওয়ার জন্য সে কাউকে কাছে পায় না। সে নিজেই নির্বাচন করে বলে তার কৃতকর্মের সকল দায়িত্ব তাকে বহন করতে হয়। সার্ত্রের মতে মানুষ শুধু স্বাধীন নয় সে স্বাধীন হতে বাধ্য। কিন্তু তার এই স্বাধীনতা স্বেচ্ছাচারিতা নয়। এর সাথে দায়িত্ববোধও অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। মানুষের এই স্বাধীন কর্মপ্রচেষ্টা তার জন্য যন্ত্রণা ও উদ্বেগ নিয়ে আসে। এখানে যেমন ভবিষ্যৎ কর্মের আশা-আকঙ্ক্ষা রয়েছে, তেমনি রয়েছে কৃতকর্মের জন্য পূর্ণ দায়িত্ববোধ। তিনি আরো বলেন মানুষ শুধু নিজের কৃতকর্মের জন্য নিজের কাছে দায়ী নয়, বরং সমগ্র মানব জাতির কাছে দায়ী। কারণ ব্যক্তির একার নির্বাচন ও কৃতকর্মের ফলাফল সমগ্র মানব জাতির ওপর বর্তায়।[৩৮]

৬.৪ অস্তিত্ববাদ ও অধিবিদ্যা

অস্তিত্ববাদী দার্শনিকগণ প্রচলিত সনাতন দর্শনের ন্যায় অধিবিদ্যার চর্চা করেন নি। তবে ব্যক্তি মানুষের অস্তিত্বকে আলোচনা করতে গিয়ে এরা অধিবিদ্যার কিছু কিছু বিষয় নিয়ে যেমন বহির্জগৎ, সত্তা, ভাব বা ধারণা, অসীম ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করেছেন। এর সম্ভাব্য কারণ হলো এই বিষয়গুলোকে আলাদা করে অস্তিত্বকে জানা যায় না।

আমাদের অস্তিত্ব বহির্জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। অস্তিত্বশীল হওয়ার অর্থ এই জগতের কোনো এক বিশেষ স্থান বা পরিবেশে অবস্থান করা। হাইডেগার বলেছেন অস্তিত্ব বলতে পৃথিবীতে অবস্থান করা বুঝায়। সার্ত্রেও বলেছেন বহির্জগৎ (en-soi) আমাদের অস্তিত্বের পৃষ্ঠদেশ বা ভিত্তি।[৩৯]

'বীয়িং' (being) এর ধারণা নিয়েও অস্তিত্ববাদীরা চিন্তা করেছেন। হাইডেগার, ইয়েসপার্স, মার্সেল ও সার্ত্রে বীয়িং এর ধারণা দিয়ে তাঁদের দর্শন মতবাদের আলোচনা শুরু করেন। এঁরা সবাই প্রায় একমত যে বীয়িংকে জানতে হলে আমাদের অস্তিত্বকে জানতে বা বুঝতে হবে। আমাদের অস্তিত্ব ছাড়া বীয়িং বোধগম্য নয়। বহির্জগতসহ আরো সত্তা আছে যেগুলোর সাথে আমরা সম্পর্কিত। সেজন্যই অস্তিত্বকে জানতে হলে এসব সত্তা সম্পর্কেও জানা আবশ্যক।[৪০]

সার্ত্রের মতে মানুষ একমাত্র জীব যে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে। তার এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসার মাধ্যমেই এই পৃথিবীতে সর্বপ্রথম অভাবের ধারণা জন্ম নিয়েছে। মানুষ প্রকৃতিগতভাবে অসম্পূর্ণ এবং অভাব নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। এই কারণে সে নিজের সম্পর্কে, বহির্জগৎ সম্পর্কে নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে। নিজের অস্তিত্বকে বুঝার মাধ্যমেই তাকে এসব প্রশ্নের উত্তর জানার চেষ্টা করতে হবে।[৪১]

www.nagorikpathagar.com

৬.৫ অস্তিত্ব ও সত্তা

অস্তিত্ব সত্তার অগ্রগামী। একথাটি ঈশ্বরবাদী আর নিরীশ্বরবাদী অস্তিত্ববাদী দার্শনিকগণ প্রায় সকলেই বিশ্বাস করেন। তবে কিয়ের্কগার্দের বেলায় এই কথাটি প্রযোজ্য নয়। কারণ তাঁর মতে মানুষ শুধু ঈশ্বর প্রদত্ত সার্বিক সত্তার অধিকারী তা নয়, অস্তিত্বশীল হওয়া মানেই সত্তার বাস্তবরূপ দেওয়া। কিয়ের্কগার্দের ধারণা মানুষ ঈশ্বর কর্তৃক সৃষ্ট হয়েছে প্রকৃত মানুষ হবার জন্য। প্রকৃত মানুষ হওয়া মানে ঈশ্বরের সাথে একান্তভাবে সম্পর্কিত হওয়া। তাই কিয়ের্কগার্দের দর্শনের মূল বক্তব্য হলো কিভাবে ভালো খ্রিষ্টান হওয়া যায়। এ খ্রিষ্টান হওয়াটাই মানুষের সার্বিক সত্তা যা তার অস্তিত্বের অগ্রগামী। কেননা তার জন্মের সময়েই তার মনে ঈশ্বর এই ধারণাটি অর্পণ করেন।[৪২]

অপরদিকে সার্ত্রের মতে কোনো ঈশ্বর নেই। মানুষের কোনো সার্বিক স্বভাব বা সত্তা নেই। এ কারণেই মানুষের নিজের স্বভাবকে তৈরি করার সম্পূর্ণ দায়িত্ব মানুষের নিজের ওপর। তিনি মনে করেন প্রত্যেক মানুষ অদ্বিতীয়, বিশেষ, স্বতন্ত্র এবং অন্য সবার থেকে ভিন্ন। যেহেতু ব্যক্তি মানুষের জন্য পূর্ব নির্ধারিত কোনো বিধান নেই সেহেতু প্রতিটি মানুষ তার স্বাধীন চিন্তা ও নির্বাচনের মাধ্যমে নিজের বৈশিষ্ট্যে জীবনযাপন করে, নিজের জীবনকে মূল্যায়ন বা মূল্যহীন করে, তাৎপর্যময় বা তুচ্ছ মনে করে। একজন স্বাধীন অস্তিত্বশীল ব্যক্তি হিসেবে মানুষ নিজের অদৃষ্টকে বেছে নেয়, কোনো জিনিসের ওপর মূল্য আরোপ করে, নিজের স্বভাবকে তৈরি করে এবং নিজের নৈতিক মানদণ্ড সৃষ্টি করে।[৪৩]

মানুষ সম্পর্কে সার্ত্রের মত হলো মানুষ এবং স্বাধীনতা এক জিনিস। মানুষ হওয়া মানে স্বাধীন হওয়া, অথবা স্বাধীন হওয়ার অর্থই মানুষ হওয়া। জন্মের সময় থেকে মানুষ অপরিহার্যভাবে স্বাধীন। যে স্বাধীন নয়, সার্ত্রের কথায় সে প্রকৃত অর্থে মানুষ নয়।[৪৪]

সার্তের মতে মানুষের অপর একটি বৈশিষ্ট্য হলো যে, সে অবস্তু বা অপূর্ণ। বস্তু যেমন, চেয়ার টেবিল সম্পূর্ণভাবে পূর্ণ। একটি চেয়ার কেবল চেয়ারই এর বেশি নয় বা এছাড়া তার অন্য কিছু হবার সম্ভাবনা নেই। কিন্তু একজন মানুষ বস্তুর মতো সীমাবদ্ধ নয়-তার স্বভাব সীমিত নয় এবং সম্ভাবনাপূর্ণ। একজন শিক্ষক শুধু শিক্ষকই নয় কারণ শিক্ষকতা ছেড়ে অন্য কিছু হবার সম্ভাবনা তার মধ্যে রয়েছে। তাই মানুষের মধ্যে একটা বড় অভাব, বা সম্ভবনা রয়েছে যা বস্তুর মধ্যে নেই। অপূর্ণ বলেই মানুষ পূর্ণতা লাভ করতে চায়। মানুষের চেতন সত্তা রয়েছে। সে পূর্ণ হতে চায় আবার সাথে সাথে চেতনাময়ও থাকবে। এ অসম্ভব চেতন অচেতনের মিলনকেই সার্ত্রে ঈশ্বর বলে আখ্যা দিয়েছেন। সার্ত্রের মতে মানুষও ঈশ্বর হতে চায়; পরিপূর্ণ হতে চায়। মানুষের এই আকাঙ্খা জন্মগত।[৪৫]

মানুষের স্বভাব সম্পর্কে সার্ত্রে আরো বলেছেন যে, মানুষের স্বভাবই হলো ভালোকে নির্বাচন করা এবং কোনো জিনিসই ভালো নয়, যদি না তা সবারই জন্য ভালো হয়।[৪৬]

www.nagorikpathagar.com

কিয়ের্কগার্দ যে সার্বিক সত্তার কথা বলেছেন তা ঈশ্বর কর্তৃক অর্পিত; অপর দিকে সার্ত্রে বলেছেন মানুষের মধ্যে যে সত্তা আছে তা ঈশ্বর প্রদত্ত নয়, মানুষ নিজেই তার সত্তার রূপ দেয়।[৪৭]

এখানে বলা যায় অস্তিত্ববাদী দার্শনিকদের মতে অস্তিত্বের প্রধান উদ্দেশ্যই হলো সত্তাকে বাস্তবায়িত করা এবং সত্তার বাস্তবায়ন ছাড়া তার অস্তিত্বের কোনো অর্থ নেই। অস্তিত্বের অর্থই হলো মানুষের সত্তাকে বাস্তবে মূর্ত করা। অর্থাৎ মানুষকে বেঁচে থাকতে হলে, অস্তিত্বশীল হতে হলে তার সত্তাকে উপলব্ধি করতে হবে, কার্যে পর্যবসিত করতে হবে।[৪৮]

৬.৬ জ্ঞানের ভিত্তিরূপে আত্মিকতা

নিজ অভিজ্ঞতা বা মনস্তাত্ত্বিক অন্তর্দৃষ্টিকে অস্তিত্ববাদীরা জ্ঞানের ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করেছেন। তাদের মতে অস্তিত্বকে নিজ অভিজ্ঞতার আলোকে জানতে হবে।

সার্ত্রে এই প্রসঙ্গে বলেছেন আত্মিকতা থেকেই আমাদের সবাইকে শুরু করতে হবে। এই মতবাদটি অস্তিত্ববাদীদের একটি বড় দার্শনিক অস্ত্র। কারণ এর মাধ্যমে তাঁরা সব বস্তুগত চিন্তাধারা বিশেষ করে হেগেলের তাত্ত্বিক দর্শনকে আক্রমণ করেছেন।[৪৯]

অস্তিত্ববাদী দার্শনিকেরা মনে করেন বিমূর্তভাবে বা বস্তুগতভাবে অস্তিত্বকে জানা সম্ভব নয়। অন্য কোনো বহির্মুখী পদ্ধতির মাধ্যমেও জানা সম্ভব নয়। একমাত্র অন্তর্মুখী আত্মিক অভিজ্ঞতার মাধ্যমেই অস্তিত্বকে জানা সম্ভব। শুধু অন্তর্মুখী অভিজ্ঞতা হলে হবে না; একটি আত্মিক মনোভাবকে অস্তিত্বশীল হতে হলে ব্যক্তিকে সে মনোভাবের মধ্যে ব্যক্তিগতভাবে অন্তর্ভুক্ত হতে হবে। কিয়ের্কগার্দ এ পদ্ধতির ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। অন্য কথায় বলা যায় ব্যক্তি যদি কোনো বিশেষ অবস্থার সম্মুখীন হয় তাকেই সে পরিস্থিতিতে নির্বাচন করতে হবে, সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে কারণ ব্যক্তি জানে এই পরিস্থিতির সাথে সে জড়িত। সুতরাং অস্তিত্বের প্রতিটি ক্ষেত্রেই ব্যক্তিগতভাবে ব্যক্তির জড়িয়ে পড়াটা স্বাভাবিক এবং অপরিহার্যও। প্রত্যেক ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা, নির্বাচন করা এবং প্রত্যেক বিষয়কে ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখার দায়িত্ব ব্যক্তিরই।[৫০]

অন্তর্জ্ঞানের উপর গুরুত্ব দিয়ে অস্তিত্ববাদীরা বুদ্ধির তীব্র বিরোধিতা করেছেন। সেজন্য অনেকে অস্তিত্ববাদীদের অবৌদ্ধিক হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন। অস্তিত্ববাদীরা প্রায়ই জ্ঞানের বিষয়ে বস্তুর অস্তিত্বকে অস্বীকার করেন এবং বলেন যদি বস্তুর অস্তিত্ব থেকে থাকে তা আমরা জানতে পারি না। কোনো কোনো অস্তিত্ববাদী দার্শনিক বলেছেন ঈশ্বর যদি অস্তিত্বশীল হয় এবং তাকে যদি আমরা জানতে পারি এতে কোনো কিছুর পরিবর্তন হয় না। কারণ মানুষ যেহেতু স্বাধীন সেহেতু নিজেকেই তার মূল্য নির্বাচন করতে হয় এবং সে নির্বাচনের দায়িত্ব গ্রহণ করতে হয় কারণ ঈশ্বরের ওপর যে দায়িত্ব চাপানো যায় না।[৫১]

www.nagorikpathagar.com

অবশ্য একদিক দিয়ে অস্তিত্ববাদীদের অবৌদ্ধিক বলা যায়। কারণ এঁদের অস্তিত্ব সম্পর্কিত ধারণাসমূহ কোনো ব্যক্তি, কর্তৃপক্ষ, তত্ত্ব বা বিজ্ঞানের ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়; নিজ অভিজ্ঞতা থেকে প্রাপ্ত। অস্তিত্ববাদী দার্শনিকগণ বিজ্ঞানের বিরোধিতা না করলেও বিজ্ঞানসম্মত বা বস্তুগত হতে চান না। কারণ মানুষের অস্তিত্ব ও অস্তিত্ব সম্পর্কিত ধারণাসমূহ যেমন, অনুভূতি, চিন্তা, আশা-আকাঙ্খা, মনস্তাপ, হতাশা, ভয়ভীতি, ত্রাস, স্বাধীনতা, বিশ্বাস, নির্বাচন ইত্যাদি সম্পূর্ণভাবে বস্তুগত পদ্ধতির মাধ্যমে জানা সম্ভব নয়। ব্যক্তিই একমাত্র অন্তর্জ্ঞানের মাধ্যমে এসব বিষয়গুলো ভালোভাবে বুঝতে পারে। এ কারণেই অস্তিত্ববাদী দার্শনিকেরা ব্যক্তির নিজ অভিজ্ঞতার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন।[৫২]

৬.৭ স্বাধীনতা

স্বাধীনতার বিষয়টি অস্তিত্ববাদী দর্শনের অন্যতম মৌলিক ধারণা এবং এর সাথে অস্তিত্ব ও আত্মিকতার ধারণা ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত। সার্ত্রের মতে মানুষের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো স্বাধীনতা।[৫৩] অস্তিত্ববাদীরা মানুষকে স্বাধীন হিসেবে গণ্য করলেও স্বাধীনতা সম্পর্কে তাদের মধ্যে মতভেদ দেখা যায়। এই মত পার্থক্য বিশেষভাবে দেখা যায় কিয়ের্কগার্দ ও সার্ত্রের মধ্যে। কিয়ের্কগার্দ স্বাধীনতাকে সম্পূর্ণভাবে ধর্মীয় দৃষ্টিকোণে দেখেছেন। তাঁর কাছে স্বাধীনতা পরম সত্য এবং ঈশ্বরই হচ্ছেন এই স্বাধীনতার উৎস। এটি সবচেয়ে মূল্যবান জিনিস যা ঈশ্বর মানুষকে দিয়েছেন। মানুষ যদি স্বাধীন হতে চায় তাহলে ঈশ্বর প্রদত্ত এই স্বাধীনতাকে ঈশ্বরের কাছে ফিরিয়ে দিতে হবে এবং সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের ইচ্ছার কাছে সমর্পণ করতে হবে।[৫৪]

অপরদিকে স্বাধীনতা সম্পর্কে সার্ত্রের ধারণা ভিন্নরূপ। তাঁর দৃষ্টিতে স্বাধীনতার অর্থ হলো নির্বাচনের স্বাধীনতা এবং এখানে সবচেয়ে বিবেচ্য বিষয় হলো ব্যক্তি কিভাবে নির্বাচন করছে অর্থাৎ ব্যক্তি স্বাধীনভাবে সচেতনতার সাথে এবং নিজ ইচ্ছায় নির্বাচন করেছে কি না দেখতে হবে। এখানে আরো প্রশ্ন দাঁড়ায় ব্যক্তি যদি নিজ ইচ্ছায় এবং স্বাধীনভাবে কর্ম নির্বাচন বা কর্ম সম্পাদন করে থাকে তাহলে তাকে এর জন্য দায়ী থাকতে হবে। অস্তিত্ববাদ দর্শনে স্বাধীনতার সাথে দায়িত্বের প্রশ্নটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অস্তিত্ববাদীরা মানুষকে স্বাধীন বলে বিবেচনা করলেও এঁরা কখনো চান নি সে স্বাধীনতা দায়িত্বহীন হোক। তাঁরা দায়িত্বহীন স্বাধীনতার তীব্র বিরোধিতা করেছেন।[৫৫]

সার্ত্রের মতে প্রত্যেক মানুষের ওপর সমগ্র মানবজাতির দায়িত্বের বোঝা রয়েছে। তিনি বলেন মানুষ স্বাধীনভাবে কার্য সম্পাদন করে এবং তার প্রতিটি কাজের জন্য সে নিজেই দায়ী। এ দায়িত্ব শুধু নিজের জন্য নয়, সমগ্র মানব সমাজের জন্য।[৫৬]

www.nagorikpathagar.com

স্বাধীনতার প্রশ্নে কিয়ের্কগার্দ সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণবাদী। কিয়ের্কগার্দ ও অন্যান্য নিয়ন্ত্রণবাদীগণ মনে করেন উদ্দেশ্য ও অভিপ্রায়ই মানুষকে কর্মে প্রবৃত্ত করে। অপরদিকে সার্ত্রে বলেন আমাদের স্বাধীনতাই কর্মের কারণ, উদ্দেশ্য ও অভিপ্রায়ের ভিত্তি। ইচ্ছা ও ভাবাবেগকে আমাদের স্বাধীনতার অধীন বলে তিনি দাবি করেন। তিনি আরো বলেন আমরা নিজের উদ্দেশ্যে কাজ করি অথবা ভাবাবেগে কাজ করি সর্বক্ষেত্রেই আমরা স্বাধীনভাবে কাজ করি। আমাদের সব কাজ আমাদের স্বাধীনতার প্রতীক।[৫৭]

অস্তিত্ববাদ দর্শনের মৌলিক প্রসঙ্গগুলো আলোচনা থেকে একথা প্রতীয়মান হয় যে, যেসব দার্শনিককে অস্তিত্ববাদী বলে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে, তাদের মাঝে প্রচুর মত পার্থক্য রয়েছে। সার্ত্রে, কিয়ের্কগার্দ, হাইডেগার, ইয়েসপার্স, মার্সেল, কাম্যু, নীটশে, কাফকা প্রমুখ এদের প্রত্যেকের চিন্তা এত বেশি স্বাতন্ত্র্যের দাবিদার যে, তাঁদের একই সম্প্রদায়ভুক্ত করা বা কোনো মৌলিক বক্তব্যের ভিত্তিতে তাঁদের একই মতবাদী ভাবা খুবই কষ্টকর।[৫৮] তা সত্ত্বেও এসব দার্শনিকের মতবাদে বেশ কিছু মিল খুঁজে পাওয়া যায়। সেগুলো হলো নিম্নরূপ :

ক. অস্তিত্ববাদী সব দার্শনিকই ব্যক্তি সত্তার উর্ধ্বে সাধারণ বা সার্বিক সত্তা প্রতিষ্ঠার বিরোধী এবং তাঁদের মতে ব্যক্তি সত্তা সার্বিক বা সাধারণ সত্তার পূর্বগামী।

খ. নৈতিকতা এবং সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রে অস্তিত্ববাদীরা অতিরিক্ত মাত্রায় আত্মকেন্দ্রিক। এই আত্মকেন্দ্রিকতাকে 'অথরিটি' বা কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে প্রতিবাদরূপে ধরা যায়।

গ. জ্ঞানতত্ত্বের আলোচনায় অস্তিত্ববাদীরা সাধারণত বস্তুকেন্দ্রিকতা ও যুক্তিসিদ্ধ আলোচনার বিরোধী। কোনো কিছু জানা বা আলোচনার ক্ষেত্রে এঁরা অতিরিক্ত মাত্রায় আত্মিকতার আশ্রয় নেন। জানার প্রতি অনুরাগ প্রকাশের চেয়ে অস্তিত্ববাদীরা অস্তিত্বশীল হওয়ার প্রতি আগ্রহী। এঁরা আদি সত্তা, সার্বিক সত্তা এসব বিষয়ে আলোচনায় নিরুৎসুক এবং যুক্তিযুক্ত আলোচনার বিরোধী।[৫৯]

৬.৮ শিক্ষায় অস্তিত্ববাদ

অস্তিত্ববাদী দার্শনিকগণ শিক্ষাক্ষেত্রে কোনো সুনির্দিষ্ট মতবাদ প্রতিষ্ঠা করেন নি। তবে দুই একজন অস্তিত্ববাদী দার্শনিক যেমন কিয়ের্কগার্দ ও মার্সেল শিক্ষা বিষয়ক কিছু প্রাসঙ্গিক বক্তব্য রেখেছেন। তাঁদের বক্তব্য ও অন্যান্য দার্শনিকগণ শিক্ষা সম্পর্কে অস্তিত্ববাদ দর্শনের যে মূল্যায়ন করেছেন তা থেকে শিক্ষায় অস্তিত্ববাদের নিহিতার্থ আলোচনা করা যায়।[৬০]

www.nagorikpathagar.com

৬.৮.১ অস্তিত্ববাদের প্রস্তাবনা

অস্তিত্ববাদ দর্শনের যে বিশ্বাসগুলো শিক্ষার বিষয়ে অর্থবহ সেগুলো নিচে উল্লেখ করা হলো :

ক. মানুষের অস্তিত্বের অর্থ কিভাবে জানা যায় তার সদুত্তর পাওয়ার জন্য ব্যক্তির নিজস্ব অভিজ্ঞতার অন্তর্দর্শী বিশ্লেষণের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়।[৬০]

খ. মানুষের নিঃসঙ্গতার ওপর গুরুত্ব দেয়ার জন্য অস্তিত্ববাদকে নৈরাশ্যবাদী দর্শন বলা যায়। ভয়ভীতি মনস্তাপ হতাশার মধ্য দিয়ে ব্যক্তি তার নিজ পরিস্থিতি সম্পর্কে সচেতন হয়।

গ. জ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে এই দর্শন বৌদ্ধিকতার চেয়ে ব্যক্তির আত্মগত অভিজ্ঞতার ওপর প্রতিষ্ঠিত।

ঘ. ব্যক্তি তার প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণের জন্য সম্পূর্ণ স্বাধীন। নির্বাচনের মধ্য দিয়ে ব্যক্তি তার অপরিসীম স্বাধীনতা ভোগ করে। স্বাধীন নির্বাচনের দ্বারাই মূল্য নির্ধারণ হয়।

ঙ. ব্যক্তির আত্মগত অনুভূতি, তার নিজস্ব পরিস্থিতি ও তার সত্তার সত্যকে অনুসন্ধান করতে হবে। সত্যকে জানতে হলে তার সাথে ব্যক্তির ব্যক্তিগত ও প্রাসঙ্গিক অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।[৬১]

অস্তিত্ববাদ দর্শনের প্রস্তাবনাগুলো থেকে আমরা বলতে পারি এই দর্শনে ব্যক্তিকে তার নিজের সম্ভাবনার ক্ষমতার ওপর ছেড়ে দেয়া হয়েছে। অতীত ইতিহাসের শিক্ষা বা অপর মানুষের প্রজ্ঞা কোনোটির ওপর সে নির্ভর করতে পারে না। এসব কাজে আসলেও ব্যক্তিগত পরিস্থিতিই তার প্রশ্নের উত্তর লাভে সহায়ক। ব্যক্তি তার জীবন পরিবেশে একের পর এক পরিস্থিতির সম্মুখীন হয় এবং যে উপায়ে এসব পরিস্থিতিতে সে নির্বাচন করে। তার ফলাফলও তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ নির্বাচনের মধ্য দিয়ে সে নিজেকে সৃষ্টি করে তার ব্যক্তিগত স্বাধীনতার সাথে সে তার নির্বাচনের দায়িত্বের বোঝাও বহন করে।[৬২]

সুতরাং দেখা যাচ্ছে অস্তিত্ববাদী দার্শনিকগণ ব্যক্তির নির্বাচন ক্ষমতা বিকাশের প্রতি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। যেহেতু এই দর্শন মতবাদের সুসংবদ্ধ জ্ঞানরাজ্য বা মূল্যবোধের প্রতি আস্থা নেই কাজেই ব্যক্তি যাতে নিজের মূল্য বিচার করতে পারে নিজে সত্য অনুসন্ধান করতে পারে সেজন্য তার নিজস্ব অভিজ্ঞতার সাথে ক্রিয়া এবং তার মূল্যায়ন করার ওপর এই দর্শন গুরুত্ব দিয়েছে।[৬৩]

অস্তিত্ববাদ দর্শনের সার কথা হলো মানুষের অস্তিত্বের বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করা এবং মানুষের স্বাধীনতার প্রতি তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা। স্বভাবতই আশা করা যায় শিক্ষা প্রক্রিয়া সংশ্লিষ্ট সকল চিন্তাভাবনা ও কার্য অস্তিত্ববাদ দার্শনিকদের এসব মূলকথা দ্বারা পরিচালিত হবে।[৬৪]

www.nagorikpathagar.com

৬.৮.২ শিক্ষার অর্থ

অস্তিত্ববাদ দর্শন ব্যক্তির সত্তা, ব্যক্তির অস্তিত্ব ও ব্যক্তির প্রামাণিক অস্তিত্ব ও স্বাধীনতায় বিশ্বাস করে। কাজেই আশা করা যায়, শিক্ষা ব্যবস্থা শিক্ষার্থীর ব্যক্তি সত্তার এই সমস্ত দিকগুলো বিকাশের সুযোগ সৃষ্টি করবে। যেহেতু অস্তিত্ববাদীরা ব্যক্তির নির্বাচনের ক্ষমতা বিকাশের প্রতি প্রতিশ্রুত কাজেই শিক্ষাব্যবস্থা এমন পরিবেশ সৃষ্টি করবে যেখানে প্রতিটি শিক্ষার্থীর স্বাধীনতা সুনিশ্চিত থাকবে। এই দর্শন অনুসারে শিক্ষা ব্যক্তির অস্তিত্বের আকস্মিকতা অনুধাবনে সহায়ক হবে। অস্তিত্বের আকস্মিকতায় ভয়ভীতি, উদ্বেগ, অনিশ্চয়তা ইত্যাদি থাকে। মানব জীবনের অনিবার্য পরিণতি মৃত্যুও মানুষের মনে ভীতির সঞ্চার করে। অস্তিত্ববাদীদের দৃষ্টিতে তাই শিক্ষা হবে শিক্ষার্থীকে সাহসী-দৃঢ়চেতা হওয়ার জন্য অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা। এই দৃষ্টিতে রুশো, ফ্রয়েবেল, পেস্তালৎসী ও মন্টেসরীর কথায় শিক্ষা আনন্দ ও সুখের জন্য নয় বা ডিউঈর কথায় সামাজিক সামঞ্জস্য বিধান বা সামাজিক যোগ্যতা অর্জনের জন্য নয়। অস্তিত্ববাদীদের মতে এ ধরনের শিক্ষা হবে অবাস্তব। এঁদের মতে আনন্দের জন্য বা সুখের জন্য বা সমাজের যোগ্য নাগরিক সৃষ্টির জন্য শিক্ষা বিপজ্জনক। কারণ যন্ত্রণা ছাড়া কোনো সুখ নেই, দুঃখ ব্যতিরেকে কোনো উচ্ছাস বা পরমানন্দ নেই। অস্তিত্ববাদী দর্শন অনুসারে শিক্ষা এমন হবে যা শিক্ষার্থীকে দুঃখ, যন্ত্রণা, শঙ্কা, হতাশা, নিঃসঙ্গতা, ব্যক্তির নির্বাচন ক্ষমতা ও স্বাধীন নির্বাচনের দায়িত্ব সম্পর্কে উপলব্ধি করতে সহায়ক হবে।[৬৫]

এখানে দেখা যাচ্ছে, প্রচলিত দর্শন মতবাদ থেকে ভিন্ন অর্থে অস্তিত্ববাদীরা শিক্ষাকে ব্যাখ্যা করেছেন। এঁরা ব্যক্তি শিক্ষার্থীকে মানব জীবনের আকস্মিকতা ও অবশ্যম্ভাবী পরিণতির সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে চান। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় অনেক তরুণ দেশমাতৃকার জন্য জীবন উৎসর্গ করেছিল। নিজ দেশের জন্য যুদ্ধ করে প্রাণ দিয়ে যেসব তরুণ চরম ত্যাগের দৃষ্টান্ত দেখিয়েছে সেই আত্মত্যাগের মনোভাব, মূল্যবোধ শিক্ষার্থীর মাঝে সৃষ্টি করা অস্তিত্ববাদী দার্শনিকদের শিক্ষা সম্পর্কে মূল বক্তব্য।[৬৬]

৬.৮.৩ শিক্ষার উদ্দেশ্য

অস্তিত্ববাদীদের মতে প্রতিটি শিশুই অনন্য বৈশিষ্টপূর্ণ ব্যক্তি সত্তা এবং তার শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য তিনটি যথা : (ক) শিক্ষা প্রত্যেক শিক্ষার্থীর অনন্য গুণ বিকাশ ঘটাবে; (খ) শিক্ষার্থীর সম্ভাবনাকে লালন করবে; এবং (গ) শিক্ষার্থীর ব্যক্তিসত্তার বিকাশে সহায়তা করবে।[৬৭] অস্তিত্ববাদীরা মানুষের অসীম স্বাধীনতায় ও প্রামাণিক অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন। এর সাথে সামঞ্জস্য বিধান করে শিক্ষার লক্ষ্য হবে স্বাধীনতার যে সীমাহীন সম্ভাবনা রয়েছে এবং যথার্থ অস্তিত্বশীল মানুষের জীবনের কর্তব্য ও

www.nagorikpathagar.com

দায়িত্ব রয়েছে সে সম্পর্কে শিক্ষার্থীকে সচেতন করে তোলা। প্রকৃত স্বাধীনতার প্রতি আপসহীন আনুগত্য এবং ব্যক্তির স্বাধীন নির্বাচনের দায়িত্ব-এ দুটি হলো শিক্ষা দর্শনে অস্তিত্ববাদের বড় অবদান।[৬৮]

৬.৮.৪ শিক্ষাক্রম

অস্তিত্ববাদ দর্শনের শিক্ষার উদ্দেশ্য অনুসারে শিক্ষাক্রম হবে উদারপন্থী। মানবিক শিক্ষাই হবে অস্তিত্ববাদী শিক্ষার প্রধান উপাদান। রালপ হারপার অস্তিত্ববাদী দর্শনের শিক্ষাক্রম প্রণয়নে কতিপয় বিষয় বিবেচনা কথা বলেছেন। এগুলো হলো: (ক) সব শিক্ষার্থীকে পঠন, গণিত, লিখন, ইতিহাস ইত্যাদি বিষয় পড়তে হবে। (খ) শিক্ষার্থী কী বিষয় অধ্যয়ন করবে তা শিক্ষক স্থির করবেন। (গ) সত্য অনুসন্ধানের কাজে যুক্তিবিদ্যার প্রয়োজন রয়েছে। সেজন্য শিক্ষার্থীকে যুক্তিবিদ্যা অধ্যয়ন করতে হবে।[৬৯]

সার্ত্রে ও হাইডেগারের লেখায়ও দেখা যায় এঁরা মানবিক শিক্ষার প্রতি মূল্য দিয়েছেন। সৃজনশীল সাহিত্য ও শিল্পকর্মে মানুষের অস্তিত্বের বৈশিষ্ট্যগুলো সূক্ষ্মভাবে ফুটে উঠে হয়। অস্তিত্ববাদীদের মতে মানুষের আত্মগত অভিজ্ঞতা থেকে সত্য লাভ করা যায়। সাহিত্য, চিত্রকলা, সঙ্গীত, রূপকথা ইত্যাদি বিষয় সত্য লাভে বিজ্ঞান বিষয়ের চেয়ে অধিক উপযোগী। নীটশে বলেছেন বিজ্ঞান ও কারিগরি বিজ্ঞান মানুষের অনেক ধ্বংস সাধন করেছে; অনিষ্ট এনেছে। এদের অনিষ্টকারী প্রভাব থেকে মুক্তি পাওয়ার উপায় হলো শিক্ষার্থীদের জন্য মানবিক বিষয়ের উদার শিক্ষার ব্যবস্থা করা।[৭০]

অস্তিত্ববাদী দার্শনিকদের মতে মানবিক বিষয়ের শিক্ষা মানুষের দুঃখ-দুর্দশা, উদ্বেগ, যন্ত্রণা ও মৃত্যুকে বুঝতে সহায়তা করে। বিজ্ঞান অপেক্ষা মানবিক বিষয়সমূহ মানুষকে তার নিজের কাছাকাছি থাকতে সহায়তা করে। বিজ্ঞান থেকে আসে বিষয়গত জ্ঞান, আত্মজ্ঞান আসে মানবিক বিষয় থেকে। আত্মজ্ঞান সার্বিক জ্ঞানের অগ্রগামী।[৭১]

৬.৮.৫ শিক্ষা পদ্ধতি

অস্তিত্ববাদ দর্শনের বক্তব্য পর্যালোচনা থেকে বলা যায়, শিক্ষাদান ক্ষেত্রে এ মতবাদের প্রবক্তাগণ সক্রেটিসের পদ্ধতি অনুসরণ করার পক্ষপাতী। এঁদের মতে সক্রেটিস একজন প্রামাণিক ব্যক্তি।[৭২] দর্শনে তাঁর মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি, মানুষকে কেন্দ্র করে অনুসন্ধান পদ্ধতির প্রয়োগ এসব দিক একালের অস্তিত্ববাদ দর্শনে গুরুত্বপূর্ণ স্থান পেয়েছে। সক্রেটিস শিক্ষার্থীদের কোনো বক্তৃতা দিতেন না অর্থাৎ শিক্ষাদানে আনুষ্ঠানিক পদ্ধতির ব্যবহার করতেন না। তাঁর পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য হলো: প্রশ্ন করা ও প্রশ্নের উত্তর পরিমার্জন করা, সমস্যার গ্রহণযোগ্য উত্তর না পাওয়া

www.nagorikpathagar.com

পর্যন্ত ক্রমাগতভাবে প্রশ্ন করা, উত্তরদান প্রক্রিয়া ও উত্তর পরিমার্জনকরণ কাজ চালিয়ে যাওয়া। সক্রেটিস নিজে কোনো প্রশ্নের উত্তর দিতেন না। এমনভাবে অন্যের কাছে নিজেকে তুলে ধরতেন যে, তিনি অজ্ঞ এবং তাঁর প্রশ্ন করার উদ্দেশ্য অন্যের কাছ থেকে জ্ঞানালোক লাভ করা।[৭৩] সক্রেটিসের এ সুবিখ্যাত পদ্ধতি অস্তিত্ববাদ শিক্ষা দর্শনের উপযুক্ত মডেল। শিক্ষাদান ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি অনুসরণের মাধ্যমে শিক্ষক শিক্ষার্থীর সাথে আন্তরিক ও ব্যক্তিগত সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। এখানে শিক্ষা পদ্ধতি হবে ব্যক্তিকেন্দ্রিক। নেলারের মতে অস্তিত্ববাদী শিক্ষা পরিবেশে শিক্ষাদান প্রক্রিয়া শিক্ষক শিক্ষার্থীর পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়।[৭৪]

অস্তিত্ববাদ দর্শনে শিক্ষকের অবস্থান শিক্ষার্থীর উর্দ্ধে নয়। শুধু জ্ঞান দান করা তাঁর কাজ নয়। তিনি সহায়ক ও লক্ষণ নির্ণয়কারী হিসেবে ভূমিকা পালন করেন এবং প্রতি শিক্ষার্থীকে অনন্য ব্যক্তি সত্তা হিসেবে বিবেচনা করেন। কাজেই অস্তিত্ববাদী শিক্ষায় শিক্ষক শুধু দলীয় পদ্ধতি বা বক্তৃতা পদ্ধতির ওপর নির্ভর করতে পারেন না। তিনি এরূপ অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করবেন যাতে সক্রেটিসের পদ্ধতি প্রয়োগ করে শিক্ষার্থীর নিকট থেকে তথ্য সংগ্রহ করতে পারেন। শিক্ষক শিক্ষাদানে শিক্ষার্থীর আত্মগত ও বিষয়গত উভয় প্রকারের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাতে পারেন।[৭৫]

অস্তিত্ববাদ দর্শনে শিক্ষকের অবস্থান শিক্ষার্থীর উর্দ্ধে নয়। শুধু জ্ঞান দান করা তাঁর কাজ নয়। তিনি সহায়ক ও লক্ষণ নির্ণয়কারী হিসেবে ভূমিকা পালন করেন এবং প্রতি শিক্ষার্থীকে অনন্য ব্যক্তি সত্তা হিসেবে বিবেচনা করেন। কাজেই অস্তিত্ববাদী শিক্ষায় শিক্ষক দলীয় পদ্ধতি বা বক্তৃতা পদ্ধতির উপর নির্ভর করতে পারেন না। তিনি এরূপ অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করবেন যাতে সক্রেটিসের পদ্ধতি প্রয়োগ করে শিক্ষার্থীর নিকট থেকে তথ্য সংগ্রহ করতে পারেন। শিক্ষক শিক্ষাদানে শিক্ষার্থীর আত্মগত ও বিষয়গত উভয় প্রকারের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাতে পারেন।[৭৫]

৬.৮.৬ শিক্ষক শিক্ষার্থীর সম্পর্ক

অস্তিত্ববাদী দার্শনিকদের দৃষ্টিতে শিক্ষা 'আমি-তুমি' এর মৌলিক সম্পর্কের ওপর প্রতিষ্ঠিত। ব্যক্তি হিসেবে শিক্ষার্থীর বিকাশ নির্ভর করে এক মানব সত্তার সাথে অপর মানব সত্তার পারস্পরিক সম্পর্কের ওপর। সেজন্য শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সাথে যোগাযোগ থাকা বাঞ্ছনীয়। মার্টিন বুভারের মতে অস্তিত্ববাদী দৃষ্টিতে শিক্ষাদান কার্যে এরূপ যোগাযোগ থাকা অপরিহার্য।[৭৬]

অস্তিত্ববাদ দর্শন শিক্ষক শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত ও আন্তরিক সম্পর্কের গুরুত্ব দিয়ে থাকে। সার্ত্রেও মনে করেন শিক্ষাদান প্রক্রিয়ায় ছাত্র শিক্ষক সম্পর্ক আন্তরিক

www.nagorikpathagar.com

ও পারস্পরিক হবে। শিক্ষাদানের পূর্বশর্ত হিসেবে এই দর্শন অনুসারে প্রধান বিবেচ্য বিষয় হলো ছাত্র শিক্ষকের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা।[৭৭] তবে এই সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে আমরা কোন অস্তিত্ববাদী দার্শনিকের মতবাদ গ্রহণ করব? উদাহরণ স্বরূপ সার্ত্রে-এর বক্তব্য অনুসারে ছাত্র শিক্ষক সম্পর্ক যদি কর্তৃত্বব্যঞ্জক ধরা হয় তাহলে এই সম্পর্ক সংঘাত ও উত্তেজনাপূর্ণ ছাড়া আর কিছু হতে পারে না। এতে উভয় উভয়কে একে অন্যের প্রতিপক্ষ মনে করবে। শিক্ষক ছাত্রকে তাঁর নিজের আদর্শ ও ভাবধারা দ্বারা তাঁর গ্রহণযোগ্য ছাঁচে গড়তে চাইবেন। অপর দিকে ছাত্রের ভূমিকা হবে বিপরীতমুখী। কারণ শিক্ষক তার স্বাধীনতা ও স্বাধীন নির্বাচনে বাধা সৃষ্টি করতে চান। কাজেই শিক্ষককে তার প্রতিপক্ষ মনে করাই স্বাভাবিক। ফলে শ্রেণীকক্ষের পরিবেশ উভয়ের জন্য উত্তেজনাপূর্ণ হবে এবং এই পরিবেশে শ্রেণী কক্ষে শিক্ষাদান প্রক্রিয়া স্বাভাবিকভাবে অগ্রসর হওয়ার কথা নয়। এই পরিস্থিতিতে শিক্ষাদান প্রক্রিয়া বা শিক্ষক শিক্ষার্থী সম্পর্ক সংস্কৃতিপূর্ণ হতে পারে।

আবার অনেকে মনে করেন ইয়েসপার্স ও মার্সেলের মতবাদের সাথে শিক্ষা চিন্তার বাস্তব সম্পর্ক রয়েছে। শিক্ষাক্ষেত্রে এদের ভাবধারা প্রয়োগ করা যেতে পারে।[৭৮]

অস্তিত্ববাদ দর্শনের মূল কথার আলোকে আমরা বলতে পারি এখানে শিক্ষকের ভূমিকা অত্যন্ত নাজুক। শিক্ষক প্রতি মুহূর্তে তাঁর অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য নিয়োজিত। অপর দিকে শিক্ষার্থীর ক্ষেত্রে তাঁর দায়িত্ব হবে শিক্ষার্থীকে তার অস্তিত্ব অনুধাবনের জন্য সহায়তা করা এবং স্বাধীনভাবে নির্বাচনের জন্য অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা। শিক্ষককে বুঝতে হবে শিক্ষার্থীর অস্তিত্ব স্থির, বিমূর্ত, নৈর্ব্যক্তিক নয়। সে মূর্ত ও আত্মমুখী। সে অসীম স্বাধীনতার অধিকারী। এই বৈশিষ্ট্যগুলো দ্বারা শিক্ষার্থী তার অস্তিত্ব উপলব্ধি করতে পারে, আবিষ্কার করতে পারে। অস্তিত্ববাদী শিক্ষাদান পরিকল্পনায় শিক্ষার্থীর এই বৈশিষ্ট্যগুলো শিক্ষককে বিবেচনা করতে হবে। তাঁর কার্য প্রণালীর মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীর আত্মগত সত্তা আরো উন্মোচিত হওয়ার সুযোগ পাবে।[৭৯]

শিক্ষার্থী যেন তার ব্যক্তিগত স্বাধীনতা অনুধাবন করতে পারে এবং তার নিজের স্বাধীন নির্বাচনের ব্যক্তিগত দায়দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারে সে সম্পর্কে যেন সে সচেতন হয়, এই বিষয় শিক্ষক লক্ষ রাখবেন। শিক্ষার্থী তার কাজের ফলাফলের জন্য নিজেই দায়ী হবে। এ থেকে তাকে রক্ষা করা বা আশ্রয় দেওয়া সমীচীন নয়। অধিকন্তু শিক্ষক শিক্ষার্থীর সাথে এমন আন্তরিক ও ব্যক্তিগত সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করবেন যাতে প্রত্যেকে তার নিজের ও অন্যান্য সহপাঠীর স্বাধীন নির্বাচনের মূল্য অনুধাবন করতে পারে। মোটকথা শিক্ষার্থী যেন তার বর্তমান সত্তাকে বুঝতে পারে এবং বর্তমানকে অতিক্রম করে তার অস্তিত্বের সম্ভাবনাকে পরিপূর্ণভাবে বিকশিত করতে পারে-এই সব বিষয়ে সহায়তা করাই হলো অস্তিত্ববাদী দর্শন অনুসারে শিক্ষকের দায়িত্ব।

www.nagorikpathagar.com

অস্তিত্ববাদ দর্শনের ভাবার্থ অনুসারে একজন ব্যক্তি হিসেবে সমাজের বা বিশ্বের অপরাপর মানুষের সাথে শিক্ষার্থীর সম্পর্ক রয়েছে। বিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রমের মধ্যে দিয়ে তাকে তা বুঝার সুযোগ দিতে হবে। ব্যক্তি মানুষের যে কোনো বিষয়ের নির্বাচনে আপামর মানব জাতি জড়িত হয়ে পড়ে। তার নির্বাচনের মাধ্যমে সামগ্রিক মানবতা বিজড়িত হয় বলে মানুষ আশঙ্কার শিকার হয়। এই আশঙ্কার জন্যই ব্যক্তি নিজ স্বাধীনতা সম্পর্কে সচেতন হয়। বিদ্যালয়ের পরিবেশে ব্যক্তি হিসেবে শিক্ষার্থীর সিদ্ধান্ত যে অনেক মানুষকে জড়িত করে এবং তার তাৎপর্য শিক্ষার্থী যেন অনুধাবন করে সচেতন হতে পারে শিক্ষককে সে বিষয়েও দৃষ্টি রাখতে হবে। তাছাড়া আরো একটি বিষয়ে শিক্ষককে সচেতন থাকতে হয়। অস্তিত্ববাদের মূলকথা অনুসারে ব্যক্তি বা শিক্ষার্থী তার স্বাধীনতার সচেতনায় আশঙ্কা ও উৎকণ্ঠায় ভোগে। মানুষের অস্তিত্বের অনিবার্য পরিণতি হিসেবে মৃত্য তার অস্তিত্বকে নিরাপত্তাহীনতায়, শূন্যতায় ভরিয়ে রাখে এবং যার বহিঃপ্রকাশ হয় ভয় ও ত্রাসের মধ্যে। এইসব পরিস্থিতি শিক্ষার্থীর অস্তিত্বকে বিপন্ন করে তোলে। এখানেও শিক্ষক নিরুপায়। শিক্ষার্থীর এইসব আশঙ্কা বা উৎকণ্ঠা কিভাবে প্রশমিত হবে তার কোনো সূত্র অস্তিত্ববাদী দার্শনিকদের চিন্তাধারা থেকে পাওয়া যায় না। এক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি আশঙ্কা, ভয়ভীতি, উৎকণ্ঠা যা মানব জীবন পরিস্থিতির সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত এবং যা তাদের জীবনের অপরিহার্য ও স্বাভাবিক পরিস্থিতি-শিক্ষক এইসব ধারণা শিক্ষার্থীদের নিকট ধীরে ধীরে উন্মোচন করবেন। এইজন্য শিক্ষককে শিক্ষার্থীদের অন্তরের গভীরে প্রবেশ করতে হবে। মনোবিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে তিনি শিক্ষার্থীদের বুঝবার চেষ্টা করবেন। এতে শিক্ষার্থীদের অনেক সমস্যা হ্রাস হবে এবং শিখন-শিক্ষণ প্রক্রিয়া স্বাভাবিকভাবে অগ্রসর হবে।[৮০]

৬.৯ মূল্যায়ন

মানুষের চিন্তা ও কর্মে যে স্বাধীনতা বা স্বাতন্ত্র্য আছে তার এক অভিনব ব্যাখ্যা অস্তিত্ববাদী দর্শনে পাওয়া যায়। শূন্যতাবোধ, একাকিত্ব, ত্রাস, মৃত্যুভয়, উৎকণ্ঠা, মনস্তাব হতাশা এসব লক্ষণ এর পূর্বে এইভাবে বিশ্লেষিত হয় নি। ব্যক্তি সত্তা, মানুষের অস্তিত্ব, স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্যবোধ এসব ধারণা-এই দর্শনে যেরূপ গুরুত্ব সহকারে আলোচনা ও ব্যাখ্যা করা হয়েছে যা অপর কোনো দর্শনে ততটা প্রাধান্য পায় নি।[৮১] অস্তিত্ববাদী দার্শনিকদের মধ্যে কিছু কিছু মত পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও এঁরা সবাই মোটামুটি তাত্ত্বিক, বুদ্ধিবাদী, ও ভাববাদী দর্শনের শৃঙ্খল থেকে দর্শনকে মুক্ত করার বিষয়ে বদ্ধপরিকর ছিলেন। এঁদের মতে দর্শনের প্রধান কাজ হলো ব্যক্তির মঙ্গল বিধান করা। আর এই লক্ষ্য অর্জনের প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে

www.nagorikpathagar.com

সার্বিক ও বিমূর্ত তত্ত্বের পরিবর্তে মূর্ত ও অস্তিত্বশীল ব্যক্তির বাস্তব সমস্যার দিকে দৃষ্টিপাত করা, ব্যক্তির অধিকার ও স্বাধীনতার স্বীকৃতি, বিকাশ ও সংরক্ষণের উপায় আবিষ্কার করার প্রতি অস্তিত্ববাদ আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।[৮২]

এই মতবাদ ব্যক্তির অস্তিত্ব, স্বাধীনতা ও দায়িত্বের কথা বলে ব্যক্তি মানুষের অপরিসীম মর্যাদা দিয়েছে যার মূল্য কোনো অংশে কম নয়। অস্তিত্ববাদ দর্শনের এই সকল বৈপ্লবিক দৃষ্টিভঙ্গির দিক স্মরণ করেও সমালোচকেরা এই দর্শনের কিছু দুর্বল দিক উত্থাপন করেছেন। যেমন—অস্তিত্ববাদীরা যে মানবীয় নির্বাচনের কথা বলেছেন তা দুর্বল ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত বলে অনেকে অভিমত করেছেন। আরো অনেকে বলেন ব্যবহারিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে মানুষে মানুষে যে যোগাযোগ ও আদান প্রদান অপরিহার্য অস্তিত্ববাদীদের স্বাধীনতা বিষয়ক চরম মতবাদে এর কোনো সঠিক ব্যাখ্যা নেই। আবার মানব জাতির অখণ্ডতা ও ঐক্যের কথা অগ্রাহ্য করে ব্যক্তি মানুষের স্বাধীনতার ওপর অস্তিত্ববাদের অতিমাত্রায় গুরুত্ব আরোপ অনেকের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। এই দার্শনিকদের মতে ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্যের সাথে জড়িত রয়েছে তার শূন্যতা, ত্রাস বা মৃত্যুভয় যা অপরিসীম যন্ত্রণাদায়ক। উৎকণ্ঠা, অস্থিরতা মানব অস্তিত্বের এসব বৈশিষ্ট্যগুলো সত্য হলেও অনেক সমালোচকের মতে এসবের প্রতি প্রাধান্য দেওয়া মানবিক অপ্রকৃতিস্থতার লক্ষণ বই কিছু নয়। অন্যান্য দর্শনের প্রবক্তরা অনেকেই শিক্ষা সম্পর্কে মতবাদ প্রতিষ্ঠা করে গিয়েছেন। সেই আলোকে পূর্ববর্ত অধ্যায়সমূহে বিভিন্ন দর্শনের শিক্ষামূলক তাৎপর্য পর্যালোচনা করা হয়েছে। অস্তিত্ববাদী দার্শনিকগণ তাদের দর্শনের বিশিষ্ট দিক ও প্রসঙ্গগুলো আলোচনায় নিজেদের ব্যাপৃত রেখেছেন। এই দর্শনের প্রেক্ষাপটে ব্যক্তি সত্তা বিকাশে বা সমগ্র মানব জাতির কল্যাণের জন্য শিক্ষা কিরূপ হওয়া দরকার এ সম্পর্কে অস্তিত্ববাদী দার্শনিকগণ নিজেদের কোনো বক্তব্য রাখেন নি। এই দর্শনের মূলকথা অনুসারে আলোচ্য অধ্যায়ে অস্তিত্ববাদ দর্শনের শিক্ষামূলক তাৎপর্য সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে। এই দর্শনের কিছু কিছু দিক যেমন ব্যক্তি সত্তার বাস্তব ও মূর্তরূপ, ব্যক্তির নির্বাচনের স্বাধীনতা, ব্যক্তি নিজের সিদ্ধান্তের মধ্য দিয়ে সমগ্র মানব জাতিকে জড়িয়ে নেয়া, ব্যক্তির নৈতিকতা, স্বাধীনতার সচেতনায় মানুষের আশঙ্কা—এসব বিষয়গুলো আধুনিককালের শিক্ষায় গুরুত্ব সহকারে বিবেচনার দাবি রাখে। নেলারের মতে অস্তিত্ববাদ দর্শন অপেক্ষাকৃত নবীন হলেও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের শিক্ষায় এই দর্শনের মৌলিক বিষয়গুলো উপযোগিতা ও তাৎপর্য অনুসন্ধান করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

অস্তিত্ববাদ দর্শনের মূলকথা ও শিক্ষা বিষয়ক তাৎপর্য পর্যালোচনা থেকে দেখা যায় এই মতবাদী দার্শনিকদের মধ্যে প্রগতি ও সামাজিক সংস্কারের কোনো পরিকল্পনা নেই। ভবিষৎ দিক নির্দেশনা নেই। কিয়ের্কগার্দ ভালো খ্রিষ্টান হতে চেয়েছেন এবং জনতা থেকে কিভাবে দূরে থাকে তা বলেছেন। কিন্তু শিক্ষা বা সমাজ সংস্কারের কোনো কর্মসূচির পরিকল্পনা তিনি দেন নি। নীটশেও জনতাকে

www.nagorikpathagar.com

অতিক্রম করে কোনো কোনো ব্যক্তি যে অতিমানব হতে পারে তা বলেছেন কিন্তু সামাজিক গণতন্ত্র ও ঐক্য প্রতিষ্ঠা কিভাবে করা যায় সে সম্পর্কে তিনি নীরব ছিলেন। এই বিশ্বজগতের সাথে মানুষ কি উপায়ে সামঞ্জস্য বিধান করে চলবে এ সম্পর্কে সার্ত্রে ও হাইডেগারও কিছু বলেননি।

পরিশেষে বলা যায় অস্তিত্ববাদ এমন একটি যুগের প্রতিক্রিয়া যেখানে ব্যক্তি মানুষ জনতার ভিড়ে হারিয়ে গিয়েছে। তাই অস্তিত্ববাদী দার্শনিকেরা জনতা বা সমষ্টিকেন্দ্রিক সমাজ, ধর্ম, শিক্ষা ও যোগাযোগের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ জানিয়েছেন। কিন্তু প্রচলিত সমাজের রীতি কিভাবে পরিবর্তন করা যায় এ বিষয়ে তাঁদের কোনো বক্তব্য নেই। ব্যক্তি মানুষের জীবনে কি ঘটছে তা তাদের জানার বিষয় নয়; তারা জানতে চান ব্যক্তি মানুষ কিভাবে তার পরিস্থিতির জন্য নির্বাচন করে থাকে। তবে একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় প্রচলিত সমাজ সংস্কারের কোনো নির্দেশনা অস্তিত্ববাদী দর্শন চিন্তায় না থাকলেও ব্যক্তি মানুষের শিক্ষা বিষয় চিন্তা ভাবনা করতে হলে অস্তিত্ববাদ দর্শনের কথা বিবেচনার দাবি রাখে।[৮৩]

তথ্যপঞ্জি

১. সরদার ফজলুল করিম, দর্শন-কোষ, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৭৩, পৃ. ২২০-২২১

২. Walter Kaufman, Exstentialism from Dostoevsky to Sartre. New York, Meridian Books, Inec., 1957, p. 12
অস্তিত্ববাদের প্রকৃতি সম্পর্কে কফম্যানের বক্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য : The refusal to belong to any school of thought, the repudiation of the adequacy of body of belief whatever, and especially of systems, and a marked dissatisfaction with traditional philosophy as superficial, academic, and remote from life-that is the heart of existentialism."

৩. নীরুকুমার চাক্‌মা, অস্তিত্ববাদ ও ব্যক্তি স্বাধীনতা, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৮৩ পৃ. ৩

৪. শরীফ হারুন, জাঁ পল সার্ত্রে এবং অস্তিত্ববাদ, ঢাকা, উচ্চারণ, ১৯৮০, পৃ. ১৬

৫. আমিনুল ইসলাম, সমকালীন পাশ্চাত্য দর্শন, ১৯৮৯, পৃ. ৩২৯

৬. নীরুকুমার চক্‌মা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪-৫

৭. সরদার ফজলুল করিম, দর্শনকোষ, পৃ, ২২১-২২২

৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৪

৯. রমাপ্রসাদ দাস ও শিবপদ চক্রবর্তী, পাশ্চাত্য দর্শনের রূপরেখা, পৃ. ৪১৯

১০. কিয়ের্কগার্দ শারীরিকভাবে প্রতিবন্ধী ছিলেন। তাঁর পিতার আর্থিক সচ্ছলতা ছিল না। তিনি দারিদ্র্যের কষাঘাতে ও অভাবের তাড়নায় ঈশ্বরকে গালি দিতেন। কিয়ের্কগার্দের মাতাসহ পরিবারের বেশ কয়েকজন সদস্য অল্প বয়সে মৃত্যুবরণ করে। এসব কারণে তাঁর পিতা বিষাদ ও হতাশাগ্রস্ত জীবনযাপন করতেন। কিয়ের্কগার্দ মনে করতেন সন্তান হিসেবে তাঁর কর্তব্য হলো পিতার বিষন্নতা, দুঃখ,

www.nagorikpathagar.com

শোক, তাপ প্রভৃতির অংশীদার হওয়া। এসব কারণে তাঁর সারাটি জীবন কেটেছে এক অস্বাভাবিক মানসিক যন্ত্রণা ও বিষাদে। তাঁর রচিত That Individual (Reprinted in Walter Kaufman, Existentialism from Dostoevsky to Sartre, 1957) গ্রন্থটিতে এর বর্ণনা রয়েছে।

১১. রমাপ্রসাদ দাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২৮
১২. Mary Warnock, Existentialism, Oxford, Oxford University Press, 1986, pp. 1-12
১৩. প্রাগুক্ত
১৪. আমিনুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৪
১৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৪-৩৩৫
১৬. Ronald Grimsley, Existentialist Thought, Cardiff, University of Wales Press, 1955, pp.16-17
১৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭
১৮. রমাপ্রসাদ দাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২৮-৪২৯
১৯. নজরুল ইসলাম, সাধারণ দর্শন, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৮২, পৃ. ৫১১
২০. আমিনুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬-৫৭
২১. Diane Barsoum Roymond, Existentialism And Philosophical Tradition, Englewood Cliffs., N. J. : Prentice Hall, 1991, pp. 176-179
২২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৫
২৩. G. Max Wingo, Philosophies of Education : An Introduction, New Delhi., Sterling Publishers Private Ltd., 1975, p. 319
২৪. গ্রিমস্‌লে, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯-৪০
২৫. আমিনুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৭
২৬. ওয়ারনক, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০
২৭. আমিনুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৭-৩৩৯
২৮. J. Von Rintelon, Beyond Existentialism (Trans. Hilda Graef), London, George Allen & Unwin Ltd., 1961, pp. 178-179
২৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮২-১৮৩
৩০. আমিনুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৮-৩৩৯
৩১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪০-৩৪১
৩২. ড: প্রভা বন্দোপাধ্যায়, জাঁ পল সার্ত্রের দর্শনে মানবতাবাদ, কলিকাতা, দে বুক সেন্টার, ১৯৮৬, পৃ. ৬২-৬৩
৩৩. Jean Paul Sartre, Existentialism and Humanism (Trans. Philip Mairet), London, EYRE Mthuen LTD., 1980, pp. 55-56
৩৪. প্রভা বন্দোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩-৪৪
৩৫. নীরুকুমার চাক্‌মা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৯-১১১
৩৬. প্রভা বন্দোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭১-৭৩
৩৭. শরীফ হারুন, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩
৩৮. প্রভা বন্দোপধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৮-১০০
৩৯. নীরুকুমার চাক্‌মা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯
৪০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮-১০

www.nagorikpathagar.com

৪১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১
৪২. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯
৪৩. সার্ত্রে, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮-৩০
৪৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫
৪৫. নীরুকুমার চাক্‌মা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১-৩২
৪৬. সার্ত্রে, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯
৪৭. নীরুকুমার চাক্‌মা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২
৪৮. প্রাগুক্ত
৪৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১-১২
৫০. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২-১৩
৫১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫
৫২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬
৫৩. সার্ত্রে এর 'অস্তিত্ববাদ ও মানবতাবাদ' গ্রন্থে মানুষের সত্তার চারটি ধারণা পাওয়া যায় : (১) মানুষ স্বাধীন; (২) সে অপরিহার্যভাবে অবস্তু; (৩) সে সব সময় ভালো জিনিস নির্বাচন করে; (৪) সে ঈশ্বর হওয়ার আকাঙ্খা করে।
৫৪. ওয়ারনক, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২-১৩
৫৫. প্রাগুক্ত, পৃ.৩৫-৩৬
৫৬. নীরুকুমার চাক্‌মা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭
৫৭. প্রাগুক্ত
৫৮. সার্ত্রে, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫-২৬
৫৯. শরীফ হারুন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬-১৭
৬০. James C. Stone and Frederick W. Schneider, Foundations of Education (Second Edition), Vol. I. New York, Thomas Y. Crowell Company, 1971, p. 286
৬১. G.F. Kneller, Existentialism and Education, New York, Wiley, 1958, p. 26
৬২. স্টোন এবং শ্নেইডার, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৬
৬৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৭
৬৪. J. Donald Butler, Four Philosophies, পৃ. ৪৬২
৬৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬২
৬৬. John S. Brubacher, School and Society, Vol Vl., pp. 137-141, August 1942
৬৭. Dr. A. S. Sitaramu, Philosophies of Education, পৃ. ৮৫
৬৮. G.F. Kneller, "Contemporary Education Theories" in Foundations of Education, পৃ. ১২১
৬৯. Ralph Harper, "Significance of Existence and Recognition for Education" in Modern Philosphies and Education. Fifty fourth Yearbook of the National Society for the Study of Education (Part I), Chicago, University of Chicago Press, 1955, p. 227
৭০. উইঙ্গো, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৬
৭১. সীতারামু, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৬

www.nagorikpathagar.com

৭২. W.R. Niblett, "On Existentialism and Education", J. of Educational Studies (Vol, II. No. 2) 1954
৭৩. উইঙ্গো, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৭
৭৪. নেলার, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৪
৭৫. স্টোন এবং স্নেইডার, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৯
৭৬. Martin Buber, Between Man and Man (Trans., Ronald Gregor Smith), Boston, Beacon, 1955, p. 58
৭৭. হার্পার, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৯-২৩৩
৭৮. উইঙ্গো, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৮
৭৯. স্টোন এবং স্নেইডার, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৯
৮০. বাটলার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬৫-৪৬৬
৮১. প্রভা বন্দোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০-২৫
৮২. আমিনুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫১
৮৩. উইঙ্গো, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৯

www.nagorikpathagar.com

সপ্তম অধ্যায়

শিক্ষা দর্শন গঠন প্রসঙ্গে

৭.১ ভূমিকা

পূর্ববর্তী অধ্যায়সমূহে পাঁচটি ঐতিহ্যবাহী পদ দর্শনের মূলকথা, তত্ত্ব ও শিক্ষায় এসব দর্শনের নিহিতার্থ আলোচনা করা হয়েছে। সম্প্রতিকালের দর্শন অস্তিত্ববাদ ছাড়া অপরাপর দর্শনগুলো বিভিন্ন যুগের বিভিন্ন দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার কার্যক্রমে নানাভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে এবং এখনো করছে। আরো দেখা যায় অনেক সমাজ ব্যবস্থা কোনো না কোনো দর্শনের আলোকে তাদের নিজস্ব শিক্ষার রূপদান করেছে। এমন কি এসব দর্শন তত্ত্ব থেকে বেশ কয়েকটি শিক্ষা দর্শনের উৎপত্তি হয়েছে।[১] এসব শিক্ষা দর্শনও কোনো কোনো শিক্ষা ব্যবস্থার কার্যক্রমে প্রভাবশালী ভূমিকা পালন করেছে। অবশ্য দেখা যায় অনেক শিক্ষা দর্শন বিশেষ সমাজের এক সময়ে বা যুগে শিক্ষাসংস্কার, উন্নয়ন ও অভিনবত্বে শক্তিশালী উপাদান হিসেবে কাজ করেছে। আবার কিছু কিছু শিক্ষা দর্শন পরে পরিত্যক্ত হয়েছে বা স্তিমিত হয়ে গিয়েছে। পুনরায় নতুন শিক্ষা দর্শনের উৎপত্তি হয়েছে।

প্রসঙ্গক্রমে এখানে প্রশ্ন করা যায় শিক্ষার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে দর্শন বা শিক্ষা দর্শনের প্রয়োজন কেন? এর উত্তর বলা যায় প্রাচীন কালের শিক্ষা সহজ সরল ও প্রত্যক্ষ ছিল। কালক্রমে সমাজ ব্যবস্থার অগ্রগতি ও উন্নতির সাথে সাথে শিক্ষার অর্থ, শিক্ষার নীতি, শিক্ষার উদ্দেশ্য ও বিষয়, শিক্ষাক্রম, শৃঙ্খলা, শিক্ষা প্রশাসন মোটকথা শিক্ষার সার্বিক কাজ জটিল ও ব্যাপক আকার ধারণ করেছে। শিক্ষা অতীত কালের ক্ষুদ্র সমাজের অনানুষ্ঠানিক পর্যায়ের কাজ থেকে বর্তমান কালের সকল মানুষের অধিকার হিসেবে স্বীকৃত হয়েছে। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও প্রসারের ফলে শিক্ষা সমাজের গুটিকয়েক ব্যক্তির স্থলে সর্বসাধারণের বিষয় হয়ে গিয়েছে। তাছাড়া একালের মানুষ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যুগে শিক্ষার ওপর ভর করে অগ্রগতির

www.nagorikpathagar.com

পথে এগিয়ে যেতে চায়। প্রাচীনকালের চেয়ে আধুনিক সমাজের প্রয়োজনে বর্তমানে শিক্ষা ব্যবস্থার দায়দায়িত্বের অনেক সম্প্রসারণ হয়েছে এবং গুরুত্ব বেড়েছে। কাজেই এ যুগের শিক্ষায় কোনো গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে হলে অনেক ভাবনা চিন্তা করতে হয়। কারণ যেকোনো একটি সিদ্ধান্ত নেয়ার মাধ্যমে অনেক মানুষের জন্য সিদ্ধান্ত নেয়া হয়ে যায়। এমনকি অনেক সিদ্ধান্তের সুদূরপ্রসারী প্রভাবও থাকে। তাই শিক্ষার জটিল ও গুরুতর সমস্যা নিরসনের জন্য দর্শনের সহায়তা প্রয়োজন।

শিক্ষাবিদ, শিক্ষাবিজ্ঞানী বা শিক্ষকতা পেশায় জড়িত ব্যক্তিবর্গের পেশাগত দায়িত্ব সম্পাদনের লক্ষ্যে দর্শনের বিমূর্ত তত্ত্বকে বিশ্লেষণ করে বাস্তবে রূপান্তর বা উপস্থাপনা করার প্রক্রিয়াই শিক্ষা দর্শন চর্চা। কাজেই সাধারণ দর্শনের সাথে শিক্ষা দর্শনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে।[২]

৭.২ দর্শন ও শিক্ষা দর্শনের সম্পর্ক

দর্শনের সাথে শিক্ষা দর্শনের সম্পর্ক রয়েছে। এই সম্পর্কের বিষয়ে কয়েকটি মতবাদ দেখা যায়। এক মতে বলা হয় সাধারণ দর্শনের সাথে সম্পর্ক ছাড়াই শিক্ষা দর্শন হতে পারে। অপর মতের ধারণা এই যে, দর্শনের চর্চা থেকে অনেক বিশেষ ক্ষেত্রের উদ্ভব হয়েছে। এরূপ একটি ক্ষেত্র হলো শিক্ষা দর্শন। প্রথমোক্ত মতের সমর্থকদের অন্যতম সিডনি হুক। তাঁর মতে শিক্ষা দর্শনের প্রাথমিক ও মৌলিক উপাদান আসে জীবন দর্শন থেকে।[৩] সাধারণ দর্শনের ওপর নির্ভরশীল না হয়েও কোনো সমাজের জীবন দর্শনের উপাদান বিশ্লেষণ করে শিক্ষা দর্শন সেই সমাজের শিক্ষার নীতি গ্রহণ, শিক্ষার উদ্দেশ্য নির্ণয় ও শিক্ষা ব্যবস্থার কার্য সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতে পারে। তিনি অবশ্য স্বীকার করেছেন দর্শনের সাথে শিক্ষা দর্শনের সম্পর্ক থাকতে পারে। এই সম্পর্কের ফলে শিক্ষা দর্শন উপকৃত হয় এবং এতে তার কাজ বিজ্ঞানসম্মত ও সমৃদ্ধ হয়।[৪]

অপর মতে বলা হয় দর্শনেই শিক্ষার তত্ত্ব নিহিত এবং এই তত্ত্বের ফলিত রূপই শিক্ষা দর্শন। ডিউঈ শিক্ষা দর্শনের এরূপ সংজ্ঞা দিয়েছেন। দর্শনের তত্ত্বগুলো বিমূর্ত ও কঠিন। শিক্ষা দর্শন এইগুলোকে মূর্ত, সহজ ও প্রয়োজনমুখী করে শিক্ষার কার্যে জড়িত পেশাগত ব্যক্তিবর্গের কাজকে কিছুটা সহজ করে দেয়।[৫] শিক্ষা দর্শন নানাভাবে সাধারণ দর্শন থেকে উপাত্ত সংগ্রহ করে। মানব জীবন, জগতে মানব জাতির অবস্থান, মানব জীবনের উদ্দেশ্য, জগৎ ও জীবনকে বুঝা ও জানার বিষয় এবং মূল্য সম্পর্কে ধারণা থেকে শিক্ষা দর্শন তার প্রয়োজনীয় বিষয়বস্তু আহরণ করে। আবার শিক্ষা বিজ্ঞানের গবেষণা থেকে যে জ্ঞানের বিষয় আবিষ্কৃত হচ্ছে এবং যেসব সাধারণ সূত্র সৃষ্টি হচ্ছে এসব থেকেও শিক্ষা দর্শন তার উপাদান সংগ্রহ করে।[৬]

www.nagorikpathagar.com

ব্রাউডি অন্য দৃষ্টিকোণে সাধারণ দর্শন ও শিক্ষা দর্শনের সম্পর্ক দেখিয়েছেন। তিনি মনে করেন শিক্ষার জটিল সমস্যাসমূহের সমাধান দার্শনিক পর্যায়ে হওয়া যুক্তিযুক্ত এবং এই সমাধান প্রক্রিয়ায় শিক্ষা দর্শন মুখ্য ভূমিকা পালন করে। যেমন শিক্ষাক্রম প্রণয়ন কি শিক্ষার্থীর আগ্রহ, অভিরুচি অনুযায়ী হবে? না সমাজের বিজ্ঞান ও শিল্প বিজ্ঞানের উন্নয়নের লক্ষ্যে হবে? এই প্রকারের প্রশ্নের সংকট নিরসনের জন্য সাধারণ দর্শনের সংশ্লিষ্ট অধিবিদ্যা, জ্ঞানবিদ্যা ও মূল্যবিদ্যার সাহায্যে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার বিশ্লেষণ করে সমাধানের জন্য একটি কার্যকরী ও বাস্তবে প্রয়োগযোগ্য সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারলেই বলা যায় যে শিক্ষা সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন বা সমস্যাগুলো দর্শনের পর্যায়ে সমাধান হয়েছে। এই সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর প্রক্রিয়াতেই শিক্ষা দর্শনের কাজ নিহিত।[৭]

শিক্ষার অনেক সমস্যার সমাধানে দর্শনের তত্ত্বের ও পদ্ধতির বাস্তব প্রয়োগ শিক্ষা দর্শন করে থাকে। যেমন শিক্ষার বেশ কিছু উদ্দেশ্য সর্বজনীন শাশ্বত; আবার কিছু কিছু উদ্দেশ্য বিতর্কমূলক। যৌক্তিক মানবতাবাদীদের মতে ধর্মীয় শিক্ষা অর্থহীন। তাই ধর্মীয় শিক্ষা শিক্ষার কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করার কোনো যুক্তি নেই। তবে ধর্মকে মানব জাতির ভালো জীবনযাপনের অনুসন্ধানের ক্ষেত্র ও সংস্কৃতির অংশ হিসেবে ধরা যায়।[৮]

আর এক দিকে মার্কস বলেছেন ধর্ম যুগ যুগ ধরে মানুষের অনেক অপকার করেছে তাই শিক্ষা থেকে ধর্মকে বাদ দিতে হবে এবং তার স্থলে কমিউনিস্ট সমাজের লক্ষ্য অনুযায়ী সমষ্টিগত জীবনের ও শোষণহীন সমাজের প্রয়োজনীয় মূল্যবোধ ও নৈতিকতা শিক্ষায় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।[৯]আবার বিভিন্ন ধর্মীয় দর্শন মানুষের আত্মিক, নৈতিক বিকাশে শিক্ষায় ধর্মের স্থানকে অপরিহার্য মনে করে। শিক্ষার এসব বিতর্কপূর্ণ জটিল সমস্যা সমাধানের কাজ দর্শনের নয়, শিক্ষা দর্শনের। এ জাতীয় জটিল প্রশ্নের সমাধানের জন্য শিক্ষা দার্শনিকগণ গভীরভাবে অনুসন্ধান করছেন, শিক্ষায় ধর্মের স্থান ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বিশ্লেষণ পরীক্ষা নিরীক্ষা করছেন, যৌক্তিকভাবে সমস্যার পর্যালোচনা করেছেন। বর্তমানেও এই সমস্যার বিচার বিশ্লেষণ চলেছে। আমরা আশা করতে পারি এসব অনুসন্ধান প্রক্রিয়া শেষে এঁরা আমাদের একটি কার্যকরী সমাধান দেবেন।

নেলারও দর্শনের সাথে শিক্ষা দর্শনের সম্পর্ক দেখিয়েছেন। সাধারণ দর্শন, তাঁর মতে সত্তা বা রিয়েলিটিকে সুসংবদ্ধভাবে ব্যাখ্যা করে; অপরদিকে শিক্ষা দর্শন সামগ্রিকভাবে শিক্ষার বিষয় ব্যাখ্যা করে। শিক্ষার উদ্দেশ্য ও নীতি নির্ধারণে যে সব তাত্ত্বিক ধারণা অপরিহার্য সেগুলো শিক্ষা দর্শন বিশ্লেষণ করে। দর্শন বিজ্ঞানের জ্ঞানকে ব্যাখ্যা ও সমন্বয় করে; শিক্ষা দর্শন শিক্ষায় এসব জ্ঞানের তাৎপর্য খুঁজে বের করে। বিজ্ঞানীরা তাদের বিষয়ের জ্ঞান আবিষ্কার করেন, তত্ত্ব বের করেন,

www.nagorikpathagar.com

মানব জাতির জ্ঞান ভাণ্ডার সম্প্রসারণ করেন। কিন্তু এসব জ্ঞানের বিষয় শিক্ষায় অন্তর্ভুক্ত করা বা কার্যকরী করা তাঁদের দায়িত্ব নয়। এই দায়িত্ব শিক্ষা দার্শনিকদের। শিক্ষার উদ্দেশ্য, নীতি নির্ধারণে মূল্যের প্রশ্ন জড়িত। এসব বিষয়ের বিচার দর্শনের কাঠামোতে করে শিক্ষা দার্শনিকগণ সঠিক ও গ্রহণযোগ্য সিদ্ধান্তে উপনীত হন। দর্শনের ভিত্তি এই কারণে প্রয়োজন যে, এতে শিক্ষা দার্শনিকদের প্রদত্ত সিদ্ধান্তের গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে আমাদের মনে যেন কোনো দ্বিধা বা সংশয় না থাকে।[১০]

শিক্ষার দুরূহ বিষয় সিদ্ধান্ত গ্রহণে শিক্ষা দর্শন সাধারণ দর্শনের ওপর নির্ভরশীল। কারণ শিক্ষার অধিকাংশ সমস্যা দর্শন থেকে জন্ম হয়েছে। সাধারণ দর্শনের একটি বড় আলোচ্য বিষয় হলো মানুষের ভালো জীবন। দার্শনিকগণ তাঁদের নিজস্ব দর্শন মতবাদ অনুসারে ভালো জীবনের সংজ্ঞা দিয়েছেন, তার বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছেন। শিক্ষা দর্শনের দায়িত্ব হলো মানুষকে ভালো জীবনের গুণ অর্জনে সহায়তা করা, ভালো জীবনযাপনের জন্য কিভাবে মানুষকে তৈরি করতে হবে—তার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা। প্রথমেই এঁরা চিন্তা করবেন মানুষের কথা। কারণ শিক্ষা পরিমণ্ডলের কেন্দ্রে মানুষের অবস্থান এবং মানুষকেই শিক্ষা দেয়া হয়। এর সাথে চিন্তা করতে হবে সমাজের কথা। কারণ সামাজিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শিক্ষার কার্য সম্পাদিত হয়। এখানে পরম সত্তার কাঠামোও জানতে হবে। কারণ সত্তাই আমাদের সকল জ্ঞানের উৎস। সুতরাং দেখা যাচ্ছে শিক্ষার জটিল প্রশ্নের সমাধানে দর্শনের তত্ত্বের প্রয়োজন। সাধারণ দর্শনের ন্যায় শিক্ষা দর্শন তিন ধরনের কার্য সম্পাদন করে যেমন, অনুধ্যানমূলক, নির্দেশমূলক এবং সবিচার ও বিশ্লেষণমুলক কার্য।[১১]

৭.৩ শিক্ষা দর্শনের কাজ

৭.৩.১ অনুধ্যানমূলক কাজ

শিক্ষা দর্শনের অনুধ্যানমূলক প্রধান কাজগুলো হলো মানবিক বিষয়, ব্যবহারিক বিজ্ঞান ও শিক্ষা গবেষণা থেকে প্রাপ্ত পরস্পর বিরোধী উপাত্তগুলোর বিন্যাস ও বিশ্লেষণের জন্য মানুষ, সমাজ ও বিশ্বজগতের প্রকৃতি সম্পর্কে তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করা। এই তত্ত্ব দুইভাবে প্রতিষ্ঠা করা যায়। সরাসরি দর্শন থেকে; আবার শিক্ষার কোনো সমস্যা সাধারণ দর্শনের কাঠামোর সহায়তায় ব্যাখ্যা করা যায়। আমাদের শিক্ষা বিষয়ে অসংখ্য সমস্যা আছে যা শিক্ষা বা বিজ্ঞান এককভাবে সমাধান করতে পারে না। কারণ শিক্ষার প্রধান সমস্যাগুলো মানবজাতির দর্শনের আবশ্যিক মৌলিক প্রশ্নের সাথে সম্পর্কযুক্ত।

www.nagorikpathagar.com

৭.৩.২ নির্দেশমূলক কাজ

শিক্ষার উদ্দেশ্য কি হবে এবং তা কি উপায়ে অর্জন করা যাবে—এই সমস্ত বিষয়ের নির্দেশ শিক্ষা দর্শন থেকে পাওয়া যায়। এই কার্য সম্পাদনে শিক্ষা দর্শন প্রথমে শিক্ষা ব্যবস্থার প্রচলিত উদ্দেশ্য এবং এগুলো অর্জনের পদ্ধতিসমূহ পর্যালোচনা করে এবং ভবিষ্যতের শিক্ষার উদ্দেশ্য ও উপায়সমূহ কি হবে তারও প্রস্তাবনা করে। এই কার্য সম্পাদনে শিক্ষা দর্শন তার ক্ষেত্রে শুধু সীমাবদ্ধ থাকে না। শিক্ষার উদ্দেশ্য, শিক্ষার নীতি ও অপরাপর গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা নিরসনের জন্য শিক্ষা দার্শনিকদেরকে রাজনৈতিক দর্শন পর্যালোচনা করতে হয়। শিক্ষা কোন স্তর পর্যন্ত বাধ্যতামূলক করা হবে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ কি গণতান্ত্রিক নীতিতে পরিচালিত হবে, সামাজিক রূপান্তরের হাতিয়ার রূপে শিক্ষাকে কিভাবে ব্যবহার করা হবে, শিক্ষার্থীরা কি ইউনিয়ন করবে, শিক্ষার্থীদের কি বাধ্যতামূলকভাবে শ্রম শিক্ষা দেওয়া হবে—এই জাতীয় বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হলে রাষ্ট্রের রাজনৈতিক দর্শনের কথা বিবেচনা করতে হবে। পুনরায় শিক্ষার্থীর ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য অনুযায়ী তার শিক্ষণ-শিখন কার্য পরিচালনা করতে হলে সমাজের প্রকৃতি ও সমাজ দর্শনের কথা স্বভাবতই এসে যায়। তাই শিক্ষণ-শিখনের উদ্দেশ্য ও উপায় সম্পর্কে উপযোগী পন্থা নির্বাচন করতে হলে শিক্ষার কাজে জড়িত লোকদের শিক্ষা দার্শনিকের ন্যায় পেশাগত চর্চা করতে হবে।

৭.৩.৩ সবিচার ও বিশ্লেষণমূলক কাজ

ডিউঈ বলেছেন শিক্ষার ক্ষেত্রটি একটি গবেষণাগারের ন্যায়। এখানে দর্শনের বিমূর্ত ধারণাগুলো পরীক্ষা করে মূর্ত আকারে প্রকাশ করা হয়। এই কাজে শিক্ষা দর্শন তার অনুধ্যানমূলক ও নির্দেশমূলক তত্ত্বসমূহ ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করে।[১২] তাছাড়া শিক্ষার আদর্শ, অন্যান্য আদর্শের সাথে এগুলোর সামঞ্জস্যতা শিক্ষা দর্শন পরীক্ষা নিরীক্ষা করে এবং শিক্ষা সম্পর্কিত বিষয়ের বিশেষ বিশেষ ধারণা বা 'কনসেপ্ট এবং দ্ব্যার্থবোধক প্রসঙ্গ, শব্দ ব্যাখ্যা করে সুস্পষ্ট রূপ দেয়। এতে শিক্ষার প্রয়োগিক কাজ সম্পাদনে শিক্ষক শিক্ষাবিদগণ সহজে অগ্রসর হতে পারেন।

৭.৪ শিক্ষা দর্শনের বিষয়বস্তু

উপরে বর্ণিত আলোচনা থেকে আমরা শিক্ষা দর্শনের বিষয়বস্তু সম্পর্কে কিছুটা ধারণা করতে পারি। শিক্ষা বিষয়ের কি কি সমস্যা বা প্রসঙ্গ শিক্ষা দর্শনের আলোচনার বিষয় হতে পারে এবং দর্শনের প্রধান তিনটি ক্ষেত্রের সাথে বিষয়সমূহের অবস্থান এই অনুচ্ছেদে উপস্থাপন করা হয়েছে। (চার্ট-১ দ্রষ্টব্য)।

www.nagorikpathagar.com

চার্ট-১ : শিক্ষা দর্শনের অনুসন্ধানের বিষয়

সাধারণ দর্শনের ক্ষেত্র	শিক্ষার বিষয় ও সমস্যাসমূহ
১. মূল্যবিদ্যা (জীবনের উচ্চতর মূল্যের ধারণা)	• সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে শিক্ষার কার্যক্রম ও শিক্ষা প্রক্রিয়ায় মূল্যবোধ ও নৈতিকতার ধারণা জড়িত। • শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ণয়ে, শিক্ষানীতি নির্ধারণে, শিক্ষণ শিখনের ফলপ্রসূ পরিমাপ ও মূল্যায়নে নৈতিকতার প্রশ্ন প্রাসঙ্গিক। • শিক্ষাক্রমে কোন বিষয় অন্তর্ভুক্ত হবে এবং কোন বিষয়ে হবে না এই প্রকারের সিদ্ধান্ত গ্রহণে মূল্যের প্রশ্ন রয়েছে। • পাঠ্য বিষয়ের বিষয়বস্তুতে বিভিন্ন প্রকারের প্রাসঙ্গিক ধারণা যেমন, নৈতিক, ধর্মীয়, সামাজিক ও নান্দনিক মূল্যবোধের ধারণা এবং এসব সম্পর্কিত শিখন অভিজ্ঞতা অন্তর্ভুক্ত করা হয়।
২. জ্ঞানবিদ্যা	• সমস্ত শিক্ষা কার্যক্রমের কেন্দ্রীয় বিষয় হলো জ্ঞান। শিক্ষার্থীদের এই বিশাল জ্ঞান রাজ্যে প্রবেশের উপায় হলো শিক্ষাক্রম। এই শিক্ষাক্রম প্রণয়ন করতে হলে কয়েকটি প্রধান প্রশ্ন বিবেচনা করতে হয় : ■ জ্ঞানের প্রকৃতি ও উৎস কি? ■ জ্ঞান কিভাবে আহরণ করা যায়? ■ জ্ঞানের বিষয় একজনের সাথে অপরজন কি উপায়ে আদান প্রদান করে? ■ জ্ঞানের বিষয় কিভাবে প্রমাণ করা যায়? • শিক্ষাক্রমের জন্য শিক্ষা অভিজ্ঞতা নির্বাচন ও বিন্যাস, কি উপায়ে শিক্ষণ শিখন কার্য পরিচালিত হবে, বিষয়বস্তুর সত্যতা ও যথার্থতা এবং স্বাধীনভাবে জ্ঞানের বিষয় শিক্ষাদানের ধারণা ধীতত্ত্বের বিষয় থেকে আসে।

www.nagorikpathagar.com

সাধারণ দর্শনের ক্ষেত্র	শিক্ষার বিষয় ও সমস্যাসমূহ
৩. বিশ্বতত্ত্ব ও তত্ত্ববিদ্যা	● মূল্যবিদ্যা ও জ্ঞানবিদ্যার সমস্যাগুলোর সাথে বিশ্বজগতের ধারণা, যে জগতে আমরা বাস করছি তার তত্ত্বের ধারণার সাথে সম্পর্কিত। সাধারণ দর্শনের বিশ্বতত্ত্ব ও তত্ত্ববিদ্যার যে বিষয়গুলো শিক্ষার সমস্যার সাথে সম্পর্ক রয়েছে সেগুলোর কয়েকটি নিম্নরূপ : ■ যে বিশ্বজগতে মানুষ বাস করে তার প্রকৃতি ও উদ্দেশ্য কি? ■ বিশ্বজগতের পরিবেশের সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে মানুষের প্রকৃতি কি ● সক্রিয় ● নিষ্ক্রিয় ● নিরপেক্ষ ■ মানুষ কি প্রকৃতিগতভাবে ● ভালো ● মন্দ ● নিরপেক্ষ ■ মানব জীবনের উদ্দেশ্য কি? ■ মন ও দেহের সম্পর্ক কিরূপ? ■ মানুষের ইচ্ছা ও নির্বাচনের স্বাধীনতা আছে কি? ■ কোনো অতিপ্রাকৃত শক্তি আছে কি যা মানুষ, তার জগৎ, তার ভাগ্য ও সকল কার্য নিয়ন্ত্রণ করছে?

সূত্র

১. G.T.W. Patrick, Introduction to Philosophy (Revised Edition), Boston, Houghton Mifflin Company, 1935, p. 70

২. T.W. Moore, Pilosophy of Education-An Introduction, London and New York, Routledge and Kegan Paul, 1986, pp. 1-16

৩. Ostap E. Oryshekewytch (Education, Vol. 1), The Philosophy of Education, New York, Philosophic Library, 1966, pp. 3-7

www.nagorikpathagar.com

৭.৫ কতিপয় শিক্ষা দর্শনের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য

শিক্ষা চিন্তার ইতিহাস পর্যালোচনা করে বেশ কয়েকটি শিক্ষা দর্শনের অস্তিত্ব পাওয়া যায়। এগুলোকে নানাভাবে বিন্যাস করা যায়। কতকগুলো শিক্ষা দর্শন কয়েকটি দর্শনের উপাদান নিয়ে গঠিত হয়েছে। আবার কোনো কোনো শিক্ষা দর্শন কোনো বিশেষ দর্শন। কোনো বিশেষ দার্শনিক, চিন্তাবিদ, শিক্ষাবিদ বা সমাজ সংস্কারক রূপ দিয়েছেন। এছাড়া কিছু কিছু ইউটোপিয়া রচিত হয়েছে। এসব ইউটোপিয়ায়ও শিক্ষা দর্শন দেখা যায়। এই অনুচ্ছেদে আলোচনার জন্য কয়েকটি শিক্ষা দর্শন নির্বাচন করা হয়েছে।

৭.৫.১ পাশ্চাত্যের শিক্ষা দর্শনের বৈশিষ্ট্য ও মূল বক্তব্য

এই অংশে পাশ্চাত্যের কয়েকটি শিক্ষা দর্শনের উৎস, বৈশিষ্ট্য ও মূল বক্তব্য উপস্থাপনা করা হয়েছে। (চার্ট-২ দ্রষ্টব্য)।

চার্ট ২ : পাশ্চাত্যের শিক্ষা দর্শনের বৈশিষ্ট্য ও মূল বক্তব্য

শিক্ষা দর্শন	উৎস	পূর্বানুমান
১. অন্তসারবাদ (Essentialism) এই শিক্ষা দর্শন ১৯৩৩ সালে গঠিত হয়েছে। উইলিয়াম সি. ব্যগলি, হেনরী মরিসন, ফ্রেডারিক ব্রীড, আই. এল ক্যান্ডেল, মাইকেল ডেমিনেভিচ প্রমুখ এর প্রধান প্রবক্তা।[১৩]	বেশ কয়েকটি দর্শনের উপাদান আছে তবে ভাববাদ প্রধান।	কতকগুলো অত্যাবশ্যক বিষয় আছে যা সকল শিক্ষিত মানুষকে জানাতে হবে। সেগুলো শিক্ষাক্রমে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। শিক্ষকের কর্তৃত্ব শ্রেণীকক্ষে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে হবে।
২. ফ্যাসিবাদী শিক্ষা দর্শন (Facism) এটি মূলত ইটালির জিওভানি জেন্টাইলের (১৮৭৫-১৯৪৪) শিক্ষা দর্শন। A summary of Pedagogy গ্রন্থে এই দর্শনের পূর্ণ রূপ পাওয়া যায়।[১৪]	ভাববাদ থেকে উদ্ভূত হয়ে কঠোর কর্তৃত্ববাদে পর্যবসিত হয়েছে।	এটি মূলত রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণীত শিক্ষা দর্শন। রাষ্ট্রের সাথে ব্যক্তির একত্ম হওয়া ফ্যাসিবাদী শিক্ষার মূলনীতি। রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য ব্যক্তি উপায় মাত্র।

www.nagorikpathagar.com

শিক্ষা দর্শন	উৎস	পূর্বানুমান
		শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী শ্রেণী রাষ্ট্র পরিচালনা করবে না। শিক্ষক তাঁর উন্নত ব্যক্তিত্বের প্রভাবে শিক্ষার্থীদের প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রণ করবেন। শিক্ষার্থীরা কর্তৃত্বের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে ও আনুগত্য প্রকাশে ব্যর্থ হলে শিক্ষকের ব্যর্থতা বুঝায়। জেন্টাইল ইটালির শিক্ষামন্ত্রী থাকা কালে এই শিক্ষা দর্শন বাস্তবায়ন করেন।
৩. কম্যুনিজম (Communism) (কার্ল মার্কস) The Communist Menifesto গ্রন্থে এই শিক্ষা দর্শনের তত্ত্ব নিহিত।[১৫]	হেগেলিয় ভাববাদী দর্শন। কিছু কিছু তত্ত্ব ও শিক্ষানীতিতে বৈজ্ঞানিক বাস্তববাদী দর্শনের বৈশিষ্ট্য দেখা যায়।	মানব প্রকৃতির বস্তুবাদী ব্যাখ্যার ওপর শিক্ষা তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত। জাগতিক পরিবেশ শিক্ষার্থীর ওপর অর্থনৈতিক ক্রিয়া করে তাই শিক্ষায় শ্রম ও উৎপাদনমূলক কর্মের ব্যবস্থা থাকবে। সাধারণ শিক্ষার সাথে পলিটেকনিক শিক্ষা থাকবে। রাষ্ট্রের নীতি (কম্যুনিস্ট সমাজ প্রতিষ্ঠা) বাস্তবায়নে শিক্ষা ব্যবস্থাকে ব্যবহার করা হবে। নিরীশ্বরবাদী শিক্ষায় নৈতিক শিক্ষা, ভালো কম্যুনিস্ট নাগরিক তৈরি ও তাদের মধ্যে উপযুক্ত গুণ যেমন সাহসিকতা, আনুগত্য, সমষ্টির জন্য ব্যক্তি স্বার্থ বিসর্জন, শৃঙ্খলার প্রতি আনুগত্য সৃষ্টি করতে হবে। সোভিয়েত ইউনিয়নসহ অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশে মার্কসের শিক্ষা চিন্তার মৌলিক নীতিগুলো গৃহীত ও বাস্তবায়িত হয়েছে। শিক্ষার সঙ্গে উৎপাদন কার্যের সম্পর্ক মার্কসের শিক্ষা দর্শনের অন্যতম অবদান।

www.nagorikpathagar.com

শিক্ষা দর্শন	উৎস	পূর্বানুমান
৪. শাশ্বতবাদ (Perennialism) এরিস্টটল ও একুইনাস থেকে মূল ভাব নেয়া হলেও এই মতবাদের আধুনিক সমর্থক হলেন রবার্ট এম, হাটচিনস, মটিমার জে. এডলার প্রমুখ।[১৬]	ক্ল্যাসিক্যাল বাস্তববাদ তবে অনেক ভাববাদী এই দর্শনের সমর্থক।	এই শিক্ষা দর্শন পরম শাশ্বত নীতিতে বিশ্বাসী। প্রকৃতির পরিবর্তন হয় না। সুতরাং শিক্ষার প্রকৃতি স্থায়ী। মানুষের যুক্তি করার ক্ষমতা আছে কাজেই শিক্ষা তার যুক্তি বৃত্তির বিকাশ করবে। শাশ্বত ও অপরিবর্তনীয় সত্যের সাথে মানুষকে সামঞ্জস্য বিধান করে চলতে হবে। শিক্ষা জীবনের প্রস্তুতির জন্য। শিক্ষার বিষয়বস্তু এমন হবে যাতে বিশ্বজগতের চিরস্থায়িত্বের (জাগতিক ও আত্মিক) বিষয়ের সাথে শিক্ষার্থীর পরিচয় হয়। মহান ধর্মগ্রন্থগুলো এ কাজের জন্য একান্ত উপযোগী।
৫. স্কলাস্টিসিজম (Scholasticism) এই বাস্তববাদী ধর্মীয় দর্শন সুসংবদ্ধ রোমান ক্যাথলিক শিক্ষা দর্শন।[১৭]	বাস্তববাদ অন্তসারবাদ	প্রকৃতি ও অতিপ্রাকৃত শক্তি (ঈশ্বর যার কেন্দ্রে অবস্থিত) উভয় জগতকে স্বীকার করা হয়েছে। শিক্ষার মধ্যে দিয়ে মানুষ তার শাশ্বত অস্তিত্ব বুঝতে পারে। মানুষ ধর্মীয় সত্তাকে জানতে চায়। কিন্তু মানুষের পক্ষে ঐশ্বরিক জ্ঞান বা সত্যের সামান্যই জানা সম্ভব। মানুষের ইচ্ছার স্বাধীনতা আছে কিন্তু সত্য বা জ্ঞানের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের স্বাধীনতা নেই। শিক্ষার্থীর অমর আত্মাকে শিক্ষার মাধ্যমে রক্ষা করতে হবে। ধর্মীয় শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থী তার স্রষ্টা ও চরম পরিণতির সাথে পরিচয় হয়।

www.nagorikpathagar.com

শিক্ষা দর্শন	উৎস	পূর্বানুমান
৬. রোমান্টিক প্রকৃতিবাদ (Romantic Naturalism) রুশোর 'এমিল' ও ফ্রয়েবেলের 'মেনসেনআরজিয়াং' গ্রন্থে এই শিক্ষা দর্শনের বর্ণনা রয়েছে। রুশোর শিক্ষা দর্শন তাত্ত্বিক পর্যায়ে বিন্যস্ত। পরবর্তী সময়ে তা শিক্ষায় প্রয়োগ করা হয়।[১৮] ফ্রয়েবেল নিজেই তাঁর শিক্ষা দর্শন বাস্তবে প্রয়োগ করেন।[১৯]	স্বভাববাদ, প্রয়োগবাদের কিছু ভাবধারা আছে।	শিক্ষা পরিকল্পনার কেন্দ্রবিন্দু শিশু। শিশু ভালো হয়ে জন্মগ্রহণ করে। শিশুকে শিশুর মতো থাকতে দিতে হবে। শিশুর বিকাশের তত্ত্ব অনুযায়ী শিক্ষাবিদগণ তার শিক্ষার কার্যক্রম প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করবেন। শিশুর প্রকৃতি তার শিক্ষার আদর্শ। প্রচলিত কলুষিত ও কৃত্রিম সমাজ থেকে দূরে সরিয়ে শিশুর প্রকৃতি অনুসারে প্রকৃতির স্বাভাবিক পরিবেশে তার শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। শৈশব কালের শিক্ষা ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা ও মূর্ত স্তরের হবে। কিশোর তরুণদের শিক্ষা বৃত্তি ও কর্মের সাথে সংযুক্ত থাকবে। শৃঙ্খলার ক্ষেত্রে শিশু স্বনিয়ন্ত্রণে অভ্যস্ত হবে। শিশুর মনস্তত্ত্ব ও বিকাশের স্তর অনুযায়ী প্রাকৃতিক পরিবেশে ও ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শিশুর শিক্ষণ কাজ পরিচালনা, বৃত্তি বা কর্মের সাথে শিক্ষার সম্পর্ক, শিশুর স্বাধীনতা ইত্যাদির জন্য রুশোর শিক্ষা দর্শনের সুদূরপ্রসারী প্রভাব দেখা যায়। পরবর্তী কালের প্রায় সকল শিক্ষা দার্শনিক তাঁর শিক্ষা তত্ত্ব দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছেন।
৭. প্রগ্রেসিভ এডুকেশন (Progressive Education) ফ্রান্সিস পার্কারকে এই প্রগতিবাদী শিক্ষা দর্শনের স্রষ্টা বলা হয়। এই মতবাদ বিকাশে ডিউঈ এর কিছু	প্রয়োগবাদী ভাবধারা	শিক্ষায় শিশুর আগ্রহ ও সক্রিয়তার প্রাধান্য থাকবে। বিষয়ভিত্তিক শিক্ষার চেয়ে শিক্ষা সমস্যা সমাধানমূলক হবে। শিক্ষার্থীর অভিজ্ঞতার সাথে শিক্ষার সম্পর্ক থাকবে। জীবনের জন্য প্রস্তুতির চেয়ে জীবনই হবে শিক্ষা। শিশু নিজ আগ্রহ, প্রয়োজন ও অভিরুচি অনুসারে শিখনে অংশগ্রহণ করবে।

www.nagorikpathagar.com

শিক্ষা দর্শন	উৎস	পূর্বানুমান
ভাবধারা গ্রহণ করা হয়েছে।[২০] উইলিয়াম কিলপ্যাট্রিক, জন. এল. চাইল্ড, জজ কাউন্ট, বয়েড এইচ. বোড প্রমুখ এই শিক্ষা আন্দোলনের সাথে জড়িত ছিলেন। বোহেমিয়ান চরিত্র ও অতিমাত্রায় ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যতার জন্য দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এই শিক্ষা আন্দোলন পরিত্যক্ত হয়। তবে এই মতবাদের কিছু কিছু ভাবধারা পরীক্ষণমূলক শিক্ষা দর্শনে (Experimentalism) গৃহীত হয়েছে।		শিক্ষক পরামর্শক হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। প্রতিযোগিতার চেয়ে সহযোগিতার ভিত্তিতে শিক্ষার্থীরা শিখন কার্যে অংশগ্রহণ করবে।
৮. পুনর্গঠনবাদ (Reconstructionism) এই শিক্ষা দর্শনের অনেক সমর্থক থাকলেও থিয়োডোর ব্রামেল্ড এর প্রধান প্রবক্তা। তাঁর Pattern of Educational Philosopy (1950), Towards Reconstructed Philosophy of Education (1956) গ্রন্থদ্বয়ে এই শিক্ষা দর্শনের পূর্ণাঙ্গ বর্ণনা পাওয়া যায়। এটি রেডিকেল শিক্ষা দর্শন হিসেবে বিকশিত হয়। এর প্রভাব পরবর্তী সময়ে স্তিমিত হয়ে পড়ে।[২১]	প্রয়োগবাদ	দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধোত্তর কালে আমেরিকার সমাজের সাংস্কৃতিক সংকট নিরসনের জন্যে নতুন সমাজ গঠনে শিক্ষা প্রধান ভূমিকা পালন করবে। এই লক্ষ্যে পাশ্চাত্য সভ্যতার মৌলিক মূল্যবোধসমূহ বৈজ্ঞানিক জ্ঞান দ্বারা ব্যাখ্যা করতে হবে। শিক্ষা সমাজ পুনর্গঠনের দায়িত্ব নেবে। শিক্ষায় জনগণকে সর্বাধিক আত্ম উপলব্ধির সুযোগ দিতে হবে। সাধারণ মানুষ শ্রমজীবী। তারা বিভিন্ন প্রকারের শ্রমের কাজ করে। কাজেই তাদের শিক্ষা শ্রমের সঙ্গে সংযুক্ত হবে। শিক্ষা সত্যিকার অর্থে গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করবে।

www.nagorikpathagar.com

শিক্ষা দর্শন	উৎস	পূর্বানুমান
৯. গণতন্ত্র (Democracy) এই শিক্ষা দর্শন ডিউঈ তাঁর Democracy and Education গ্রন্থে (১৯৫৬) বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। গণতন্ত্রের শিক্ষা চিন্তা অনেক দেশের শিক্ষার কার্যক্রমে প্রভাব বিস্তার করেছে।[২২]	প্রয়োগবাদ ও প্রগতিবাদী শিক্ষা দর্শন	গ্রিক শব্দ ডিমোক্রেসির অর্থ জনগণের শাসন। যদি জনগণ নিজেরাই নিজেদের শাসনভার পরিচালনা করতে চায় তাহলে তাদেরকে অবশ্যই শিক্ষা দিতে হবে। জনগণ নিজেদের শাসন করবে এটি শুধু রাজনৈতিক ফর্মুলা নয়, এটি জীবনযাপনের একটি পন্থাও। শুধু রাষ্ট্র পরিচালনায় নয় পরিবার, স্কুল, অন্যান্য সামাজিক প্রতিষ্ঠানও গণতান্ত্রিক পদ্ধতি অনুশীলন করবে। গণতন্ত্রে ব্যক্তির অন্তর্নিহিত মূল্য ও মর্যাদা স্বীকার করা হয়। গণতান্ত্রিক শিক্ষা দর্শনে ব্যক্তি সত্তাকে প্রাধান্য দেয়া হয়। কারণ গণতন্ত্র রক্ষায় ও সামাজিক অগ্রগতিতে ব্যক্তির ভূমিকা রয়েছে। গণতন্ত্র শিক্ষায় ব্যক্তির স্বাধীনতা সুনিশ্চিত করে। ব্যক্তি সমষ্টির মাঝে থেকেও তার বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ব্যক্তিত্ব বিকাশ করার সুযোগ পায়। গণতন্ত্রে শিক্ষার স্বাধীনতা ও নাগরিক স্বাধীনতা; ব্যক্তি স্বাধীনতা উপভোগের ও তার বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণের সুযোগ পায়। অবশ্য গণতন্ত্র অর্থ অবাধ স্বাধীনতা নয়। শিক্ষায় সমষ্টিগত কার্যে শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করবে এবং এসবের মধ্যে দিয়ে ব্যক্তি তার অন্তর্নিহিত মূল্য অর্জনের সুযোগ পাবে। গণতন্ত্র রাষ্ট্রের একমাত্র নিয়ন্ত্রণের বিরোধী। গণতন্ত্রে বহু প্রতিষ্ঠান শিক্ষার কার্য পরিচালনা করতে পারে এবং তার সুযোগ আছে। গণতান্ত্রিক পদ্ধতি ও নীতি অনুসরণ করে ভালো সমাজ, ভালো গৃহ পরিবেশ, ভালো শ্রেণীকক্ষ, ভালো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গঠন করা সম্ভব।

www.nagorikpathagar.com

আলোচ্য শিক্ষা দর্শনগুলো সুসংবদ্ধ মতবাদরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং বিভিন্ন দেশের শিক্ষার কার্যে প্রয়োগ করা হয়েছে। প্রগতিবাদী ও ফ্যাসিবাদ শিক্ষা দর্শন সাময়িকভাবে শিক্ষার কাজে ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু পরবর্তীকালে এসব শিক্ষা দর্শনের প্রভাব স্তিমিত হয়ে গিয়েছে। ধর্মীয় শিক্ষা দর্শনগুলো এখনো বিশেষ করে রোমান ক্যাথোলিক শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রয়োগ করা হচ্ছে।

রুশো ও মার্কসের শিক্ষা দর্শন তাত্ত্বিকভাবে বিকশিত হয়েছিল। রুশোর পরবর্তী প্রায় সকল শিক্ষা বিজ্ঞানী তাঁর প্রকৃতিবাদী শিক্ষা তত্ত্বকে বাস্তবে প্রয়োগ করেছেন। বর্তমানে কালেও পৃথিবীর প্রায় সকল শিক্ষা ব্যবস্থায় তাঁর শিক্ষা চিন্তার প্রভাব দেখা যায়।

মার্কসের কমিউনিস্ট শিক্ষা দর্শনের মৌলিক নীতিগুলো রুশ বিপ্লবের পর সোভিয়েত ইউনিয়ন, পরবর্তী সময়ে চীনে, কিউবা ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক শিক্ষা ব্যবস্থায় গৃহীত হয়েছে। শিক্ষার সাথে শ্রম ও উৎপাদন কর্মের সমন্বয় এটি সব শিক্ষা ব্যবস্থায় জন্য কমিউনিস্ট শিক্ষা দর্শনের একটি বড় অবদান।

গণতন্ত্র একটি শিক্ষা দর্শন। ডিউঈ তাঁর অসংখ্য লেখার মধ্যে এই শিক্ষা দর্শন সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। গণতন্ত্রকে শুধু রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে গৃহ থেকে শুরু করে জীবন পরিবেশের সকল প্রতিষ্ঠানে অনুশীলনী ও প্রয়োগ করে মানুষ তার সুফল ভোগ করতে পারে। ডিউঈ এর প্রতি শিক্ষাবিদ, শিক্ষা বিজ্ঞানী, শিক্ষক ও শিক্ষানীতি নির্ধারকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

৭.৫.২ উপমহাদশের শিক্ষা দর্শন

বাংলাদেশ, ভারত এবং পাকিস্তান উপমহাদেশে সমকালীন বেশ কয়েকটি শিক্ষা দর্শন দেখা যায়। বাংলাদেশে কোনো সুসংবদ্ধ শিক্ষা তত্ত্ব বা শিক্ষার দর্শন গড়ে ওঠে নি। তবে ড. গোবিন্দচন্দ্র দেবের রচিত দর্শনের গ্রন্থসমূহে শিক্ষার দর্শন সম্পর্কে তাঁর সুস্পষ্ট মতবাদ দেখা যায়। সাধারণ মানুষের জন্য এক বিশ্ব সমাজ গঠনের প্রেক্ষাপটে শিক্ষা দর্শন কিরূপ হওয়া উচিত তার একটি সংক্ষিপ্ত রূপরেখা দেব দিয়েছেন। এর ভিত্তিতে তিনি শিক্ষা দর্শনের পূর্ণাঙ্গ বিকাশের ভার আগামী দিনের শিক্ষা বিজ্ঞানীদের হাতে ন্যস্ত করেছেন।

ভারতের দার্শনিক, চিন্তাবিদ, সমাজ সংস্কারক, রাজনীতিজ্ঞ, ধর্মীয় মহাপুরুষ ও শিক্ষাবিদগণের মধ্যে বেশ কয়েকজন ভারতের শিক্ষা সংস্কার ও সমাজ সংস্কারের লক্ষ্যে শিক্ষা বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করেছেন এবং সুসংবদ্ধ শিক্ষা দর্শন প্রণয়ন করেছেন। এসব শিক্ষা দর্শনের বেশ কয়েকটি শিক্ষার কার্যে প্রয়োগ করা হয়েছে। হুমায়ুন কবির বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে ভারতীয় শিক্ষা দর্শনের ওপর মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মহাত্মা গান্ধী, শ্রী অরবিন্দ ঠাকুর, স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখ তাঁদের নিজস্ব শিক্ষা চিন্তার ভিত্তিতে শিক্ষা দর্শন প্রণয়ন করেছেন। তবে স্বাধীন ভারতের শিক্ষায় রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীর অভিনব সৃজনশীল ও

www.nagorikpathagar.com

প্রয়োগিক অবদান রয়েছে। পাকিস্তানের মোহাম্মদ ইকবালের তাত্ত্বিক দর্শনে শিক্ষা দর্শনের উপাদান রয়েছে। তার ভিত্তিতে কে. জি. সাইয়েদিন ইকবালের শিক্ষা দর্শনের ওপর একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন।

উপমহাদেশের কয়েকটি শিক্ষা দর্শন, এগুলোর বৈশিষ্ট্য ও মূল বক্তব্য চার্ট-৩ এ দেখানো হয়েছে।

চার্ট-৩ : উপমহাদেশের শিক্ষা দর্শন, বৈশিষ্ট্য ও মূল বক্তব্য

শিক্ষা দর্শন	উৎস	বৈশিষ্ট্য ও মূল বক্তব্য
১. রবীন্দ্র (১৮৬১-১৯৪১ খ্রি.) শিক্ষা দর্শন। অসংখ্য গ্রন্থ, প্রবন্ধ, রচনা বিশেষ করে 'শিক্ষা', 'শান্তি নিকেতন' ও 'রাশিয়ার চিঠি' এসব গ্রন্থে তাঁর শিক্ষা তত্ত্বের ধারণা পাওয়া যায়। শান্তি নিকেতন বিদ্যালয়ে (১৯০১) পরীক্ষাগার হিসেবে তাঁর শিক্ষা তত্ত্বের অনেক ধারণা ও নীতি প্রয়োগ করা হয়েছে। তিনি প্রত্যক্ষভাবে তাঁর শিক্ষা তত্ত্ব প্রয়োগ কাজে জড়িত ছিলেন। ভারতের শিক্ষা সংস্কার আন্দোলনে রবীন্দ্র শিক্ষা দর্শনের অসামান্য অবদান রয়েছে।[২৩]	ভারতীয় দর্শনের আধ্যাত্মিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ ভাববাদী জীবন দর্শনের সাথে প্রকৃতিবাদ ও প্রয়োগবাদ দর্শনের দৃষ্টিভঙ্গির সমন্বয় হয়েছে।	বিশ্ব সত্তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে জীবনকে গড়ার লক্ষ্যে তিনি শিক্ষার সংজ্ঞা দিয়েছেন। তাঁর শিক্ষা চিন্তায় ব্যক্তিতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক লক্ষ্যের সমন্বয়ের চেষ্টা করেছেন। তাঁর মতে শিক্ষা মানুষের জীবনাদর্শ গঠনে সাহায্য করবে ও চরিত্রে বলিষ্ঠতা এনে দেবে। তিনি প্রচলিত প্রাণহীন যান্ত্রিক, কৃত্রিম শিক্ষার স্থলে শিশুদের জন্য এক আনন্দময় স্বচ্ছন্দ জীবন প্রবাহ সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন। শিক্ষার্থীর চিন্তার স্বাধীনতা, ভাবের স্বাধীনতা, ইচ্ছার স্বাধীনতা ও স্বনিয়ন্ত্রণের ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন। শিশুর দেহ ও মনের স্বাভাবিক বিকাশের জন্য প্রকৃতির সাথে শিক্ষার সংযোগের ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি তাঁর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সাধারণ শিক্ষা, কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষা ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার সমন্বয় করেছিলেন। নাগরিক দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের উপযুক্ত হওয়ার জন্য বিদ্যালয় প্রশাসনে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণের সুযোগ দিয়েছেন। মানবতাবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে শিক্ষা পরিকল্পনা করেছেন।

www.nagorikpathagar.com

শিক্ষা দর্শন	উৎস	বৈশিষ্ট্য ও মূল বক্তব্য
২. গান্ধীজীর (১৮৫৭-১৯৪৮ খ্রি.) শিক্ষা দর্শন। রাজনীতিবিদ, অর্থনীতিবিদ, শিক্ষাবিদ, ধর্মপ্রচারক, সমাজ সংস্কারকের জীবন ও কর্মের সর্বোতমুখী প্রতিভার সমন্বয় ঘটেছে তাঁর শিক্ষা দর্শনে।[২৪]	প্রকৃতিবাদ, ভাববাদ ও প্রয়োগবাদ দর্শনের সমন্বয় হয়েছে।	গান্ধীর শিক্ষা দর্শন গঠনের প্রধান উপাদান ছিল : ১. সর্বকাজে ঈশ্বরের উপলব্ধি, মানব প্রেম ও অহিংসা তত্ত্ব; ২. টলস্টয় খামার, সবরমতি ও সেবা গ্রাম আশ্রমে শিক্ষার পরীক্ষণমূলক কাজ; ৩. ভারতবাসীদের জন্য ইংরেজ শাসকদের প্রতিষ্ঠিত কৃত্রিম শিক্ষা ব্যবস্থার ব্যর্থতা; ৩. শিক্ষা মাধ্যমে পরাধীন ভারতবাসীদের সামাজিক, নৈতিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক জীবন পুনর্গঠন। তিনি শিক্ষাকে ব্যাপক অর্থে শিক্ষার্থীর মানবিক বিকাশ, দেহ মন, আত্মিক ও ব্যক্তিত্ব বিকাশের উপায় হিসেবে দেখেছেন। তাঁর শিক্ষার তত্ত্বের প্রধান দিকগুলো হলো : ১. প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক হবে। ২. শিক্ষা বৃত্তি ও শিল্পকেন্দ্রিক হবে। ৩. শিক্ষা স্বয়ংসম্পূর্ণ ও স্বনির্ভর হবে। ৪. মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা হবে। অহিংস তত্ত্ব অনুসারে শিক্ষা পরিচালিত হবে। শ্রমবিমুখ ভারতবাসীদের শ্রমের প্রতি মর্যাদা শেখানো ছিল তাঁর শিক্ষা দর্শনের প্রধান বৈশিষ্ট্য। এ লক্ষ্যে তিনি স্থানীয় বৃত্তি ও শিল্পকর্মের সাথে শিক্ষার সমন্বয় করেছিলেন। তিনি মনে করতেন এইরূপ শিক্ষার ফলে মানুষের অর্থনৈতিক বুনিয়াদ দৃঢ় হবে। স্বাধীন ভারতের বুনিয়াদী শিক্ষা গান্ধীজীর শিক্ষা দর্শনের বড় অবদান।

www.nagorikpathagar.com

শিক্ষা দর্শন	উৎস	বৈশিষ্ট্য ও মূল বক্তব্য
৩. গোবিন্দচন্দ্র দেবের (১৯০৭-১৯৭১ খ্রি.) শিক্ষা দর্শন। তাঁর দর্শনের গ্রন্থ সমূহের মধ্যে Aspiration of Common Man (১৯৩৬), Idealism : A New Defence and A New Application (১৯৫৮), আমার জীবন দর্শন (১৩৬৭ বাং), Idealism and Progress (১৯৫২) এইগুলোতে গোবিন্দচন্দ্র দেবের সমাজ দর্শন ও শিক্ষা দর্শনের তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা পাওয়া যায়।	সমন্বয়ী দর্শনে ভাববাদ ও বাস্তববাদ দর্শনের উপাদান রয়েছে।	ড. গোবিন্দচন্দ্র দেব নিছক তত্ত্ব জ্ঞানের জন্য দর্শন চর্চা করেন নি। দর্শন ছিল তাঁর কাছে জীবন দর্শন। তিনি দর্শনের আবেদনকে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। মানুষের ব্যবহারিক জীবনে তিনি দর্শনের প্রয়োগ করতে চেয়েছেন এবং তারই চিত্র পাওয়া যায় তাঁর Aspiration of Common Man গ্রন্থে। পাকিস্তানের সামরিক ও স্বৈরাচারী শাসক যখন এদেশের মানুষের গণতন্ত্র হরণ করে তাদের স্বাভাবিক অধিকার নস্যাৎ করার চক্রান্ত শুরু করে সেই পরিবেশে বাংলাদেশের সাধারণ মানুষকে ভাগ্য বিপর্যয় থেকে কিভাবে উদ্ধার করা যায় এবং মানব ইতিহাসে বাঙালি তথা বিশ্বের সাধারণ মানুষের জন্য একটি সমাজ ব্যবস্থা গঠনের চিত্র দেব এই গ্রন্থে অঙ্কন করেন। সাধারণ মানুষের জীবন দর্শনের ভিত্তি তৈরির জন্য তিনি প্রাচীন, আধুনিক ভাববাদ ও জড়বাদী দর্শন, বিজ্ঞান, ধর্ম, মানবতাবাদ, ইতিহাস, মানুষের সত্তার প্রকৃতি-এইসব সূত্র থেকে উপাদান সংগ্রহ করে তাঁর সমন্বয়ী দর্শনের তত্ত্ব অনুসারে সাধারণ মানুষের সমাজ দর্শন প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি মানব সমাজের জন্য এক বিভেদহীন, বৈষম্যহীন পক্ষপাতহীন, সুখকর ও সুসামঞ্জস্যপূর্ণ মূর্তির বিশ্বভ্রাতৃত্ব ও আন্তর্জাতিক মৈত্রীর ওপর প্রতিষ্ঠিত সুমহৎ বিশ্বরাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখেছিলেন।

www.nagorikpathagar.com

শিক্ষা দর্শন	উৎস	বৈশিষ্ট্য ও মূল বক্তব্য
		দেব তাঁর এই সমাজ ব্যবস্থার বাস্তব রূপ দানের জন্য শিক্ষাকে নতুনভাবে বিন্যাস করার কথা বলেছেন। সাধারণ মানুষের শিক্ষায় ব্যক্তিত্ব বিকাশের কথা থাকবে। জাতীয় সংস্কৃতি ও বৈশিষ্ট্যের প্রতিফলন থাকবে। এর সাথে খাকবে সব মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা, সব মানুষের জীবন দর্শন ও সংস্কৃতি। তিনি আরো বলেছেন সব মানুষের মূল সত্তা ও তাদের মৌলিক স্বার্থ এক। এই একত্ববোধ সৃষ্টির জন্য এবং মানুষকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষার জন্য বিজ্ঞানের সাথে হৃদয়ের শিক্ষা দিয়ে মানুষের মাঝে প্রেমের ভাব সৃষ্টি করতে হয়। এর সাথে সব ধর্মের সার কথা ও তাদের ঐক্যের বার্তা এই শিক্ষায় থাকবে। ধর্মের উদার শিক্ষা মানব প্রেম সৃষ্টি করবে। শিক্ষাই ঐক্যের বার্তা মানুষের মাঝে সৃষ্টি করতে পারে। এ ঐক্যের ভাব জাগাতে হলে মানুষকে হৃদয় বিস্তারের কৌশল শিখাতে হবে যাতে সে তার জীবনের সব সমস্যাকে সব মানুষের স্বার্থের সঙ্গে যোগ করে দেখতে পারে। মানুষের আত্মিক ঐক্য ও তার অপরিহার্য ফল প্রেমের সাধনাই শিক্ষার্থীকে এ প্রেরণা দিতে পারে। এর ফলে বৈজ্ঞানিক কর্ম প্রেরণা মানুষকে ঘৃণা বিদ্বেষ ও ধ্বংসের পথে না নিয়ে সমাজ সংহতির দিকে নিয়ে যাবে।

www.nagorikpathagar.com

শিক্ষা দর্শন	উৎস	বৈশিষ্ট্য ও মূল বক্তব্য
		আমার 'জীবন দর্শন' গ্রন্থে সর্বশেষ বাক্যটিতে বলেছেন, 'তার (মানুষের) বেঁচে থাকার তাগিদেই শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল সংস্কার করে মানুষ মর্তলোকেই অমৃতের আভাস পেয়ে শান্তি ও প্রগতির পথে এগিয়ে যাবে এই আশাই দৃঢ়ভাবে পোষণ করি।' দেবের শিক্ষা দর্শন তত্ত্ব পর্যায়ে রয়ে গেছে।
৪. মোহাম্মদ ইকবালের (১৮৮৭-১৯৩৮ খ্রি.) শিক্ষা দর্শন। উর্দু ও ফারসি ভাষায় তাঁর লিখিত কাব্যগ্রন্থসমূহ বিশেষ করে 'আসরার-ই-খুদী', 'পয়াম-ই-মাশরীক', 'রমুজ-ই-বেখুদী' এবং 'ইসলামের ধর্মীয় চিন্তার পুনর্গঠন বিষয়ক বক্তৃতা' ও কে. জি. সাইয়েদিন রচিত 'ইকবালের শিক্ষা তত্ত্ব' গ্রন্থে ইকবালের শিক্ষা চিন্তার বর্ণনা ও ব্যাখ্যা পাওয়া যায়।[২৫] ইকবালের শিক্ষা দর্শন তাত্ত্বিক পর্যায়ে রয়ে গিয়েছে।	ভাববাদ মানবতাবাদ ও ধর্মীয় উপাদানের সমন্বয় হয়েছে।	মুসলিম সমাজের পুনর্গঠন ইকবালের দর্শন ও শিক্ষা চিন্তার প্রধান বক্তব্য। তাঁর মতে শিক্ষা ধর্মের মহৎ আদর্শ দ্বারা প্রভাবিত হবে। শিক্ষায় ধর্ম ও বিজ্ঞানের সৃজনশীল উপাদানের সমন্বয় থাকবে। মানুষের প্রকৃতি সক্রিয়। সে সক্রিয়তার দ্বারা নিজেকে আবিষ্কার করতে ও স্রষ্টার সাথে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করতে পারে। শিক্ষা উদার প্রগতিশীল, গভীর মানবতাবোধ ও আন্তর্জাতিকভাবে সমৃদ্ধ হবে। শিক্ষা মানুষের স্বর্গীয় সত্তা বিকাশের হাতিয়ার স্বরূপ।

উপমহাদেশের আলোচ্য শিক্ষা দর্শনগুলো প্রত্যেকটি এক একজন দার্শনিকের অবদান। তবে শিক্ষা দর্শন বিকাশে এঁরা একাধিক সাধারণ দর্শনের উপাদান ব্যবহার করেছেন। তাই এসব শিক্ষা দর্শনকে মিশ্র বা ইক্লেটিক শিক্ষা দর্শন বলা

www.nagorikpathagar.com

যায়। এ চারটি শিক্ষা দর্শনের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীর শিক্ষা দর্শন এঁরা নিজেরাই প্রয়োগ করেছেন এবং উভয় শিক্ষা দর্শনের সাথে আধুনিক শিক্ষা বিজ্ঞানের তত্ত্ব ও নীতির সামঞ্জস্যতা রয়েছে।

৭.৫.৩ ইউটোপিয়া শিক্ষা দর্শন

গ্রিক ভাষায় ইউটোপিয়া হলো কাল্পনিক দ্বীপ যার বাস্তবে কোথায়ও অবস্থান নেই। ওয়েবেস্টার শব্দকোষে কাল্পনিক স্থান ও বাস্তবতাবর্জিত সংস্কারক হিসেবে ইউটোপিয়ার অর্থ করেছে। প্লেটোর সময় থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত বেশ কিছু ইউটোপিয়া রচিত হয়েছে। এসব ইউটোপিয়াকে লুইস ম্যামফোর্ড দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন।[২৬] কোনো কোনো লেখক বা সংস্কারক বর্তমান অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য ইউটোপিয়া রচনা করেছেন। আর কেউ কেউ সমাজ সংস্কারের উদ্দেশ্যে লিখেছেন। সমাজ সংস্কারমূলক কয়েকটি ইউটোপিয়া ও তাদের শিক্ষার ধারণা সম্পর্কে এ অনুচ্ছেদে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা করা হয়েছে।

প্রতিটি ইউটোপিয়াতে কিছু বক্তব্য বা বাণী আছে। প্রচলিত সমাজের ব্যবস্থাপনা, রীতিনীতি, মূল্য, শিক্ষা সম্পর্কে অনেক ইউটোপিয়া রচয়িতা তীব্র সমালোচনা করে ভবিষ্যৎ নতুন আদর্শ সমাজ গঠনের চিত্র অঙ্কন করেছেন। এ ভবিষ্যৎ সমাজ গঠনে এঁরা শিক্ষার ওপর বেশ গুরুত্ব দিয়েছেন এবং শিক্ষাকে পরিবর্তনের প্রধান অস্ত্র হিসেবে গ্রহণ করেছেন। এর জন্য এঁরা শিক্ষা দর্শনেরও রূপ দিয়েছেন। নির্বাচিত ইউটোপিয়াসমূহে ভবিষ্যৎ সমাজ গঠনে শিক্ষার যে তত্ত্ব বা দর্শন ইউটোপিয়া লেখকগণ রূপ দিয়েছেন তার প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো নিচে উপস্থাপন করা হয়েছে। (চার্ট-৪ দ্রষ্টব্য)।

চার্ট ৪ : ইউটোপিয়া শিক্ষা দর্শনের মূল বক্তব্য

ইউটোপিয়া লেখক প্রকাশকাল	মূল বক্তব্য
১. দি রিপাবলিক (The Republic), প্লেটো, চতুর্থ শতক খ্রি. পূর্বের প্রথম পাদে প্রকাশিত।[২৭]	'দি রিপাবলিক' ইউটোপিয়ার পটভূমি হলো প্লেটোর গুরু মহা দার্শনিক সক্রেটিস সেফালাস নামে এক বণিকের গৃহে বসে ন্যায়বিচারে অর্থ সম্পর্কে আলোচনা করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে আদর্শ ন্যায়বিচার ও আদর্শ রাষ্ট্রের ধারণা সম্পর্কে গ্লুকোনের সাথে তাঁর আলোচনা হয়। এ আলোচনা থেকে প্লেটোর কল্পিত রাষ্ট্র রিপাবলিকের শিক্ষা পরিকল্পনার বর্ণনা পাওয়া যায়।

www.nagorikpathagar.com

ইউটোপিয়া লেখক প্রকাশকাল	মূল বক্তব্য
	রিপাবলিক রাষ্ট্রে শাসক, যোদ্ধা ও শ্রমিক—এ তিন শ্রেণীর মানুষ সুসামঞ্জস্যপূর্ণ অবস্থান করবে। রাষ্ট্রের প্রতি ব্যক্তিই তার স্ব-স্ব ক্ষমতা ও যোগ্যতা অনুসারে শ্রেণীভুক্ত হবে। সব শ্রেণীর লোকই সাধারণ শিক্ষা পাবে। কেবল অসাধারণ মেধাসম্পন্ন ব্যক্তিরা শাসক বা দার্শনিক রাজা হওয়ার জন্য ৩০ বছর বয়স পর্যন্ত নৈতিকতা, রাজনীতি, দর্শন, দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি ব্যবহারের ওপর গভীর শিক্ষা লাভ করবে। কিছুকাল সরকারি কাজে অংশগ্রহণ করার পর ৫০ বছর বয়সে প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিরা শিক্ষক অথবা আদর্শ রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য উপযুক্ত হবেন। এঁরাই হবেন দার্শনিক রাজা। এ শ্রেণীর ব্যক্তিদের শিক্ষার প্রতি প্লেটোর গভীর উদ্বেগ ছিল; কারণ আদর্শ রাষ্ট্রে আদর্শ ন্যায়বিচারের সফলতা বিশেষভাবে দার্শনিক রাজাদের উপযুক্ত ও সুপরিকল্পিত শিক্ষার ওপর নির্ভর করে। রিপাবলিক কাল্পনিক গ্রন্থ হলেও এটি একটি মহাগ্রন্থ। এর অনেক বক্তব্যে বাস্তব ও প্রগতিশীল শিক্ষা চিন্তা দেখা যায়। পরবর্তীকালের অনেক শিক্ষা ব্যবস্থা রিপাবলিকের ভাবধারা দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছে।
২. এ নিউ ভিউ অব সোসাইটি (A New View of Society), রবার্ট ওয়েন। ১৮১৬ খ্রি. প্রথম প্রকাশিত।[২৮]	ওয়েন স্কটল্যান্ডের অন্তর্ভুক্ত নিউ লেনার্কের টুইস্ট বস্ত্র কোম্পানির অংশীদার ছিলেন। সেখানে এক মহৎ আদর্শে একটি সুনিয়ন্ত্রিত মানব সমাজ গঠনের পরিকল্পনা নেন। তাঁর লক্ষ্য ছিল কারখানার দরিদ্র শ্রমিকদের জন্য এক বাস্তব শিক্ষা পরিকল্পনা করবেন যা সমগ্র গ্রেট ব্রিটেনে প্রসারিত হবে। তাঁর এ ইউটোপিয়া গ্রন্থে তিনি নতুন সমাজের শিক্ষার উদ্দেশ্য, নীতি ও শিক্ষণ প্রক্রিয়া সম্পর্কে আলোচনা করেন। নিউ লেনার্কে প্রতিষ্ঠিত স্কুলসমূহে তিনি এসব তত্ত্ব ও নীতি প্রয়োগ করেন। ওয়েন শিল্প বিপ্লবের তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন এবং উৎপাদনে নতুন কৌশল ও পদ্ধতি ব্যবহারের পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু যন্ত্র ও শিল্প বাণিজ্য যে শ্রমিকদের যন্ত্রে ও দাসত্বে পরিণত করেছিল তা তাঁকে বেশি নাড়া দিয়েছিল। তারা অস্বাস্থ্যকর বাসস্থানে, নিরক্ষরতা, অজ্ঞানতা, কুসংস্কারে মানবেতর জীবনযাপন করত। এ

www.nagorikpathagar.com

ইউটোপিয়া লেখক প্রকাশকাল	মূল বক্তব্য
	নিম্নমানের সমাজে শিশুরাই ছিল সবচেয়ে অবহেলিত। তিনি মানবিক প্রয়োজনে তাদের জন্য শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। তিনি আরো বিশ্বাস করতেন তাদের শিক্ষার মাধ্যমে সমাজের উন্নতি ও অগ্রগতি সুনিশ্চিত হবে। এ লক্ষ্যে বস্ত্র কলকারখানা এলাকা নিউ লেনার্কে ওয়েন শ্রমজীবী শিশুদের জন্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। পেস্তালৎসীর ভার্দুনের পরীক্ষণমূলক বিদ্যালয়ের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে ছেলে-মেয়েদের স্বাধীনভাবে ভয়ভীতিহীন পরিবেশে তাদের আগ্রহ, অভিরুচি, কল্পনায় শিক্ষালাভের পরিবেশে সৃষ্টি করেন। শিশুদের জীবনে আনন্দ ও সুখ আসুক এই ছিল তাঁর নিউ লেনার্ক বিদ্যালয়ের পরম উদ্দেশ্য।
৩. লুকিং ব্যকওয়ার্ড (Looking Backword), এডওয়ার্ড বেলামি, ১৮৮৭ খ্রি. প্রথম প্রকাশিত।[২৯]	উনিশ শতকে আমেরিকার সমাজে যখন ধনী ব্যক্তিরা অন্যায়ভাবে সম্পদ কুক্ষিগত করছিল এবং শিকাগো এর হে মার্কেটে দাঙ্গা হয় সে সময় বেলামির ইউটোপিয়া গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। তিনি আমেরিকার স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র ও সংবিধানের ভিত্তিতে উনিশ শতকের অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর করে আমেরিকায় সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। তাঁর এ তত্ত্বের সাথে মার্কসের কিছু মিল আছে। অবশ্য মার্কসের পূর্বানুমান ছিল মানুষ বিশ্বজগতে পরিবর্তন ঘটাতে পারে। অপরদিকে বেলামি মনে করতেন মানুষের পরিবর্তন হয় না। তিনি ইউটোপিয়া গ্রন্থে আশা করেছিলেন যে ২০০০ সালের মধ্যে নতুন সমাজে সম্পদ ও শ্রমের সুষম বণ্টন হবে। শিল্প বিজ্ঞানের বিকাশ নতুন সমাজে কোনো মানুষ কারো ক্ষতি করবে না এবং কেউই কারো শৃঙ্খলে থাকবে না। তিনি কল্পনায় দেখেন ২০০০ সালেও মানুষের কোনো মৌলিক পরিবর্তন হয় নি। তবে সমাজের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানগুলো সুবিন্যাসের ফলে উনিশ শতকের মানুষের সমাজ বিরোধী মনোভাব কিছুটা হ্রাস পেয়েছে।

www.nagorikpathagar.com

ইউটোপিয়া লেখক প্রকাশকাল	মূল বক্তব্য
	তিনি রুশোর ন্যায় মনে করতেন মানুষ প্রকৃতিগতভাবে ভালো তবে প্রচলিত সমাজ তাকে কলুষিত করে। তাঁর পরিকল্পিত সমাজকে তিনি কলুষতা থেকে মুক্ত করে এক সুখময় অর্থনীতি (economy of happiness) দেওয়ার পরিকল্পনা করেন। তিনি মার্কসের ন্যায় অবৈতনিক ও সর্বজনীন শিক্ষার কথা বলেছেন। বেলামির কাল্পনিক সমাজে সকল নারী-পুরুষ ২১ বছর পর্যন্ত অবৈতনিক সর্বজনীন শিক্ষালাভের পর তিন বছরের জন্য শিল্পকর্মে যোগ দেবে। এরপর তারা তাদের আগ্রহ অনুসারে শিল্পকর্ম বা অন্য পেশা গ্রহণ করবে এবং তাদের স্ব-স্ব ক্ষেত্রের কর্ম দ্বারা সমাজের উন্নতি করবে। তিনি প্লেটোর রিপাবলিক ও মার্কসের দ্যাস ক্যাপিটেলের ন্যায় তাঁর ইউটোপিয়ায় ভবিষ্যতের আদর্শ সমাজ গঠনে শিক্ষাকে চাবিকাঠি হিসেবে ধরেছেন এবং নতুন সমাজের নিয়ন্ত্রণ ও ভবিষ্যৎ অগ্রগতির জন্য নতুনভাবে শিক্ষার বিন্যাসের ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন। বেলামির ইউটোপিয়ার পটভূমি হল : জুলিয়াস ওয়েস্ট নামে বোস্টনের এক তরুণ ও ধনী ব্যক্তির অনিদ্রা রোগ ছিল। তাই ডাক্তার সম্মোহন করে তাকে ঘুম পাড়াতেন। এভাবে ১৮৮৭ সালের ১৩ মে সোমবার তিনি ঘুমিয়ে পড়েন। ২০০০ সালে জেগে উঠে দেখেন তিনি ডাক্তার লীটি নামে বোস্টনের এক ডাক্তারের কক্ষে আছেন এবং এ ডাক্তারই তাকে আদর্শ সমাজের পূর্ণাঙ্গ কাঠামো এবং সে সমাজের শিক্ষা পরিকল্পনার বর্ণনা দেন। বেলামির ইউটোপিয়ার অনেক ভাবধারা আমেরিকায় গৃহীত হয়েছে। আমেরিকায় বর্তমানে সর্বজনীন উচ্চ শিক্ষার অধিকার প্রতিষ্ঠা তাঁর শিক্ষা তত্ত্বের একটি বড় অবদান।

www.nagorikpathagar.com

ইউটোপিয়া লেখক প্রকাশকাল	মূল বক্তব্য
৪. নিউজ ফ্রম নোহোয়ার (News from Nowhere), উইলিয়াম মরিস, ১৮৯১ খ্রি. প্রথম প্রকাশিত হয়।[৩০]	মরিস একজন স্বপ্নদ্রষ্টা ছিলেন। এ ইউটোপিয়া গ্রন্থে সমাজতন্ত্রের মধ্য দিয়ে তিনি একটি উঁচু আদর্শের সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। গ্রেট ব্রিটেনসহ পশ্চিমা সমাজের শিল্প বাণিজ্য মানুষে মানুষে যুদ্ধ, বৈরিতা ও দুর্নীতি সৃষ্টি করেছে। তাই তিনি সমস্ত বিশ্বের শ্রমজীবীদের নিয়ে মার্কসের কম্যুনিজমের আদর্শে এক মহা মানব সমাজ গঠন করতে চেয়েছিলেন। এ সমাজে কোনো সরকার বা প্রভু থাকবে না। সশস্ত্র বিপ্লব ও গৃহযুদ্ধের দ্বারা পুরাতন সমাজের স্থলে নতুন সমাজ গঠন করা হবে। মরিস নিজে শিল্পী ছিলেন। মানুষকে যন্ত্রের অত্যাচার ও উৎপাদনকারীদের লোভ থেকে মুক্ত করে তাদেরকে সৃজনশীল শিল্পকর্মের অনুরক্ত করতে চেয়েছিলেন। তিনি তাদের মনে নান্দনিক সৌন্দর্যবোধও বিকাশ করতে চেয়েছিলেন। এ কাল্পনিক সমাজে মানুষ পরস্পর ভালোবাসার বন্ধনে বাস করবে, সৎ সুন্দর ও পবিত্র জীবনযাপন করবে। এ সমাজের জন্য তিনি প্রচলিত শ্রেণী বিভেদকারী শিক্ষার পরিবর্তে সব মানুষের জন্য এমন উন্নতমানের শিক্ষা চেয়েছিলেন যার দ্বারা তারা শিল্পকলা, চারুশিল্প কর্মের দক্ষতা অর্জন করবে, সৃজনশীল শিল্পকর্ম করতে পারবে এবং শিল্প ও নান্দনিক বোধের আনন্দ উপলব্ধি করতে পারবে।

www.nagorikpathagar.com

ইউটোপিয়া লেখক প্রকাশকাল	মূল বক্তব্য
৫. সুলতানার স্বপ্ন (Sultana's Dream), বেগম রোকেয়া, ১৯০৮ খ্রি. প্রথম প্রকাশ। ইউটোপিয়াটি ইংরেজিতে প্রথমে রচিত হয়।[৩১]	এ ব্যঙ্গরসাত্মক ইউটোপিয়াটি সুলতানার (লেখিকা) স্বপ্নের ঘোরে ভগিনী সারার সাথে কথোপকথন ও নারীস্থানে ভ্রমণের প্রেক্ষাপটে বেগম রোকেয়া রচনা করেন। তৎকালীন উপমহাদেশে মেয়েরা বিশেষ করে বাংলার মুসলিম মেয়েরা অসহায়, অজ্ঞ ও সূর্খ হয়ে অবরোধের অন্তরালে পুরুষের ওপর নির্ভরশীল হয়ে জীবনযাপন করত। নারীরাও এ পরিবেশে থেকে তাদের সুপ্ত প্রতিভার কথা ভুলে গিয়েছে। পক্ষান্তরে নারী যে ক্ষমতাসম্পন্ন, সে যে পুরুষের মতো এমন কি তার চেয়ে অধিক প্রতিভাপন্ন হতে পারে এবং তার প্রতিভা ও ক্ষমতা দ্বারা প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণে এনে পুরুষদের বিন্দুমাত্র সাহায্য ছাড়া পৃথিবীর বুকে নির্মল সৌন্দর্য, সম্পদ ও কল্যাণের বিরাট ক্ষেত্র সৃষ্টি করতে পারে তারই একটি চিত্র রোকেয়া এ ইউটোপিয়াতে তুলে ধরেন। রোকেয়ার কল্পিত সমাজে নারীরা শাসক হবে, শিক্ষাবিদ হবে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির আবিষ্কার দ্বারা নারীস্থানে বিজ্ঞানভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করবে। শিক্ষার দ্বারা এরূপ সমাজ গঠন করা যাবে। স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে মেয়েরা অধ্যয়ন করবে। ল্যাবরেটরী, মিল কারখানায় মেয়েরা কাজ করবে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে গবেষণায় নিবৃত থেকে উত্তরোত্তর বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও প্রযুক্তির ব্যবহার করে বৈজ্ঞানিক সমাজ ব্যবস্থার ভিত্তি সুদৃঢ় করবে এবং ভবিষ্যৎ অগ্রগতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। পড়াশুনা শেষ করে মেয়েরা ২১ বছর হলে বিয়ে করতে পারবে। রোকেয়া নিজে শিক্ষাবিদ ছিলেন। মেয়েদের শিক্ষা বিস্তারের জন্য তিনি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং সমাজের মানুষের মনে অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করেছেন। তাঁর প্রচেষ্টার ফলে মেয়েরা বর্তমানে শিক্ষা-দীক্ষায় কর্মে অনেক এগিয়ে এসেছে। রোকেয়ার ইউটোপিয়া সমাজ বাস্তবায়িত না হলেও তাঁর অনুপ্রেরণায় মেয়েদের মধ্যে শিক্ষার প্রসার ঘটেছে। তাদের মধ্যে শিক্ষা ও কর্মের আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে। এ দিক দিয়ে নারী শিক্ষায় রোকেয়ার অবদান অবিস্মরণীয়।

www.nagorikpathagar.com

ইউটোপিয়া লেখক প্রকাশকাল	মূল বক্তব্য
৬. ম্যান লাইক গড্‌স (Man Like Gods), এইচ জি. ওয়েল্‌স, ১৯২৩ খ্রি. প্রকাশিত।[৩২]	এ ইউটোপিয়া গ্রন্থে ওয়েল্‌স ধনী অত্যাচারী লোভী স্বার্থান্বেষী শ্রেণীর সাথে দীর্ঘ ৫০০ বছর ধরে সংগ্রাম করে লক্ষ লক্ষ মানুষের আত্মত্যাগের ফলে দেবত্ব সুলভ গুণসম্পন্ন ব্যক্তি দ্বারা গঠিত সমাজের একটি চিত্র অঙ্কন করেছেন। বিজ্ঞানের ভিত্তিতে এ সমাজ গঠিত হবে। এখানে আবহাওয়া ও পরিবেশ নিয়ন্ত্রণে থাকবে। মানুষ স্বাস্থ্যবান হবে এবং তাদের উচ্চ বুদ্ধাঙ্ক থাকবে। সুশিক্ষিত প্রজ্ঞাবান সামুরাই শ্রেণী প্লেটোর গার্ডিয়ানদের ন্যায় রাষ্ট্র পরিচালনা করবে। তবে এই সমাজ আইন বা শক্তি দ্বারা পরিচালিত হবে না। সুশিক্ষিত মানুষ স্বাভাবিকভাবে ভালো কাজ করবে। কেউ কোনো নিয়ম নীতি অনুসরণ না করলে বুঝতে হবে যে তার মানসিক স্বাস্থ্য কোনোভাবে বিঘ্নিত হয়েছে এবং অনুসন্ধান করে তার চিকিৎসা করাতে হবে। এ নতুন সমাজে সব মানুষেরই সামুরাই হওয়ার সুযোগ আছে। তবে তার জন্য বিশেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে এবং তাকে কঠোর নিয়ম কানুন মানতে হবে। মদ্যপান, তামাক, মাদক দ্রব্যে আসক্তি বা কোনো লাভজনক কাজ তারা করতে পারবে না। বছরে প্রত্যেক সামুরাইকে ন্যূনতম পক্ষে এক সপ্তাহ নির্জনে বাস করে আত্মশক্তি বৃদ্ধি, আত্ম সংযম অনুশীলনীর জন্য ধ্যান করতে হবে। উপযুক্ত শিক্ষার মাধ্যমে সামুরাইর মতো দেবসুলভ মানুষ তৈরি করা যায়। তাদের শিক্ষার জন্য ওয়েলস এক সুনিয়ন্ত্রিত পরিকল্পনা করেছেন। শিক্ষায় শিক্ষার্থীর ব্যক্তি সত্তার বিকাশের সাথে নতুন সমাজের রাজনৈতিক, সামাজিক স্থায়িত্ব ও আদর্শের সমন্বয় করেছেন যা ইতিপূর্বে আর কোনো ইউটোপিয়াতে দেখা যায় না। যুদ্ধ, অজ্ঞানতা, দাসত্বের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হয়ে মানুষ যেন শান্তিতে বসবাস করতে পারে সে মানবিক লক্ষ্যে তিনি ম্যান লাইক গড্‌স-এর সমবায়ে গঠিত সমাজের শিক্ষার পরিকল্পনা করেন।

www.nagorikpathagar.com

ইউটোপিয়া লেখক প্রকাশকাল	মূল বক্তব্য
৭. ওয়াল্ডেন টু (Walden Two), বি. এফ. স্কিনার, ১৯৪৮ খ্রি. প্রকাশিত।[৩৩]	প্রখ্যাত মনোবিজ্ঞানী স্কিনার নতুন বৈজ্ঞানিক সংস্কৃতির ওপর প্রতিষ্ঠিত এক সমাজ ও তার শিক্ষা ব্যবস্থারওপর লিখিত উপন্যাসের প্রধান চরিত্র টি.ই. ফ্রেজিয়ার এই পরীক্ষণমূলক ইউটোপিয়া সমাজের সৃষ্টিকর্তা এবং অধ্যাপক বুরিস (লেখক) তাঁর শিক্ষক। কলুষমুক্ত এ বিজ্ঞান সংস্কৃতিভিত্তিক সমাজে নাগরিকদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক নিরাপত্তা থাকবে এবং মানুষ এ সমাজে পরস্পর ভ্রাতৃত্ববোধে আবদ্ধ থাকবে। এ সমাজে কোনো মুদ্রার প্রচলন নেই। মানুষ শ্রমের বিনিময়ে (labour credit) তার প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র বিনামূলে পাবে। ছেলে-মেয়েদের নিয়ন্ত্রণ ও শৃঙ্খলার জন্য স্বাভাবিকভাবে নতুন উদ্দীপক পরিবেশ সৃষ্টি করা হবে। ওয়াল্ডেন সমাজে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের সাথে সামঞ্জস্য করে মানুষের নতুন ধারণা হবে এবং তার ওপর প্রতিষ্ঠিত হবে তাদের শিক্ষা দর্শন। প্রচলিত সংকীর্ণ ধারণা বর্জন করে শিক্ষাকে মানব কৌশলের (human engineering) ব্যাপক ধারণায় সম্পৃক্ত করে স্কিনার ওয়াল্ডেন সমাজের শিশুদের শিক্ষাদান কার্যের পরিকল্পনা করেন। ওয়াল্ডেন টু গ্রন্থে এ শিক্ষা পরিকল্পনার চিত্র পাওয়া যায়।

উপরে উপস্থাপিত বক্তব্য থেকে আমরা দেখতে পাই যে, ইউটোপিয়ার প্রণেতাগণ প্রচলিত সমাজের প্রকট সমস্যাগুলো সমাধানের জন্য সমাজের কাঠামো পরিবর্তন করতে চেয়েছিলেন। এ পরিবর্তন প্রক্রিয়ায় শিক্ষাকে এঁরা প্রধান হাতিয়ার হিসেবে ধরেছেন। ইউটোপিয়ার লেখকগণ অধিকাংশই শিক্ষাবিদ ছিলেন। কাল্পনিক সমাজ ব্যবস্থা প্রবর্তনের লক্ষ্যে শিক্ষার নতুন অর্থ ও ধারণা দিয়েছেন, তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং তত্ত্বকে কিভাবে প্রয়োগ করা যায় তাও অনেক বাস্তবে দেখিয়েছেন। এদের শিক্ষার অনেক বক্তব্য ও বাণী অনেক দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় গৃহীত হয়েছে।

মানুষ স্বপ্নদ্রষ্টা। ভবিষ্যতেও কোনো কোনো মহা স্বপ্নদ্রষ্টা আবার নতুন ইউটোপিয়া রচনা করবেন এবং আমাদের এগিয়ে যাওয়ার পথ নির্দেশ করবেন।

www.nagorikpathagar.com

ইউটোপিয়ার এ চলমান প্রক্রিয়ায় মানব সমাজ উন্নতি ও অগ্রগতির পথে যাওয়ার রসদ সংগ্রহ করবে। আনাতোঁ ফ্রান্সের বক্তব্যটি দিয়ে এখানে সমাপ্ত করা যায়। "Without the Utopias of other times, men would still live in caves, miserable and naked."

৭.৬ বাংলাদেশের শিক্ষা দর্শন প্রণয়নে বিবেচ্য বিষয়

যেকোনো দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা, শিক্ষার আদর্শ ও লক্ষ্য পরিপূরণের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ ও শিক্ষা নীতিসমূহ বাস্তবে প্রয়োগের জন্য দর্শনের তত্ত্ব ও শিক্ষা দর্শনের সহায়তা প্রয়োজন। আমাদের দেশে দর্শন চর্চার ঐতিহ্য রয়েছে। দার্শনিক ও পণ্ডিত ব্যক্তিগণ দর্শন চর্চা করে যাচ্ছেন। কিছু কিছু দার্শনিক শিক্ষা দর্শন সম্পর্কেও বক্তব্য রেখেছেন। এসব উপাদান থাকা সত্ত্বেও এখনো বাংলাদেশে কোনো সুস্পষ্ট শিক্ষা দর্শন গড়ে ওঠে নি। আমাদের শিক্ষা বিষয়ক সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিভ্রান্তির প্রধান কারণ হলো সুস্পষ্ট ও গ্রহণযোগ্য শিক্ষানীতি ও শিক্ষা দর্শনের অভাব। শিক্ষার কাজে জড়িত সকলেরই আকাঙ্ক্ষা একটি পূর্ণাঙ্গ ও কার্যকরী শিক্ষা দর্শনের। শিক্ষা কার্যক্রমের উচ্চ পর্যায়ে শিক্ষার নীতি নির্ধারক, রাজনীতিজ্ঞ, পরিকল্পনাবিদ, শিক্ষা বিজ্ঞানী, শিক্ষা প্রশাসক, শিক্ষাবিদ ও সংশ্লিষ্ট পেশাগত শ্রেণীকর্তৃক শিক্ষা ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ, শিক্ষার পুনর্গঠন ও সংস্কার কার্যে নিয়োজিত শিক্ষক, প্রশাসক ও শিক্ষা বিশেষজ্ঞদের (যাদের practioners in education বলা হয়) দৈনন্দিন পেশাগত দায়িত্ব পালনের জন্যও শিক্ষা দর্শনের সহায়তা প্রয়োজন।

শিক্ষা দর্শন গঠনের আবশ্যিক উপাত্ত ও উপাদান আমাদের রয়েছে। আমাদের দার্শনিক ও চিন্তাবিদদের দর্শন চর্চা আমরা বিবেচনা করতে পারি। তাছাড়া ঐতিহ্যবাহী দর্শন ও শিক্ষা দর্শনগুলোও আমাদের শিক্ষা দর্শন তৈরির উৎস হিসেবে গ্রহণ করা যায়। তবে শিক্ষা দর্শনের সঠিক নির্দেশনা আসবে কতকগুলো গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উত্তর দার্শনিক, চিন্তাবিদ, শিক্ষার নীতি প্রণেতা, রাজনীতিজ্ঞ, পরিকল্পনাবিদ, শিক্ষা বিজ্ঞানী, শিক্ষা প্রশাসক ও শিক্ষাবিদগণ কিভাবে দেন তার ওপর। এ ধরনের কয়েকটি প্রশ্ন নিচে উত্থাপন করা হলো :

১. জীবন সম্পর্কে আমাদের ধারণা কী?
২. আমাদের জীবনদর্শন, সমাজ দর্শন ও রাষ্ট্র দর্শনের প্রকৃতি কিরূপ?
৩. আমাদের শিক্ষানীতি কি এবং কোন লক্ষ্যে প্রণয়ন করা হয়েছে বা হবে?
৪. আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো কি ধরনের কার্য সম্পাদন করে?
৫. আমরা কোন বিষয়গুলো সবচেয়ে অধিক মূল্য দিই?

www.nagorikpathagar.com

৬. কোন প্রকারের জ্ঞান, কোন ধরনের শিল্পকলা, কোন ধরনের জ্ঞান চর্চার অবদানকে আমরা গুরুত্ব দিই?
৭. বিশ্বমানবতার প্রতি আমাদের মনোভাব কিরূপ?

এসব প্রশ্নের পুঙ্খানুপুঙ্খরূপ বিচার বিশ্লেষণ করে যে গ্রহণযোগ্য উত্তর পাওয়া যাবে তার সাথে সামঞ্জস্য বিধান করে সাধারণ দর্শনগুলো ও বিভিন্ন শিক্ষা দর্শন থেকে অত্যাবশ্যকীয় উপাদানের সমন্বয়ে আমাদের শিক্ষা দর্শনের রূপরেখা প্রণয়ন করা যেতে পারে।

শিক্ষা দর্শন প্রণয়ন প্রসঙ্গে আর একটি বিবেচ্য বিষয় আছে। আমরা কতকগুলো সাধারণ দর্শন বা শিক্ষা দর্শন থেকে শিক্ষা দর্শনের উপাত্ত গ্রহণ করতে পারব? এ অধ্যায়ে আলোচ্য শিক্ষা দর্শনগুলো থেকে দেখা যায় একাধিক দর্শনের ভাবধারা নিয়ে অধিকাংশ শিক্ষা দর্শন গঠিত হয়েছে। এ জন্যই প্রায় সকল শিক্ষা দর্শনের প্রকৃতি মিশ্র (electic)। একাধিক দর্শনের উপাদান গ্রহণের যুক্তি রয়েছে। শিক্ষার কতকগুলো বিষয় জটিল, দ্ব্যার্থবোধক এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে একই ধারণার বহু ব্যাখ্যা করা ও কার্য পদ্ধতি গ্রহণ করা যায়। তাছাড়া শিক্ষার যে কোনো বিষয়ের সিদ্ধান্ত অনেক মানুষের জীবনকে প্রভাবান্বিত করে। কাজেই একটি বিশেষ দর্শনের তত্ত্ব আমাদের সব অনুসন্ধান ও সিদ্ধান্তের জন্য পর্যাপ্ত না হওয়ার কথা। তাই একাধিক দর্শনের সহায়তা নিতে হয় (চিত্র-১ দ্রষ্টব্য)। একাধিক দর্শন থেকে শিক্ষা গঠনের উপাদান নিলেও কতটি দর্শন থেকে নেওয়া যায় সেক্ষেত্রেও আমাদের সীমাবদ্ধতা আছে। দর্শন মতবাদ নির্বাচনে সাধারণভাবে তিনটি দর্শন থেকে উপাদান নির্বাচন করা যুক্তিযুক্ত। তবে নির্বাচিত তিনটি মতবাদ (চিত্র-২) চিন্তা রেখার অবস্থানের পাশাপাশি থাকবে। যদি অবস্থানের ধারাবাহিকতা সংরক্ষণ না করে হঠাৎ মাঝের এক ধাপের মতবাদ বাদ দিয়ে অপর ধাপ বা ধাপগুলো অনুসরণ করা হয় তাহলে চিন্তার ক্ষেত্রে এবং এর ফলশ্রুতিতে শিক্ষার ক্ষেত্রে উভয় সংকট দেখা যাবে।

শিক্ষা দর্শন গঠনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো কোন নির্ণায়কের ভিত্তিতে দর্শন মতবাদগুলো নির্বাচন করা হবে। এ প্রসঙ্গে নিচের প্রদত্ত প্রশ্নগুলো করা যেতে পারে :

১. শিক্ষার সিদ্ধান্ত গ্রহণে আমরা কি গোঁড়া, রক্ষণশীল বা প্রতিক্রিয়াশীল চরমপন্থী অবস্থান গ্রহণ করব?
২. আমরা কি উদার, প্রগতিশীল অথবা রেডিকেল মতবাদ গ্রহণ করব?
৩. আমরা কি স্বৈরতান্ত্রিক অথবা গণতান্ত্রিক নীতি দ্বারা পরিচালিত হবো?
৪. ব্যক্তির সৃজনশীলতা ও স্বাধীন নির্বাচন ক্ষমতায় আমাদের আস্থা আছে কী?
৫. আমরা কি চিন্তার ক্ষেত্রে স্বাধীন বা নির্ভরশীল?

www.nagorikpathagar.com

প্রদত্ত চিত্র দুটিতে দর্শন মতবাদগুলোর সাধারণ বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হয়েছে। উপরে উত্থাপিত প্রশ্নগুলোর উত্তরের আলোকে চিত্রগুলো থেকে দর্শন মতবাদ নির্বাচন ও শিক্ষা দর্শন গঠনের সংকেত পাওয়া যায়। কেন্দ্রবিন্দুর ডানে অবস্থিত বাস্তববাদ থেকে শুরু হয়েছে মানুষের চিন্তার ক্ষেত্রে নির্ভরশীলতা, ক্রমে যতই ডানে যাবে ততই কর্তৃত্বের ওপর (যেমন ধর্ম, কোনো বিশেষ মতবাদ, ব্যক্তিত্ব, প্রতিষ্ঠান, সংগঠন ইত্যাদি) বিশ্বাসের পরিণতিতে ব্যক্তি তার স্বাধীনতা হারিয়ে গোঁড়া বিশ্বাসী হয় এবং পরবর্তী পর্যায়ে প্রতিক্রিয়াশীল বা চরমপন্থী হয়ে যেতে পারে। বাস্তববাদের পরবর্তী ধাপে ধর্মীয় দর্শন এবং এরপর প্রতিক্রিয়াশীল মতবাদগুলোর অবস্থান। এসব ধাপে ব্যক্তি ক্রমে তার ইচ্ছার স্বাধীনতা হারিয়ে কর্তৃত্ব, নিয়ম নীতি, আদেশ শৃঙ্খলার সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে চলে যায়।

কেন্দ্রবিন্দুর বাম দিকে ভাববাদ ও প্রয়োগবাদের মাঝামাঝি থেকে নতুন ভাবধারা, সৃজনশীলতা, ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা এ সমস্ত প্রগতিশীল ও উদার দর্শন মতবাদের বৈশিষ্ট্যের সূত্রপাত হয়। ক্রমে বাম দিকে অগ্রসর হতে হতে এ বৈশিষ্ট্যগুলো আরো প্রকট হয় এবং সর্ববামে অতি প্রগতিশীল রেডিকেল মতবাদের বিকাশ হয়। কেন্দ্রবিন্দুর দুই পাশে অবস্থিত ভাববাদ ও বাস্তববাদ চিন্তার ক্ষেত্রে সংরক্ষণশীল পর্যায়ে অবস্থিত। ঐতিহ্য, বিশ্বাস ও ভাব সংরক্ষণ করার প্রতি এ দুই দর্শন মতবাদের ঝোঁক। এ চিত্র থেকে আমরা আমাদের শিক্ষা দর্শন প্রণয়নের জন্য তিনটি দর্শন মতবাদ নির্বাচন করতে পারি। তবে মতবাদগুলোর অবস্থান ধারাবাহিক হবে। শিক্ষায় উভয়সংকট এড়ানোর জন্য শিক্ষা দর্শন গঠনে দর্শন মতবাদ নির্বাচনের ক্ষেত্রে পূর্বেই সতর্কতা অবলম্বন বাঞ্ছনীয়।

দর্শন মতবাদ নির্বাচনে অবশ্য আমরা প্রতিটি মতবাদের বৈশিষ্ট্য ও চিন্তা রেখায় তাদের অবস্থান ও অবস্থানের বৈশিষ্ট্য বিবেচনা করব। এই সাথে জাতি হিসেবে কোন বিশেষ আদর্শে ও মূল্যবোধে আমাদের বিশ্বাস এবং সেগুলোর প্রতি আমরা কিরূপ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ সেগুলো সম্পর্কে আমাদের পরিষ্কার ধারণা এবং দৃঢ় বিশ্বাস থাকতে হবে। তবে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে বলা যায় যে আমরা গণতন্ত্রে বিশ্বাস করি। আমরা আরো মনে করি ব্যক্তির স্বাধীনতা ও সৃজনশীলতা, বাক স্বাধীনতার প্রতি আমাদের গভীর ভালোবাসা ও প্রতিশ্রুতি আছে; ব্যক্তি সক্রিয় ও সৃজনশীল গুণ দ্বারা তাদের স্ব-স্ব ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দেবে। বিশ্বমানবতার ঐক্য বোধে ব্যক্তি উদ্বুদ্ধ হবে এবং ব্যক্তি মানবিক গুণসম্পন্ন হবে। অর্থনৈতিক ও সামাজিক রূপান্তরের হাতিয়ার রূপে শিক্ষা সৃজনশীল ভূমিকা পালন করবে। বাংলাদেশের প্রথম শিক্ষা কমিশন ১৯৭৪-এর রিপোর্টে এ বিষয়গুলো প্রতিফলিত হয়েছে।[৩৪] ১৯৯৭ সালের জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটিও তাদের প্রতিবেদনে প্রায় অনুরূপ বক্তব্য রেখেছে।[৩৫] এসব প্রতিপাদ্যের আলোকে প্রগতিশীল দর্শন মতবাদগুলো

www.nagorikpathagar.com

থেকে আমাদের শিক্ষা দর্শন গঠনের উপাত্ত ও উপাদান নির্বাচন করা যায়। তবে সংরক্ষণশীল মধ্যপন্থী যে দুই বিশ্ব দর্শন-ভাববাদ ও বাস্তববাদ মানব জাতির শিক্ষায় মহান অবদান রেখেছে সেগুলোর কথাও আমরা বিবেচনা করতে পারি।

অবশ্য আমাদের স্মরণ রাখতে হবে মানুষের চিন্তা সম্পর্কে কোনো শেষ কথা নেই। মানুষের চিন্তার ফসল হিসেবে আগামীতেও নতুন নতুন দর্শন মতবাদ সৃষ্টি হবে। মানব কল্যাণে সেগুলো নিঃসন্দেহে ভূমিকা রাখবে। ভবিষ্যতের শিক্ষায় দর্শনের ভূমিকা সম্পর্কে ফ্রেডারিক মায়ারের অভিমত এখানে প্রাসঙ্গিকভাবে উল্লেখ করা যায়।[৩৬] তিনি আশা পোষণ করেন যে আগামী দিনের দর্শন চর্চা তাত্ত্বিক অনুসন্ধানের চেয়ে শিক্ষার সমস্যার প্রতি অধিক মনোযোগ দেবে। তিনি মনে করেন বর্তমান কালের শিক্ষার অপর্যাপ্ততা ও দুর্বলতার মূলে রয়েছে শিক্ষার মৌলিক লক্ষ্যের অভাব। দর্শনের প্রজ্ঞার কথাগুলো শিক্ষার কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে না। যদিও শিক্ষার কোনো ঐন্দ্রজালিক ক্ষমতা নেই তথাপি শিক্ষার দ্বারা অনেক কিছু করা যায়। ভালো মানব সমাজ গড়া যায়। আমরা আশাবাদী যে, ভবিষ্যতের দর্শন চর্চার অনুসন্ধানের বিষয় হিসেবে শিক্ষার প্রাধান্য থাকবে। দর্শনের এ নবতর ভূমিকায় শিক্ষা দর্শন নতুনভাবে বিন্যস্ত হবে; আরো সমৃদ্ধ হবে এবং শিক্ষার কাজও সুসংবদ্ধ হবে।

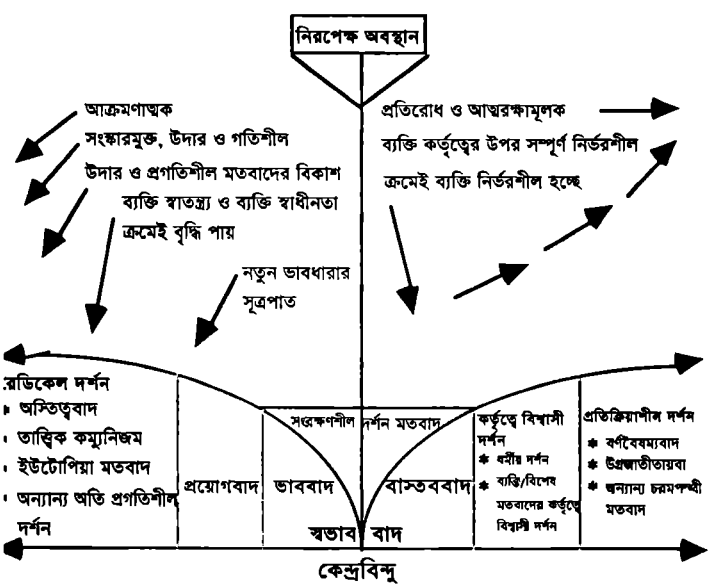

চিত্র : চিন্তা রেখায় দর্শন মতবাদের অবস্থান

www.nagorikpathagar.com

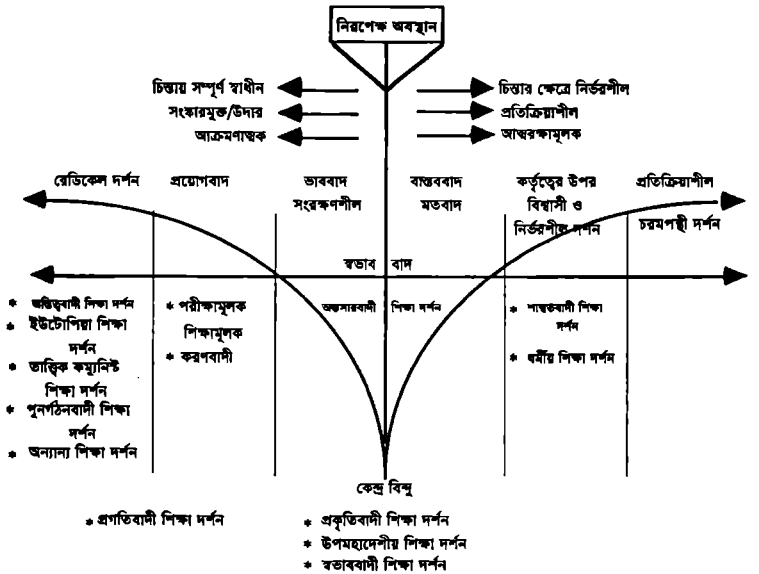

চিত্র-২ : চিন্তা রেখায় শিক্ষা দর্শনের অবস্থান

তথ্যপঞ্জি

১. Harry S. Broudy, Building A Philosophy of Education (2nd Edition), Englewood Cliff, N.J. : Prentice Hall. INC., 1961, p. 13
সাধারণ দর্শনের সত্তার প্রকৃতি, জ্ঞানবিদ্যা ও নৈতিকতার তত্ত্ব থেকে শিক্ষার লক্ষ্য, শিক্ষাক্রম, শিক্ষা পদ্ধতি ও শিক্ষা ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে ধারণা করা যায়। অপরদিকে শিক্ষা বিজ্ঞানীদের দর্শনের বিশ্বাস থেকে অনুমান করা যায় কি ধারনের শিক্ষা ব্যবস্থা এরা সমর্থন ও কার্যকর করবেন।

২. John S. Brubacher, Modern Philosophies of Education (Third Edition), New York, Mcgraw Hill Book Company, INC., p. 20

৩. Sydney Hook, "The Scope of Philosophy of Education," J. Harvard Educational Review, 26 : 142-148, Spring, 1956

৪. Sir John Adams, "The Teacher as Philosopher," School and Society, 36 : 418, October, 1932

৫. John Dewey, Democracy and Education, পৃ. ৩৮৬

৬. ব্রুবেচার, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২

৭. ব্রাউডি,প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৯

৮. ব্রুবেচার, প্রাগুক্ত, পৃ.৩৩২

www.nagorikpathagar.com

৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৪

১০. George F. Kneller Foundations of Education, পৃ. ৬৫

১১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৫

১২. ডিউঈ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮৪

১৩. নেলার, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১০

১৪. Geovanni Gentile, The Reform of Education (Trans. Dion Bigongiari), New York, Harcourt, Brace & World Inc., 1922

১৫. Karl Marx and Friedrich Engles রচিত The Communist Menifesto জার্মান ভাষায় ১৮৪৮ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়।

১৬. নেলার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৪-১০০

১৭. ব্রুবেচার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৫

স্কলাস্টিসিজম মতবাদটি রোমান কেথোলিকদের ধর্মীয় শিক্ষা দর্শন। এই শিক্ষা দর্শনের পূর্ণ বর্ণনা পাওয়া যায় জন ডি. রেডেন ও ফ্যান্সিস এ. রায়ানের লিখিত A Catholic Philosophy of Education গ্রন্থ (The Brauce Publishing Company, Milwaukee, 1955)

১৮. Jean Jacques Rousseau, Emile, London, J.M. Dent & Sons, Ltd., 1943

রুশো তাঁর সামাজিক চুক্তি গ্রন্থে প্রাকৃতিক সমাজ গঠনের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। পারস্পরিক চুক্তির মাধ্যমে মানুষ এই সমাজ গঠন করবে। এই সমাজ ব্যবস্থায় প্রত্যেক ব্যক্তির নিজের ক্ষমতা অনুযায়ী বিকশিত হওয়ার সমান সুযোগ থাকবে। এই সমাজের নাগরিক হবে প্রাকৃতিক মানুষ। রুশো তাঁর সমাজ দর্শন অনুযায়ী 'এমিল' গ্রন্থে তাঁর শিক্ষা দর্শনের বিস্তৃত বর্ণনা করেছেন।

১৯. F. W. A. Froebel, Menschen-Erziehung (The Education of Man, 1826), Trans. W.N. Hailmann), International Educational Series Vol. 5, D. Appleton and Company. New York, 1892

ফ্রয়েবেলের মতে জগতে সমগ্র জীবন ও প্রকৃতির সত্তার মধ্যে একটি শক্তি বিরাজ করছে। এই শক্তিই (ঈশ্বর) মানুষের জীবনের সবকিছু ঘটনাকে এক নিয়মের মধ্যে গ্রন্থিত করে রেখেছে। তিনি বিশ্বাস করেন মানব জীবন ও সমস্ত বস্তু জগতের মূলে আছে এক অধ্যাত্ম শক্তি। যিনি মনে প্রাণে এই শক্তিতে বিশ্বাস করেন, যিনি শান্ত স্বচ্ছ মানসিক দৃষ্টি দ্বারা অন্তরের সঙ্গে বাইরের সংযোগ স্থাপন করতে পারেন, যিনি আন্তরিক উপলব্ধির আলোকে বহির্জগতের পরিণতি বিচার করতে পারেন, তিনিই এই ঐক্য উপলব্ধিতে সক্ষম। ফ্রয়েবেল তাঁর The Education of Man গ্রন্থে এই দার্শনিক চিন্তা ব্যক্ত করেছেন।

২০. ব্রুবেচার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১২

২১. নেলার, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৪-১২৩

www.nagorikpathagar.com

২২. ডিউঈ Democracy and Education গ্রন্থে গণতন্ত্র যে একটি শিক্ষা দর্শন তার পূর্ণ ব্যাখ্যা করেন। আরো কয়েকজন এই শিক্ষা দর্শনের ওপর কাজ করেছেন। এদের মধ্যে জন এল. চাইল্ডস (Education and Morals, New York, Appleton Century Crofts, Inc. 1950) এবং বয়েড এইচ, বোড (Democracy As a Way of Life, New York, The Macmillan Company, 1921) প্রমুখ শিক্ষার কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে কীভাবে গণতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য, মূল্যবোধ ও নৈতিকতা বিকাশ করা যায় এবং কীভাবে ভালো গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা গঠন করা যায় যে সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন।

২৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিক্ষা চিন্তা এবং শিক্ষা দর্শনের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য, স্বরূপের পরিচয় তাঁর বেশ কিছু সাহিত্য কর্মে দেখা যায়। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো : আশ্রমের রূপ ও বিকাশ, ইতিহাস, ডাকঘর, জীবনস্মৃতি, অচলায়তন, কালের যাত্রা, শান্তিনিকেতন, গীতাঞ্জলি, পথের সঞ্চয়, ধর্ম, বিচিত্র প্রবন্ধ, বাঙলা ভাষা পরিচয়, বিশ্বভারতী, লিপিকা, শিক্ষা, শিক্ষার ধারা, শিশু, কণিকা, বালকা, বিশ্বপরিচয়, Creative Unity, Personality, The Religion of Man ইত্যাদি।

২৪. মহাত্মা গান্ধীর লেখা An Autobiography, Styagraha, Basic Education, Sarvadaya, Selections from Gandhi, Rebuilding Our Villages, ছাত্রদের প্রতি মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী, নঈ তালিম, শিক্ষা এসব গ্রন্থে গান্ধীর শিক্ষা দর্শনের বর্ণনা ও ব্যাখ্যা পাওয়া যায়।

২৫. K. G Saiyidain, Iqbal's Educational Philosophy, Lahore, SH. Muhammad Ashraf, 1954

২৬. Lewis Mumford, The Story of Utopias, New York, Boni and Liberight, 1922

২৭. Plato, Republic of Plato (Trans. B. Jowett), Third Edition, Oxford, Clarendon Press, 1935 গ্রিক ভাষা থেকে ইংরেজিতে অনুদিত।

২৮. পরবর্তীকালে এই ইউটোপিয়াটি J.M. Dent and Sons Ltd., London, 1927 কর্তৃক প্রকাশিত হয়।

২৯. লুকিং ব্যাকওয়ার্ডের পরবর্তী প্রকাশ হয় ১৯৫৯ খ্রি.। প্রকাশক Harper and Row, New York

৩০. প্রকাশক Reeves and Turner, London

৩১. প্রকাশক S.K. Lahiri and Co., Calcutta

৩২. প্রকাশক The Macmillan Company, New York, 1923

৩৩. প্রকাশক The Macmillan Company, New York, 1948

৩৪. বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট ১৯৭৪, পৃ. ১

নতুন স্বাধীন রাষ্ট্রের শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণের পটভূমি হিসেবে এই কমিশনের রিপোর্টের বক্তব্য সুস্পষ্ট। রিপোর্টের প্রথম অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে,

www.nagorikpathagar.com

"শিক্ষা ব্যবস্থা একটা জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষা রূপায়ণের ও ভবিষ্যৎ সমাজ নির্মাণের হাতিয়ার। কাজেই দেশের কৃষক, শ্রমিক, মধ্যবিত্তসহ সকল শ্রেণীর জনগণের জীবনে নানা গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনের উপলব্ধি জাগানো, নানাবিধ সমস্যা সমাধানের যোগ্যতা অর্জন এবং তাদের বাঞ্ছিত নতুন সমাজতান্ত্রিক সমাজ সৃষ্টির প্রেরণা সঞ্চারই আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার প্রধান দায়িত্ব ও লক্ষ্য। এই লক্ষ্য আমাদের সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত রাষ্ট্রীয় মূলনীতিসমূহের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ।"

৩৫. প্রতিবেদন, জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি ১৯৯৭, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ঢাকা, পৃ. ৩৯-৪০

৩৬. Frederick Mayer, A History of Modern Philosophy (Third Reprint) New Delhi, Eurasian Publishing House (P) LTD., 1987, pp. 618-619

www.nagorikpathagar.com

ISBN 978 984 90705 1 1

www.nagorikpathagar.com